Volume 1

আল খিসাল

الخصال

Muhammad ibn ʻAli ibn Babawayh al-Qummi

[শাইখ সাদূক]

ʻZarzun Zeranzi

শাইখ সাদূক (র) এর কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি তাঁর একত্বে অদ্বিতীয় এবং উপাস্য হিসেবে একক। তিনি বান্দাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁর পরিচয় লাভের স্বভাবজাত প্রবৃত্তি দিয়ে, সমস্ত জিহ্বা তাঁর গুণগান বর্ণনায় অক্ষম এবং দৃষ্টিসমূহ তাঁকে দেখতে বাধাগ্রস্ত। তিনি সৃষ্টির গুণাবলি থেকে ঊর্ধ্বে এবং সীমাবদ্ধতার অর্থ থেকে অনেক ঊর্ধ্বে। সমগ্র সৃষ্টিজগতে তাঁর কোনো সদৃশ নেই এবং সমস্ত সৃষ্টিজগতে তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই।
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি এক এবং তাঁর কোনো শরিক নেই। এমন সাক্ষ্য দিচ্ছি যা তাঁর একত্ববাদের স্বীকৃতিস্বরূপ, তাঁর মর্যাদাপ্রাপ্তির আশায় এবং নিজের গুনাহ থেকে তওবাকারী হিসেবে।
আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা) তাঁর বান্দা ও রাসুল। তিনি তাঁকে আপন রিসালাতের জন্য মনোনীত করেছেন, তাঁর কাছে দ্বীনের নিদর্শনসমূহ গচ্ছিত রেখেছেন এবং তাঁর কিতাবসহ বান্দাদের ওপর হুজ্জত (প্রমাণ) হিসেবে প্রেরণ করেছেন।
এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আলী ইবনে আবি তালিব তাঁর স্থলাভিষিক্ত এবং তাঁর পরে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম সত্তা। তিনি আল্লাহর আদেশ কায়েমকারী এবং তাঁর পথের দিকে আহ্বানকারী। তিনি আমীরুল মুমিনিন, স্থলাভিষিক্তদের সরদার এবং নবীদের আদর্শের সবচেয়ে নিকটবর্তী মানুষ। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তাঁর সহধর্মিণী ফাতিমা যাহরা বিশ্বজগতের নারীদের নেত্রী। এবং হাসান, হুসাইন ও তাঁর বংশধরদের মধ্য থেকে অপর নয়জন ইমাম হলেন হেদায়েতের ইমাম, তাকওয়ার নিশান এবং দুনিয়াবাসীর ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে অকাট্য দলিল। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, যারা তাঁদের অনুসরণ করবে তারা নাজাত পাবে এবং যারা তাঁদের থেকে বিমুখ হবে তারা ধ্বংস হবে। তাঁদের ওপর এবং তাঁদের পবিত্র রূহ ও দেহের ওপর আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।
অতঃপর: আমি লক্ষ্য করেছি যে, আমার শিক্ষক ও পূর্বসূরিগণ (আল্লাহ তাঁদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন) জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বহু কিতাব রচনা করেছেন, কিন্তু এমন কোনো কিতাব রচনার বিষয়ে গুরুত্ব দেননি যা সংখ্যাভিত্তিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে গঠিত। আমি এ জাতীয় গ্রন্থ সংকলনের মাঝে জ্ঞানপিপাসু ও কল্যাণকামীদের জন্য অনেক উপকারিতা খুঁজে পেয়েছি। তাই আমি আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর সওয়াব ও রহমত প্রাপ্তির আশায় এই কিতাবটি সংকলন করেছি। আমি আশা করি তিনি তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে আমার প্রত্যাশা পূরণ করবেন; নিশ্চয়ই তিনি সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আসসালামু আলাইকুম। সমস্ত প্রশংসা ও মহিমা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক মানবজাতির হিদায়াতের আলোকবর্তিকা, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এবং তাঁর পবিত্র আহলুল বাইত (আ)-এর ওপর, যাঁদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর উম্মতের জন্য হিদায়াতের পথপ্রদর্শক হিসেবে রেখে গিয়েছেন।

হাদিস সাহিত্যের বিশাল ভাণ্ডারে 'আল খিসাল' এক অনন্য ও কালজয়ী গ্রন্থ। 'আল খিসাল' অর্থ গুণ, স্বভাব, বৈশিষ্ট্য। শিয়া বিশ্বের প্রখ্যাত ফকিহ ও মুহাদ্দিস শায়খ সাদূক (র) অত্যন্ত নিপুণভাবে এটি সংকলন করেছেন। গ্রন্থটির সবচেয়ে চমৎকার বৈশিষ্ট্য হলো এর গাণিতিক বিন্যাস। ইমামগণের বর্ণিত হাদিসগুলোকে তিনি সংখ্যার ক্রমানুসারে সাজিয়েছেন। যেমন: যে বিষয়গুলো দুটি গুণের ওপর নির্ভরশীল তা 'দুই অধ্যায়ে, আর যা তিনটি বিষয়ের ওপর তা 'তিন' অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে। এই সুশৃঙ্খল বিন্যাস পাঠককে ইসলামের বিধিবিধান ও উচ্চতর চারিত্রিক গুণাবলি সহজে অনুধাবন ও আত্মস্থ করতে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

পবিত্র আহলুল বাইত (আ)-এর শিক্ষা বাংলাভাষী পাঠকদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া ছিল আমার দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন। বর্তমান সময়ের নৈতিক অবক্ষয় ও অস্থিরতার যুগে 'আল খিসাল'-এর প্রতিটি উপদেশ আমাদের আত্মার খোরাক এবং জীবন পরিচালনার পাথেয় হতে পারে। একজন সচেতন শিয়া মুসলিম হিসেবে আমি বিশ্বাস করি, আহলুল বাইত (আ)-এর এই অমূল্য বাণীগুলো কেবল পড়ার জন্য নয়, বরং আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে তার প্রতিফলন ঘটানো আজ সময়ের দাবি।

আমি Zarzun Zeranzi (ছদ্মনাম), নিতান্তই দ্বীনি তামান্না থেকে এই গ্রন্থটির অনুবাদে হাত দিয়েছি। আমি কোনো পেশাদার অনুবাদক নই। অনলাইন টুল ব্যবহার করে অনুবাদটি সম্পন্ন করায় এর যথার্থতা নিয়ে আমি শতভাগ নিশ্চয়তা দিচ্ছি না। অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। মূলত সাধারণ পাঠকদের কাছে আহলুল বাইত (আ)-এর বাণীগুলো সহজলভ্য করার একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা মাত্র।

আমার এই পরিশ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে পাঠকদের প্রতি অনুরোধ, আপনারা চাইলে আপনাদের পরিচিত মহলে এটি শেয়ার করতে পারেন। মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা, এই নগণ্য খেদমত যেন অন্তত একজন পাঠকের জীবনেও ইতিবাচক পরিবর্তন আনে এবং আখেরাতে আমার নাজাতের উসিলা হয়। তবেই আমার এই দীর্ঘ শ্রম সার্থক হবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে আহলুল বাইত (আ)-এর আদর্শে জীবন গড়ার তৌফিক দান করুন।

Email: zarzunzeranzi@gmail.com

প্রথম অধ্যায়: এক বিষয় সম্পর্কিত অধ্যায় (باب الواحد)

1: Hadith 1

حدثنا أبو العباس محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي الله تعالى عنه قال : حدثنا محمد بن سعيد بن يحيى البزوري ، قال : حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي ، قال : حدثنا أبي ، عن المعافى بن عمران ، عن إسرائيل ، عن المقدام بن شريح بن هاني ، عن أبيه قال : إن أعرابياً قام يوم الجمل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال : يا أمير المؤمنين أتقول : إن الله واحد ؟ قال : فحمل الناس عليه ، و قالوا : يا أعرابي أما ترى ما فيه أمير المؤمنين من تقسم القلب ؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام : دعوه فإن الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القوم ، ثم قال : يا أعرابي إن القول في أنَّ الله واحد على أربعة أقسام ، فوجهان منها لا يجوزان على الله عز وجل ووجهان يثبتان فيه ، فأما اللذان لا يجوزان عليه فقول القائل : واحد » يقصد به باب الأعداد ، فهذا ما لا يجوز لأن ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد ، أما ترى أنه كفر من قال : « إنه ثالث ثلثة » . و قول القائل : « هو واحد من الناس » يريد به النوع من الجنس ؛ فهذا مالا يجوز لأنه تشبيه ، و جل ربنا و تعالى عن ذلك . وأما الوجهان اللذان يثبتان فيه فقول القائل « هو واحد ليس له في الأشياء شبه ، كذلك ربنا ، و قول القائل: إنه عز وجل أحدي المعنى ، يعني به أنه لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم كذلك ربنا عز وجل .

জামালের যুদ্ধের দিন এক বেদুইন আমিরুল মুমিনীন আলী (আ)-এর সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল: "হে আমিরুল মুমিনীন! আপনি কি বলেন যে আল্লাহ এক?" তখন উপস্থিত লোকেরা ওই লোকটির ওপর চড়াও হলো এবং বলল: "হে বেদুইন! আমিরুল মুমিনীন এখন হৃদয়ের অস্থিরতা তুমি কি দেখছো না?" তখন আমিরুল মুমিনীন (আ) বললেন: "তাকে ছেড়ে দাও। কারণ, এই বেদুইন লোকটি যা জানতে চাচ্ছে, সেটাই তো আমরা এই কওমের কাছ থেকে চাই।" এরপর তিনি বললেন:
"হে বেদুইন! আল্লাহ 'এক' এ কথার চারটি অর্থ হতে পারে। এর মধ্যে দুটি অর্থ আল্লাহর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় এবং বাকি দুটি অর্থ তাঁর ক্ষেত্রে সুসাব্যস্ত বা সঠিক।
যে দুটি অর্থ আল্লাহর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়: কারো এই কথা বলা যে 'আল্লাহ এক' এবং তা দ্বারা গণনাযোগ্য সংখ্যা বোঝানো। এটি জায়েজ নেই; কারণ যার কোনো দ্বিতীয় নেই (অদ্বিতীয়), সে সংখ্যার গণনায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। তুমি কি দেখনি? যে, যারা বলে 'তিনি তিনের মধ্যে একজন' (ত্রিত্ববাদ), তারা কুফরি করেছে। এবং কারো এই কথা বলা যে, 'তিনি মানুষের মধ্যে একজনের মতো' এবং তা দ্বারা কোনো জাতির অন্তর্ভুক্ত একটি প্রজাতি বা ধরণ বোঝানো। এটিও জায়েজ নয়; কারণ এতে (সৃষ্টিকুলের সাথে) তুলনা করা হয়। আমাদের প্রভু এর থেকে অনেক ঊর্ধ্বে এবং মহান।
আর যে দুটি অর্থ তাঁর ক্ষেত্রে সুসাব্যস্ত:
কারো এই কথা বলা যে, 'তিনি এক, সৃষ্টিজগতের কোনো কিছুর সাথেই তাঁর কোনো সাদৃশ্য নেই।' আমাদের প্রভু ঠিক তেমনই। এবং কারো এই কথা বলা যে, 'তিনি পরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত, তিনি একক সত্তা (অবিভাজ্য)।' এর অর্থ হলো তিনি অস্তিত্বে, বুদ্ধি, কল্পনায় কোনোভাবেই বিভাজ্য নন। আমাদের মহান ও মহিমান্বিত প্রভু ঠিক তেমনই।"

ترك خصلة موجودة بخصلة موعودة
(প্রতিশ্রুত বিষয়ের জন্য উপস্থিত আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করা)
————————————————————————————

1: Hadith 2

حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن مسلم السكوني ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي قال : قال رسول الله ﷺ : طوبى لمن ترك شهوة حاضرة الموعود لم يره

আলী (আ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লাম বলেন, " সুসংবাদ সেই ব্যক্তির জন্য, যে উপস্থিত কামনা-বাসনা ত্যাগ করে সেই প্রতিশ্রুত কল্যাণের আশায়, যা সে এখনো দেখেনি।"

خصلة من الجور
(অন্যায়ের একটি ধরণ)
————————————————————

1: Hadith 3

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد قال : من الجور قول الراكب للراجل : الطريق

আবু আবদুল্লাহ (আ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "কোনো আরোহীর (যানবাহনে থাকা ব্যক্তি) পথচারীকে 'পথ ছাড়ো' বলা এক প্রকার অন্যায় "

خصلة من حب الدين
(দ্বীনের প্রতি ভালোবাসার বৈশিষ্ট্য)
————————————————————

1: Hadith 4

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثني محمد بن أحمد بن علي بن الصلت ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله قال : من حب الرجل دينه حبه إخوانه .

আবু আবদুল্লাহ (আ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "কোনো ব্যক্তির দ্বীনের প্রতি ভালোবাসার একটি বৈশিষ্ট্য হলো তার দ্বীনি ভাইদের প্রতি ভালোবাসা।"

خصلة واحدة بخمس خصال
(একটি গুণের বিনিময়ে পাঁচটি পুরস্কার)
————————————————————

1: Hadith 5

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبيدة الحذاء ، عن أبي جعفر قال :
إن الله عز وجل يقول : بجلالي و جمالي و بهائي و علائي و ارتفاعي لا يؤثر عبد هواي على هواه إلا جعلت غناه في نفسه ، و همه في آخرته ، و كففت عنه ضيعته ، و ضمنت السماوات و الأرض رزقه ، و كنت له من وراء تجارة كل تاجر .

আবু জা'ফর (আ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ বলেন: "আমার মহিমা, সৌন্দর্য, জ্যোতি, সুউচ্চতা ও মহত্ত্বের শপথ! যে বান্দা তার প্রবৃত্তির উপর আমার ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেয়, আমি তার অন্তরে প্রাচুর্য দান

করি, তার সমস্ত চিন্তা-ভাবনা আখিরাতমুখী করে দেই, তার সংকট দুর করে দেই, আসমান ও জমিনকে তার রিজিকের জিম্মাদার বানিয়ে দেই, এবং প্রত্যেক ব্যবসায়ীর বাণিজ্যের পেছনে আমি নিজেই তার পাহারাদার ও সহায় হয়ে যাই।”

خصلة بخصلة
(একটি গুণের বিনিময়ে অন্য গুণ)
————————————————————————

1: Hadith 6

حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه قال : حدثني أبي ، عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي قال : قال رسول الله ﷺ :من طلب رضى الناس بسخط الله جعل الله حامده من الناس ذاماً .

আলী (আ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: “যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে মানুষের সন্তুষ্টি চায়, আল্লাহ সেই প্রশংসাকারীদেরই তার নিন্দাকারীতে পরিণত করবেন।”

1: Hadith 7

حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن الحسين بن إسحاق التاجر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن علي قال : قال رسول الله ﷺ: من تمنى شيئاً وهو الله عز وجل رضى لم يخرج من الدنيا حتى يعطاه .

আলী (আ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: “যে ব্যক্তি কোনো কিছু কামনা করে, যা আল্লাহর সন্তুষ্টির অন্তর্ভুক্ত, সে ততক্ষণ দুনিয়া থেকে বিদায় নিবে না যতক্ষন না তাকে তা দান করা হয়।”

خصلة منجية
(মুক্তিদানকারী একটি গুণ)
————————————————————————

1: Hadith 8

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا سعد ابن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن علي بن النعمان بإسناده يرفعه إلى النبي ﷺ قال : قال الله تبارك وتعالى : يا ابن آدم أطعني فيما أمرتك ولا تعلمني ما يصلحك

বর্ণনাকারী মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেন: “হে আদমের সন্তান! তুমি আমার নির্দেশিত পথে চলো , আমাকে শেখাতে এসো না যে , কী তোমার জন্য কোনটি কল্যাণকর।”

خصلة هي أفضل الدين
(দ্বীনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণ)

————————————————————————————

1: Hadith 9

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثني علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن ميمون ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي قال : قال رسول الله ﷺ : فضل العلم أحب إلى الله عز وجل من فضل العبادة ، و أفضل دينكم الورع

আলী (আ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: “জ্ঞান অর্জনের মর্যাদা আল্লাহর কাছে ইবাদতের চেয়ে প্রিয়। আর তোমাদের ধর্মের মধ্যে সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্য হলো তাকওয়া।”

ما جمع شيء الى شيء أفضل من خصلة الى خصلة
(একটি গুণের সঙ্গে অন্য গুণ মিলানো সবচেয়ে উত্তম)
————————————————————————————

1: Hadith 10

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد ابن الحسن الصفار قال : حدثني إبراهيم بن هاشم ، قال : حدثني الحسن بن أبي الحسين الفارسي ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبيه ، عن علي قال : قال رسول الله ﷺ ما جمع شيء إلى شيء أفضل من حلم إلى علم

আলী (আ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: “ধৈর্য ও জ্ঞান একত্রীকরণের চেয়ে উত্তম কিছু নেই।”

1: Hadith 11

أخبرنا سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي قال : حدثنا عبد الوهاب ابن خراجة قال: حدثنا أبو كريب قال : حدثنا علي بن حفص العبسي قال : حدثنا الحسن بن الحسين العلوي ، عن أبيه الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه محمد ابن علي ، عن أبيه علي بن الحسين ، عن الحسين بن علي ، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال : قال رسول الله ﷺ: والذي نفسي بيده ما جمع شيء إلى شيء أفضل من حلم إلى علم

আলী ইবনে আবী তালিব (আ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: “শপথ সেই সত্তার যাঁর হাতে আমার প্রাণ, কোনো জিনিসকে অন্য জিনিসের সঙ্গে একত্রীকরণের চেয়ে উত্তম কিছু নেই, যেমন ধৈর্যকে জ্ঞান বা জ্ঞানের সঙ্গে মিলানো।”

خصلة فيها شرف الدنيا والآخرة
(দুনিয়া ও আখিরাতের সম্মান প্রদানকারী একটি গুণ)
————————————————————————————

1: Hadith 12

حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري قال : حدثني أبو عبد الله الجاموراني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله قال :قال رسول الله ﷺ : مجالسة أهل الدين شرف الدنيا والآخرة

আবু আবদুল্লাহ (আ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: “ধার্মিক মানুষের মজলিসে বসা দুনিয়া ও আখিরাত উভয়েরই সম্মান।”

أعلم الناس من جمع خصلة الى خصلة
(সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি তারাই যারা একটি গুণের সাথে অন্য গুণের সমন্বয় করে)
————————————————————————

1: Hadith 13

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا أحمد بن إدريس قال : حدثني محمد بن أحمد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن سيف ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه سيف بن عميرة ، عن أبي عبد الله قال : سئل أمير المؤمنين عن أعلم الناس ، قال : من جمع علم الناس إلى علمه

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন, আমিরুল মুমিনীন (আ)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি কে? তিনি উত্তরে বললেন: "সেই ব্যক্তিই সবচেয়ে জ্ঞানী, যে অন্যের জ্ঞানকে নিজের জ্ঞানের সাথে সমন্বয় করে।"

حقيقة السعادة واحدة وحقيقة الشقاء واحدة
(সত্যিকারের সুখ এক এবং সত্যিকারের দুঃখও এক)
————————————————————————

1: Hadith 14

حدثنا محمد بن علي ما جيلويه رضي الله عنه قال : حدثني عمي محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر ابن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي أنه قال : حقيقة السعادة أن يختم الرجل عمله بالسعادة ، وحقيقة الشقاء أن يختم المرء عمله بالشقاء

আলী (আ) থেকে বর্ণিত, “সত্যিকারের সুখ হলো যে ব্যক্তি তার কাজের সমাপ্তি সুখের মাধ্যমে করে; এবং সত্যিকারের দুঃখ হলো যে ব্যক্তি তার কাজের সমাপ্তি দুঃখের মাধ্যমে করে।”

يثاب الناس أو يعاقبون بخصلة
(মানুষের পুরস্কার বা শাস্তি যে গুণের ওপর নির্ভর করে)
————————————————————————

1: Hadith 15

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد أبو عبد الله الرازي ، عن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، عن محمد بن السندي ، عن علي بن الحكم ، عن إبراهيم بن مهزم الأسدي ، عن أبي حمزة ، عن علي بن الحسين قال : إن لسان ابن آدم يشرف كل يوم على جوارحه فيقول : كيف أصبحتم ؟ فيقولون : بخير إن تركتنا ، ويقولون : الله الله فينا ، ويناشدونه ، ويقولون : إنما نثاب بك ، ونعاقب بك

আলী ইবনে হুসাইন (আ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "প্রতিদিন আদম সন্তানের জিহ্বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের খবর নেয় এবং জিজ্ঞেস করে: 'তোমরা কেমন আছো?' তখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো উত্তর দেয়: 'আমরা ভালো থাকব যদি তুমি আমাদের

ত্যাগ করো' তারা জিহ্বাকে অনুরোধ করে বলে: 'আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো!' তারা আরও বলে: 'তোমার কারণেই আমরা পুরস্কৃত হই এবং তোমার কারণেই আমরা শাস্তি পাই'।"

خصلة هي أفضل الجهاد
(সর্বোত্তম জিহাদ একটি গুণের মধ্যে নিহিত)
————————————————————————

1: Hadith 16

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثني عبد الله بن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال : سئل جعفر بن محمد الام عن الحديث الذي جاء عن النبي الله ﷺ إن أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر » ما معناه ؟ قال : هذا على أن يأمره بقدر معرفته و هو مع ذلك يقبل منه وإلا فلا

জাফর ইবন মুহাম্মাদ (আ.)-কে নবী (সা.)-এর একটি হাদিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: 'অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলাই হলো শ্রেষ্ঠ জিহাদ' এর অর্থ কী?
তিনি বললেন: "এর অর্থ হলো তাকে (শাসককে) নসিহত করা সেই পরিমাণ অনুযায়ী যা সে বুঝতে পারে এবং তা গ্রহণ করার সম্ভাবনা থাকে; অন্যথায় নয়।"

اشد الاشياء خصلة لا تتقى الابترك خصلة
(সবচেয়ে কঠিন জিনিস হলো এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা পরিত্যাগ না করে এড়ানো যায় না)
————————————————————————

1: Hadith 17

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثني محمد بن أحمد بن علي بن الصلت قال: حدثني أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبد الله قال : قال الحواريون لعيسى بن مريم : يا معلم الخير أعلمنا أي الأشياء أشد ؟ فقال : أشد الأشياء غضب الله عز وجل ، قالوا : فيم يتقى غضب الله ؟ قال : بأن لا تغضبوا ، قالوا : وما بدء الغضب ؟ قال : الكبر والتجبر ومحقرة الناس

আবু আবদুল্লাহ (আ) বর্ণনা করেন যে, হাওয়ারীগণ ঈসা ইবন মরিয়ম (আ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন: "হে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা! আমাদের বলুন, সবচেয়ে কঠিন জিনিস কোনটি?"
তিনি বললেন: "সবচেয়ে কঠিন হলো মহান আল্লাহর ক্রোধ।"
তারা বললেন: "আল্লাহর ক্রোধ থেকে বাঁচার উপায় কী?"
তিনি বললেন: "তোমরা নিজেরা রাগান্বিত হয়ো না।"
তারা আবার বললেন: "রাগের উৎপত্তি কোথায়?"
তিনি বললেন: "অহংকার, দম্ভ এবং মানুষকে অবজ্ঞা করা।"

شرف المؤمن في خصلة و عزّه في خصلة
(একটি গুণে মুমিনের সম্মান, আরেকটি গুণে তার মর্যাদা)
————————————————————————

1: Hadith 18

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثني علي بن موسى بن جعفر بن أبي جعفر الكميداني و محمد بن يحيى العطار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله من سنان ، عن أبي عبد الله قال : شرف المؤمن صلاته بالليل ، وعزه كف الأذى عن الناس

আবু আবদুল্লাহ (আ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: "মুমিনের সম্মান নিহিত তার 'তাহাজ্জুদ নামাজে' (রাতের নামাজ), আর তার ইজ্জত (মর্যাদা) নিহিত মানুষকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকার মধ্যে।"

1: Hadith 19

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثني علي بن موسى بن جعفر بن أبي جعفر الكميداني ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ : قال جبرئيل : يا محمد عش ما شئت فإنك ميت ، وأحبب ما شئت فإنك مفارقه ، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه ، شرف المؤمن صلاته بالليل ، وعزه كفه عن أعراض الناس.

আবু আবদুল্লাহ (আ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: জিবরীল (আ) আমাকে বললেন: “হে মুহাম্মাদ! আপনি যতদিন ইচ্ছা জীবন যাপন করুন, নিশ্চয়ই আপনি মৃত্যুবরণ করবেন। আপনি যাকে ইচ্ছা ভালোবাসুন, নিশ্চয়ই তাকে ছেড়ে যেতে হবে। আপনি যা ইচ্ছা আমল করুন, নিশ্চয়ই তার সম্মুখীন হতে হবে। জেনে রাখুন, ব্যক্তির সম্মান তার রাতে নামাজে দাঁড়ানোর মধ্যে, আর তার মর্যাদা মানুষেকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকার মধ্যে।”

1: Hadith 20

حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي بن أسد الأسدي قال : حدثنا محمد بن جرير ، والحسن بن عروة ، وعبد الله بن محمد الوهبي قالوا : حدثنا محمد بن حميد قال : حدثنا زافر بن سليمان قال : حدثنا محمد بن عيينة ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد قال :جاء جبرئيل إلى النبي ﷺ فقال : يا محمد ﷺ عش ما شئت فإنك ميت ، وأحبب ما شئت فإنك مفارقه ، واعمل ما شئت فإنك مجزي به ، واعلم أن شرف الرجل قيامه بالليل ، وعزه استغناؤه عن الناس .

সাহল ইবন সা‘দ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: জিবরীল (আ) নবী (সা)-এর কাছে এসে বললেন: “হে মুহাম্মাদ! আপনি যতদিন ইচ্ছা বেঁচে থাকুন, নিশ্চয়ই আপনি মৃত্যুবরণ করবেন। আপনি যাকে ইচ্ছা ভালোবাসুন, নিশ্চয়ই তাকে ছেড়ে যাবেন। আপনি যা ইচ্ছা আমল করুন, তার প্রতিদান পাবেন। জেনে রাখুন, মানুষের সম্মান তার রাতের কিয়ামে (তাহাজ্জুদ), আর তার মর্যাদা মানুষের কাছে মুখাপেক্ষী না হওয়ার মধ্যে।”

1: Hadith 21

حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي بن أسد الأسدي قال : حدثنا عمر بن أبي غيلان الثقفي ، وعيسى بن سليمان بن عبد الملك القرشي قالا : حدثنا أبو إبراهيم الترجماني قال : حدثنا سعد بن سعيد الجرجاني قال : حدثنا نهشل بن سعيد ، عن الضحاك ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل .

ইবন আব্বাস থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “আমার উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা হলেন কুরআনের বাহক এবং যারা রাতের সঙ্গী (ইবাদতকারী)।”

مفتاح كل شر خصلة
(প্রতিটি অনিষ্টের চাবিকাঠি একটি স্বভাব)
————————————————————————

1: Hadith 22

حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال : حدثني علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن داود بن فرقد قال : قال أبو عبد الله : الغضب مفتاح كل شر .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “ক্রোধ হলো প্রত্যেক অনিষ্টের চাবিকাঠি।”

خصلة من العدل (ন্যায়পরায়ণতার একটি বৈশিষ্ট্য)
——————————————————————

1: Hadith 23

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي عبد الله محمد بن خالد البرقي ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن حبيب الخثعمي ، عن أبي عبد الله قال : قال : أحبوا للناس ما تحبون لأنفسكم .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “তোমরা মানুষের জন্য তা পছন্দ করো, যা তোমরা নিজেদের জন্য পছন্দ করো।”

خصلة من فعلها رضى بها حكماً
(যে গুণ অর্জন করলে মানুষ তাকে বিচারক হিসেবে গ্রহণ করে)
——————————————————————

1: Hadith 24

حدثنا محمد بن على ما جيلويه رضي الله عنه قال : حدثني عمي محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله قال : من أنصف الناس من نفسه رضي به حكماً لغيره .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “যে ব্যক্তি অন্যের সাথে ইনসাফ করে, মানুষ তাকে বিচারক হিসেবে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে।”

ادنى حق المؤمن على أخيه خصلة
(মুমিনের ওপর তার ভাইয়ের সর্বনিম্ন অধিকার)
——————————————————————

1: Hadith 25

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر قال : سئل أبو عبد الله (ع) : ما أدنى حق المؤمن على أخيه ؟ قال : أن لا يستأثر عليه بما هو أحوج إليه منه .

আবু আবদুল্লাহ (আ)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো: “মুমিনের ওপর তার ভাইয়ের সর্বনিম্ন অধিকার কী?”
তিনি বললেন: “যা তার নিজের চেয়ে তার ভাইয়ের বেশি প্রয়োজন, তাতে সে যেন তার উপর অধিকার করে না নেয়"

التقرب الى الله عز و جل بخصلة
(একটি গুণের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন)
————————————————————————

1: Hadith 26

حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال : حدثنا عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله : تقربوا إلى الله تعالى بمواساة إخوانكم .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “তোমরা তোমাদের ভাইদের সাথে সহমর্মিতা ও সহায়তার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জন করো।”

ما بلا الله العباد بشيء أشد عليهم من خصلة
(আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে এমন কোনো কিছু দিয়ে পরীক্ষা করেননি যা তাদের উপর কষ্টদায়ক)
————————————————————————

1: Hadith 27

حدثنا محمد بن علي ما جيلويه رضي الله عنه قال : حدثني عمي محمد ابن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن محمد ابن سنان ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله قال : ما بلا الله العباد بشيء أشد عليهم من إخراج الدرهم .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “আল্লাহ তাঁর বান্দাদের এক দিরহাম দান করার চেয়ে কঠিন আর কিছু দেননি।”

ثمرة المعروف خصلة
(সৎকর্মের ফল একটি বিশেষ গুণ)
————————————————————————

1: Hadith 28

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ابن خالد البرقي ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن حمران بن أعين ، عن أبي جعفر قال :
سمعته يقول : لكل شيء ثمرة ، و ثمرة المعروف تعجيل السراج .

আবু জাফর (আ) বলেন: “প্রত্যেক জিনিসের একটি ফল রয়েছে, আর সৎকর্মের ফল হলো দ্রুত প্রতিফল পাওয়া।”

خصلة تثبت الايمان في العبد ، و خصلة تخرجه منه
(একটি গুণ যা বান্দার ইমানকে দৃঢ় করে, আর একটি যা তা নষ্ট করে)
————————————————————————

1: Hadith 29

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد ابن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري قال : حدثني أبو عبد الله الرازي ، عن علي ابن سليمان بن رشيد ، عن موسى بن سلام ، عن أبان بن سويد ، عن أبي عبدالله قال : قلت : ما الذي يثبت الايمان في العبد ؟ قال : الذي يثبته فيه الورع ، و الذي يخرجه منه الطمع .

আবু আবদুল্লাহ (আ) থেকে বর্ণিত: বর্ণনাকারী বলেন, “আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ‘কোনটি বান্দার ইমানকে দৃঢ় করে?’ তিনি বললেন: ‘যেটি ইমানকে দৃঢ় রাখে তা হলো তাকওয়া, আর যা ইমানকে নষ্ট করে তা হলো লোভ।’”

خصلة تذهب ببهاء المؤمن
(যা মুমিনের মহিমা হ্রাস করে)
————————————————————

1: Hadith 30

حدثنا محمد بن علي ما جيلويه رضي الله عنه قال : حدثني محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن عبيد الله بن عبدالله الدهقان ، عن درست بن أبي منصور الواسطي ، عن إبراهيم ابن عبد الحميد ، عن أبي الحسن قال : سرعة المشي تذهب ببهاء المؤمن .

আবুল হাসান (আ) বলেন: “দ্রুত হাঁটা মুমিনের মর্যাদা হ্রাস করে।”

برليس فوقه بر ، و عقوق ليس فوقه عقوق
(সবচেয়ে বড় সৎকর্ম এবং সবচেয়ে বড় পাপ)
————————————————————

1: Hadith 31

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد ابن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن أبي همام - إسماعيل بن همام - عن محمد بن سعيد بن غزوان ، عن إسماعيل بن مسلم السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام أن النبي ﷺ قال : فوق كل بربر حتى يقتل الرجل في سبيل الله عز وجل فإذا قتل في سبيل الله فليس فوقه بر وفوق كل عقوق عقوق حتى يقتل الرجل أحد والديه . فاذا قتل أحدهما فليس فوقه عقوق . .

জাফর ইবন মুহাম্মাদ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ বলেছেন: “সবচেয়ে বড় সৎকর্ম হলো আল্লাহর পথে প্রাণ দেয়া; যিনি আল্লাহর পথে নিহত হন, তার চেয়ে বড় কোনো সৎকর্ম নেই। আর সবচেয়ে বড় পাপ হলো পিতামাতার প্রতি অবাধ্য হওয়া; যদি কেউ তাঁদের একজনকে হত্যা করে, তখন তার চেয়ে বড় পাপ নেই।”

مضمون لمن عمل خصلة أن لا يفتقر
(যে গুণে মানুষ অভাব থেকে রক্ষা পায়)
————————————————————

1: Hadith 32

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد ابن أحمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمد بن عمر ، عن عبد الله بن أيوب ، عن إبراهيم ابن ميمون قال : سمعت أبا عبد الله يقول : ضمنت لمن اقتصد أن لا يفتقر .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, যে ব্যক্তি মধ্যপন্থা অবলম্বন করে, সে কখনও অভাবী হয় না।”

مروءة أهل البيت عليهم السلام خصلة
(আহলে বাইতের একটি মহানুভবতা)
——————————————————————

1: Hadith 33

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن ابن أبي نجران ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله يقول : إنا أهل بيت مروءتنا العفو عمن ظلمنا.

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: "আমরা আহলে বাইত, আমাদের মহানুভবতা হলো, যারা আমাদের উপর জুলুম করেছে তাদের ক্ষমা করে দেওয়া।"

خصلة من المروءة
(মহানুভবতার একটি বৈশিষ্ট্য)
——————————————————————

1: Hadith 34

حدثنا محمد بن علي ما جيلويه رضي الله عنه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن صالح بن سعيد ، عن أبان بن تغليب ، عن أبي جعفر قال : قال رسول الله ﷺ : من المروءة استصلاح المال .

আবু জাফর (আ) বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন,"সম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনা করা মহানুভবতার অন্তর্ভুক্ত"

خصلة مكروهة للرجل السرى
(সম্মানিত ব্যক্তির জন্য অপছন্দনীয় কাজ)
——————————————————————

1: Hadith 35

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد - رحمه الله - قال : حدثنا محمد ابن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب قال : رآني أبو عبد الله بالمدينة و أنا أحمل بقلاً فقال : إنه يكره للرجل السري أن يحمل الشيء الدني فيجترىء عليه.

বর্ণনাকারী বলেন,আবু আবদুল্লাহ (আ) আমাকে মদিনায় শাক-সবজি বহন করতে দেখলেন এবং বললেন: "কোনো সম্মানিত ব্যক্তির জন্য তুচ্ছ জিনিস বহন করা অপছন্দনীয়; কারণ এতে (অন্যরা তুচ্ছ জ্ঞান করার) সাহস পায়।"

خصلة يحبها الله و خصلة يبغضها عزوجل
(এমন একটি গুণ যা আল্লাহ ভালবাসেন এবং একটি যা আল্লাহ অপছন্দ করেন)
————————————————————————

1: Hadith 36

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير البجلي ، عن داود الرقي ، عن أبي عبد الله قال : إنَّ القصد أمر يحبه الله عز وجل ، و إن الشرف أمر يبغضه الله عز وجل حتى طرحك النواة فإنها تصلح لشيء و حتى صبك فضل شرابك

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: "নিশ্চয়ই মিতব্যায়িতা এমন একটি বিষয় যা মহান আল্লাহ ভালোবাসেন। আর অপচয় এমন একটি বিষয় যা আল্লাহ অপছন্দ করেন। এমনকি খেজুরের আঁটি ফেলে দেওয়াও উচিত নয়,কারণ তা কোনো কাজে লাগতে পারে; কিংবা পান করার পর অবশিষ্ট পানিটুকু ফেলে দেওয়াও (অপচয়)।"

خصلة من احتملها لم يشكر النعمة
(যে বৈশিষ্ট্য ধারণ করলে নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় হয় না)
————————————————————————

1: Hadith 37

حدثنا محمد بن علي ما جيلويه - رحمه الله - قال : حدثني عمي محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن علي بن حسان ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله قال : من احتمل الجفاء لم يشكر النعمة.

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: "যে ব্যক্তি অন্যায় সহ্য করে (প্রতিবাদ করে না), সে নেয়ামতের শুকরিয়া করে না।"

من لم تغضبه خصلة لم يشكر خصلة
(যে অন্যায় দেখে ক্রুদ্ধ হয় না, সে অন্যটির শুকরিয়া করে না)
————————————————————————

1: Hadith 38

حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه ، عن أبيه ، عن عمد ابن أحمد ، عن أحمد بن محمد السياري ، عن علي بن أسباط يرفعه إلى أبي عبد الله قال : من لم تغضبه الجفوة لم يشكر النعمة.

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: "যে ব্যক্তি অন্যায় দেখে ক্রুদ্ধ হয় না, সে নেয়ামতের শুকরিয়া করে না।"

خصلة من التواضع
(বিনয়ের একটি বৈশিষ্ট্য)
————————————————————————

1: Hadith 39

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن محمد بن علي الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله قال : من التواضع أن تسلم على من لقيت.

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: "দেখা হওয়া মাত্র সালাম দেওয়া বিনয়ের অন্তর্ভুক্ত"

خصلة كادت أن تكون كفراً و خصلة كادت أن تغلب القدر
(এমন এক বৈশিষ্ট্য যা কুফরির কাছাকাছি এবং যা তকদিরকে হার মানিয়ে দেয়)
————————————————————————

1: Hadith 40

حدثنا حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب بقم في رجب سنة تسع وثلاثين و ثلاثمائة قال : أخبرني علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي قال : قال رسول الله ﷺ كاد الفقر أن يكون كفراً ، وكاد الحسد أن يغلب القدر.

আলী (আ:) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "দারিদ্র্য (মানুষকে) কুফরির কাছাকাছি নিয়ে যায় এবং হিংসা প্রায় তাকদিরকে হার মানিয়ে দেয়"

خصلة أهلكت القرون الأولى
(একটি বৈশিষ্ট্য যা প্রাচীন জাতিগুলোকে ধ্বংস করেছিলো)
————————————————————————

1: Hadith 41

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ابن عيسى ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن الحذاء قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لأبي العباس البقباق : ما منعك من الحج ؟ قال : كفالة كفلت بها ، قال :: مالك والكفالات ، أما علمت أن الكفالة هي التي أهلكت القرون الأولى.

বর্ণনাকারী বলেন,আবু আবদুল্লাহ (আ) কে আবু আব্বাস আল বাকবাক-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, "তোমাকে হজে যেতে কিসে বাঁধা দিলো?" তিনি বললেন, আমি দায়িত্বভার (জামানত) গ্রহণ করেছিলাম। তিনি বললেন "দায়িত্বভারের (জামানত) সাথে তোমার সম্পর্ক কি? তুমি কি জানো না যে দায়িত্বভারই (জামানত) প্রাচীন জাতিগুলোকে ধ্বংস করেছিলো"

كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله عز وجل الا خصلة فانها لا يكفرها الا احدى ثلاث خصال
(মহান আল্লাহর পথে শাহাদত বরণ করলে সব গুনাহ মাফ হয়, একটি ব্যতীত)
————————————————————————

1: Hadith 42

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد ابن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر قال : كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله عز وجل إلا الدين فإنه لا كفارة له إلا أداؤه أو يقضيه صاحبه أو يعفو الذي له الحق

আবু জাফর (আ) বলেছেন, " মহান আল্লাহর পথে শাহাদাত বরণে বান্দার সমস্ত গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়, কেবল ঋণ ব্যতীত, এর কোনো কাফফারা নেই যতক্ষণ না এটি পরিশোধ করা হয়, অথবা তার পক্ষ থেকে অন্য কেউ তা পরিশোধ করে, অথবা পাওনাদার নিজে তা মাফ করে দেয়।"

ان الله تبارك و تعالى أهدى الى محمد ﷺ و الى امته هدية لم يهدها الى أحد من الامم
(আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর উম্মতকে এমন এক উপহার দিয়েছেন যা অন্য কোনো জাতিকে দেন নি)
————————————————————————

1: Hadith 43

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه الام قال : قال رسول الله ﷺ : إنَّ الله تبارك و تعالى أهدى إلى و إلى أمتي هدية لم يهدها إلى أحد من الأمم ، كرامة من الله لنا ، قالوا : و ما ذاك يا رسول الله ؟ قال : الإفطار في في السفر ، و التقصير في الصلاة ، فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله عز و جل هديته.

জাফর ইবন মুহাম্মাদ (আ.) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "মহান আল্লাহ তাআলা আমাকে এবং আমার উম্মতকে এমন এক উপহার দিয়েছেন যা অন্য কোনো উম্মতকে দেননি; এটি আমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বিশেষ সম্মান।"
সাহাবীরা বললেন: "হে আল্লাহর রাসুল! সেটি কি?"
তিনি বললেন:
"সফরের সময় রোজা ভঙ্গ করা এবং নামাজ কসর করা। যে ব্যক্তি এটি পালন করল না, সে মহান আল্লাহর দেওয়া উপহারকে প্রত্যাখ্যান করল।"

من أحب أن يكثر خير بيته فليفعل خصلة عند حضور طعامه
(যে ব্যক্তি তার ঘরে বরকত বৃদ্ধি করতে চায়, সে খাবারের সময় একটি কাজ অনুসরণ করুক)
————————————————————————

1: Hadith 44

حدثنا محمد بن علي ما جيلويه رضي الله عنه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه قال : قال أمير المؤمنين : من سره أن يكثر خير بيته فليتوضأ عند حضور طعامه.

আবু আবদুল্লাহ (আ) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন: আমীরুল মুমিনীন (আ) বলেছেন: “যে ব্যক্তি চায় তার ঘরে বরকত বৃদ্ধি পাক, তাঁর উচিত খাবারের আগে ওযু করা।”

ان الله تبارك و تعالى اذا أحب عبداً نظر اليه فاذا نظر اليه أتحفه من ثلاثة بواحدة

(নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন তিনি তাঁর দিকে তাকান, এবং তিনটি উপহারের মধ্যে একটি দান করেন)
————————————————————————

1: Hadith 45

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثني أحمد بن إدريس ، عن محمد بن. أحمد ، عن علي بن السندي ، عن أحمد بن النضر الخزاز ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر عن أبي جعفر قال : إذا أحب الله عبداً نظر إليه فإذا نظر إليه ، أتحفه من ثلاثة بواحدة : إما صداع ، و إما حمى ، و إما رمد.

আবু জাফর (আ) বলেন: "যদি আল্লাহ কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তিনি তাঁর দিকে তাকান এবং তিনি তাঁর দিকে তাকিয়ে তাকে তিনটির মধ্যে যেকোনো একটি উপহার দেন: মাথাব্যাথা, জ্বর, বা চোখ ওঠা।"

القيامة عرس المتقين
(কিয়ামত হলো মুত্তাকীদের বিবাহ/আনন্দের দিন)
————————————————————————

1: Hadith 46

حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن محمد القاشاني ، عمن ذكره ، عن عبد الله بن القاسم الجعفري ، عن أبي عبد الله قال : القيامة عرس المتقين.

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: "কিয়ামত হলো মুত্তাকীদের বিবাহ/আনন্দের দিন।"

خصلة من أجلها لا يحب الموت
(একটি বৈশিষ্ট্য যার জন্য মানুষ মৃত্যু ভালোবাসে না)
————————————————————————

1: Hadith 47

حدثنا جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبدالله بن المغيرة الكوفي قال : حدثني جدي الحسن بن علي ، عن جده عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني عن جعفر بن محمد ، عن أبيه السلام قال : أتى النبي الله ﷺ رجل فقال له : مالي لا أحب الموت ؟ فقال له : ألك مال ؟ قال : نعم ، قال : فقدمته ؟ قال : لا ، قال : فمن ثم لا تحب الموت.

জাফর ইবন মুহাম্মাদ (আ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন : "এক ব্যক্তি নবী (সা:) এর কাছে এভাবে প্রশ্ন করল: ‘আমি কেন মৃত্যু ভালোবাসতে পারছি না?’ নবী (সা:) বললেন: ‘তোমার কোনো সম্পদ আছে?’ তিনি বললেন: ‘হ্যাঁ।’ নবী (সা:) বললেন: ‘তুমি কি তা খরচ করেছ?’ তিনি বললেন: ‘না।’ নবী (সা:) বললেন: ‘তাহলে এজন্যই তুমি মৃত্যু ভালোবাসো না।’"

خصلة تشبه ضدها
(একটি বৈশিষ্ট্য যা তার বিপরীতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ)
————————————————————————

1: Hadith 48

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبد الله قال : لم يخلق الله عز وجل يقيناً لاشك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت.

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “মহান আল্লাহ মৃত্যুর চেয়ে নিশ্চিত কিছু সৃষ্টি করেননি, যাতে কোনো সন্দেহ নেই। যা মৃত্যুর মতো এতটা সন্দেহসদৃশ।

شرار الناس الذين يكرمون مخافة خصلة فيهم
(নিকৃষ্ট মানুষ তারা, যাদেরকে তাদের অনিষ্টের ভয়ে সম্মান করা হয়)
————————————————————

1: Hadith 49

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد - رحمه الله - قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بكر بن صالح ، عن الحسن بن علي عن عبد الله قال : حدثني الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ، عن النبي ﷺ أنه قال : ألا إن شرار أمتي الذين يكرمون مخافة شرهم ألا ومن أكرمه الناس اتقاء شره فليس مني.

আলী (আ) থেকে বর্ণিত: নবী ﷺ বলেন: “সাবধান! আমার উম্মতের নিকৃষ্ট লোক তারা, যাদের অনিষ্টের ভয়ে সম্মানিত হয়। জেনে রাখো, যে ব্যক্তি তার অনিষ্টের ভয়ে লোকেদের দ্বারা সম্মানিত হয়, সে আমার দলভুক্ত নয়।”

خصلة هي الزهد في الدنيا و خصلة هي شكر كل نعمة
(একটি বৈশিষ্ট্য হলো দুনিয়াবিমূখীতা, আরেকটি হলো প্রত্যেক নেয়ামতের শুকরিয়া)
————————————————————

1: Hadith 50

حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس رضي الله عنه ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض النوفليين ؛ و محمد بن سنان رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال : كونوا على قبول العمل أشد عناية منكم على العمل . الزهد في الدنيا قصر الأمل . وشكر كل نعمة الورع عما حرم الله عز وجل . من أسخط بدنه أرضى ربه ، و من لم يسخط بدنه عصى ربه.

আমীরুল মুমিনীন (আ) বলেছেন: “তোমরা আমল করার চেয়ে আমল কবুল হওয়ার ব্যাপারে বেশি যত্নবান হও।
দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি হলো আশা-আকাঙ্ক্ষা সংক্ষিপ্ত করা।
প্রত্যেক নেয়ামতের শুকরিয়া হলো আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা থেকে বিরত থাকা। যে তার দেহকে (নফসকে) অসন্তুষ্ট করলো, সে তার প্রভুকে সন্তুষ্ট করলো। আর যে তার দেহকে অসন্তুষ্ট করতে পারলো না, সে তার প্রভুর অবাধ্য হলো।”

ماشيء أحق بطول السجن من اللسان
(জিহ্বার চেয়ে দীর্ঘ কারাদণ্ডের যোগ্য কিছু নেই)
————————————————————

1: Hadith 51

حدثنا حمزة بن محمد بن أحمد العلوي رضي الله عنه قال : أخبرني علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن عيسى ، عن زياد بن مروان القندي ، عن أبي وكيع ،عن أبي إسحاق ، عن الحارث قال : سمعت أمير المؤمنين يقول : ما من شيء أحق بطول

السجن من اللسان.

বর্ণনাকারী বলেন, আমীরুল মুমিনীন (আ) বলেছেন: “দীর্ঘ কারাবাসের জন্য জিহ্বার চেয়ে যোগ্য কিছু নেই।”

من أطال أمله ساء عمله
(যে ব্যক্তি তার আশা দীর্ঘায়িত করে, সে মন্দ কাজ করবে)
————————————————————

1: Hadith 52

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد ابن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن أبي همام - إسماعيل بن همام - عن محمد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي قال : من أطال أمله ساء عمله.

আলী (আ) থেকে বর্ণিত: “যে ব্যক্তি তার আশা দীর্ঘায়িত করে,সে মন্দ কাজ করবে।”

لا يزال الرجل المسلم يكتب محسناً مادام ساكتاً
(একজন মুসলিম যতক্ষণ নীরব থাকে, নেককার হিসেবে লিখতে থাকে)
————————————————————

1: Hadith 53

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن علي بن الحسين بن رباط ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لا يزال العبد المؤمن يكتب محسناً مادام ساكتاً ، فإذا تكلم كتب محسناً أو مسيئاً.

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “একজন মুমিন যতক্ষণ নীরব থাকে, তাঁকে সর্বদা নেককার হিসেবে লেখা হয়। যখন সে কথা বলে, তখন তাঁকে নেককার অথবা গুনাহগার হিসেবে লেখা হয়।”

خصلة من فعلها آمنه الله عز وجل من فزع يوم القيامة
(যে বৈশিষ্ট্যটি অনুসরণ করলে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করবেন)
————————————————————

1: Hadith 54

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد ، عن حمزة بن يعلى يرفعه با سناده قال : قال رسول الله ﷺ من مقت نفسه دون مقت الناس آمنه الله من فزع يوم القيامة.

বর্ণনাকারী মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:
“যে ব্যক্তি অন্যদের (দোষ ত্রুটি) প্রতি ঘৃণা না করে নিজের (দোষ ত্রুটি) প্রতি ঘৃণা করে আল্লাহ তাকে কিয়ামতের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করবেন।”

رأس العقل خصلة
(বুদ্ধিমত্তার মূল বৈশিষ্ট্য)
————————————————————————

1: Hadith 55

أخبرنا سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي قال : حدثنا عبد الوهاب بن خراجة ، قال : حدثنا أبو كريب قال : حدثنا علي بن حفص العبسي قال : حدثنا الحسن بن الحسين العلوي ، عن أبيه الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه محمد بن علي ، عن علي بن الحسين ، عن الحسين بن علي ، عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله ﷺ له : رأس العقل بعد الايمان بالله عز وجل التحبب إلى الناس.

আলী ইবনে আবী তালিব (আ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “আল্লাহর প্রতি ইমান আনার পরে বুদ্ধিমত্তার মূল ভিত্তি হলো মানুষের কাছে প্রিয় হওয়া (মানুষের স্নেহ ভালবাসা অর্জন করা)।”

أورع الناس ، و أعبد الناس ، و ازهد الناس ، و أشد الناس اجتهاداً
(সবচেয়ে ধার্মিক, সবচেয়ে ইবাদতকারী, সবচেয়ে দুনিয়াবিমুখ, এবং সবচেয়ে পরিশ্রমী মানুষ)
————————————————————————

1: Hadith 56

حدثنا محمد بن علي ما جيلويه رضي الله عنه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن العباس بن معروف ، عن أبي شعيب يرفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام قال : أورع الناس من وقف عند الشبهة ، أعبد الناس من أقام الفرائض، أزهد الناس من ترك الحرام ، أشد الناس اجتهاداً من ترك الذنوب .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “সবচেয়ে ধার্মিক হলো যে ব্যক্তি যে সন্দেহজনক বিষয় বর্জন করে, সবচেয়ে ইবাদতকারী হলো যে ফরজ কাজগুলো যথাযথ পালন করে, সবচেয়ে দুনিয়াবিমুখ হলো যে হারাম বর্জন করে, আর সবচেয়ে পরিশ্রমী হলো যে পাপ ত্যাগ করে।”

كفى بالندم توبة
(অনুশোচনাই তওবা হিসেবে যথেষ্ট)
————————————————————————
1: Hadith 57

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير، عن علي الجهضمي ، عن أبي جعفر قال : كفى بالندم توبة .

আবু জাফর (আ) বলেছেন: “অনুশোচনাই তওবা হিসেবে যথেষ্ট।”

من أصاب من الدنيا فوق قوته
(যে ব্যক্তি দুনিয়ায় তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত লাভ করে)
————————————————————————

1: Hadith 58

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن. يزيد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسين بن رباط ، رفعه قال : شكى رجل إلى أمير المؤمنين الحاجة فقال له : اعلم أن كل شيء تصيبه من الدنيا فوق قوتك فا نما أنت فيه خازن الغيرك

বর্ণনাকারী বলেন,জনৈক ব্যক্তি আমিরুল মুমিনীন (আ.)-এর কাছে তার অভাব-অনটনের অভিযোগ করল। তখন তিনি তাকে বললেন: “জেনে রেখো, তুমি দুনিয়া থেকে কিফায়াত (প্রয়োজনের অতিরিক্ত) যা কিছু অর্জন করো, তাতে তুমি কেবল অন্যের জন্য পাহারাদার (কোষাধ্যক্ষ) মাত্র।"

الوصية بخصلة
(একটি বৈশিষ্ট্যের ওসিয়ত)
————————————————————

1: Hadith 59

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثني علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن درست بن أبي منصور عن عيسى بن بشير ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر قال : لما حضرت علي بن الحسين الام الوفاة ضمني إلى صدره ثم قال : يا بني أوصيك بما أوصاني به أبي الحين حضرته الوفاة و بما ذكر أن أباه أوصاه به يا بني إياك و ظلم من لا يجد عليك ناصراً إلا الله .

আবু জাফর (আ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: যখন হজরত আলী ইবনে হুসাইন (আ)-এর ওফাতের সময় ঘনিয়ে এল, তিনি আমাকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন: "হে আমার পুত্র! আমি তোমাকে সেই অসিয়ত করছি যা আমার পিতা ওফাতের সময় আমাকে করেছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন যে তাঁর পিতাও তাঁকে এই অসিয়ত করেছিলেন: "হে পুত্র! সাবধান, এমন কারো ওপর জুলুম করো না যার আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সাহায্যকারী নেই।"

خصلة نافية و خصلة مثبتة
(ইতিবাচক গুণ ও নেতিবাচক গুণ)
————————————————————

1: Hadith 60

حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار قال : حدثني أبو سعيد الادمي قال : حدثنا الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور قال : سمعت أبا عبدالله يقول : إن قوماً من قريش قلت مدار أتهم للناس فنفوا من قريش وأيم الله ما كان بأحسابهم بأس. و إن قوماً من غيرهم حسنت مدار أتهم فألحقوا بالبيت الرفيع . قال : ثم قال : من كف يده عن الناس فإنما يكف عنهم يداً واحدة و يكفون عنه أيادي كثيرة .

বর্ণনাকারী বলেন, আমি আবু আবদুল্লাহ (আ) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: “কুরাইশ গোত্রের কিছু লোকের মানুষের সাথে সদাচরণ খুব কম ছিল, ফলে তারা কুরাইশ থেকে বাদ পড়লো; আল্লাহর কসম তাদের বংশে ত্রুটি ছিলো না। আর অন্য কিছু লোক মানুষের সাথে তাদের মেলামেশা সুন্দর ছিলো, ফলে তারা উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত হলো। তারপর তিনি বললেন, যে ব্যক্তি তার হাত মানুষ থেকে বিরত রাখে (অর্থাৎ মানুষকে কষ্ট না দেয়), সে শুধু এক হাত বন্ধ করে, কিন্তু তারা তার থেকে অনেক হাত বন্ধ করে দেয় (অর্থাৎ অনেকেই তাকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকে)।”

خصلة ثقلت على أهل الدنيا وخصلة خفت عليهم
(একটি বৈশিষ্ট্য যা দুনিয়াবাসীর কাছে ভারী, আর একটি যা হালকা)
————————————————————————————

1: Hadith 61

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ابن عيسى ، عن الحجال ، عن علاء ، عن عبد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر يقول : إن الخير ثقل على أهل الدنيا على قدر ثقله في موازينهم يوم القيامة و إن الشر خف على أهل الدنيا على قدر خفته في موازينهم يوم القيامة

আবু জাফর (আ) বলেছেন: “নিশ্চয়ই সৎকাজ দুনিয়াবাসীর কাছে ভারী মনে হয়, যেমনটি কিয়ামতের দিন তাদের মাপে ভারী হবে। আর মন্দ কাজ দুনিয়াবাসীর কাছে হালকা মনে হয়, যেমনটি কিয়ামতের দিন তাদের মাপে হালকা হবে।”

لاحسب الا بخصلة ، ولاكرم الا بخصلة ، ولا عمل الا بخصلة ، ولا عبادة الا بخصلة
(কোনো সম্মান, মহানুভবতা, আমল বা ইবাদত নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য ছাড়া হয় না)
————————————————————————————

1: Hadith 62

حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال : حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري قال : حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال : لا حسب لقرشي ولا لعربي إلا بتواضع ، ولا كرم إلا بتقوى ، ولا عمل إلا بنية ، ولا عبادة إلا بتفقه ، ألا وإن أبغض الناس إلى الله عز وجل من يقتدي بسنة إمام ولا يقتدي بأعماله.

আলী ইবনে হুসাইন (আ) বলেছেন: “কুরাইশ বা আরব হওয়ার কোনো মর্যাদা নেই যদি না সে বিনয়শীল হয়, কোনো মহত্ত্ব নেই তাকওয়া ছাড়া , কোনো আমল নেই নিয়ত ছাড়া। কোনো ইবাদত নেই তাফাক্কুহ ছাড়া।নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি হলো সে, যে কোনো ইমামের সুন্নাহ অনুসরণ করে কিন্তু তাঁর কাজ অনুসরণ করে না।”

خصلة تنفع في أربعة أشياء
(একটি গুণ যা চারটি কাজে উপকারে আসে)
————————————————————————————

1: Hadith 63

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد - رحمه الله - قال : حدثنا محمد ابن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن سنان ، عن حماد ابن عثمان، عن أبي عبد الله الله قال :
"الكحل ينبت الشعر، ويجفف الدمعة ، ويعذب الريق ، و يجلو البصر."

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “সুরমা চুলের (পাপড়ির) বৃদ্ধি ঘটায়, চোখের পানি শুষ্ক করে, মুখের লালাকে সুস্বাদু করে এবং দৃষ্টিশক্তিকে প্রখর করে।”

اذا أحب الله عز و جل عبداً ابتلاه بعظيم البلاء
(যখন আল্লাহ কাউকে ভালোবাসেন, তিনি তাকে গুরুতর পরীক্ষা নেন)
————————————————————————

1: Hadith 64

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار قال : حدثني سهل بن زياد الآدمي قال : حدثنا الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن محمد بن سنان ، عن زيد أبي أسامة الشحام ، عن أبي عبد الله قال :
قال رسول الله ﷺ : إن عظيم البلاء يكافي به عظيم الجزاء ، و إذا أحب الله عبداً ابتلاه بعظيم البلاء فمن رضي فله الرضا عند الله عز وجل ، و من سخط البلاء فله السخط."

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “নিশ্চয়ই বড় পরীক্ষার পুরস্কারও বড় হয়। যখন আল্লাহ কাউকে ভালোবাসেন, তিনি তাকে বড় পরীক্ষা দেন। যে ব্যক্তি এতে সন্তুষ্ট থাকে, তার জন্য আল্লাহর সন্তুষ্ট; যে এতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে, তার জন্য আল্লাহর অসন্তুষ্ট।”

خصلة تورث الباسور
(যে স্বভাবে অর্শ্বরোগ হয়)
————————————————————————

1: Hadith 65

حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار قال : حدثني أبو سعيد الآدمي قال : حدثني الحسن بن الحسين اللؤلؤي ،عن محمد بن سعيد بن غزوان ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبدالله جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده، عن أبيه قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور.

আমীরুল মুমিনীন (আ) বলেছেন: “শৌচাগারে দীর্ঘ সময় বসে থাকা অর্শ্বরোগ সৃষ্টি করে।”

ما طهرت كف فيها خاتم من حديد
(লোহার আংটি পরিহিত হাত পবিত্র হয় না)
————————————————————————

1: Hadith 66

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله قال : حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن صفوان بن يحيى، عن السري بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قال رسول الله ﷺ : ما طهرت كف فيها خاتم من حديد."

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “যে হাতে লোহার আংটি থাকে, তা পবিত্র হয় না।”

من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه
(যে ব্যক্তি সালাম করার আগে কথা শুরু করে, তাকে উত্তর দিও না)
————————————————————————

1: Hadith 67

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه آبا قال :
"قال رسول الله ﷺ : من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه ، وقال عليه السلام : لا تدع إلى طعامك أحداً حتى يسلم."

আবু আবদুল্লাহ (আ) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “যে ব্যক্তি সালাম করার আগে কথা শুরু করে, তাকে উত্তর দিও না। এবং তিনি আরও বলেছেন: তোমার খাবারের জন্য কাউকে দাওয়াত করো না যতক্ষণ সে সালাম না দেয়।”

خصلة من فعلها أو فعلت له برىء من دين محمد (ص)
(যে ব্যক্তি জ্যোতিষ বা গণনাকারীর কাজ করে বা করায়, সে মুহাম্মদের ﷺ ধর্ম থেকে বিচ্যুত)
————————————————————————

1: Hadith 68

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من تكهن أو تكهن له فقد برىء من دين محمد ﷺ . قلت : فالقافة ؟ قال : ما أحب أن تأتيهم، وقل ما يقولون شيئاً إلا كان قريباً مما يقولون. وقال : القيافة فضلة من النبوة ذهبت في الناس .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “যে ব্যক্তি গণনা/জ্যোতিষ চর্চা করে অথবা নিজের জন্য তা করায়, সে মুহাম্মদ ﷺ এর দ্বীন থেকে বিচ্যুত হয়ে গেল।”
আমি জিজ্ঞেস করলাম: তাহলে কিয়াফাহ(চেহারা বা চিহ্ন দেখে বংশ নির্ণয়)? তিনি বললেন: “আমি পছন্দ করি না যে তুমি তাদের কাছে যাও। তারা খুব কমই কিছু বলে, আর তারা যা বলে খুব কমই সত্য হয়।”
তিনি আরও বলেন: “কিয়াফাহ নবুওয়তের অবশিষ্ট এক অংশ ছিল, যা মানুষের মধ্যে থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।”

ما بقى من أمثال الانبياء الا كلمة
(নবীদের বাণীসমূহের মধ্যে একটি বাক্যই অবশিষ্ট আছে)
————————————————————————

1: Hadith 69

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن علي بن أسباط ، عن الحسن بن الجهم ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : ما بقي من أمثال الأنبياء إلا كلمة : إذا لم تستحي فاعمل ما شئت . و قال : أما إنها في بني أمية .

আবুল হাসান আল-আওয়াল (আ) বলেছেন: “নবীদের বাণীসমূহের মধ্যে কেবল একটি বাক্যই অবশিষ্ট আছে: ‘যদি তোমার লজ্জা না থাকে, তবে যা ইচ্ছা কর।’” তিনি আরও বলেন: “এটি বানী উমাইয়ার মধ্যেও প্রযোজ্য।”

اذا أراد الله تبارك و تعالى بعبد خيراً عجل عقوبته في الدنيا واذا أراد به سوءاً أخر عقوبته
(আল্লাহ যখন বান্দার কল্যাণ চান, তখন তার শাস্তি দুনিয়াতেই ত্বরান্বিত করেন; আর অকল্যাণ চাইলে বিলম্ব করেন)
————————————————————————

1: Hadith 70

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن السري بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أراد الله بعبد خيراً عجل عقوبته في الدنيا ، وإذا أراد الله بعبد سوءاً أمسك عليه ذنوبه حتى يوافي بها يوم القيامة .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “যখন আল্লাহ কোনো বান্দার কল্যাণ চান, তখন তিনি তার শাস্তি দুনিয়াতেই ত্বরান্বিত করেন। আর যখন কোনো বান্দার অকল্যাণ চান, তখন তার গুনাহগুলো স্থগিত রাখেন, যাতে সে কিয়ামতের দিন সেগুলোসহ উপস্থিত হয়।”

الصبر على أعداء النعم
(নেয়ামতের শত্রুদের প্রতি ধৈর্য ধারণ)
————————————————————

1: Hadith 71

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله قال : حدثني يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب ، عن معاذ بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اصبر على أعداء النعم ، فإنك لن تكافي من عصى الله فيك بأفضل من أن تطيع الله فيه .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “নেয়ামতের শত্রুদের ব্যাপারে ধৈর্য ধরো। কারণ যে ব্যক্তি তোমার ব্যাপারে আল্লাহর অবাধ্যতা করেছে, তার ব্যাপারে তোমার জন্য আল্লাহর আনুগত্য করার চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিশোধ আর কিছুই হতে পারে না।”

خلق النبي (ص) و على بن أبي طالب (ع) من شجرة واحدة
(নবী ﷺ ও আলী ইবনে আবি তালিব (আ) একই বৃক্ষ থেকে সৃষ্ট)
————————————————————

1: Hadith 72

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، قال : حدثني أبو سعيد سهل بن زياد الآدمي ، قال : حدثنا الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن علي بن حفص العبسي ، عن الصلت بن العلاء ، عن أبي الحزور ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله ﷺ : خلق الناس من شجر شتى، و خلقت أنا و ابن أبي طالب من شجرة واحدة ، أصلي علي و فرعي جعفر .

আবু জাফর (আ) বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “মানুষকে বিভিন্ন বৃক্ষ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর আমি ও ইবনে আবি তালিব একই বৃক্ষ থেকে সৃষ্টি হয়েছি। আমি তার মূল (শেকড়), আর জাফর তার শাখা।”

شكر كل نعمة خصلة
(প্রত্যেক নেয়ামতের শুকরিয়া জ্ঞাপন একটি গুণ)
————————————————————

1: Hadith 73

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن الحسن بن عطية ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : شكر كل نعمة و إن عظمت أن تحمد الله عز وجل .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “প্রত্যেক নেয়ামতের শুকরিয়া করো তা যত বড়ই হোক,তুমি মহান আল্লাহর প্রশংসা কর।”

الدين هو الحب
(ধর্ম হলো ভালোবাসা)
————————————————————

1: Hadith 74

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حمران ، عن سعيد بن يسار قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : هل الدين إلا الحب ؟ إنَّ الله عز و جل يقول : « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله » .

সাঈদ ইবনে ইয়াসার বলেন: আবু আবদুল্লাহ (আ) আমাকে বললেন:
“ধর্ম কি ভালোবাসা ছাড়া আর কিছু?”
নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ বলেন: ‘(হে নবী) বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমার অনুসরণ কর; আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন।’(কুরআন 3:31)

المؤمن اذا صافح المؤمن تفرقا عن غير ذنب
(মুমিন যখন মুমিনের সাথে মুসাফাহ করে, তারা গুনাহমুক্ত হয়ে পৃথক হয়)
————————————————————

1: Hadith 75

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : قال أبو جعفر عليه السلام : إن المؤمن إذا صافح المؤمن تفرقا عن غير ذنب .

আবু জাফর (আ) বলেছেন: “নিশ্চয়ই একজন মুমিন যখন আরেকজন মুমিনের সাথে মুসাফাহ করে, তখন তারা এমন অবস্থায় বিচ্ছিন্ন হয় যে কোনো গুনাহ অবশিষ্ট থাকে না।”

خصلة تحيى القلوب
(হৃদয়কে প্রাণদানকারী গুণ)
————————————————————

1: Hadith 76

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد ابن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن خطاب بن مسلمة ، عن الفضيل بن يسار قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام : يا فضيل إن حديثنا يحيي القلوب.

আবু জাফর (আ) আমাকে বললেন: “হে ফুদাইল! আমাদের (আহলে বাইতের) হাদিসগুলো হৃদয়কে প্রাণদান করে।”

خصلة فيها حياة لامر حجج الله عز و جل
(যে গুণ আল্লাহর জন্যের কাজকে প্রাণবন্ত করে)
————————————————————

1: Hadith 77

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن حمران ، عن خيثمة قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام : تزاوروا في بيوتكم فإن ذلك حياة لأمرنا ، رحم الله عبداً أحيا أمرنا.

আবু জাফর (আ) বলেছেন: “আপনারা একে অপরের বাড়িতে সাক্ষাৎ করুন। কারণ এটি আমাদের কাজকে প্রাণবন্ত করে। আল্লাহ যাকে আমাদের কাজ প্রাণবন্ত করে, তাকে রহমত করুন।”

خصلة فيها حياة لامر حجج الله عز و جل
(এমন এক বৈশিষ্ট্য, যাতে আল্লাহর প্রমাণদের (হুজ্জাতুল্লাহ) নির্দেশাবলির প্রাণ নিহিত)
————————————————————

1: Hadith 77

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن حمران ، عن خيثمة قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام : تزاوروا في بيوتكم فإن ذلك حياة لأمرنا ، رحم الله عبداً أحيا أمرنا.

আবু জাফর (আ) বলেছেন: “তোমরা একে অপরের বাড়িতে সাক্ষাৎ করো। কারণ এটি আমাদের আদর্শকে জীবিত রাখে। আল্লাহ সেই বান্দার ওপর রহমত বর্ষণ করুন যে আমাদের আদর্শকে জীবিত রাখে।”

خلق الله عز وجل شيئا أقر للعين من خصلة
(আল্লাহ যে গুণ সৃষ্টি করেছেন যা চোখের প্রশান্তি দেয়)
————————————————————

1: Hadith 78

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أبي الصهبان عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال لي : يا عمر كان أبي يقول : يا بني ما خلق الله شيئاً أقر لعين أبيك من التقية.

আবু আবদুল্লাহ (আ) বললেন: “হে উমর! আমার পিতা বলতেন: হে পুত্র! আল্লাহ তাআলা তাকিয়ার চেয়ে তোমার পিতার চক্ষু শীতলকারীর মত আর কোনো কিছু সৃষ্টি করেন নি”

تسعة أعشار الدين في خصلة

(ধর্মের নয় দশমাংশ যে বিষয়ে নিহিত)
————————————————————————————

1: Hadith 79

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا أحمد بن إدريس قال : حدثني أبو سعيد الآدمي قال : حدثنا الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن جندب ، عن أبي عمر العجمي قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : يا أبا عمر إن تسعة أعشار الدين في التقية ، ولا دين لمن لا تقية له ، والتقية : في كل شيء إلا في شرب النبيذ و المسح على الخفين.

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “হে আবু উমর! নিশ্চয়ই ধর্মের নয় দশমাংশ তাকিয়ার মধ্যে। যার তাকিয়া নেই তার ধর্ম নেই। তাকিয়া সবকিছুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, শুধু ও মোজার উপর মাসেহ করার ক্ষেত্রে নয়।” (কারণ স্পষ্ট হারাম)

من رضى القضاء ومن سخطه
(যে ব্যক্তি সিদ্ধান্তের প্রতি সন্তুষ্ট অথবা অসন্তুষ্ট)
————————————————————————————

1: Hadith 80

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله قال : حدثنا أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن الفراء ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام قال : من رضي القضاء أتى عليه القضاء وهو مأجور ، و من سخط القضاء أتى عليه القضاء و أحبط الله أجره.

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “যে ব্যক্তি আল্লাহর ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট, তার উপর ফয়সালা আসবে এবং পুরস্কৃত হবে। আর যে অসন্তুষ্ট, তার উপর ফয়সালা আসবে এবং আল্লাহ তার পুরস্কার বাতিল করবেন।”

خصلة لا يتحبب بها حمر النعم
(এমন এক খাসলত যার বিনিময়ে আমি লাল উটের মালিকানা চাই না)
————————————————————————————

1: Hadith 81

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبدالله قال : حدثني يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن خلاد ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين عليه السلام قال : ما أحب أن لي بذل نفسي حمر النعم وما تجرعت جرعة أحب إلي من جرعة غيظ لا أكافي بها صاحبها.

আলী ইবনে হুসাইন (আ) বলেছেন: “লাল উটের বিনিময়েও আমি আমার ব্যক্তিত্ব বিলিয়ে দিতে পছন্দ করি না। আর আমি যে রাগের ঢোক গিলে ফেলি, প্রতিশোধ না নিয়ে সেই গিলে ফেলা ঢোকের চেয়ে প্রিয় ঢোক আমার কাছে নেই।”

خصلة تزيد في الرزق
(যে খাসলত রিজিক বৃদ্ধি করে)
————————————————————————————

1: Hadith 82

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد - رحمه الله - قال : حدثني الحسن بن متيل الدقاق ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي عوف العجلي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : الوضوء قبل الطعام وبعده يزيد في الرزق.

বর্ণনাকারী বলেন,আবু আবদুল্লাহ (আ) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: “খাবারের আগে ও পরে ওযু করা রিজিক বৃদ্ধি করে।”

خصلة من الذنوب التي لا تغفر
(যে পাপ ক্ষমা হয় না)
————————————————————

1: Hadith 83

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أخي الفضيل ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من الذنوب التي لا تغفر قول الرجل : يا ليتني لا آخذ إلا بهذا.

আবু জাফর (আ) বলেছেন: “যে পাপ কখনো ক্ষমা হয় না, তা হলো,কেউ বলে: ‘হায় ! যদি আমি শুধু এই গুনাহের জন্যই পাকড়াও হতাম।’”

خصلة تورث النفاق و تعقب الفقر
(যে গুণ নিফাক সৃষ্টি করে এবং দারিদ্র্য বয়ে আনে)
————————————————————

1: Hadith 84

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن مهران بن محمد ، عن الحسن بن هارون قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : الغناء يورث النفاق و يعقب الفقر.

বর্ণনাকারী বলেন আমি আবু আবদুল্লাহ (আ) কে বলতে শুনেছি,তিনি বলেছেন: “গান (নিষিদ্ধ গান বাজনা) নিফাক সৃষ্টি করে এবং দারিদ্র্য বয়ে আনে।”

أول ما يتحف به المؤمن خصلة
(মুমিন প্রথম যে গুণ দ্বারা সম্পৃক্ত হয়)
————————————————————

1: Hadith 85

حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال : حدثنا على بن الحسين السعدابادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عثمان ؛ و ابن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : ما أول ما يتحف به المؤمن ؟ قال : يغفر لمن تبع جنازته.

বর্ণনাকারী আবু আবদুল্লাহ (আ) কে জিজ্ঞাসা করলেন, পরকালে মুমিনকে প্রথম কোন উপহার দেওয়া হয়? তিনি বললেন:
“তার জানাজায় যারা অংশগ্রহণ করেছে তাদের ক্ষমা করে দেওয়া হয়।”

يؤتى عبد يوم القيامة ليست له حسنة
(কিয়ামতের দিন এক বান্দাকে আনা হবে যার কোনো নেকি থাকবে না)
————————————————————————————

1: Hadith 86

حدثنا محمد بن علي ما جيلويه رضي الله عنه قال : حدثني عمي محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن عمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يؤتى بعبد يوم القيامة ليست له حسنة ، فيقال له : اذكر أو تذكر هل لك من حسنة ؟ قال : فيتذكر فيقول : يا رب ما لي من حسنة إلا أن فلاناً عبدك المؤمن مرّ بي فطلب مني ماء فأعطيته ماء فتوضأت به وصليت لك ، قال : فيقول الرب تبارك وتعالى : قد غفرت لك أدخلوا عبدي الجنة.

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “কিয়ামতের দিন এক বান্দাকে উপস্থিত করা হবে, যার কোনো নেক আমল থাকবে না। তাকে বলা হবে: স্মরণ করো, তোমার কি কোনো নেক আমল আছে?
সে স্মরণ করে বলবে: হে আমার প্রভু! আমার তো কোনো নেক আমল নেই। তবে আপনার অমুক মুমিন বান্দা আমার নিকট পানি চেয়েছিল। আমি তাকে পানি দিয়েছিলাম। সে সেই পানি দিয়ে ওযু করে আপনার জন্য সালাত আদায় করেছিল।
তখন প্রভু বলবেন: আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। আমার এই বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও।”

رأس كل خطيئة خصلة
(সকল পাপের মূল)
————————————————————————————

1: Hadith 87

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير، عن درست بن أبي منصور ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حب الدنيا رأس كل خطيئة.

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা হলো সকল গুনাহের মূল।”

ما أقبح بالرجل أن يدخل الجنة وهو مهتوك الستر
(কতই না নিকৃষ্ট ব্যাপার একজন পুরুষের জন্য সে জান্নাতে প্রবেশ করবে তার সতর উন্মুক্ত থাকবে)
————————————————————————————

1: Hadith 88

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف ، عن نجم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال لي : يا نجم كلكم في الجنة معنا إلا أنه ما أقبح بالرجل منكم أن يدخل الجنة قد هتك ستره و بدت عورته ، قال : قلت له : جعلت فداك وإن ذلك الكائن ؟ قال : نعم إن لم يحفظ فرجه و بطنه.

আবু জাফর (আ) নাজমকে বললেন: “হে নাজম! তোমরা সকলে আমাদের সাথে জান্নাতে থাকবে। কিন্তু তোমাদের কারও জন্য কত নিকৃষ্ট হবে, যদি সে জান্নাতে প্রবেশ করে অথচ তার পর্দা ছিন্ন হয়ে যায় এবং তার লজ্জাস্থান উন্মুক্ত থাকে!”

নাজম বললেন: আমি আপনার কুরবান হই, এমনটিও ঘটবে?
তিনি বললেন: “হ্যাঁ, যদি সে তার লজ্জাস্থান ও পেট (অর্থাৎ কামনা ও ভোগ) সংযত না রাখে।”

خصلة من فعلها استوجب رحمة الله عز وجل
(যে গুণ অর্জন করলে আল্লাহর রহমত অবধারিত হয়)
————————————————————

1: Hadith 89

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبدالله ، عن أيوب بن نوح ، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن مدرك بن الهزهاز قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : يا مدرك رحم الله عبداً اجتر مودة الناس إلى نفسه ، فحدثهم بما يعرفون ، و ترك ما ينكرون.

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “হে মুদরিক! আল্লাহ সেই বান্দার প্রতি রহম করুন, যে মানুষের ভালোবাসা নিজের দিকে টেনে নেয়।
সে তাদের সাথে এমন কথা বলে যা তারা বোঝে এবং যা তারা অস্বীকার করে তা পরিহার করে।”

خصلة من فعلها كثر خير بيته
(যে খাসলত ঘরের বরকত বৃদ্ধি করে)
————————————————————

1: Hadith 90

حدثنا أحمد بن محمد بن يحيي العطار رضي الله عنه ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الآدمي، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن محمد بن سعيد بن غزوان ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن جده قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من أراد أن يكثر خير بيته فليغسل يده قبل الأكل.

আমীরুল মুমিনীন (আ) বলেছেন: “যে ব্যক্তি তার ঘরে বরকত বৃদ্ধি করতে চায়, সে যেন খাবারের আগে হাত ধৌত করে।”

في من ظهرت صحته على سقمه فيعالج بشيء فمات
(যে ব্যক্তি সুস্থ মনে হলেও চিকিৎসা করালে মারা যায়)
————————————————————

1: Hadith 91

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا أحمد بن إدريس ، عن سهل بن زياد ، عن النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من ظهرت صحته على سقمه فيعالج بشيء فمات فأنا إلى الله منه بريء.

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “যে ব্যক্তি অসুস্থ হলেও সুস্থ দেখায় এবং চিকিৎসা করালে মারা যায়, সে বিষয়ে আমি আল্লাহর নিকট তার থেকে দায়মুক্ত।”

المؤمن مشغول عن خصلة
(মুমিন খেলাধুলা থেকে বিরত থাকে)
————————————————————————

1: Hadith 92

حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه ، عن أبيه ، عن سهل ابن زياد قال : حدثنا أبو نصر محمد بن جعفر بن عقبة ، عن الحسن بن محمد ابن أخت أبي مالك ، عن عبد الله بن سنان عن عبد الواحد بن المختار قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن اللعب بالشطرنج فقال : إن المؤمن المشغول عن اللعب.

বর্ণনাকারী বলেন আমি আবু জাফর (আ) কে দাবা খেলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বলেন: “মুমিন খেলাধুলায় ব্যস্ত থাকে না।”

ما محق الايمان محق خصلة شيء
(ইমাম বিধ্বংসী একটি খাসলত)
————————————————————————

1: Hadith 93

حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال : حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري قال : حدثني هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه مثانه قال : قال رسول الله ﷺ : ما محق الايمان محق الشح شيء ، ثم قال : إن لهذا الشح دبيباً كدبيب النمل ، وشعباً كشعب الشرك.

জাফর ইবন মুহাম্মাদ (আ) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:“কৃপণতার মত অন্য কোনো কিছু ইমানকে এত ধ্বংস করে না। অতঃপর তিনি বলেন, নিশ্চয়ই কৃপণতা পিঁপড়ার মত বিচরণ করে, আর এর শাখা প্রশাখা শিরকের মত”

سعد امرء لم يمت حتى يرى خلفه من بعده
(একজনের সৌভাগ্য তার পরবর্তী উত্তরসূরি দেখার মধ্যে)
————————————————————————

1: Hadith 94

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار قال : حدثني أيوب بن نوح ، عن محمد بن سنان ، عن موسى بن بكر الواسطي قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام : الرجل يقول لابنه أولا بنته بأبي أنت وأمي أو بأبوي أترى بذلك بأساً ؟ فقال : إن كان أبواه حيين فأرى ذلك عقوقاً ، و إن كانا قد ماتا فلا بأس ، قال : ثم قال : كان جعفر يقول : سعد امرء لم يمت حتى يرى خلفه من بعده وقد والله أراني الله خلفي من بعدي.

বর্ণনাকারী বলেন আমি আবু হাসান (আ) কে জিজ্ঞাসা করলাম, কোনো ব্যক্তি তার ছেলে-মেয়েকে ডাকে, "আমার বাবা, আমার মা" এতে কি কোনো সমস্যা আছে? তিনি বলেন: যদি তার মা বাবা জীবিত থাকে তাহলে এটা অবাধ্যতা। আর যদি মারা যায় তাহলে দোষ নেই। তারপর তিনি বললেন, জাফর (আ) বলতেন " সেই ব্যক্তি সৌভাগ্যবান যে মৃত্যুর আগে নিজের উত্তরসূরি দেখে যেতে পারে। আল্লাহর কসম! আল্লাহ আমাকে আমার পরবর্তী উত্তরসূরি দেখিয়েছেন"

المؤمن أعظم حرمة من الكعبة
(মুমিনের সম্মান কাবার চেয়ে বেশি)
————————————————————————

1: Hadith 95

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المؤمن أعظم حرمة من الكعبة.

আবু আবদুল্লাহ বলেছেন: “মুমিনের সম্মান কাবার চেয়ে বেশি।”

حسب المؤمن من الله نصرة أن يرى عدوه يعمل بمعاصى الله عز وجل
(মুমিনের জন্য আল্লাহর সাহায্য, এতটুকু যথেষ্ট যে সে তার শত্রুকে পাপ করছে)
————————————————————————

1: Hadith 96

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن قتيبة الأعشى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حسب المؤمن من الله نصرة أن يرى عدوه يعمل بمعاصي الله.

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “মুমিনের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এতটুকু সাহায্য যথেষ্ট যে,সে তার শত্রুকে আল্লাহর বিরুদ্ধে পাপ করতে দেখে”

الهدية تذهب بالضغائن
(উপহার বিদ্বেষ দুর করে)
————————————————————————

1: Hadith 97

حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه ، عن أبيه ، عن سهل ابن زياد ، قال : أخبرنا محمد بن سعيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نعم الشيء الهدية أمام الحاجة ، و قال : تهادوا تحابوا فإن الهدية تذهب بالضغائن.

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “প্রয়োজনের আগে উপহার দেওয়া কতই না উত্তম!” তিনি আরও বলেন: “তোমরা একে অপরকে উপহার দাও ও গ্রহণ করো। উপহার শত্রুতা ও বিদ্বেষ দূর করে এবং ভালোবাসা বাড়ায়।”

طوبي لعبد نومة
(ধন্য সেই ব্যক্তি যে অখ্যাত)
————————————————————————

1: Hadith 98

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن صفوان الجمال ، عن أبي عبدالله ﷺ قال : طوبي العيد نومة ، عرف الناس فصاحبهم ببدنه ولم يصاحبهم في أعمالهم بقلبه فعرفهم في الظاهر ولم يعرفوه في الباطن.

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “ধন্য সেই ব্যক্তি যে অখ্যাত, সে মানুষকে চেনে, ফলে সশরীরে তাদের সাথে মিশে; কিন্তু অন্তরের দিক থেকে তাদের (পাপের) কাজে শরিক হয় না। বাহ্যিকভাবে সে তাদের চেনে, কিন্তু মানুষ তাকে অন্তরে চিনতে পারে না।”

خصلة تدع الرجل فقيراً يوم القيامة
(যে খাসলত কিয়ামতের দিনে দারিদ্র্যের মধ্যে রাখে)
————————————————————

1: Hadith 99

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي ابن أسد الأسدي قال : حدثني محمد بن أبي أيوب النهروي قال : حدثني جعفر بن سنيد بن داود قال : حدثني أبي قال : حدثنا يوسف بن محمد بن المنكدر ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ : قالت أم سليمان بن داود السليمان : إياك وكثرة النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل تدع الرجل فقيراً يوم القيامة.

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত: রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: সুলাইমান ইবনে দাউদ (আ) এর মাতা সুলাইমান (আ) কে বলেছিলেন: “রাতের অধিক ঘুম থেকে সাবধান। কারণ রাতে অধিক ঘুম একজন মানুষকে কিয়ামতের দিনে দারিদ্র্যের মধ্যে রাখে।”

عرفاء أهل الجنة صنف
(জান্নাতবাসীদের নেতা)
————————————————————

1: Hadith 100

حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي بن أسد الأسدي قال : حدثنا أبي ، و علي بن العباس البجلي ، و الحسن بن علي بن نصر الطوسي قالوا : حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن غزوان قال : حدثنا أبوسنان العابدي قال : حدثنا صفوان بن سليم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ﷺ : حملة القرآن عرفاء أهل الجنة.

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “কুরআনের বাহকগণ জান্নাতবাসীদের নেতা।”

توضأ رسول الله (ص) مرة مرة
(রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার একবার করে ধৌত করতেন)
————————————————————

1: Hadith 101

حدثنا أبو أحمد محمد بن جعفر البندار الفرغاني بفرغانة قال : حدثنا أبو العباس الحمادي قال : حدثنا أبو مسلم الكجي قال : حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال : حدثنا عبد الرحيم بن زيد العمي ، عن أبيه ، عن معاوية بن قرة ، عن ابن عمر أن رسول الله توضأ مرة مرة.

ইবনে উমর থেকে বর্ণিত:“রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার একবার করে ধৌত করতেন।”

أحسن الحسن خصلة
(সর্বোত্তম চরিত্র)
——————————————————————

1: Hadith 102

حدثنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن أحمد الأسواري قال : حدثنا أبو يوسف أحمد بن محمد بن قيس السجزي قال : حدثني أبو محمد عبد العزيز ابن علي السرخسي بمرو الروذ قال : حدثني أبو بكر أحمد بن عمران البغدادي قال : حدثنا أبو الحسن قال : حدثنا الحسن ، عن الحسن : إن أحسن الحسن الخلق الحسن.

فأما أبو الحسن الأول فمحمد بن عبد الرحيم التستري ، و أما أبو الحسن الثاني فعلي بن أحمد البصري النمار ، وأما أبو الحسن الثالث فعلي بن محمد الواقدي و أما الحسن الأول فالحسن بن عرفة العبدي، وأما الحسن الثاني فالحسن بن أبي الحسن البصري و أما الحسن الثالث فالحسن بن علي بن أبي طالب عام .

আবু হাসান (আ) বলেন: হাসান (বসরী) থেকে, হাসান (ইবনে আলী) (আ) বলেছেন: “সবচেয়ে সুন্দর সৌন্দর্য হলো সুন্দর চরিত্র।”

"যথা প্রথম আবু হাসান ছিলেন মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহীম আত-তাস্তুরি, দ্বিতীয় আবু হাসান ছিলেন আলী বিন আহমাদ আল-বাসরি অন-নামার, তৃতীয় আবু হাসান ছিলেন আলী বিন মুহাম্মাদ আল-ওয়াকেদি। প্রথম হাসান ছিলেন হাসান বিন আরফা আল-আবদি, দ্বিতীয় হাসান ছিলেন হাসান বিন আবি হাসান আল-বাসরি, এবং তৃতীয় হাসান ছিলেন হাসান বিন আলী বিন আবি তালিব।"

ترك النبي (ص) دعوته لخصلة
(রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সংরক্ষিত দোয়া)
——————————————————————

1: Hadith 103

أخبرني أبو الحسن طاهر بن محمد بن يونس قال : حدثنا محمد بن عثمان الهروي قال : حدثنا أحمد بن نجدة قال : حدثنا أبو بشر ختن المقريء قال : حدثنا معمر بن سليمان قال : إني سمعت أنس بن مالك يقول : قال رسول الله ﷺ : لكل نبي دعوة قد دعا بها وقد سأل سؤلاً ، وقد خبأت دعوني لشفاعتي لا متى يوم القيامة.

আনস ইবনে মালিক বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “প্রত্যেক নবীর একটি দোয়া থাকে যা তাঁরা করেন। আমি আমার দোয়া কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের শাফাআতের জন্য রেখেছি।”

أفضل العبادة خصلة و أفضل الدين خصلة

(সর্বোত্তম ইবাদত ও সর্বোত্তম দ্বীন)
————————————————————————

1: Hadith 104

أخبرني الخليل بن أحمد قال : أخبرنا ابن منيع قال : حدثنا هارون بن عبد الله قال : حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال : حدثنا خالد بن أبي خالد الأزرق ، عن محمد بن عبد الرحمن - و أظنه ابن أبي ليلى - عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله ﷺ أنه قال : أفضل العبادة الفقه ، وأفضل الدين الورع.

ইবনে উমর থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “সর্বোত্তম ইবাদত হলো জ্ঞান অর্জন করা, আর সর্বোত্তম দ্বীন হলো তাকওয়া।”

شيء هو كثير و فاعله قليل
(কল্যাণের কাজ অনেক, কিন্তু আমলকারী অল্প)
————————————————————————

1: Hadith 105

أخبرني الخليل بن أحمد قال : أخبرنا ابن منيع قال : حدثنا أحمد بن عمران الأخنسي قال : سمعت أبا خالد الأحمري يحدث عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن عطاء بن السائب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله ﷺ : الخير كثير و فاعله قليل.

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:“কল্যাণের কাজ অনেক, কিন্তু তা বাস্তবায়নকারী লোক অল্প।”

خصلة هي نصف الدين
(যা দ্বীনের অর্ধেক)
————————————————————————

1: Hadith 106

أخبرني الخليل بن أحمد قال : حدثنا ابن منيع قال : حدثنا علي بن عيسى المخرمي قال : حدثنا خلاد بن عيسى ، عن ثابت ، عن أنس قال : قال رسول الله ﷺ : حسن الخلق نصف الدين.

আনাস থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “সুন্দর চরিত্র দ্বীনের অর্ধেক।”

أفضل ما أعطى المسلم خصلة
(মুসলিমকে দেওয়া সর্বোত্তম দান)
————————————————————————

1: Hadith 107

أخبرني الخليل بن أحمد قال : أخبرنا أبو العباس السراج قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا وكيع ، عن مسعر، و سفيان ،. عن زياد بن علاقة ، عن أسامة بن شريك قال : قيل لرسول الله ﷺ : ما أفضل ما أعطى المرء المسلم ؟ قال : الخلق الحسن

উসামা ইবনে শরীক থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, মুসলিমকে সর্বোত্তম কী দেওয়া হয়েছে? তিনি বললেন: “সুন্দর চরিত্র।”

خلق النبي و على بن أبي طالب عليهما السلام من نور واحد
(নবী ও আলী এর সৃষ্টি এক নূর থেকে)
————————————————————————

1: Hadith 108

حدثنا محمد بن عمر الحافظ البغدادي قال : حدثني أبو حمد الحسن بن عبد الله الرازي قال : حدثني أبي قال : حدثني سيدي علي بن موسى الرضا قال : حدثني أبي موسى بن جعفر قال : حدثني أبي جعفر بن محمد قال : حدثني أبي محمد بن علي قال : حدثني أبي علي بن الحسين قال : حدثني أبي الحسين قال : حدثني أخي الحسن بن علي قال : حدثني أبي علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : خلقت أنا وعلى من نور واحد.

আলী ইবনে আবি তালিব (আ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:“আমি ও আলী একই নূর থেকে সৃষ্ট।”

صلاح العبد في صلاح شيء من جسده
(মানুষের সুস্থতা তার শরীরের একটি অঙ্গের উপর নির্ভরশীল)
————————————————————————

1: Hadith 109

أخبرني الخليل بن أحمد قال : حدثنا أبو جعفر محمد بن إبراهيم الديبلي قال : حدثنا أبو عبد الله قال : حدثنا سفيان ، عن مجاهد قال : سمعت الشعبي يقول : سمعت النعمان بن بشير يقول : سمعت رسول الله ﷺ يقول : في الإنسان مضغة إذا هي سلمت و صحت سلم بها سائر الجسد ، فإذا سقمت سقم بها سائر الجسد و فسد ، و هي القلب.

নু'মান ইবনে বশীর থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “মানুষের দেহে একটি গোশতের টুকরা আছে; তা যদি সুস্থ থাকে, তবে সমগ্র দেহ সুস্থ থাকে। আর তা যদি অসুস্থ হয়, তবে সমগ্র দেহ অসুস্থ হয়ে যায়। সেটি হলো 'কলব' হৃদয়।”

إذا طاب قلب المرء طاب جسده
(হৃদয় পবিত্র হলে দেহও পবিত্র হয়)
————————————————————————

1: Hadith 110

أخبرني الخليل بن أحمد قال : حدثنا أبو العباس السراج قال : حدثنا قتيبة قال : حدثنا رشدين بن سعد المصري أبو الحجاج قال : حدثنا شراحيل عن عبد الله بن عمر و أبي هريرة قالا : قال رسول الله ﷺ : إذا طاب قلب المرء طاب جسده ، و إذا خبث القلب خبث الجسد.

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ও আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “যখন মানুষের হৃদয় পবিত্র হয়, তার দেহও পবিত্র হয়। আর যখন হৃদয় কলুষিত হয়, দেহও কলুষিত হয়ে যায়।”

دخل الرجل الجنة بخصلة
(একটি খাসলতের মাধ্যমে মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করে)
————————————————————

1: Hadith 111

أخبرني الخليل بن أحمد السجزي قال : أخبرنا ابن معاذ قال : حدثنا الحسين المروزي قال : حدثنا عبد الله قال : أخبرنا يحيى بن عبيد الله قال : سمعت أبي يقول : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله ﷺ : دخل عبد الجنة بغصن من شوك كان على طريق المسلمين فأماطه عنه.

বর্ণনাকারী বলেন: আমি আবু হুরায়রা থেকে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “একজন মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করল একটি কাঁটাবৃক্ষের ডাল সরিয়ে দেওয়ার কারণে, যা মুসলিমদের পথে ছিলো সে তা সরিয়ে দিয়েছিল।”

من سره خصلتان فليستعمل خصلة
(যে দুটি গুণ লাভ করতে চায়, সে যেন একটি কাজ করে)
————————————————————

1: Hadith 112

حدثنا أبو أحمد محمد بن جعفر البندار الفرغاني قال : حدثنا أبو العباس محمد بن محمد بن جمهور الحمادي قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي بن زيد الصايغ المكي بمكة قال : حدثنا أحمد بن شبيب قال : أخبرني أبي عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال : سمعت النبي ﷺ يقول : من سره أن يبسط له في رزقه و ينسأ له في أجله فليصل رحمه.

আনস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “যে ব্যক্তি চায়,তাঁর রিযিক প্রসারিত হোক এবং দীর্ঘায়ু লাভ করুক, সে তার আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করুক।”

كان رسول الله (ص) يسلم تسليمة واحدة
(রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার সালাম ফেরাতেন)
————————————————————

1: Hadith 113

حدثنا أبو أحمد محمد بن جعفر البندار قال : حدثني أبو القاسم سعيد بن أحمد بن أبي سالم قال : حدثنا أبوزكريا يحيى بن الفضل الوراق قال : حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الوراق السمرقندي قال : حدثنا سليمان بن سلمة قال : حدثنا بقية بن الوليد عن الزيادي عن الزهري عن أنس أن رسول الله ﷺ كان يسلم تسليمة واحدة.

আনস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত : “রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার সালাম ফেরাতেন।”

দ্বিতীয় অধ্যায়: দুই বিষয় সম্পর্কিত অধ্যায় (باب الاثنين)

معرفة التوحيد بخصلتين
(দুইটি গুণের মাধ্যমে তাওহীদ চেনা)
————————————————————————

2: Hadith 1

أخبرنا أحمد بن هارون الفامي و جعفر بن محمد بن مسرور رضي الله عنهما قالا: حدثنا محمد بن جعفر بن بطة قال: حدثنا أحمد بن أبي عبدالله البرقي عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه، أن رجلاً قام إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال له: "يا أمير المؤمنين بما عرفت ربك؟" قال: "بفسخ العزم و نقض الهم لما أن هممت فحال بيني وبين همي و عزمت فخالف القضاء عزمي فعلمت أن المدبر غيري." فقال: "فبماذا شكرت نعماه؟" قال: "نظرت إلى بلاء قد صرفه عني و أبلى به غيري، فعلمت أنه قد أنعم عليّ فشكرته." قال: "فبماذا أحببت لقاءه؟" قال: "لما رأيته قد اختار لي دين ملائكته ورسله وأنبيائه علمت أن الذي أكرمني بهذا لا ينساني فأحببت لقاءه."

আবু আবদুল্লাহ বলেন: আমি আমার পিতার সূত্রে শুনেছি যে: একজন ব্যক্তি আমীরুল মুমিনীন (আ) এর কাছে গেল এবং জিজ্ঞাসা করল: “আপনি কিসের মাধ্যমে আপনার প্রভুকে চিনেন?” তিনি বললেন: “আমার সংকল্প ভেঙে যাওয়ার ব্যর্থতার মাধ্যমে ; যখন আমি কিছু সংকল্প করতাম, তা তখন হুকুম সংকল্পের বিরুদ্ধে হতো এবং ভেঙে যেত। এটা দেখার পর বুঝলাম যে আমি ব্যতীত বিশ্ব পরিচালক অন্য কেউ।”
লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করলো: “আপনি কীভাবে তাঁর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করেন?

তিনি বললেন “আমি আমার চারপাশের এমন বিপদের দিকে তাকাই যা তিনি আমার থেকে সরিয়ে নিয়েছেন কিন্তু অন্যকে সেই বিপদে ফেলেছেন। তখন আমি বুঝতে পারি যে তিনি আমার ওপর অনুগ্রহ করেছেন, তাই আমি তাঁর শুকরিয়া আদায় করি।”

লোকটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলো: “আপনি কেন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করাকে পছন্দ করেন?”
তিনি বললেন “যখন দেখলাম তিনি আমার জন্য ফেরেশতাদের, রাসূলদের এবং নবীদের ধর্ম বেছে নিয়েছেন, বুঝলাম যে যিনি আমাকে এভাবে সম্মানিত করেছেন, তিনি আমাকে ভুলবেন না, তাই আমি তাঁর সাক্ষাৎ কামনা করি।”

خلتان لا أحب أن يشاركني فيهما أحد
(দুইটি ব্যক্তিগত বিষয় যা আমি কারো সঙ্গে ভাগ করতে চাই না)
————————————————————————

2 Hadith 2

حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عن آبائد عن علي قال: قال رسول الله ﷺ: "خلتان لا أحب أن يشاركني فيهما أحد: وضوئي فإنه من صلاتي، و صدقتي فإنها من يدي إلى يد السائل فانها تقع في يد الرحمن."

আলী (আ) থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “দুইটি বিষয় আছে যা আমি কারো সঙ্গে ভাগ করতে চাই না: আমার ওযু ; কারণ তা আমার নামাজের অংশ, এবং আমার সদকা (দান); কারণ তা আমার হাত থেকে সরাসরি দরিদ্রের হাতে যায় এবং সরাসরি আল্লাহর কাছে পৌঁছে যায়।”

غريبتان فاحتملوهما
(দুইটি অদ্ভুত কথা যা সহ্য করা উচিত)
——————————————————————

2: Hadith 3

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد ابن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ابن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي قال : قال رسول الله ﷺ : غريبتان فاحتملوهما كلمة حكم من سفيه فاقبلوها ، وكلمة سفيه من حكيم فاغفروها

আলী (আ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “দুইটি অদ্ভুত বিষয় রয়েছে যা সহ্য করে নাও: একটি হল মূর্খের কাছ থেকে জ্ঞানী কথা শুনলে তা গ্রহণ করো; আর একটি হল জ্ঞানী ব্যক্তির কাছ থেকে মূর্খতাসুলভ কথা শুনলে তাকে ক্ষমা করো।”

لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من الطرفين
(ওযু ভেঙে যায় শুধুমাত্র দুই পথ থেকে নির্গত জিনিস দ্বারা)
——————————————————————

2: Hadith 4

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد
ابن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : حدثني محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير المرادي ، عن أبي عبدالله قال : سألته عن الحجامة و القيء وكل دم سائل ، فقال : ليس فيه وضوء إنما الوضوء مما خرج من طرفيك اللذين أنعم الله بهما عليك

قال مصنف هذا الكتاب - أدام الله عزه - : يعني من بول أو غائط أوريح أومني .

বর্ণনাকারী বলেন, আমি আবু আবদুল্লাহ (আ) কে হিজামা, বমি করা এবং রক্ত নির্গত হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি বলেন: “এগুলোর দ্বারা ওযু নষ্ট হয় না, দুই ছিদ্র দিয়ে নির্গত বস্তুর দ্বারা ওযু নষ্ট হয়।”

এই বইয়ের লেখক বলেছেন: অর্থাৎ প্রস্রাব, মল বাতাস ও বীর্য।

نعمتان مكفورتان
(দুইটি অবহেলিত নিয়ামত)
——————————————————————

2: Hadith 5

حدثني جدي الحسن ابن علي بن عبد الله بن المغيرة ، عن جده عبد الله بن جعفر بن علي الكوفي رضي الله عنه বলেন: المغيرة ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي قال : قال رسول الله ﷺ : "نعمتان مكفورتان : الأمن و العافية"

আলী (আ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “দুইটি নিয়ামত আছে যা অবহেলিত: নিরাপত্তা এবং সুস্থতা।”

خصلتان كثير من الناس مفتون فيهما
(দুইটি বিষয়ে অধিকাংশ মানুষ প্রতারিত হয়)
————————————————————————

2: Hadith 6

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي قال : قال رسول الله ﷺ : خصلتان كثير من الناس مفتون فيهما الصحة والفراغ.

আলী (আ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: অধিকাংশ মানুষ দুইটি বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সুস্থতা ও অবসর সময়ে।

2: Hadith 7

أخبرني الخليل بن أحمد قال : أخبرنا أبو جعفر محمد بن معاذ قال : حدثنا الحسين بن الحسن المروزي ، عن عبد الله بن المبارك، والفضل بن موسى قالا : أخبرنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : نعمتان مفتون فيهما كثير من الناس الفراغ و الصحة

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: দুটি নিয়ামত আছে, যাতে অধিকাংশ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সুস্থতা ও অবসর সময়।

ما عبدالله عز وجل بشيء أفضل من الصمت و المشى الى بيته
(সর্বোত্তম আল্লাহর ইবাদত হলো নীরবতা ও নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করা)
————————————————————————

2: Hadith 8

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد ابن الحسن الصفار، عن أيوب بن نوح، عن الربيع بن محمد المسلي، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله قال: "ما عبد الله بشيء أفضل من الصمت والمشي إلى بيته."

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে নীরবতা ও তার গৃহে ফিরে যাওয়া অপেক্ষা উত্তম কিছু নেই।”

يؤمر بالمعروف رجلان
(কেবল দুটি ধরনের মানুষকে সৎ কাজের আদেশ করা উচিত)
————————————————————————
2: Hadith 9

حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن يحيى الطويل البصري، عن أبي عبد الله قال: "إنما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ، أو جاهل فيتعلم، وأما صاحب سوط وسيف فلا."

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ কেবল সেই ব্যক্তিকে করতে হয় যে মুমিন (যাতে সে উপদেশ গ্রহণ করে) অথবা যে অজ্ঞ (যাতে সে শিক্ষা লাভ করে)। কিন্তু যার হাতে চাবুক ও তলোয়ার আছে (ক্ষমতাশালী বা জালিম), তাকে নয়।”

للكفر جناحان

(কুফরের দুই ডানা)
————————————————————————————

2: Hadith 10

حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي العباس جرير البجلي، عن محمد بن إسحاق، عن أبيه، عن أبي عبد الله قال: "للكفر جناحان: بنو أمية وآل المهلب."

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “কুফরের দুটি ডানা রয়েছে: বনী উমাইয়্যাহ এবং মুহাল্লাব পরিবার।”

قسم الله تبارك و تعالى اهل الارض قسمين
(আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর মানুষকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন)
————————————————————————————

2: Hadith 11

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد ابن الحسن الصفار ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ظريف بن ناصح ، عن إبراهيم بن يحيى قال : حدثني جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : قال رسول الله ﷺ : قسم الله تبارك وتعالى أهل الأرض قسمين فجعلني في خيرهما ثم قسم النصف الآخر على ثلاثة فكنت خير الثلاثة ، ثم اختار العرب من الناس ، ثم اختار قريشاً من العرب ، ثم اختار بني هاشم من قريش ، ثم اختار بني عبد المطلب من بني هاشم ، ثم اختارني من بني عبد المطلب.

জাফর ইবনে মুহাম্মাদ তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর মানুষকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন এবং আমাকে তাদের উত্তম ভাগে রেখেছেন। এরপর সেই অর্ধাংশকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন, আর আমি সেই তিন ভাগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাগে রেখেছেন। তারপর তিনি মানবজাতির মধ্য থেকে আরবদের নির্বাচন করলেন, আরবদের মধ্য থেকে কুরাইশকে নির্বাচন করলেন, কুরাইশের মধ্য থেকে বনি হাশিমকে নির্বাচন করলেন, বনি হাশিমের মধ্য থেকে বনি আবদুল মুত্তালিবকে নির্বাচন করলেন, এবং বনি আবদুল মুত্তালিবের মধ্য থেকে আমাকে মনোনীত করলেন।”

صنفان من هذه الأمة اذا صلحا صلحت الأمة و اذا فسدا فسدت الأمة
(এই উম্মতের দুই শ্রেণি সঠিক পথে থাকলে উম্মত সঠিক পথে থাকে, আর তারা পথভ্রষ্ট হলে হলে উম্মতও পথভ্রষ্ট হয়)
————————————————————————————
2: Hadith 12

حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه ، عن أبيه ، عن محمد ابن أحمد ، عن العباس بن معروف ، عن محمد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : قال رسول الله ﷺ : صنفان من أمتي إذا صلحا صلحت أمتي ، وإذا فسدا فسدت أمتي، قيل : يا رسول الله ومن هما ؟ قال : الفقهاء والأمراء.

জাফর ইবনে মুহাম্মাদ তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “আমার উম্মতের দুই শ্রেণি এমন আছে, তারা সঠিক পথে থাকলে আমার উম্মত সঠিক পথে থাকে, আর তারা পথভ্রষ্ট হলে আমার উম্মতও পথভ্রষ্ট হয়।” জিজ্ঞাসা করা হলো: “হে আল্লাহর রাসূল, তারা কারা?”
তিনি বললেন: “ফকীহগণ (ধর্মবিশারদ) এবং শাসকগণ।”

اتقوا الله في الضعيفين
(দুই দুর্বল শ্রেণির ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো)

————————————————————————————

2: Hadith 13

حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه قال : حدثني أبي ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن السندي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله قال : اتقوا الله في الضعيفين يعني بذلك اليتيم والنساء .

আবু আবদিল্লাহ (আ) বলেন, “দুই দুর্বল শ্রেণির ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো,অর্থাৎ ইয়াতীম এবং নারীদের ব্যাপারে।”

ثواب من عال ابنتين أو اختين أو عمتين أو خالتين
(দুই কন্যা, দুই বোন, দুই ফুফু বা দুই খালার দায়িত্ব গ্রহণের সওয়াব)
————————————————————————————

2: Hadith 14

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد ابن الحسن الصفار قال : حدثنا محمد بن عيسى بن عبيد ، عن زكريا المؤمن رفعه إلى أبي عبد الله قال : من عال ابنتين أو اختين أو عمتين أو خالتين حجبتاه من النار.

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “যে ব্যক্তি দুই কন্যা, দুই বোন, দুই ফুফু অথবা দুই খালার ভরণপোষণ ও দায়িত্ব গ্রহণ করবে, তারা তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে আড়াল করবে।”

لا يجد ريح الجنة رجلان
(দুই ব্যক্তি জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না)
————————————————————————————

2: Hadith 15

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد،
عن محمد بن السندي ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن فضيل ، عن شريس الوابشي ، عن جابر ، عن أبي جعفر قال : قال رسول الله ﷺ : إن الجنة ليوجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام ، ولا يجدها عاق ولا ديوث ، قيل : يا رسول الله وما الديوث قال : الذي تزني امرأته وهو يعلم .

আবু জাফর (আ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “নিশ্চয়ই জান্নাতের সুঘ্রাণ পাঁচশত বছরের দূরত্ব থেকেও অনুভূত হবে। কিন্তু দুই ব্যক্তি তা পাবে না, অবাধ্য সন্তান এবং দাইয়্যুস।”
সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন: “হে আল্লাহর রাসূল, দাইয়্যুস কে?”
তিনি বললেন: “যার স্ত্রী ব্যভিচার করে আর সে তা জেনেও (প্রতিরোধ না করে) মেনে নেয়।”

ما جاء في ذي وجهين
(দ্বিমুখী ব্যক্তির পরিণতি)
————————————————————————————

2: Hadith 16

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن عبد بن أحمد ، عن أبي جعفر أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي قال :

قال رسول الله ﷺ : يجيء يوم القيامة ذو الوجهين دالعاً لسانه في قفاه و آخر من قدامه يلتهبان ناراً حتى يلهبا جسده ، ثم يقال له : هذا الذي كان في الدنيا ذا وجهين و ذا لسانين يعرف بذلك يوم القيامة .

আলী (আ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “কিয়ামতের দিন দ্বিমুখী ব্যক্তি এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার একটি জিহ্বা ঘাড়ের দিকে এবং আরেকটি সামনে ঝুলতে থাকবে। উভয়টি থেকে আগুনের শিখা নির্গত হবে, যা তার সমগ্র দেহকে দগ্ধ করবে। তারপর বলা হবে এই সেই ব্যক্তি, যে দুনিয়াতে দ্বিমুখী ছিল। কিয়ামতের দিন সে এভাবেই পরিচিত হবে।”

2: Hadith 17

أخبرني الخليل بن أحمد قال : حدثنا ابن منيع قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : إن من شر الناس عند الله عز وجل يوم القيامة ذا الوجهين.

আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “আল্লাহর কাছে কিয়ামতের দিন সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষের অন্তর্ভুক্ত হবে দ্বিমুখী ব্যক্তি।”

2: Hadith 18

أخبرني الخليل بن أحمد قال : أخبرنا ابن منيع قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا شريك ، عن الركين ، عن نعيم بن حنظلة ، عن عمار قال : قال رسول الله ﷺ : من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار.

আম্মার (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “যার দুনিয়াতে দুটি মুখ ছিল, কিয়ামতের দিনে তার দুটি জিহ্বা থাকবে, যা আগুনে দগ্ধ হবে।”

2: Hadith 19

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ابن يحيى بن عمران الأشعري ، عن موسى بن عمر ، عن ابن سنان ، عن عون بن معين بياع القلانس ، عن ابن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله يقول : من لقى المؤمنين بوجه ، و غابهم بوجه أتى يوم القيامة و له لسانان من نار.

বর্ণনাকারী বলেন আমি আবু আবদুল্লাহ (আ) থেকে শুনেছি:
“যে ব্যক্তি মুমিনদের সামনে এক মুখ দেখায় এবং তাদের অনুপস্থিতিতে অন্য মুখে থাকে, সে কিয়ামতের দিন দুটি আগুনের জিহ্বা নিয়ে উপস্থিত হবে।”

2: Hadith 20

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد ابن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن علي بن النعمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن داود بن فرقد ، عن أبي شيبة الزهري ، عن أبي جعفر قال : بئس العبد عبد يكون ذا وجهين و ذالسانين ، يطري أخاه في الله شاهداً ، و يأكله غائباً ، إن أعطي حسده ، وإن ابتلي خذله.

আবু জাফর (আ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “বড়ই নিকৃষ্ট বান্দা সে ,যে ব্যক্তি দ্বিমুখী এবং দুটি জিহ্বা বিশিষ্ট ; সে তার দ্বীনি ভাইকে সামনে প্রশংসা করে, আর অনুপস্থিতিতে খায়;(গীবত করে) যদি তার ভাই কিছু লাভ করে, তবে সে হিংসা করে, আর যদি বিপদে পড়ে, তখন তাকে পরিত্যাগ করে।”

الناس اثنان واحد أراح ، وآخر استراح

(মানুষ দুই রকম; প্রশান্তি প্রদানকারী এবং নিজে শান্তিলাভকারী)
————————————————————————

2: Hadith 21

حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس رضي الله عنه ، عن أبيه ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمر و بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر قال : قال رسول الله ﷺ : الناس اثنان واحد أراح و آخر استراح ، فأما الذي استراح فالمؤمن إذا مات استراح من الدنيا و بلائها ، و أما الذي أراح فالكافر إذا مات أراح الشجر والدواب و كثيراً من الناس.

আবু জাফর (আ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “মানুষ দুই রকম: একজন ‘শান্তিলাভকারী’ এবং একজন ‘প্রশান্তি প্রদানকারী’। যে শান্তিলাভকারী, সে মুমিন; যখন সে মারা যায়, সে পৃথিবীর বিপদ ও যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে শান্তিলাভ করে। আর যে প্রশান্তি প্রদানকারী, সে কাফির; যখন সে মারা যায়, সে বৃক্ষ, পশু ও মানুষকে রেহাই দেয়।”

الناس اثنان عالم و متعلم
(মানুষ দুই রকম: একজন জ্ঞানী এবং একজন জ্ঞানান্বেষী)
————————————————————————

2: Hadith 22

حدثنا محمد بن على ما جيلويه رضي الله عنه قال : حدثني عمي محمد ابن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه محمد بن خالد ، عن محمد ابن أبي عمير رفعه إلى أبي عبد الله قال : الناس اثنان عالم ومتعلم ، و سائر الناس همج والهمج في النار.

আবু আবদুল্লাহ (আ) বর্ণনা থেকে:“মানুষ দুই রকম: একজন জ্ঞানী এবং একজন জ্ঞানান্বেষী; বাকি মানুষ হল পতঙ্গ এবং পতঙ্গরা জাহান্নামের নিক্ষিপ্ত হবে।”

خصلتان احداهما تنسى الذنوب والأخرى نفسى القلوب
(দুই গুণ; একটি পাপ ভুলিয়ে দেয়, অন্যটি হৃদয়কে কঠোর করে)
————————————————————————

2: Hadith 23

حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه قال : حدثني أبي، عن الحسين بن إسحاق التاجر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله ، عن أبيه السلام قال : أوحى الله تبارك و تعالى إلى موسى : لا تفرحبكثرة المال ، ولا ندع ذكري على كل حال ، فان كثرة المال تنسي الذنوب ، و ترك ذكري يقسى القلوب.

আবু আবদুল্লাহ (আ) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, “আল্লাহ তাআলা মূসা (আ) উপর ওহী নাযিল করলেন : "অতিরিক্ত ধন-সম্পদ দেখে আনন্দিত হবেন না এবং কোনো অবস্থাতেই আমার জিকির ত্যাগ করবেন না। কারণ ধন সম্পদের প্রাচুর্য পাপ ভুলিয়ে দেয়, আর আমার জিকির ত্যাগ করলে হৃদয় কঠোর হয়ে যায়।”

خصلتان امان من الجذام
(কুষ্ঠরোগ থেকে নিরাপদ থাকার দুইটি উপায়)
————————————————————————

2: Hadith 24

حدثنا أحمد بن علي بن إبراهيم رضي الله عنه قال : حدثني أبي ، عن أبيه إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : تقليم الأظفار وأخذ الشارب من جمعة إلى جمعة أمان من الجذام.

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “প্রতি জুমা'আয় নখ কাটা এব মূঁছ ছাঁটা কুষ্ঠরোগ থেকে নিরাপদ রাখে।”

الشغل بالعظيمتين
(দুই মহান বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকা)
————————————————————————

2: Hadith 25

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن الحسين بن إسحاق التاجر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه قال : بكي أبو ذر رحمه الله من خشية الله عز وجل حتى اشتكى بصره ، فقيل له : يا أبا ذر لو دعوت الله أن يشفي بصرك ، فقال : إني عنه المشغول وما هو من أكبر همي ، قالوا : وما يشغلك عنه ؟ قال : العظيمتان : الجنة والنار .

আবু আবদুল্লাহ (আ) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন: আবু যার (রা) আল্লাহর ভয়ে এত অধিক কাঁদতেন যে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাকে বলা হলো: “হে আবু যার, আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেন না কেন, যাতে তিনি আপনার দৃষ্টিশক্তি সুস্থ করে দেন?”
তিনি বললেন: “আমি অন্য বিষয়ে ব্যস্ত, এটি আমার বড় চিন্তাও নয়।”
তারা জিজ্ঞেস করল: “তাহলে কী আপনাকে ব্যস্ত রেখেছে?”
তিনি বললেন: “দুটি মহান বিষয় , জান্নাত এবং জাহান্নাম।”

الدنيا كلمتان و درهمان
(দুনিয়া দুই কথা ও দুই দিরহামের সমান)
————————————————————————

2: Hadith 26

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : قام أبو ذر رحمة الله عليه عند الكعبة فقال : أنا جندب بن سكن ، فاكتنفه الناس ، فقال : لو أن أحدكم أراد سفراً لاتخذ فيه من الزاد ما يصلحه ، فسفر يوم القيامة أما تريدون فيه ما يصلحكم ؟ فقام إليه رجل فقال : أرشدنا ، فقال : صم يوماً شديد الحر للنشور ، وحج حجة لعظائم الأمور ، وصل ركعتين في سواد الليل لوحشة القبور ، كلمة خير تقولها وكلمة شر تسكت عنها ، أو صدقة منك على مسكين لعلك تنجو بها يا مسكين من يوم عسير.
اجعل الدنيا درهمين : درهماً أنفقته على عيالك ، و درهماً قدمته لآخرتك ، و الثالث يضر ولا ينفع فلا ترده.
اجعل الدنيا كلمتين : كلمة في طلب الحلال ، و كلمة للآخرة ، و الثالثة تضر ولا تنفع فلا تردها.
ثم قال : قتلني هم يوم لا أدركه.

জাফর ইবন মুহাম্মাদ (আ) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন:
আবু যার (রা) কাবার পাশে দাঁড়িয়ে বললেন: “আমি জুনদুব ইবনে সাকান।” লোকেরা তাঁর পাশে ভিড় করলো।
তিনি বললেন: “তোমাদের কেউ যদি সফরে যেতে চায়, তবে সে তার প্রয়োজনীয় রসদ সাথে নেয় না?
তবে কি তোমরা কিয়ামতের জন্য কি প্রয়োজনীয় রসদ গ্রহণ করবে না?”
এক ব্যক্তি বলল: “আমাদের উপদেশ দিন।”
তিনি বললেন: “পুনরুত্থানের দিনের (তৃষ্ণা মেটানোর) জন্য প্রচণ্ড গরমে রোজা রাখো। মহা ভয়াবহ দিনের জন্য একটি হজ্জ আদায় করো।
কবরের নিঃসঙ্গতার জন্য গভীর রাতে দুই রাকাত নামাজ পড়ো। একটি ভালো কথা বলো, একটি মন্দ কথা থেকে নীরব থাকো। একজন মিসকিনকে দান করো, মিসকিনের মাধ্যমে কঠিন দিন থেকে মুক্তি পাবে।”

তিনি আরও বললেন: “দুনিয়াকে দুই দিরহামের মত মনে করো। এক দিরহাম পরিবারে ব্যয় করো, আরেক দিরহাম আখিরাতের জন্য প্রেরণ করো। তৃতীয়টি (অতিরিক্ত সম্পদ) ক্ষতি করে, উপকার করে না,তাই তা প্রত্যাখ্যান করো।”
“দুনিয়াকে দুই কথার মত মনে করো, একটি হালাল উপার্জনের জন্য বলো, আরেকটি আখিরাতের জন্য। তৃতীয়টি ক্ষতিকর ও নিরর্থক,তা বলো না।”
অতঃপর তিনি বললেন: “আমাকে এমন এক দিনের চিন্তা মেরে ফেলছে, যে দিন আমি দেখতে পাচ্ছি না।”

لا يكون الرجل فقيها حتى يكون فيه خصلتان
(একজন মানুষ তখনই ফকীহ হবে, যদি দুইটি গুণ থাকে)
————————————————————

2: Hadith 27

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد ابن أحمد ، عن علي بن السندي ، عن محمد بن عمرو بن سعيد ، عن موسى بن أكيل قال : سمعت أبا عبد الله يقول : لا يكون الرجل فقيهاً حتى لا يبالي أي ثوبيه ابتذل و بما سد فورة الجوع .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “একজন মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত ফকীহ হতে পারে না, যতক্ষণ না সে তার দুইটি পোশাকের মধ্যে কোনটি জীর্ণ ও কোনটি দিয়ে ক্ষুদা মিটায় তা পরোয়া করে না।”

لا خير في العيش للرجلين
(জীবনে কল্যাণ দুই ধরনের মানুষের মধ্যে)
————————————————————

2: Hadith 28

حدثنا جعفر بن علي بن الحسن الكوفي - رحمه الله ـ عن أبيه على ابن الحسن ، عن أبيه الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا خير في العيش إلا لرجلين : عالم مطاع ، أو مستمع واع .

আলী (আ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “দুই ব্যক্তি ব্যতীত ছাড়া আর কারো জীবনে কল্যাণ নেই; একজন জ্ঞানী যার অনুসরণ করা যায়। আরেকজন মনোযোগী শ্রোতা।”

لا خير في الدنيا الا لاحدر جلين
(দুনিয়ায় কল্যাণ কেবল দুই ধরনের মানুষের মধ্যে)
————————————————————

2: Hadith 29

حدثنا أبي ، ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما قالا : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن القاسم بن محمد الأصبهاني، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث النخعي قال : قال أبو عبد الله : لا خير في الدنيا إلا لأحد رجلين : رجل يزداد في كل يوم إحساناً ، ورجل يتدارك ذنبه بالتوبة ، و أنى له بالتوبة ، و الله لو سجد حتى ينقطع عنقه ما قبل الله منه إلا بولايتنا أهل البيت .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন:“দুই ব্যক্তি ব্যতীত ছাড়া আর কারো দুনিয়াতে কল্যাণ নেই; একজন যে প্রতিদিন তার সৎকর্ম বৃদ্ধি করে; এবং অপরজন যে তার পাপের জন্য তাওবাহ করে। আর তাওবাহ কবুল হওয়ার উপায় কোথায়? আল্লাহর কসম! সে যদি সেজদা করতে করতে ঘাঁড় ছিঁড়ে ফেলে তবু আল্লাহ কবুল করবেন না, যতক্ষণ না আমাদের অর্থাৎ আহলে বাইতের ওয়ালায়াত (কর্তৃত্ব) তার মধ্যে থাকে।”

العلم علمان
(জ্ঞান দুই প্রকার)
————————————————————————

2: Hadith 30

حدثنا محمد بن علي ما جيلويه رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن حكم بن بهلول ، عن إسماعيل بن همام ، عن عمر بن أذينة ، عن أبان ابن أبي عياش ، عن سليم بن قيس الهلالي قال : سمعت عليا الله يقول لأبي الطفيل عامر بن واثلة الكناني : يا أبا الطفيل العلم علمان : علم لا يسع الناس إلا النظر فيه و هو صبغة الاسلام ، و علم يسع الناس ترك النظر فيه و هو قدرة الله عز وجل .

বর্ণনাকারী বলেন, আমি আলী (আ) কে আবুল তুফাইল আমীর ইবন ওয়াসিলা আল কিনানিকে উদ্দেশ্য করে বলতে শুনেছি: আলী (আ) বলেন: “হে আবু তুফাইল, জ্ঞান দুই প্রকার। এমন জ্ঞান যা নিয়ে চিন্তা করা অপরিহার্য, যা ইসলামের মূল ভিত্তি। আর এমন জ্ঞান যা নিয়ে চিন্তা করা উচিত নয়, তা হলো মহান আল্লাহর কুদরতের বিষয়ে”

خصلتان عجيبتان؛ أكل رزق الله و ادعاء الربوبية دون الله عز و جل
(দুটি বিস্ময়কর বিষয়; আল্লাহর রিজিক খাওয়া এবং আল্লাহ ছাড়া প্রভুত্বের দাবি করা)
————————————————————————

2: Hadith 31

حدثنا محمد بن علي ما جيلويه رضي الله عنه قال : حدثني عمي محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه محمد بن خالد ، عن محمد بن سنان عن إبراهيم بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله قال : إنَّ الله تبارك و تعالى أهبط ملكاً إلى الأرض فلبث فيها دهراً طويلاً ثم عرج إلى السماء فقيل له : ما رأيت ؟ فقال : رأيت عجائب كثيرة و أعجب ما رأيت أني رأيت عبداً متقلباً في نعمتك يأكل رزقك و يدعي الربوبية ، فعجبت من جرأته عليك ، و من حلمك عنه . فقال الله عز وجل: فمن حلمي عجبت ؟ قال : نعم [يا رب] قال : قد أمهلته أربع مائة سنة لا يضرب عليه عرق ، و لا يريد من الدنيا شيئاً إلا ناله ، ولا يتغير عليه فيها مطعم ولا مشرب .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “মহান আল্লাহ তাআলা একজন ফেরেশতাকে দুনিয়াতে পাঠালেন। সে দীর্ঘকাল অবস্থান শেষে যখন, আসমানে ফিরে গেল। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, ‘তুমি কি দেখেছ?’ সে বলল, ‘আমি বহু বিস্ময় দেখেছি, কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়কর হলো, একজন মানুষ দেখেছি যে আপনার নেয়ামত ভোগ করে, আপনার দেওয়া রিজিক খায় এবং সে প্রভুত্বের দাবি করে। আমি তার সাহস এবং আপনার সহনশীলতা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছি।’
আল্লাহ জবাব দিলেন: ‘আমার সহনশীলতার ব্যাপারে কি তুমি বিস্মিত?’ সে বলল: ‘হ্যাঁ, হে প্রভু।’
আল্লাহ বললেন: ‘আমি তাকে চারশত বছর সুযোগ দিয়েছি; এই সময়কালে সে একটি ব্যথা অনুভব করে নি, দুনিয়াতে সে যা চেয়েছে তাই পেয়েছে এবং তার খানা-পিনার কোনো পরিবর্তন আসে নি।’”

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر خلقان من خلق الله عز وجل
(ভালো কাজের আদেশ এবং মন্দ থেকে বিরত করার দায়িত্ব আল্লাহর দুটি মহৎ সৃষ্টি)
————————————————————————

2: Hadith 32

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد ابن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد باسناده رفعه إلى أبي جعفر عليه أنه قال : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلقان من خلق الله عز وجل ، فمن نصرهما أعزه الله و من خذلهما خذله الله عز وجل .

আবু জাফর (আ) থেকে বর্ণিত:
“ভালো কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধ আল্লাহর দুটি মহৎ সৃষ্টি। যে এগুলোকে সহায়তা করবে, আল্লাহ তাকে সম্মানিত করবেন, আর যে এগুলোকে ত্যাগ করবে, আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত করবেন।”

كان أكثر عبادة ابي ذر رحمه الله خصلتين
(আবু যারের অধিকাংশ ইবাদত দুটি অভ্যাসের মধ্যে)
————————————————————

2: Hadith 33

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد ابن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن يحيى بن أبي عمران الهمداني ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله قال : كان أكثر عبادة أبي ذر رحمه الله عليه - خصلتين : التفكر و الاعتبار .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “আবু যর (রা) অধিকাংশ ইবাদত ছিল দুটি গুণের উপর ভিত্তি করে। চিন্তা করা এবং শিক্ষা গ্রহণ করা।”

المرأة يكون لها زوجان من أهل الجنة لا يهما تكون في الجنة
(এক নারীর জন্য জন্নাতে দুই স্বামী থাকলে, সে যাকে পছন্দ করবে, তার সঙ্গে থাকবে)
————————————————————

2: Hadith 34

حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال : حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن موسى بن إبراهيم ، عن الحسن ، عن أبيه باسناده رفعه إلى رسول الله : أن أم سلمة قالت له : بأبي أنت و أمي المرأة يكون لها زوجان فيموتان فيدخلان الجنة لا يهما تكون ؟ فقال : يا أم سلمة تخير أحسنهما خلقاً وخيرهما لأهله ، يا أم سلمة إن حسن الخلق ذهب بخير الدنيا والآخرة .

হাসান (আ) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন: উম্মে সালামাহ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলেন: “হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক।একজন নারীর যদি দুজন স্বামী থাকে, উভয় মারা যায় এবং জান্নাতবাসী হয়, সে জান্নাতে কার সাথে থাকবে? তিনি বললেন: হে উম্মে সালামাহ! সে তাদের মধ্য থেকে একজনকে বেছে নিতে পারবে, যে চারিত্রিক দিক থেকে উত্তম ছিলো এবং পরিবারের প্রতি সর্বোত্তম আচরণকারী ছিল। উত্তম চরিত্র দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নিয়ে যায়।”

خصمان اختصموا في ربهم
(দুই প্রতিদ্বন্দ্বী আল্লাহর ব্যাপারে বিবাদ করেছিল)
————————————————————

2: Hadith 35

حدثنا أبو عمد عمار بن الحسين الأسر وشفي رضي الله عنه قال : حدثني علي بن محمد بن عصمة قال: حدثنا أحمد بن محمد الطبري بمكة قال : حدثنا أبو الحسن ابن أبي شجاع البجلي ، عن جعفر بن عبدالله الحنفي ، عن يحيى بن هاشم ، عن محمد بن جابر ، عن صدقة بن سعيد ، عن النضر بن مالك قال : قلت للحسين بن على بن أبي طالب العام : يا أبا عبدالله حدثني عن قول الله عز وجل « [هذان] خصمان اختصموا في ربهم ، قال : نحن و بنو أمية اختصمنا في الله عز وجل قلنا : صدق الله ، و قالوا : كذب الله . فنحن وإياهم الخصمان يوم القيامة .

বর্ণনাকারী বলেন, আমি হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবী তালিব (আ) কে আল্লাহর এই মহান বানী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। “এরা দুজন বিবাদমান পক্ষ, যারা তাদের পালনকর্তা সম্পর্কে বিতর্ক করে" (সূরা হজ: ১৯) । তিনি বললেন আমরা (বনু হাশিম) এবং বনী উমাইয়া আল্লাহর ব্যাপারে বিবাদে লিপ্ত হয়েছি। আমরা বলেছি: 'আল্লাহ সত্য বলেছেন', আর তারা বলেছে: 'আল্লাহ মিথ্যা বলেছেন'। তাই আমরা এবং তারা কিয়ামতের দিনও একে অপরের প্রতিপক্ষ হিসেবে থাকব ”

الجواد على وجهين
(প্রদানকারী বা দানশীলতা দুই রূপে প্রকাশ পায়)
————————————————————————

2: Hadith 36

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أحمد بن سليمان قال : سأل رجل أبا الحسن وهو في الطواف ، فقال له : أخبرني عن الجواد ؟ فقال : إن لكلامك وجهين فان كنت تسأل عن المخلوق فان الجواد : الذي يؤدي ما افترض الله جل وعز عليه ، و البخيل من بخل بما افترض الله عليه ، و إن كنت تعنى الخالق فهو الجواد إن أعطى ، و هو الجواد إن منع ، لأنه إن أعطى عبدا أعطاه ما ليس له ، و إن منع منع ما ليس له .

বর্ণনাকারী বলেন, এক ব্যক্তি আবুল হাসান (আ) কে তাওয়াফরত অবস্থায় দানশীল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন: “তোমার প্রশ্নের দুটি অর্থ আছে। তুমি যদি সৃষ্টির (মানুষের) কথা জিজ্ঞেস করো, তবে 'জাওয়াদ' (দানশীল) হলো সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর নির্ধারিত ফরজগুলো পালন করে, আর কৃপণ হলো সে যে ফরজ পালন করে না। আর তুমি যদি স্রষ্টার (আল্লাহর) কথা বোঝাও, তবে তিনি দিলে (দান করলে) দাতা, আর না দিলেও দাতা। কারণ তিনি যদি দেন, তবে এমন কিছু দেন যা মানুষের (নিজের অর্জিত) নয়, আর যদি না দেন তবে এমন কিছু দেন না যা মানুষের ছিল না (বরং তাঁরই মালিকানাধীন ছিল)।”

الدنيار والدرهم مهلكان
(দিনার ও দিরহাম ধ্বংসের কারণ)
————————————————————————

2: Hadith 37

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زياد بن مروان ، عن أبي وكيع ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث قال : قال أمير المؤمنين : قال رسول الله ﷺ : الدينار و الدرهم أهلكا من كان قبلكم و هما مهلكاكم .

আমীরুল মুমিনিন (আ) থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “স্বর্ণমুদ্রা (দিনার) এবং রৌপ্যমুদ্রা (দিরহাম) তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করেছে, আর এ দুটি তোমাদেরও ধ্বংস করবে।" (অর্থাৎ সম্পদের প্রতি অতি আসক্তি)।”

الذهب و الفضة حجران ممسوخان
(সোনা ও রৌপ্যমুদ্রা দুই অভিশপ্ত বস্তু)
————————————————————————

2: Hadith 38

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران يرفع الحديث قال : الذهب و الفضة حجران ممسوخان فمن أحبهما كان معهما .
قال مصنف هذا الكتاب - أدام الله عزه - : يعني بذلك من أحبهما حباً يمنع حق الله منهما .

বর্ণনাকারী হাদীসটিকে মারফু (রাসূল সাঃ পর্যন্ত উন্নীত করে) বলেন: “সোনা এবং রৌপ্যমুদ্রা হলো দুই অভিশপ্ত বস্তু। সুতরাং যে ব্যক্তি এই দুটিকে ভালবাসবে, সে এ দুটির সাথেই (হাশরে) থাকবে।”
গ্রন্থাকারের ব্যাখা: যে ব্যক্তি এই দুটিকে এমনভাবে ভালবাসবে, যা তাকে আল্লাহর হক (যাকাত বা অন্যান্য) আদায় বাধা দেয়।

التعوذ من خصلتين
(দুটি বিপজ্জনক বিষয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা)
————————————————————

2: Hadith 39

حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد . بن إدريس ، عن محمد بن أحمد، عن يوسف بن الحارث ، عن عبد الله بن يزيد ، عن حيوة بن شريح قال : حدثنا سالم ابن غيلان ، عن دراج ، عن أبي الهيثم ، عن أبي سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : أعوذ بالله من الكفر والدين ، قيل : يا رسول الله أيعدل الدين بالكفر ؟ فقال له : نعم .

আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি: তিনি বলেছেন: “আমি আল্লাহর কাছে কুফরী এবং ঋণের থেকে আশ্রয় চাই।” জিজ্ঞাসা করা হলো: হে আল্লাহর রাসূল! ঋণ কি কুফরীর সমান? তিনি বললেন: “হ্যাঁ।”

في الشيعة خصلتان
(শিয়াদের মধ্যে দুটি দোষ)
————————————————————

2: Hadith 40

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري قال : حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية عن أبي حمزة ، عن علي بن الحسين قال : وددت أني افتديت خصلتين في الشيعة لنا ببعض [لحم] ساعدي : النزق و قلة الكتمان .

আলী ইবনে হুসাইন (আ) বলেছেন: “আমি আশঙ্কা করি যে,আমার শিয়াদের মধ্যে দুটি দোষ আছে যার জন্য আমি নিজের বাহুর মাংস দিয়ে দিতে পারতাম (এই স্বভাব দূর করতে): তাড়াহুড়া (অস্থিরতা) এবং গোপনীয়তা রক্ষায় শিথিলতা।”

للصائم فرحتان
(রোজাদারের দুটি আনন্দ)
————————————————————

2: Hadith 41

حدثنا محمد بن علي ما جيلويه رضي الله عنه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسين بن سعيد ،. عن رجاله يرفعه إلى الصادق قال : للصائم فرحتان : فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء الله عز وجل

বর্ণনাকারী মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন, সাদিক (আ) বলেন: “রোজাদারের দুটি আনন্দ, একটি তার ইফতারের সময়, আরেকটি মহান আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের সময়।”

2: Hadith 42

حدثنا أبو محمد عبدوس بن علي بن العباس الجرجاني بسمرقند ، قال : حدثنا أبو القاسم عبد الله بن يعقوب بن يوسف الرازي قال : حدثنا محمد بن يونس الكديمي قال : حدثنا أبو عامر قال : حدثنا زمعة ، عن سلمة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي الله قال : قال الله تبارك وتعالى : كل عمل ابن آدم هو له غير الصيام هو لي وأنا أجزي به ، والصيام جنة العبد المؤمن يوم القيامة كما يقي أحدكم سلاحه في الدنيا ، و لخلوف فم الصائم أطيب عند الله عز و جل من ريح المسك ، و الصائم يفرح بفرحتين : حين يفطر فيطعم و يشرب ، وحين يلقاني فأدخله الجنة .

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, নবী সাঃ বর্ণনা করেন: আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "বনী আদমের প্রতিটি কাজ তার নিজের জন্য, শুধু রোজা ব্যতীত। কারণ রোজা আমার জন্য এবং আমিই এর প্রতিদান দেব। রোজা হলো মুমিন বান্দার জন্য ঢাল... রোজাদারের মুখের ঘ্রাণ আল্লাহর কাছে মিশকের চেয়েও প্রিয়। রোজাদার দুবার আনন্দিত হয়: যখন সে ইফতার করে এবং পানাহার করে, আর যখন সে আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব।"

ما جاء في التاجرين اذا صدقا وبرا ، واذا كذبا وخانا
(দুজন ব্যবসায়ীর সততা এবং প্রতারণার পরিণতি)
————————————————————————

2: Hadith 43

حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد رفعه إلى الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، عن أبيه زيد بن علي ، عن أبيه علي بن الحسين ، عن أبيه الحسين ، عن أبيه على قال : قال رسول الله ﷺ : إذا التاجران صدقا وبرا بورك لهما، وإذا كذبا وخانالم يبارك لهما ، وهما بالخيار ما لم يفترقا ، فان اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتناركا .

আলী (আ) থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন “দুজন ব্যবসায়ী যদি সত্যবাদী ও ধার্মিক হয়, তবে তারা বরকত পাবে যদি তারা মিথ্যাবাদী ও প্রতারক হয়, তবে তারা বরকত পাবে না। বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের এখতিয়ার থাকে। যদি তারা পরস্পর মতবিরোধ করে তাহলে পণ্যের মালিকের কথা প্রাধান্য পাবে অথবা পরস্পর পরিত্যাগ (চুক্তি বাতিল করবে)করবে।”

شينان پروحان بخير ويغدوان بخير
(দুইটি জিনিস কল্যাণ নিয়ে আসে)
————————————————————————

2: Hadith 44

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زياد بن مروان القندي ، عن أبي وكيع ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن الحارث قال : قال أمير المؤمنين : قال رسول الله ﷺ : عليكم بالغنم والحرث فانهما يروحان بخير و يغدوان بخير ، فقيل : يا رسول الله فأين الإبل ؟ قال : تلك أعنان الشياطين و يأتيها خيرها من الجانب الأشأم ، قيل : يا رسول الله إن سمع الناس بذلك تركوها ، فقال : إذاً لا يعدمها الأشقياء الفجرة .

আমীরুল মুমিনিন (আ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “তোমরা ভেড়া পালন ও শস্য চাষ আঁকড়ে ধরো; কারণ এই দুটি কল্যাণ নিয়ে আসে। জিজ্ঞেস করা হলো: উট সম্পর্কে কি বলেন? তিনি বললেন:“তা শয়তানের সহায়ক এবং তাদের উপকার(দুধ) আসে (হাতের) বাম দিক থেকে।” আবার বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! একথা যদি মানুষ শুনে, তাহলে তারা উট পালন বন্ধ করে দেবে। তিনি বললেন “দুর্ভাগা এবং পাপিষ্ঠরা তা হাতছাড়া করবে না।”

بيعان مكروهان
(দুই বাণিজ্য যা অপছন্দনীয়)
————————————————————————————

2: Hadith 45

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد ابن الحسن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن محمد بن سنان مسنداً إلى أبي جعفر أنه كره بيعين : أطرح و خذ ، من غير تقليب وشرى مالم تره .

আবু জাফর (আ) থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, “দুই ধরনের ক্রয় বিক্রয় অপছন্দনীয়। একটি হলো পণ্যকে ছুঁড়ে দাও ও নাও, উল্টে পাল্টে না দেখে। অন্যটি হলো এমন কিছু কেনা যা তুমি দেখোনি।”

في الجيد دعوتان وفي الردى دعوتان
(ভালো এবং মন্দ পণ্যের দুইটি করে দোয়া)
————————————————————————————

2: Hadith 46

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن مروك بن عبيد ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله : أنه قال : في الجيد دعوتان ، وفي الرديء دعوتان ، يقال لصاحب الجيد : بارك الله فيك وفيمن باعك ، و يقال لصاحب الرديء : لا بارك الله فيك ولا فيمن باعك .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “উত্তম (পণ্য) ব্যবসায়ীর জন্য দুটি দোয়া আছে এবং নিকৃষ্ট (খারাপ পণ্য) ব্যবসায়ীর জন্য দুটি দোয়া আছে। উত্তম পণ্য বিক্রেতাকে বলা হয়: 'আল্লাহ তোমার ওপর বরকত দিন এবং যে তোমার কাছে এটি বিক্রি করেছে তার ওপর বরকত দিন।' আর নিকৃষ্ট পণ্য বিক্রেতাকে বলা হয়: 'আল্লাহ তোমার ওপর বরকত না দিন এবং যে তোমার কাছে এটি বিক্রি করেছে তার ওপর বরকত না দিন।'”

من ناصح الله عز وجل اعطى خصلتين
(যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য সংশোধিত হয়, আল্লাহ তাকে দুটি গুণ দান করেন)
————————————————————————————

2: Hadith 47

حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال : حدثني عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله يقول : ما ناصح الله عبد مسلم في نفسه فأعطى الحق منها و أخذ الحق لها إلا أعطي خصلتين : رزقاً من الله عز و جل يقنع به و رضى عن الله ينجيه .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “যে মুসলিম আল্লাহর জন্য নিজর নফসের ব্যাপারে নিষ্ঠার সাথে আচরণ করে, অর্থাৎ নফস থেকে হক আদায় করে এবং নফসের জন্য হক আদায় করে, আল্লাহ তাকে দুটি গুণ দান করেন: আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন রিজিক যা তাকে পরিতৃপ্ত করবে, আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন সন্তুষ্টি যা তাকে নাজাত দিবে।”

من كان فيه خصلتان فهو مؤمن حقاً
(যে দুটো খাসলত থাকলে সে সত্যিকার ঈমানদার)
————————————————————————————

2: Hadith 48

حدثنا عبد بن علي ما جيلويه رضي الله عنه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله قال : حدثني أبو القاسم عبد الرحمن بن حماد الكوفي ، عن أبي محمد عبد الله بن محمد الغفاري ، عن جعفر بن إبراهيم الجعفري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه الام قال : قال رسول الله ﷺ : من واسى الفقير وأنصف الناس من نفسه فذلك المؤمن حقاً .

জাফর ইবন মুহাম্মাদ তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন: রাসূল ﷺ বলেছেন: “যে দরিদ্রের সাথে সহমর্মিতা দেখায় এবং মানুষের সাথে নিজের ব্যাপারে ইনসাফ করে, সেই প্রকৃত মুমিন।”

2: Hadith 49

و في خبر آخر قال رسول اللهﷺ : من سرته حسنته و ساعته سيشته فهو مؤمن .

অন্য এক হাদীসে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: “যার ভালো কাজ আনন্দ দেয় এবং মন্দ কাজ ব্যথিত করে সেই মুমিন।”

خصلتان من كانتافيه و الا قاعزب ثم اعزب ثم اعزب
(দুটি খাসলত যার মধ্যে থাকবে না, তার থেকে বিরত থাকো)
————————————————————

2: Hadith 50

حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار - رحمه الله - عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ابن خالد ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن محمد بن سنان ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن الخيبري عن يونس بن ظبيان ، و المفضل بن عمر ، عن أبي عبد الله قال : خصلتان من كانتا فيه وإلا فاعزب ثم اعزب ثم اعزب ، قيل : وما هما قال : الصلاة في مواقيتها ، والمحافظة عليها و المواساة .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “যে ব্যক্তির মধ্যে এই দুটি গুণ থাকে না, দুইটি খাসলত যার মধ্যে থাকবে, অন্যথায় তাহলে বিরত থাকো, বিরত থাকো, বিরত থাকো।
জিজ্ঞাসা করা হলো সেগুলো কি?
তিনি বললেন: নির্ধারিত সময়ে নামাজ আদায় করা ও যত্নবান হওয়া। এবং ভাইদের সহমর্মিতা ও সাহায্য করা”

أمران أيهما سبق الى المطلقة المسترابة
(তালাকপ্রাপ্তা সন্দেহযুক্ত মহিলার ক্ষেত্রে দুটি বিষয়)
————————————————————

2: Hadith 51

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثني أحمد ابن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر قال : أمران أيهما سبق إليها بانت به المطلقة المسترابة التي تستريب الحيض إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس بها دم بانت بها ، وإن مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض .

আবু জাফর (আ) থেকে বর্ণিত: “যে দুইটি বিষয়ের আগে যেটি ঘটবে, তার মাধ্যমেই তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ইদ্দত শেষ হবে। যদি কোনো রক্তপাত ছাড়াই তিন মাস অতিবাহিত হয়, তবে এর মাধ্যমেই সে পৃথক হয়ে যাবে। আর যদি তিন মাসের আগে তিনবার হায়েজ হয়ে যায় তাহলে এর মাধ্যমেই ইদ্দত শেষ হবে।”

التقرب الى الله عز وجل بخصلتين
(দুটি খাসলতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ)
————————————————————

2: Hadith 52

حدثنا محمد بن علي ما جيلويه رضي الله عنه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله : المعروف شيء سوى الزكاة ، فتقربوا إلى الله عز وجل بالبر وصلة الرحم .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “যাকাত ছাড়াও ‘মারুফ’ (সৎকর্ম) রয়েছে। সুতরাং তোমরা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করো সৎকর্ম ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমে।”

خصلتان ينفيان الفقر ، و يزيدان في العمر ، و يدفعان عن فاعلهما سبعين ميتة سوء
(দুটি গুণ দারিদ্র্য দূর করে, আয়ু বৃদ্ধি করে এবং সত্তর প্রকার অপমৃত্যু প্রতিহত করে)
————————————————————

2: Hadith 53

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن غالب ، عمن حدثه ، عن أبي جعفر قال : البر والصدقة ينفيان الفقر، ويزيدان في العمر ، ويدفعان سبعين ميتة سوء .

আবু জাফর (আ) বলেন: “সৎকর্ম (নেক আমল) এবং সদকা দারিদ্র্য দূর করে, আয়ু বৃদ্ধি করে এবং সত্তর প্রকারের অপমৃত্যু প্রতিহত করে।”

السنة سنتان
(সুন্নত দুই প্রকার)
————————————————————

2: Hadith 54

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي أنه قال : السنة سنتان : سنة في فريضة الأخذ بها هدى وتركها ضلالة ، وسنة في غير فريضة الأخذ بها فضيلة ، وتركها غير خطيئة .

আলী (আ) বলেন: “সুন্নাহ দুই প্রকার: এমন সুন্নাহ যা ফরজ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, তা গ্রহণ করা হেদায়াত এবং তা পরিত্যাগ করা গোমরাহী। আর ফরজ নয় এমন সুন্নত, তা গ্রহণ করা ফজিলত, তা পরিত্যাগ করা গুনাহ নয়।”

لا تصلح الصنيعة إلا عند ذي خصلتين
(দুই খাসলত সম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়া অনুগ্রহ টিকে না)
————————————————————

2: Hadith 55

حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال : حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله قال : لا تصلح الصنيعة إلا عند ذي حسب أو دين .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “কোনো অনুগ্রহ বা উপকার তখনই কার্যকর ও যথার্থ হয়, যখন তা কোনো অভিজাত অথবা ধার্মিক ব্যক্তির প্রতি করা হয়।”

الاخوان صنفان
(ভাই দুই প্রকার)
————————————————————

2: Hadith 56

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن عبد الله بن أحمد الرازي ، عن بكر بن صالح ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمد بن حفص ، عن يعقوب بن بشير ، عن جابر ، عن أبي جعفر قال : قام إلى أمير المؤمنين رجل بالبصرة فقال : يا أمير المؤمنين أخبرنا عن الإخوان ؟ قال : الاخوان صنفان إخوان الثقة و إخوان المكاشرة ، فأما إخوان الثقة فهم الكف و الجناح و الأهل و المال ، فاذا كنت من أخيك على حد الثقة فابذل له مالك وبدنك ، و صاف من صافاه ، و عاد من عاداه ، و اكتم سره و عيبه ، و أظهر منه الحسن ، واعلم أيها السائل إنهم أقل من الكبريت الأحمر . و أما إخوان المكاشرة فانك تصيب منهم لذتك فلا تقطعن ذلك منهم ، ولا تطلبن ما وراء ذلك من ضميرهم ، و ابذل لهم ما بذلوا لك من طلاقة الوجه و حلاوة اللسان .

আবু জাফর (আ) থেকে বর্ণিত: এক ব্যক্তি বসরায় আমীরুল মুমিনিন (আ)-এর কাছে দাঁড়িয়ে বলল, “হে আমীরুল মুমিনিন! আমাদেরকে ভাইদের সম্পর্কে কিছু বলুন।”
তিনি বললেন: “ভাই দুই প্রকার:বিশ্বস্ত ভাই ও সৌজন্যমূলক ভাই। বিশ্বস্ত ভাই হলো হাত, ডানা, পরিবার ও সম্পদের ন্যায়। যদি তুমি তোমার ভাইয়ের প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল হও, তবে তার জন্য তোমার সম্পদ ও শরীর উৎসর্গ করো; যে তার বন্ধু তার বন্ধু হও, যে তার শত্রু তার শত্রু হও; তার গোপন কথা ও দোষ গোপন রাখো এবং তার গুণগুলো প্রকাশ করো। জেনে রাখো, হে প্রশ্নকারী! এরা লাল গন্ধক(অত্যন্ত দুর্লভ বস্তুর) চেয়েও বিরল। আর সৌজন্যমূলক ভাই। বিশ্বস্ত ভাই হলো হাত, ডানা, পরিবার ও সম্পদের ন্যায়। যদি তুমি তোমার ভাইয়ের প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল হও, তবে তার জন্য তোমার সম্পদ ও শরীর উৎসর্গ করো; যে তার বন্ধু তার বন্ধু হও, যে তার শত্রু তার শত্রু হও; তার গোপন কথা ও দোষ গোপন রাখো এবং তার গুণগুলো প্রকাশ করো। জেনে রাখো, হে প্রশ্নকারী! এরা লাল গন্ধক(অত্যন্ত দুর্লভ বস্তুর) চেয়েও বিরল। আর সৌজন্যমূলক ভাইদের থেকে তুমি শুধু বাহ্যিক আনন্দ লাভ করবে, তাই তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করো না। তবে তাদের অন্তরের গভীরে প্রবেশের চেষ্টা করো না। তারা তোমার সঙ্গে যেমন হাসিমুখ ও মধুর ভাষায় আচরণ করে, তুমিও তাদের সঙ্গে তেমন আচরণ করো।”

الناس رجلان
(মানুষ দুই প্রকার)
————————————————————

2: Hadith 57

حدثنا جعفر بن علي الكوفي رضي الله عنه قال : حدثني أبي ، عن أبيه الحسن بن علي ، عن العباس بن عامر ، عن صالح بن سعيد السكوني ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر قال : الناس رجلان : مؤمن و جاهل ، فلا تؤذي المؤمن ولا تجهل الجاهل فتكون مثله .

আবু জাফর (আ) বলেন: “মানুষ দুই প্রকার: মুমিন এবং জাহেল (অজ্ঞ)।অতএব মুমিনকে কষ্ট দিও না, আর অজ্ঞের সঙ্গে অজ্ঞতার আচরণ করো না। নচেৎ তুমিও তার মতো হয়ে যাবে।”

أميران و ليسا بأميرين
(দুই ব্যক্তি আমীরসদৃশ, কিন্তু প্রকৃত আমীর নয়)
————————————————————

2: Hadith 58

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن محمد باسناده رفعه إلى أبي عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ : أميران و ليسا بأميرين ، ليس لمن تبع جنازة أن يرجع حتى تدفن أو يؤذن له ، و رجل يحج مع امرأة فليس له أن ينفر حتى تقضي نسكها .

আবু আবদুল্লাহ (আ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “দুই ব্যক্তি এমন, যারা আমীরের ন্যায়, যদিও তারা প্রকৃত আমীর নয়।

যে ব্যক্তি জানাযায় অংশগ্রহণ করে, তার জন্য দাফন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত অথবা অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত তার ফিরে আসার অধিকার নেই। এবং যে ব্যক্তি কোনো নারীর সঙ্গে হজে যায়, তার জন্য সে নারী তার হজের কার্যাবলি সম্পন্ন না করা পর্যন্ত তার ফিরে আসার অধিকার নেই।”

شيئان يفد الناس بهما صلاتهم
(দুটি বিষয় যা মানুষের নামাজ নষ্ট করে)
————————————————————

2: Hadith 59

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن ميسرة ، عن أبي جعفر قال: شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم : قول الرجل تبارك اسمك و تعالى جدك و إنما هو شيء قالته الجن بجهالة فحكى الله عنهم ، وقول الرجل: السلام علينا وعلى عباد الله -الصالحين

আবু জাফর (আ) বলেন: “মানুষের নামাজ নষ্ট হয় দুটি কারণে: কেউ যদি বলে, ‘তাবারাকাসমুকা ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা”, এটি জিনদের অজ্ঞতাবশত বলা কথা, আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন।
এবং কেউ বললে, ‘আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সলিহীন’।”

ما من خطوة أحب الى الله عز وجل من خطوتين
(মহান আল্লাহর কাছে প্রিয় জিনিস: দুটি পদক্ষেপ, দুটি ঢোক, দুটি ফোঁটা)
————————————————————

2: Hadith 60

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ابن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير، عن منصور بن يونس ، عن أبي حمزة الثمالي قال : سمعت علي بن الحسين زين العابدين الام يقول : ما من خطوة أحب إلى الله عز وجل من خطوتين : خطوة يسد بها المؤمن صفاً في سبيل الله ، و خطوة إلى ذي رحم قاطع ، وما من جرعة أحب إلى الله عز وجل من جرعتين : جرعة غيظ ردها مؤمن بحلم ، وجرعة مصيبة ردها مؤمن بصبر ، وما من قطرة أحب إلى الله عز وجل من قطرتين : قطرة دم في سبيل الله و قطرة دمعة . في سواد الليل لا يريد بها عبد إلا الله عز وجل .

বর্ণনাকারী বলেন,আমি আলী ইবনে হুসাইন জয়নুল আবেদীন (আ) থেকে শুনেছি, তিনি বলেন:
“আল্লাহর নিকট দুটি পদক্ষেপের চেয়ে প্রিয় আর কোনো পদক্ষেপ নেই:
একটি পদক্ষেপ, যার মাধ্যমে একজন মুমিন আল্লাহর পথে সারিবদ্ধ হয়।সেই পদক্ষেপ যা সম্পর্ক ছিন্নকারী আত্মীয়ের দিকে বাড়িয়ে দেয়।

আল্লাহর নিকট দুটি ঢোকের চেয়ে প্রিয় আর কোনো ঢোক নেই: ক্রোধের মুহূর্তে একজন মুমিন হিলমের(ধৈর্যের মাধ্যমে) গিলে ফেলে। এবং বিপদের মুহূর্তে একজন মুমিন ধৈর্যের মাধ্যমে গিলে ফেলে।

আল্লাহর নিকট দুটি ফোঁটার চেয়ে প্রিয় আর কোনো ফোঁটা নেই: আল্লাহর পথে ঝড়া রক্তের ফোঁটা। এবং অন্ধকার রাতের সময় বান্দার চোখ থেকে ঝড়া পানির ফোঁটা যা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই ঝরানো হয়।”

خصلتان ذكرهما ابليس لنوح عليه السلام
(ইবলিস কর্তৃক নূহ (আ)-কে বলা দুইটি বিষয়)
————————————————————

2: Hadith 61

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ابن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن العلاء بن سيابة ، عن أبي عبد الله قال : لما هبط نوح من السفينة أتاه إبليس فقال له : ما في الارض رجل أعظم منة علي منك ، دعوت الله على هؤلاء الفساق فأرحتني منهم ، ألا أعلمك خصلتين : إياك والحسد فهو الذي عمل بي ما عمل ، وإياك و الحرص فهو الذي عمل بآدم ما عمل .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “যখন নূহ (আ) নৌকা থেকে নামলেন, তখন ইবলিস তাঁর কাছে এসে বলল: পৃথিবীতে আপনার চেয়ে আমার উপর বড় অনুগ্রহকারী আর কেউ নেই। আপনি এই পাপিষ্ঠদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন,ফলে আমি তাদের থেকে মুক্তি পেয়েছি।(তারা ধ্বংস হওয়ায় ইবলিশের মেহনত কমে গেছে)। আমি কি আপনাকে দুটি বিষয় শিক্ষা দেব ? হিংসা থেকে বেঁচে থাকবেন। কারণ হিংসাই আমার সর্বনাশের কারণ হয়েছিল(জান্নাত থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে)। এবং লোভ থেকে বেঁচে থাকবেন। কারণ লোভই আদম (আ)-এর ক্ষেত্রে যা করার করেছে (নিষিদ্ধ ফল খাওয়ানো)।”

اخوف ما يخاف على الناس خصلتان
(মানুষের জন্য সবচেয়ে ভয়ের দুটি বিষয়)
————————————————————

2: Hadith 62

حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال : حدثنا محمد بن أبي عمران قال : حدثنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري قال : حدثنا علي بن أبي علي اللهبي ، عن محمد ابن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ : إن أخوف ما أخاف على أمتي الهوى و طول الأمل ، أما الهوى فانه يصد عن الحق، و أما طول الأمل فينسي الآخرة ، و هذه الدنيا قد ارتحلت مدبرة ، و هذه الآخرة قد ارتحلت مقبلة ، و لكل واحدة منهما بنون ، فان استطعتم أن تكونوا من أبناء الآخرة و لا تكونوا من أبناء الدنيا فافعلوا ، فانكم اليوم في دار عمل و لا حساب و أنتم غداً في دار حساب و لا عمل .

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “আমি আমার উম্মতের জন্য সবচেয়ে যে দুটি বিষয়কে ভয় করি তা হলো: প্রবৃত্তির অনুসরণ এবং দীর্ঘ আশা।
প্রবৃত্তি সত্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, আর দীর্ঘ আশা আখিরাতকে ভুলিয়ে দেয়।
নিশ্চয়ই এই দুনিয়া বিদায় নিচ্ছে, আর আখিরাত এগিয়ে আসছে। উভয়েরই সন্তান(অনুসারী) রয়েছে। তোমরা যদি আখিরাতের সন্তান হতে পারো এবং দুনিয়ার সন্তান হয়ো না। কারণ আজ তোমরা আমলের ঘরে আছো, যেখানে কোনো হিসাব নেই; আর আগামীকাল তোমরা হিসাবের ঘরে থাকবে, সেখানে আর আমল করার সুযোগ থাকবে না।”

2: Hadith 63

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن أحمد ابن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن أبان بن أبي عياش ، عن سليم بن قيس الهلالي ، عن أمير المؤمنين ، عن النبي ﷺ أنه قال في كلام له : العلماء رجلان : رجل عالم آخذ بعلمه فهذا ناج ، ورجل عالم تارك لعلمه فهذا هالك . و إن أهل النار ليتأذون بريح العالم التارك لعلمه . و إن أشد أهل النار ندامة وحسرة رجل دعا عبداً إلى الله عز وجل فاستجاب له و قبل منه فأدخله الله الجنة وأدخل الداعي النار بتركه علمه واتباعه الهوى .
قال أمير المؤمنين (ع): ألا إن أخوف ما أخاف عليكم خصلتين : اتباع الهوى و طول الأمل ، أما اتباع الهوى فيصد عن الحق ، و طول الأمل ينسي الآخرة .

আমীরুল মুমিনিন (আ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:
“আলেম দুই প্রকার: যে আলেম তার ইলম অনুযায়ী আমল করে,সে নাজাতপ্রাপ্ত। আর যে আলেম তার ইলম পরিত্যাগ করে(আমল করে না), সে ধ্বংসপ্রাপ্ত। নিশ্চয়ই জাহান্নামবাসীরা আমলহীন আলেমের দুর্গন্ধে কষ্ট পাবে। জাহান্নামবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অনুতপ্ত হবে সেই ব্যক্তি, যে কোনো বান্দাকে আল্লাহর দিকে আহ্বান

করেছিল, সেই বান্দা তা গ্রহণ করেছিল এবং আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন; কিন্তু আহ্বানকারী নিজে আমল পরিত্যাগ ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করার কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করেছে।"
এরপর আমীরুল মুমিনিন (আ) বলেন: "জেনে রাখো, আমি তোমাদের জন্য সবচেয়ে যে দুটি বিষয়কে ভয় করি তা হলো; প্রবৃত্তির অনুসরণ ও দীর্ঘ আশা। প্রবৃত্তির অনুসরণ সত্য থেকে বিচ্যুত করে দেয়, আর দীর্ঘ আশা আখিরাতকে ভুলিয়ে দেয়।"

2: Hadith 64

حدثنا أبو أحمد محمد بن جعفر البندار الشافعي الفرغاني بفرغانة قال : حدثنا أبو العباس الحمادي قال : حدثنا أحمد بن محمد الشافعي قال : حدثنا عمي إبراهيم بن محمد قال : حدثنا علي بن أبي على اللهبي"، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ابن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ : إن أخوف ما أتخوف على أمتي الهوى وطول الأمل ، أما الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة وهذه الدنيا مر تحلة ذاهبة و هذه الآخرة مرتحلة قادمة و لكل واحدة منهما بنون فان استطعتم أن تكونوا من أبناء الآخرة ، و لا تكونوا من أبناء الدنيا فافعلوا ، فانكم اليوم في دار العمل ولا حساب ، و أنتم غداً في دار الحساب ولا عمل .

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "আমি আমার উম্মতের জন্য সবচেয়ে যে দুটি বিষয়কে ভয় করি তা হলো; প্রবৃত্তির অনুসরণ এবং দীর্ঘ আশা।
প্রবৃত্তি সত্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, আর দীর্ঘ আশা আখিরাতকে ভুলিয়ে দেয়। এই দুনিয়া বিদায় নিচ্ছে, আর আখিরাত এগিয়ে আসছে। উভয়েরই সন্তান রয়েছে। তোমর আখিরাতের সন্তান হও এবং দুনিয়ার সন্তান হয়ো না। কারণ আজ তুমি আমলের ঘরে আছো,এখানে কোনো হিসাব নেই; আগামীকাল তুমি হিসাবের ঘরে থাকবে সেখানে আর আমল করার সুযোগ থাকবে না।"

النهي عن خصلتين
(দুটি খারাপ খাসলত)
————————————————————

2: Hadith 65

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن أحمد و عبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن مفضل بن مزيد قال : قال أبو عبد الله : أنهاك عن خصلتين فيهما هلك الرجال : أن تدين الله بالباطل وتفتي الناس بما لا تعلم .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: "দুটি বিষয় থেকে বিরত থাকো, কারণ এগুলোতে বহু মানুষ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে: আল্লাহর ধর্মকে মিথ্যা দিয়ে গ্রহণ করা (মিথ্যা অভিযোগ করা) এবং মানুষকে এমন ফতোয়া দেওয়া যা জানো না।"

2: Hadith 66

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال لي أبو عبد الله : إياك و خصلتين ففيهما هلك من هلك : إياك أن تفتي الناس برأيك ، أو تدين بمالا تعلم .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: "দুটি বিষয় থেকে বিরত থাকো, কারণ এগুলোতে বহু মানুষ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে: নিজের ব্যক্তিগত মতামতের ভিত্তিতে মানুষকে ফতোয়া দেওয়া, এবং যা জানো না তা দিয়ে ধর্ম পালন।"

ماء ان لم يجيبا نوحاً لما دعا المياه
(নূহ (আ.) যখন পানিকে ডেকেছিলেন, তখন যে দুটি পানি তাঁর ডাকে সাড়া দেয়নি)
————————————————————

2: Hadith 67

حدثنا محمد بن علي ما جيلويه رضي الله عنه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله قال : إن نوحاً لما كان أيام الطوفان دعامياه الأرض فأجابته إلا الماء المر، الكبريت [ماء] و .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “নিশ্চয়ই নূহ (আ) মহাপ্লাবনের সময় পৃথিবীর সমস্ত পানিকে ডেকেছিলেন, তখন শুধু তিক্ত এবং গন্ধকযুক্ত পানি ছাড়া সব পানি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলো।”

الإيمان قول و عمل
(ইমান হলো কথা ও কর্ম)
————————————————————

2: Hadith 68

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن معقل الفرميسيني ، عن محمد ابن عبدالله بن طاهر قال : كنت واقفاً على أبي وعنده أبو الصلت الهروي وإسحاق بن راهويه وأحمد بن محمد بن حنبل ، فقال أبي : ليحدثني كل رجل منكم بحديث ، فقال : أبو الصلت الهروي : حدثني علي بن موسى الرضا. وكان والله رضى كما سمي -عن أبيه موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمد، عن أبيه محمد بن علي، عن أبيه علي ابن الحسين، عن أبيه الحسين بن علي، عن أبيه علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الايمان قول و عمل ، فلما خرجنا قال أحمد بن محمد بن حنبل : ما هذا الاسناد ؟ فقال له أبي : هذا سعوط المجانين إذا سقط به المجنون أفاق .

বর্ণনাকারী বলেন: আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম আমার পিতার সঙ্গে, সেখানে উপস্থিত ছিলেন আবু সালত আল হারাওয়ী, ইসহাক বিন রাহওয়াই, এবং আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হানবাল। আমার পিতা বললেন, “আপনারা প্রত্যেকে একটি হাদিস শোনান।”

আবু সালত আল হারাওয়ী বলেন: আলী ইবনে মুসা রিদা (আ) আমাকে বলেছেন। এবং আল্লাহর কসম! তিনি তার নামের মত আল্লাহর কাছে সন্তুষ্ট। তিনি তার পিতা মুসা ইবনে জাফর, তাঁর পিতা জাফর ইবনে মুহাম্মাদ, তাঁর পিতা মুহাম্মাদ ইবনে আলী, তাঁর পিতা আলী ইবন হুসাইন, তাঁর পিতা আলী থেকে বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:“ইমান হলো কথা এবং কর্ম।”
এরপর বের হওয়ার সময় আহমদ বিন মুহাম্মদ হানবাল বললেন: “একি কী বিস্ময়কর সনদ!?”
আমার পিতা তাকে বললেন: “এটি পাগলের নস্যি, কোনো পাগলের নাকেও যদি এটা দেওয়া হয় সে সুস্থ হয়ে যাবে।”(এতই শক্তিশালী সনদ)

منهومان لا يشبعان
(দুই অতৃপ্ত ব্যক্তি)
————————————————————

2: Hadith 69

حدثنا محمد بن علي ما جيلويه رضي الله عنه قال : حدثني محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه محمد بن خالد [البرقي] عن عدة من أصحابه يرفعونه إلى أبي عبد الله أنه قال : منهومان لا يشبعان : منهوم علم و منهوم مال.

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “দুটি শ্রেনী কখনো তৃপ্ত হয় না। জ্ঞানের লোভী এবং সম্পদের লোভী।”

خصلتان من حقيقة الايمان

(ঈমানের প্রকৃত দুটি বৈশিষ্ট্য)
————————————————————————

2: Hadith 70

حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن حسان الواسطي يرفعه إلى زرارة ، عن أبي عبد الله قال : إن من حقيقة الايمان أن تؤثر الحق و إن ضرك على الباطل و إن نفعك ، و أن لا تجوز منطقك علمك .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “নিশ্চয়ই ঈমানের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য হলো, তুমি সত্যকে প্রাধান্য দেবে, যদিও তা তোমার ক্ষতি হয়; এবং মিথ্যাকে প্রাধান্য দেবে না, যদিও তোমার লাভ হয়। এবং তোমার জ্ঞানের সীমা অতিক্রম করে কথা বলবে না।”

المروءة مروءتان
(শিষ্টাচার দুই প্রকার)
————————————————————————

2: Hadith 71

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله قال : قال أمير المؤمنين في وصيته لابنه محمد بن الحنفية : و اعلم أن مروءة المرء المسلم مروءتان : مروءة في حضر ومروءة في سفر ، فأما مروءة الحضر فقراءة القرآن ، ومجالسة العلماء ، والنظر في الفقه و المحافظة على الصلاة في الجماعات ؛ و أما مروءة السفر فبذل الزاد ، و قلة الخلاف على من صحبك ، وكثرة ذكر الله عز وجل في كل مصعد و مهبط و نزول و قيام وقعود .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: আমীরুল মুমিনীন (আ) তাঁর পুত্র মুহাম্মাদ ইবন হানাফিয়্যাকে ওসিয়ত করে বলেন: “জেনে রাখো, একজন মুসলিম ব্যক্তির শিষ্টাচার দুই প্রকার , আবাসে থাকা অবস্থায় এবং সফরকালে মর্যাদা। আবাসের শিষ্টাচার হলো: কুরআন তিলাওয়াত করা, আলেমদের সাথে বসা, ফিকহ নিয়ে গবেষণা করা এবং জামাতে নামাজ আদায়ে যত্নবান হওয়া।
আর সফরের শিষ্টাচার হলো: খাদ্য দান করা, সঙ্গীর সাথে মতবিরোধ না করা এবং উঠা-নামা, দাঁড়ানো-বসা সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহ তা‘আলার অধিক জিকির করা।”

خصلتان من الجفاء
(দুটি কাজ রূঢ়তার অন্তর্ভুক্ত)
————————————————————————

2: Hadith 72

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : قال رسول الله ﷺ : البول قائماً من غير علة من الجفاء ، و الاستنجاء باليمين من الجفاء .

আলী (আ) থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “কোনো অসুস্থতা ছাড়া দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা রূঢ়তার অন্তর্ভুক্ত; এবং ডান হাতে ইস্তিঞ্জা করাও রূঢ়তার অন্তর্ভুক্ত।”

خصلتان مجلبتان للرزق
(দুটি কাজ রিজিক বৃদ্ধির কারণ)
————————————————————————

2: Hadith 73

حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه قال : حدثنا أبي ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبد الله قال : غسل الاناء ، وكشح الفناء مجلبة للرزق .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “বাসন ধোয়া এবং আঙিনা পরিষ্কার রাখা রিজিক বৃদ্ধির কারণ।”

تجب النفقة على العيال بين المكروهين
(পরিবারের খরচ দুই অপছন্দনীয় বিষয়ের মাঝামাঝি)
————————————————————

2: Hadith 74

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل ، عن محمد بن عمرو بن سعيد ، عن بعض أصحابه قال : سمعت العياشي وهو يقول : استأذنت الرضا في النفقة على العيال فقال : بين المكروهين قال : فقلت : جعلت فداك لا والله ما أعرف المكروهين : قال : فقال : بلى يرحمك الله أما تعرف أن الله عز وجل كره الاسراف و كره الاقتار فقال : « و الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قواماً ».

বর্ণনাকারী বলেন: আমি রিদা (আ) এর কাছে পরিবারের খরচ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন: “দুই অপছন্দনীয় বিষয়ের মাঝে(ব্যয় করো)” আমি বললাম: আমি তো এ দুইটি চিনি না। তিনি বললেন: “আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন, তুমি কি জানো না আল্লাহ অপচয়কে অপছন্দ করেন এবং কৃপণতাকেও অপছন্দ করেন?” এরপর তিনি বললেন: “আর তারা যখন ব্যয় করে তখন অপচয় করে না এবং কৃপণতাও করে না। বরং মাঝামাঝি অবস্থানে থাকে।” (কুরআন 25:67)

خصلتان بخصلتين
(দুটি কাজের প্রতিদান দুটি কাজ)
————————————————————

2: Hadith 75

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد ابن الحسن الصفار ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن الحسن بن علي بن رباط ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : بروا آباءكم يبركم أبناؤكم وعفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “তোমরা তোমাদের পিতামাতার প্রতি সদয় হও, তোমাদের সন্তানরাও তোমাদের প্রতি সদয় হবে। আর তোমরা অন্যের নারীদের ব্যাপারে সংযম অবলম্বন করো, তোমাদের নারীরাও সংযমী থাকবে।”

الحياء على وجهين
(লজ্জা দুই প্রকার)
————————————————————

2: Hadith 76

حدثنا محمد بن علي ما جيلويه رضي الله عنه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه، عن علي قال : قال رسول الله ﷺ : الحياء على وجهين فمنه ضعف و منه قوة و إسلام و

إيمان .

আলী (আ) থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “লজ্জা দুই প্রকার, এক প্রকার দুর্বলতা (যা মানুষকে ভালো কাজ করতে বাঁধা দেয়); আর এক প্রকার শক্তি, ইসলাম ও ঈমান (যা মানুষকে মন্দ কাজ করতে বাঁধা দেয়)।”

ما يلزم الوالدين من عقوق الولد
(সন্তানের অবাধ্যতার ক্ষেত্রে পিতামাতার কর্তব্য)
————————————————————

2: Hadith 77

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : قال رسول الله ﷺ : يلزم الوالدين من العقوق لولدهما إذا كان الولد صالحاً ما يلزم الولد لهما .

আলী (আ) থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “যদি সন্তান সৎ হয়, তাহলে সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার অবাধ্যতা (অর্থাৎ পিতা-মাতার দায়িত্ব অবহেলা বা সন্তানের প্রতি অবিচার/অন্যায় আচরণ) করার দায় তাদের উপর ততটুকুই বর্তায়, যতটুকু সন্তানের উপর পিতা-মাতার প্রতি অবাধ্যতা (অর্থাৎ সন্তানের পিতা-মাতার অবাধ্যতা) করার দায় বর্তায়।”

قول النبي (ص) انا ابن الذبيحين
(নবী ﷺ এর বানী: “আমি দু’জন জবিহের সন্তান”)
————————————————————

2: Hadith 78

حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي قال : حدثنا علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن علي - ابن موسى الرضا الام عن معنى قول النبي : أنا ابن الذبيحين قال : يعني إسماعيل ابن إبراهيم الخليل اللام و عبد الله بن عبد المطلب أما إسماعيل فهو الغلام الحليم الذي بشر الله به إبراهيم « فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر) ولم يقل له : يا أبت افعل ما رأيت ستجدني إن شاء الله من الصابرين» فلما عزم على ذبحه فداه الله بذبح عظيم بكبش أملح يأكل في سواد ، و يشرب في سواد ، وينظر في سواد ، ويمشي في سواد ، ويبول و يبعرفي سواد، و كان يرتع قبل ذلك في رياض الجنة أربعين عاماً ، و ما خرج من رحم أنثى ، و إنما قال الله جل وعز له : كن ، فكان ليفدي به إسماعيل فكل ما يذبح بمنى فهو فدية لاسماعيل إلى يوم القيامة فهذا أحد الذبيحين ، و أما الآخر فان عبد المطلب كان تعلق بحلقة باب الكعبة ودعا الله عز وجل أن يرزقه عشرة بنين ونذر الله عز وجل أن يذبح واحداً منهم متى أجاب الله دعوته ، فلما بلغوا عشرة [أولاد] قال : قد وفي الله لي فلافين الله عز و جل فأدخل ولده الكعبة و أسهم بينهم فخرج سهم عبدالله أبي رسول الله الله و كان أحب ولده إليه ، ثم أجالها ثانية فخرج سهم عبد الله ، ثم أجالها ثالثة فخرج سهم عبدالله ، فأخذه و حبسه و عزم على ذبحه فاجتمعت قريش ومنعته من ذلك واجتمع نساء عبد المطلب يبكين ويصحن فقالت له ابنته عاتكة : يا أبتاه اعذر فيما بينك وبين الله عز وجل في قتل ابنك : قال : فكيف أعذر يا بنية فإنك مباركة ، قالت : اعمد إلى تلك السوائم التي لك في الحرم فاضرب بالقداح على ابنك و على الابل وأعط ربك حتى يرضى . فبعث عبد المطلب إلى إبله فأحضرها وعزل منها عشراً وضرب السهام فخرج سهم عبدالله ، فما زال يزيد عشراً عشراً حتى بلغت مائة فضرب فخرج السهم على الابل فكبرت قريش تكبيرة ارتجت لها جبال تهامة ، فقال عبد المطلب: لاحتى أضرب بالقداح ثلاث مرات فضرب ثلاثاً كل ذلك يخرج السهم على الابل ، فلما كان في الثالثة اجتذبه الزبير وأبو طالب و إخوانه من تحت رجليه فحملوه و قد انسلخت جلدة خده الذي كان على الأرض و أقبلوا يرفعونه ويقبلونه و يمسحون عنه التراب . وأمر

عبد المطلب أن تنحر الابل بالحزورة ولا يمنع أحد منها وكانت مائة وكانت لعبد المطلب خمس سنن أجراها الله عز وجل في الاسلام : حرم نساء الآباء على الأبناء ، و سن الدية في القتل مائة من الابل ، وكان يطوف بالبيت سبعة أشواط ، و وجد كنزاً فأخرج منه الخمس ، وسمى زمزم لما حفرها سقاية الحاج ، و لولا أن عبد المطلب كان حجة وأن عزمه على ذبح ابنه عبدالله شبيه بعزم إبراهيم على ذبح ابنه إسماعيل لما افتخر النبي بالانتساب إليهما لأجل أنهما الذبيحان في قوله : « أنا ابن الذبيحين ، و العلة التي من أجلها رفع الله عز و جل الذبح عن إسماعيل هي العلة التي من أجلها رفع الذبح عن عبدالله و هي كون النبي الله و الأئمة في صلبهما فببركة النبي و الائمة الله رفع الله الذبح عنهما فلم تجر السنة في الناس بقتل أولادهم ، ولولا ذلك لوجب على الناس كل أضحى للتقرب إلى الله تعالى ذكره بقتل أولادهم ، وكل ما يتقرب الناس به إلى الله عز وجل من أضحية فهو فداء لاسماعيل إلى يوم القيامة

قال مصنف هذا الكتاب - أدام الله عزه - : قد اختلف الروايات في الذبيح فمنها ما ورد بأنه إسماعيل و منها ما ورد بأنه إسحاق ، ولا سبيل إلى رد الأخبار متى صحت طرقها ، وكان الذبيح إسماعيل لكن إسحاق لما ولد بعد ذلك تمنى أن يكون هو الذي أمر أبوه بذبحه فكان يصبر لأمر الله ويسلم له كصبر أخيه وتسليمه ، فالنبي هو ابن الذبيحين من وجهين على ما ذكرناه و للذبح العظيم وجه آخر

حدثنا بذلك محمد بن علي البشاري القزويني رضي الله عنه قال : حدثنا المظفر بن أحمد القزويني قال : حدثنا محمد بن [و] جعفر الكوفي الأسدي ، عن محمد بن إسماعيل البرمكي ، عن عبد الله بن داهر ، عن أبي قتادة الحراني ، عن وكيع بن الجراح ، عن سليمان بن مهران ، عن أبي عبدالله الصادق جعفر بن محمد السلام . و قول النبي « أنا ابن الذبيحين » يريد بذلك العم: أحدهما ذبيح بالحقيقة و الآخر ذبيح بالمجاز، واستحقاق الثواب على النية والتمني، فالنبي ﷺ هو ابن الذبيحين من وجهين على ما ذكرناه.

বর্ণনাকারী বলেন, ইবন মুসা আর -রিদা (আ) কে নবী ﷺ এর এই বানী: "আমি দুই জবিহের সন্তান" সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইসমাইল ইবনে ইব্রাহিম খলিল (আ) ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব।

ইসমাইল (আ) ছিলেন সেই ধৈর্যশীল বালক যার সম্পর্কে মহান আল্লাহ ইব্রাহিম (আ) কে সুসংবাদ দিয়েছিলেন,এবং তিনি যখন তার পিতার সাথে কাজ করার বয়সে পৌঁছেছিল, তখন তিনি বললেল, 'হে আমার পুত্র, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে আমি তোমাকে কুরবানী করতে বাধ্য, তাই তুমি কি মনে করো?' তিনি বললেন, 'হে আমার পিতা, তোমাকে যা আদেশ করা হয়েছে তাই করো।' (তিনি তাকে বলেননি, 'হে আমার পিতা, তুমি যা দেখেছ তাই করো।) ইনশাআল্লাহ, তুমি আমাকে ধৈর্যশীলদের মধ্যে পাবে।'

তাই যখন তিনি তাঁকে কুরবানী করার সংকল্প করলেন, তখন আল্লাহ ইসমাইলের পরিবর্তে একটি "মহান কুরবান" পাঠিয়ে তাঁকে মুক্ত করলেন।একটি চিত্রবিচিত্র মেষ, যা কালো অংশে খায়, কালো অংশে পানি পান করে, কালো অংশে দেখে, কালো অংশে চলে, কালো অংশে প্রস্রাব করে এবং কালো অংশে মল ত্যাগ করে। এই মেষটি পূর্বে জান্নাতের বাগানে চল্লিশ বছর ধরে চরে বেড়াত এবং কোনো নারী(মেষ)গর্ভ থেকে বের হয়নি। বরং আল্লাহ তা'আলা বললেন: "হও!" তখনই সে হয়ে গেল,যাতে ইসমাঈলকে ফিদয়া দেওয়া যায়।
তাই মিনায় যা কিছু যবেহ করা হয়, তা কিয়ামত পর্যন্ত ইসমাঈল (আ.)-এর ফিদয়া। এটাই একজন যবেহকৃত।

আর অপরজন (আবদুল্লাহ): আবদুল মুত্তালিব কাবার দরজার হাতল ধরে দোয়া করেছিলেন যেন আল্লাহ তাকে দশটি পুত্র সন্তান দান করেন। তিনি সংকল্প করেছিলেন যে, আল্লাহ যদি তাঁর দোয়া কবুল করেন তাহলে তাদের একজনকে আল্লাহর জন্য যবেহ করবেন। যখন দশজন পুত্র হলেন, তিনি বললেন: আল্লাহ আমার প্রতি ওয়াদা পূর্ণ করেছেন, তাই আমিও আল্লাহর ওয়াদা পূর্ণ করব। তিনি কাবায় গেলেন এবং তাদের মধ্যে কুরআ (লটারি) করলেন। কুরআ আবদুল্লাহর (রাসূলুল্লাহ সা.-এর পিতা) এর নাম আসলো, যিনি তার সবচেয়ে প্রিয় সন্তান ছিলেন। দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বারও একই ফলাফল হল। এবং যবেহ করার সংকল্প করলেন। কুরাইশরা একত্রিত হলো এবং মেয়েরা কান্নাকাটি করে বাধা দিল এবং তার ছেলেকে যবেহ করতে দিল না। তখন তাঁর কন্যা আতিকা বললেনঃ "হে পিতা, আল্লাহর প্রতি তোমার মধ্যে সন্তানকে হত্যা করার বিষয়টি মাফ কর (বিকল্প বের করো)।"

তিনি বললেন, "কিন্তু কেমন করে মাফ করব(বিকল্প বের করব), হে কন্যা?"

অতঃপর তিনি বললেনঃ “যে উটেরা তোমার কাছে হারামে আছে, পুত্র ও উটগুলোর দিকে তীর নিক্ষেপ (কুরআ) কর এবং আল্লাহকে সন্তুষ্ট হওয়া পর্যন্ত তা দাও।”

এরপর আব্দুল মুত্তালিব তাঁর উট গুলো নিয়ে এলেন। এবং তিনি দশটি আলাদা কুরআ করলেন,এরপর কুরআ আব্দুল্লাহর উপর পড়লো। এভাবে প্রতিবার দশ করে বাড়াতে বাড়াতে একশ উট হলো। তখন কুরআ উটের উপর পড়লো। কুরাইশরা তাকবির দিলো তাতে তাহামার পাহাড় কেঁপে উঠলো।

আবদুল মুত্তালিব বললেন: না, তিনবার কুরআ করব। তিনবারই উটের উপর পড়ল। তৃতীয়বারে যুবাইর, আবু তালিব ও তাদের বোনেরা তাকে (আবদুল্লাহকে) পায়ের নিচ থেকে টেনে তুললেন, তার গালের চামড়া মাটিতে ঘষা খেয়ে গেল। তারা তাকে তুলে চুমু খেলেন, ধুলো মুছে দিলেন। আবদুল মুত্তালিব আদেশ দিলেন যেন উটগুলো যবেহ করা হয় এবং কাউকে বাধা না দেওয়া হয়। মোট একশটি উট জবেহ করা হলো। এভাবে এটি আবদুল মুত্তালিবের পাঁচটি সুন্নতের একটি হয়ে গেল, যা আল্লাহ ইসলামে প্রতিষ্ঠা করেছেন: পিতার স্ত্রীদের পুত্রদের জন্য হারাম করা, হত্যার দিয়াত একশ’ উট, কাবা তাওয়াফ সাতবার, যমযম কূপ খনন করে হাজীদের পানি সরবরাহ।

যদি আবদুল মুত্তালিবের কাজ হুজ্জাত না হতো এবং তার আবদুল্লাহকে যবেহ করার সংকল্প ইবরাহীম (আ.)-এর ইসমাঈলকে যবেহ করার সংকল্পের মতো না হতো, তাহলে রাসূল (সা.) এই দুজনের সাথে সম্পর্কের গর্ব করতেন না, "আমি দুই জবেহকৃতের সন্তান"

যে বিশেষ কারণে মহান আল্লাহ ইসমাইল (আ.)-এর ওপর থেকে যবেহের আদেশ তুলে নিয়েছিলেন, ঠিক একই কারণে তিনি আবদুল্লাহর ওপর থেকেও যবেহের বিষয়টি রহিত করেছিলেন। আর সেই কারণটি হলো; নবী করীম (সা.) এবং পরবর্তী ইমামগণ (আ.) তাঁদের ঔরসেই বিদ্যমান ছিলেন। নবী এবং ইমামগণের বরকতেই আল্লাহ তাঁদের দুজনের যবেহ রহিত করেছেন। ফলে মানুষের মাঝে নিজেদের সন্তানদের হত্যা করার প্রথা বা নিয়ম চালু হয়নি। যদি এমনটি না হতো, তবে প্রতি কোরবানির ঈদে আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য মানুষের ওপর নিজেদের সন্তানদের জবাই করা ওয়াজিব বা আবশ্যক হয়ে যেত। কিয়ামত পর্যন্ত মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে কোরবানি পেশ করে, তা মূলত ইসমাইল (আ.)-এর জীবনেরই ফিদইয়া।

এই কিতাবের লেখক বলেন: "জবিহ" বা যবেহকৃত ব্যক্তি কে ছিলেন। তা নিয়ে বর্ণনাগুলোতে মতভেদ আছে। কোনো বর্ণনায় এসেছে তিনি ইসমাইল (আ.), আবার কোনো বর্ণনায় এসেছে তিনি ইসহাক (আ.)। যদি বর্ণনার সূত্রগুলো সঠিক হয়, তবে কোনোটিকেই অস্বীকার করার উপায় নেই। প্রকৃতপক্ষে যবেহ করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল ইসমাইল (আ.)-এর ক্ষেত্রে। কিন্তু পরবর্তীতে যখন ইসহাক (আ.) জন্মগ্রহণ করেন, তখন তিনি মনেপ্রাণে আকাঙ্ক্ষা করতেন যে, ইশ! তাঁর পিতা যদি তাঁকে যবেহ করার আদেশ পেতেন, তবে তিনিও তাঁর বড় ভাইয়ের মতো ধৈর্য ধারণ করতেন এবং আল্লাহর আদেশের সামনে আত্মসমর্পণ করতেন; যেন তিনিও সেই সওয়াব ও উচ্চ মর্যাদা লাভ করতে পারতেন। আদেশের ওপর ধৈর্য ধরতেন এবং আত্মসমর্পণ করতেন। সুতরাং নবী করিম ﷺ দুই দিক থেকে 'দুই জবিহ-এর সন্তান' (ইবনুজ জবিহাইন), যা আমরা উল্লেখ করেছি। আর 'জবিহ-এ আজিম' বা মহান কুরবানির আরেকটি তাৎপর্যও রয়েছে।"

আরেকটি বর্ণনা:

মুহাম্মদ বিন আলী আল-বিশারী আল-কাজভিনি ... তিনি আবু আবদুল্লাহ জাফর বিন মুহাম্মদ আস-সাদিক (আ.) থেকে বর্ণনা করেন: নবী ﷺ-এর বাণী: "আমি দুই জবিহ-এর সন্তান" এর মাধ্যমে তিনি মূলত তাঁর দুই পিতাকে (একজনকে সরাসরি পিতা এবং অন্যজনকে পিতৃব্য বা চাচা অর্থে) বুঝিয়েছেন।
একজন জবিহ: যিনি বাস্তবে জবিহ হওয়ার উপক্রম হয়েছিলেন (হযরত ইসমাইল ও আব্দুল্লাহ)।
অন্যজন জবিহ: যিনি রূপক অর্থে জবিহ (হযরত ইসহাক), কারণ তাঁর নিয়ত এবং তামান্না ছিল জবিহ হওয়ার এবং এর মাধ্যমে তিনি সওয়াবের অধিকারী হয়েছিলেন।
অতএব, আমরা যেভাবে উল্লেখ করেছি, নবী ﷺ এই দুই দিক থেকেই 'দুই জবিহ-এর সন্তান'।

2: Hadith 79

حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطار رضي الله عنه قال : حدثنا علي بن محمد بن قتيبية النيسابوري ، عن الفضل بن شاذان قال : سمعت الرضا عليه السلام يقول : لما أمر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام أن يذبح مكان ابنه إسماعيل الكبش الذي أنزله عليه تمنى إبراهيم أن يكون قد ذبح ابنه إسماعيل بيده وأنه لم يؤمر بذبح الكبش مكانه ليرجع إلى قلبه ما يرجع إلى قلب الوالد الذي يذبح أعز ولده عليه بيده فيستحق بذلك أرفع درجات أهل الثواب على المصائب فأوحى الله عز وجل إليه : يا إبراهيم من أحب خلقي إليك ؟ فقال : يا رب ما خلقت خلقاً هو أحب إلي من حبيبك محمد الله فأوحى الله تعالى إليه أفهو أحب إليك أم نفسك قال : بل هو أحب إلي من نفسي ، قال : فولده أحب إليك أم ولدك : قال : بل ولده، قال: فذبح ولده ظلماً على أيدي أعدائه أوجع لقلبك أو ذبح ولدك بيدك في طاعتي ؟ قال : يا رب بل ذبح ولده ظلماً على أيدي أعدائه أوجع لقلبي ، قال : يا إبراهيم فان طائفة تزعم أنها من أمة محمد ستقتل الحسين ابنه من بعده ظلماً وعدواناً كما يذبح الكبش ، و يستوجبون بذلك سخطي ، فجزع إبراهيم الله لذلك ، وتوجع قلبه ، وأقبل يبكي ، فأوحى الله عز وجل إليه : يا إبراهيم قد فديت جزعك على ابنك إسماعيل لو ذبحته بيدك بجزعك على الحسين وقتله ، وأوجبت لك أرفع درجات أهل الثواب على المصائب و ذلك قول الله عز و جل « وفديناه بذبح عظيم »

বর্ণনাকারী বলেন: আমি রিদা (আ) কে বলতে শুনেছি: “যখন মহান আল্লাহ ইব্রাহিমকে (আ) তাঁর পুত্র ইসমাইলের পরিবর্তে একটি মেষ জবেহ করার নির্দেশ দিলেন যা তিনি অবতীর্ণ করেছিলেন, তখন ইব্রাহিম (আ) মনে মনে আকাঙ্ক্ষা করলেন যে, তিনি নিজ হাতেই পুত্র ইসমাইলকে জবেহ করতেন যদি তার পরিবর্তে এই মেষ জবেহ করার নির্দেশ না আসত! (তিনি এটি চেয়েছিলেন) যাতে তাঁর অন্তরে সেই ব্যথার উদয় হয় যা একজন পিতার অন্তরে প্রিয়তম সন্তানকে নিজ হাতে জবেহ করলে সৃষ্টি হয়, আর এর মাধ্যমে তিনি যেন বিপদে ধৈর্যধারণকারীদের সর্বোচ্চ সওয়াব বা পুরস্কারের অধিকারী হতে পারেন।

আল্লাহ তাকে অবহিত করেন: ‘হে ইব্রাহিম, আপনার কাছে আমার কোন সৃষ্টি সবচেয়ে প্রিয়?’
তিনি বলেন: ‘হে প্রভু, আপনি এমন কাউকে সৃষ্টি করেননি যিনি আপনার হাবীব মুহাম্মদের (সা.) চেয়ে আমার কাছে বেশি প্রিয়।’
আল্লাহ ওয়াহী পাঠালেন: ‘তিনি আপনার নিজের জীবন থেকে প্রিয়?’
তিনি বললেন: ‘তিনি আমার জীবনের চেয়ে প্রিয়।’
আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন: ‘তাঁর সন্তান আপনার কাছে বেশি প্রিয়, নাকি আপনার নিজের সন্তান?’
তিনি বললেন: 'বরং তাঁর সন্তানই আমার কাছে বেশি প্রিয়।'
আল্লাহ বললেন: 'তাহলে তাঁর সন্তানকে (হুসাইন) শত্রুদের হাতে অন্যায়ভাবে জবেহ করা আপনার হৃদয়ে বেশি কষ্টের উদ্রেক করবে, নাকি আমার আনুগত্য করতে গিয়ে আপনার সন্তানকে নিজ হাতে জবেহ করা?'
তিনি বললেন: 'হে পালনকর্তা! বরং তাঁর শত্রুদের হাতে তাঁর সন্তানের নিষ্ঠুর শাহাদাতই আমার হৃদয়ে বেশি যাতনা দেবে।'
আল্লাহ তাআলা বললেন: 'হে ইব্রাহিম! মুহাম্মদের উম্মত বলে দাবিদার একটি গোষ্ঠী তাঁর পরে তাঁর পুত্র হুসাইনকে অন্যায় ও শত্রুতার বশবর্তী হয়ে পশুর মতো (দুম্বার মতো) জবেহ করবে। আর এর মাধ্যমে তারা আমার ক্রোধের শিকার হবে।'

এ কথা শুনে ইব্রাহিম (আ.) অত্যন্ত বিচলিত হলেন, তাঁর হৃদয় ব্যথিত হলো এবং তিনি উচ্চস্বরে কাঁদতে লাগলেন। তখন মহান আল্লাহ তাঁর কাছে ওহী পাঠালেন:
'হে ইব্রাহিম! আপনার পুত্র ইসমাইলকে নিজ হাতে জবেহ করলে আপনার যে কষ্ট ও দুঃখ হতো, হুসাইনের জন্য আপনার এই বিলাপ ও আহাজারিকে আমি তার বিনিময় গণ্য করলাম। আমি আপনাকে বিপদে ধৈর্যধারণকারী পুণ্যবানদের সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করলাম।'
আর এটাই হলো মহান আল্লাহর সেই বাণীর মর্ম: «এবং আমি এক মহান কুরবানির বিনিময়ে তাকে মুক্ত করলাম» (কুরআন ৩৭:১০৭)।"

شيئان قائمان و شيئان جاريان و شيئان مختلفان و شيئان متباغضان
(দুটি যা দণ্ডায়মান, দুটি যা চলমান, দুটি যা একে অপরের বিপরীত এবং দুটি যা বিদ্বেষপূর্ণ)
————————————————————————

2: Hadith 80

حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي الله عنه قال : حدثنا عبدالعزيز بن يحيى البصري قال : حدثنا محمد بن عطية قال : حدثنا عبد الله بن عمرو -ابن سعيد البصري قال : حدثنا هشام بن جعفر ، عن حماد ، عن عبد الله بن سليمان و كان قارئاً للكتب قال : قرأت في بعض كتب الله عز وجل إن ذا القرنين لما فرغ من عمل السد انطلق على وجهه فبينا هو يسير وجنوده إذ من برجل عالم فقال لذي القرنين : أخبرني عن شيئين منذ خلقهما الله عز وجل قائمين ؟ و عن شيئين جاريين ؟ و عن شيئين مختلفين ؟ و عن شيئين متباغضين ؟ فقال له ذو القرنين : أما الشيئان القائمان فالسماوات والأرض ، وأما الشيئان الجاريان فالشمس والقمر ، وأما الشيئان المختلفان فالليل و النهار ، و أما الشيئان المتباغضان فالموت والحياة . قال : فانطلق فانك عالم . والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة ، وقد أخرجته تاماً في كتاب النبوة .

বর্ণনাকারী বলেন, ইবন ইসহাক তালেকানি... আবদুল্লাহ বিন সুলাইমান থেকে বর্ণনা করেন:
তিনি আবদুল্লাহ ইবনে সুলাইমান থেকে (যিনি কিতাবসমূহের পাঠক ছিলেন), তিনি বলেন:
আমি আল্লাহ তা'আলার কোনো একটি কিতাবে পড়েছি যে, যখন জুল-কারনাইন সদ (বাঁধ) নির্মাণের কাজ শেষ করে নিলেন, তখন তিনি তার পথে চলতে লাগলেন। তিনি ও তার সৈন্যবাহিনী যখন চলছিলেন, পথিমধ্যে এক মহাজ্ঞানী (আলিম)ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর দেখা হলো।
সেই ব্যক্তি জুলকারনাইনকে বললেন: "আমাকে এমন দুটি বস্তু সম্পর্কে বলুন যা সৃষ্টির পর থেকে দণ্ডায়মান আছে, এমন দুটি বস্তু যা সর্বদা চলমান, এমন দুটি বস্তু যা একে অপরের বিপরীত, এবং এমন দুটি বস্তু যা বিদ্বেষপূর্ণ?"
জুলকারনাইন উত্তর দিলেন:
যে দুটি স্থির, তা হলো আকাশ ও পৃথিবী। যে দুটি চলমান: তা হলো সূর্য ও চাঁদ। যে দুটি বিপরীত তা হলো রাত ও দিন। যে দুটি বিদ্বেষপূর্ণ: মৃত্যু ও জীবন।
আলিম বললেন: “এবার যাত্রা করো, তুমি জ্ঞানী।”
(হাদিসটি দীর্ঘ; এখানে প্রয়োজনীয় অংশ উল্লেখ করা হয়েছে। পূর্ণ হাদিস ‘কিতাবুন-নবুয়্যাহ’-তে বর্ণিত আছে।)

ثواب من حج حجتين
(দুই হজ করা ব্যক্তির সওয়াব)
————————————————————

2: Hadith 81

حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب ، عن الحجال ، عن صفوان بن يحيى ، عن صفوان بن مهران الجمال ، عن أبي عبد الله قال : من حج حجتين لم يزل في خير حتى يموت .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “যে ব্যক্তি দুইবার হজ সম্পন্ন করে, সে মৃত্যু পর্যন্ত সর্বদা কল্যাণের মধ্যে থাকবে।”

قول الحق في حالين
(দুই অবস্থায় সত্য বলা)
————————————————————

2: Hadith 82

حدثنا محمد بن علي ما جيلويه رضي الله عنه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد السلام قال: قال أبي : قال رسول الله ﷺ : ما أنفق مؤمن من نفقة هي أحب إلى الله عز وجل من قول الحق في الرضا والغضب .

আবু আবদুল্লাহ (আ) তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ “একজন মুমিনের দান আল্লাহর কাছে ততটা প্রিয় নয়, যতটা প্রিয় সন্তুষ্টি ও ক্রোধ অবস্থায় সত্য বলা।”

القتل قتلان و القتال قتالان
(হত্যা দুই প্রকার, যুদ্ধ দুই প্রকার)
————————————————————————

2: Hadith 83

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن ـ أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه العام أنه قال: القتل قتلان ، قتل كفارة ، و قتل درجة ، و القتال قتالان : قتال الفئة الكافرة حتى يسلموا ، و قتال الفئة الباغية حتى يفيئوا .

জাফর ইবন মুহাম্মাদ (আ) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন: “হত্যা দুই প্রকার একটি হলো কাফফারা, আরেকটি হলো মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য। যুদ্ধও দুই প্রকার,একটি হচ্ছে কাফেরদের বিরুদ্ধে, যতক্ষন না তারা ইসলাম গ্রহণ করে; অন্যটি হচ্ছে বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে, যতক্ষন না তারা (ইসলামে) ফিরে আসে।”

خصلتان من فعلهما احبه الله عز وجل من السماء واحبه الناس من الارض
(দুটি গুণ যার মাধ্যমে মানুষকে আসমান থেকে আল্লাহ ভালোবাসেন এবং জমীনে মানুষও ভালোবাসে)
————————————————————————

2: Hadith 84

حدثنا محمد بن علي ما جيلويه رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد ، عن أبي سعيد الآدمي ، عن إبراهيم بن داود اليعقوبي ، عن أخيه سليمان بن داود باسناده رفعه قال : قال رجل للنبي الله : يا رسول الله علمني شيئاً إذا أنا فعلته أحبني الله من السماء و أحبني الناس من الأرض، فقال له: ارغب فيما عند الله عز و جل يحبك الله ، و ازهد فيما عند الناس يحبك الناس .

সুলাইমান বিন দাউদ থেকে (মারফু সূত্রে) বর্ণনাকারী বলেন: একজন ব্যক্তি নবী ﷺ এর কাছে বললেন: “হে রসূলুল্লাহ! আমাকে এমন কিছু শিখান, যা করলে আল্লাহ আমাকে আসমান থেকে ভালোবাসবেন এবং মানুষ আমাকে জমিনে ভালোবাসবে।”
তিনি বললেন: “আল্লাহর কাছে যা আছে তাতে আগ্রহী হও,এতে আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন। আর মানুষের কাছে সংযম অবলম্বন করো এতে মানুষ তোমাকে ভালোবাসবে।”

كان لرسول الله (ص) خاتمان
(নবীর ﷺ এর দুটি আংটি)
————————————————————————

2: Hadith 85

حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن علي بن سليمان ، عن عبد الله ابن عبيد الله الهاشمي ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله قال : كان لرسول الله ﷺ خاتمان أحدهما عليه مكتوب «لا إله إلا الله ، محمد رسول الله» و الآخر « صدق الله » .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: নবী ﷺ এর দুটি আংটি ছিল,
একটিতে খোদাই লেখা ছিলো:“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ”, অন্যটিতে লেখা ছিল: “সদাকাল্লাহ”।

(রোজাদারের জন্য দুইটি উপহার)
————————————————————————

2: Hadith 86

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن أيوب ، عن عبد السلام الاسكافي، عن عمير بن مأمون وكانت ابنته تحت الحسن ، عن الحسن بن علي قال : تحفة الصائم أن يدهن لحيته ويجمر ثوبه و تحفة المرأة الصائمة أن تمشط رأسها و تجمر ثوبها .

وكان أبو عبد الله الحسين بن علي السلام : إذا صام يتطيب بالطيب و يقول : الطيب تحفة الصائم .

হাসান ইবনে আলী (আ) বলেন : “রোজাদারের জন্য উপহার হলো,তার দাড়িতে তেল দেওয়া এবং পোশাকে সুগন্ধি ব্যবহার করা। আর রোযাদার নারীর উপহার হলো তার মাথার চুল আঁচড়ানো এবং তার কাপড়ে সুগন্ধি দেওয়া।” আবু আবদুল্লাহ হুসাইন ইবনে আলী (আ) যখন রোজা রাখতেন, তখন সুগন্ধি ব্যবহার করতেন এবং বলতেন: “সুগন্ধি রোজাদারের জন্য একটি উপহার।”

تقوم الساعة عند ظهور علامتين
(কিয়ামতের দুইটি আলামত)
————————————————————————

2: Hadith 87

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد ابن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ظريف ابن ناصح ، عن أبي الحصين قال : سمعت أبا عبد الله يقول : سئل رسول الله عن الساعة ، فقال : عند إيمان بالنجوم و تكذيب بالقدر .

বর্ণনাকারী বলেন আমি আবু আবদুল্লাহ (আ) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ কে কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন: “কিয়ামত তখন সংগঠিত হবে যখন মানুষ নক্ষত্র (জ্যোতিষশাস্ত্রের) ওপর বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তাকদির বা ভাগ্যকে অস্বীকার করবে।”

لا تحل الصدقة لبنى هاشم الا في وجهين
(বানী হাশিমদের জন্য সদকা কেবল দুইটি ক্ষেত্রে বৈধ)
————————————————————————

2: Hadith 88

حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد، عن يوسف بن الحارث ، عن محمد بن عبد الرحمن العرزمي، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : لا تحل الصدقة لبني هاشم إلا في وجهين : إن كانوا عطاشاً وأصابوا ماء فشربوا ، وصدقة بعضهم على بعض .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “বানী হাশিমদের জন্য সদকা কেবল দুই ক্ষেত্রে বৈধ, যদি তারা তৃষ্ণার্ত হয় এবং (সদকার) পানি পান করে;যদি তারা নিজেদের মধ্যে সদকা বিনিময় করে (এক হাশিমীয় অন্য হাশিমীয়কে সদকা দেওয়া)।”

خصلتان من فعلهما فهو سفلة

(দুটি কাজ যা ব্যক্তিকে নীচ সাব্যস্ত করে)
————————————————————————————

2: Hadith 89

محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن علي ما جيلويه رضي الله عنه قال : حدثنا العطار ، عن محمد بن أحمد ، عن السياري باسناده يرفعه إلى أبي عبد الله أنه سئل عن السفلة ، فقال : من يشرب الخمر ، و يضرب بالطنبور .

বর্ণনাকারী বলেন: আবু আবদুল্লাহ (আ)-কে 'সফলাহ' (নীচ বা অধম ব্যক্তি) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: “যে ব্যক্তি মদ পান করে এবং তম্বুর (এক ধরণের বাদ্যযন্ত্র) বাজায়।”

ذنبان احدهما اشد من الاخر
(দুটি পাপ, যার একটি অপরটির চেয়ে গুরুতর)
————————————————————————————

2: Hadith 90

حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار قال: حدثني محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران قال: حدثني أبو عبدالله الرازي، عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن أسباط بن محمد باسناده يرفعه إلى النبي الله أنه قال : الغيبة أشد من الزنا ، فقيل : يا رسول الله ولم ذلك ؟ قال : صاحب الزنا يتوب فيتوب الله عليه ، و صاحب الغيبة يتوب فلا يتوب الله عليه حتى يكون صاحبه الذي يحله .

আসবাত ইবনে মুহাম্মাদ (মারফু সূত্রে) বলেন: নবী ﷺ বলেছেন: “গীবত (পরনিন্দা) জিনার চেয়েও গুরুতর।”
সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন: হে আল্লাহর রাসূল! এর কারণ কী?
তিনি বললেন: “যিনা করা ব্যক্তি তওবা করে, তখন আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। কিন্তু গীবতকারী যখন তওবা করে, আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন না, যতক্ষণ না যার গীবত করা হয়েছে সে তাকে ক্ষমা করে।”

اتخاذ السعد في الاسنان يورث خصلتين
(দাঁতে সা'দ ব্যবহারের দুটি উপকার)
————————————————————————————

2: Hadith 91

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن ـ أبي عبدالله ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبدالله ؛ وأبي الخزرج الحسن بن الزبرقان، عن فضيل بن عثمان قال : سمعت أبا عبد الله يقول : اتخذوا في أسنانكم السعد فانه يطيب الفم ، و يزيد في الجماع .

বর্ণনাকারী বলেন, আমি আবু আবদুল্লাহ (আ) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: “দাঁতে সা'দ (এক ধরনের সুগন্ধি) ব্যবহার করো, এতে মুখ সুগন্ধিময় হয় এবং পুরুষত্ব বৃদ্ধি পায়।”

اكل الاشنان يورث خصلتين
(উশনান খাওয়ার দুটি কুফল)
————————————————————————————

2: Hadith 92

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد ابن أحمد ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن علي بن أسباط ، عن الحكم بن مسكين قال : سمعت أبا عبد الله يقول : أكل الأشنان يوهن الركبتين ويفسد ماء الظهر.

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “উশনান(একধরনের ক্ষারীয় উদ্ভিদ) খাওয়া হাঁটুদ্বয়কে দুর্বল করে দেয় এবং বীর্য ক্ষতিগ্রস্ত করে।”

رجلان لا تنا لهما شفاعة النبي (ص)
(দুই ব্যক্তি যারা নবী ﷺ এর শাফাআত পাবে না)
————————————————————

2: Hadith 93

حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبد الجبار باسناده يرفعه إلى رسول الله أنه قال : رجلان لا تنا لهما شفاعتي : صاحب سلطان عسوف غشوم ، وغال في الدين مارق .

মুহাম্মাদ ইবন আবদুল জাব্বার থেকে (মারফু সূত্রে) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: “দুই ব্যক্তি যারা আমার শাফাআত পাবে না,- অত্যাচারী, জুলুমকারী ও নিষ্ঠুর শাসক; এবং ধর্মে উগ্রতা অবলম্বনকারী ও দ্বীন থেকে বেরিয়ে গেছে।”

خلالان يهيجان عرق الجذام
(দুইটি জিনিস যা কুষ্ঠরোগকে জাগ্রত করে)
————————————————————

2: Hadith 94

حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن محمد بن عيسى، عن عبيد الله بن عبدالله الدهقان، عن درست بن أبي منصور ، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبد الله له : لا تتخللوا بعود الريحان ، و لا بقضيب الرمان، فانهما يهيجان عرق الجذام .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “তোমরা ‘রায়হান’(বেসিল) এবং ‘ডালিম’ গাছের ডাল দিয়ে দাঁত খিলাল করো না; এগুলো কুষ্ঠরোগের শিরাকে জাগ্রত করে।”

الدنيا والاخرة ككفتي الميزان
(পৃথিবী ও পরকালের তুলনা ভারসাম্যের মতো)
————————————————————

2: Hadith 95

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبدالله ، عن القاسم بن ـ عيد الأصبهاني ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري قال : سمعت علي بن الحسين الام يقول : من لم يتعز بعزاء الله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات ، و الله ما الدنيا والآخرة إلا ككفتي الميزان فأيهما رجح ذهب بالآخر ، ثم تلاقوله عز وجل « إذا وقعت الواقعة ، يعني القيامة « ليس لوقعتها كاذبة خافضة ، خفضت و الله بأعداء الله إلى النار «رافعة» رفعت والله أولياء الله إلى الجنة .

ثم أقبل على رجل من جلسائه فقال له : اتق الله و أجمل في الطلب و لا تطلب ما لم يخلق فان من طلب ما لم يخلق تقطعت نفسه حسرات و لم ينل ما طلب . ثم قال : وكيف ينال ما لم يخلق ، فقال الرجل : وكيف يطلب مالم يخلق ؟ فقال : من لم طلب

الغنى والأموال والسعة في الدنيا فانما يطلب ذلك للراحة ، والراحة تخلق في الدنيا ولا لأهل الدنيا ، إنما خلقت الراحة في الجنة ولأهل الجنة ، و التعب و النصب خلقا في الدنيا و لأهل الدنيا وما أعطى أحد منها جفنة (٢) إلا أعطى من الحرص مثليها و من أصاب من الدنيا أكثر كان فيها أشد فقراً لأنه يفتقر إلى الناس في حفظ أمواله ، ويفتقر إلى كل آلة من آلات الدنيا فليس في غنى الدنيا راحة ولكن الشيطان يوسوس إلى ابن آدم أن له في جمع [ذلك] المال راحة و إنما يسوقه إلى التعب في الدنيا والحساب عليه في الآخرة ، ثم قال : كلا ما تعب أولياء الله في الدنيا للدنيا بل تعبوا في الدنيا للآخرة، ثم قال : ألا و من اهتم لرزقه كتب عليه خطيئة كذلك قال المسيح [عيسى] للحواريين : إنما الدنيا قنطرة فاعبروها و لا تعمروها .

বর্ণনাকারী বলেন: আমি আলী ইবনুল হুসাইন (আ)-কে বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি আল্লাহর দেওয়া সান্ত্বনায় শান্ত হয় না, দুনিয়ার প্রতি আক্ষেপ করতে করতে তার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। আল্লাহর কসম! দুনিয়া ও আখেরাত তো দাঁড়িপাল্লার দুটি পাল্লার মতো; যার একটি ভারী হলে অপরটি হালকা হয়ে যায় (উপরে উঠে যায়)।"

অতঃপর তিনি মহান আল্লাহর এই বাণী তিলাওয়াত করলেন: 'যখন সেই মহাপ্রলয় (কিয়ামত) ঘটবে, যার ঘটা কোনো মিথ্যা নয়। এটি কাউকে নিচে নামিয়ে দেবে, কাউকে উপরে উঠিয়ে দেবে।'(কুরআন 56:1-3) অর্থাৎ: আল্লাহর কসম! এটি আল্লাহর শত্রুদের নিচে নামিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। আর আল্লাহর বন্ধুদের উপরে উঠিয়ে জান্নাতে স্থান দেবে।

এরপর তিনি তাঁর পাশে বসা এক ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে বললেন:
"আল্লাহকে ভয় করো এবং উপার্জনের সন্ধানে মধ্যপন্থা অবলম্বন করো। এমন কিছু খুঁজো না যা সৃষ্টিই করা হয়নি। কারণ, যে এমন কিছু খোঁজে যা সৃষ্টি করা হয়নি, তার প্রাণ আক্ষেপে ফেটে যায় অথচ সে তা পায় না।"
অতঃপর তিনি বলেন, "যা সৃষ্টি করা হয়নি তা মানুষ কীভাবে পাবে?"
লোকটি বললো: যা সৃষ্টি করা হয় নি তা কীভাবে অনুসন্ধান করা যায়?
তিনি বললেন: "যে ব্যক্তি দুনিয়াতে ধনী হওয়া, সম্পদশালী হওয়া এবং সচ্ছলতা খোঁজে, সে আসলে 'আরাম বা প্রশান্তি'র জন্য খোঁজে। অথচ এই 'আরাম' দুনিয়াতে বা দুনিয়াবাসীদের জন্য সৃষ্টিই করা হয়নি। আরাম কেবল জান্নাত এবং জান্নাতবাসীদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। অন্যদিকে কষ্ট ও পরিশ্রম সৃষ্টি করা হয়েছে দুনিয়া ও দুনিয়াবাসীদের জন্য।

দুনিয়াতে কাউকে এক লোকমা খাবার দেওয়া হলে তার সাথে তাকে দ্বিগুণ লোভও দেওয়া হয়। যে দুনিয়া থেকে যত বেশি পায়, সে তত বেশি অভাবী হয়ে পড়ে। কারণ তার সম্পদ পাহারা দেওয়ার জন্য সে মানুষের মুখাপেক্ষী হয় এবং দুনিয়ার সাজ-সরঞ্জামের মুখাপেক্ষী হয়। সুতরাং দুনিয়ার ধন-সম্পদে কোনো আরাম নেই। শয়তান কেবল আদম সন্তানকে এই কুমন্ত্রণা দেয় যে, সম্পদ জমা করার মধ্যে আরাম আছে; অথচ শয়তান তাকে দুনিয়াতে পরিশ্রমের দিকে এবং আখেরাতে হিসাব-নিকাশের (কঠিন পরিস্থিতির) দিকেই নিয়ে যায়।"

অতঃপর তিনি বললেন: "কখনোই না! আল্লাহর ওয়ালীরা দুনিয়াতে দুনিয়ার জন্য পরিশ্রম করেননি, বরং তারা দুনিয়াতে পরিশ্রম করেছেন আখেরাতের জন্য। জেনে রেখো, যে ব্যক্তি তার রিজিকের জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়, তার নামে একটি গুনাহ লেখা হয়। মসিহ (ইসা আ.) তাঁর হাওয়ারীদের (শিষ্যদের) এভাবেই বলেছিলেন: 'দুনিয়া তো একটি সেতু মাত্র, তা পার হয়ে যাও, একে আবাদ (স্থায়ী নিবাস) করতে যেয়ো না।'"

مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان
(তিনি দুই সমুদ্রকে প্রবাহিত করেছেন যারা একে অপরের সাথে মিলিত হয়, তাদের উভয়ের মধ্যে রয়েছে এক অন্তরাল যা তারা অতিক্রম করতে পারে না)
————————————————————————————

2: Hadith 96

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبدالله ، عن القاسم بن محمد الاصبهاني ، عن سليمان بن داود المنقري قال : حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال: سمعت أبا عبد الله يقول في قوله عز وجل : « مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان» قال: علي وفاطمة الا بحران من العلم ، عميقان ، لا يبغى أحدهما على صاحبه . « يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان » الحسن و الحسين السلام .

বর্ণনাকারী বলেন, আমি আবু আবদুল্লাহ (আ) কে; আল্লাহ তাআলার বাক্যে : ‘তিনি দুই সমুদ্রকে প্রবাহিত করেছেন যারা একে অপরের সাথে মিলিত হয়, তাদের উভয়ের মধ্যে রয়েছে এক অন্তরাল যা তারা অতিক্রম করতে পারে না’ (কুরআন 55:19-20) ব্যাপারে বলতে শুনেছি:
তিনি বলেন: আলী ও ফাতিমা (আ) দুটি জ্ঞানের সমুদ্র, একে অপরের বিরুদ্ধে সীমালঙ্ঘন করে না। ‘উভয় থেকে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল’(কুরআন 55: 22) অর্থাৎ হাসান ও হুসাইন (আ)”

ترك النبي (ص) في امته أمرين
(নবী ﷺ তাঁর উম্মতে দুটি জিনিস রেখে গেছেন)
————————————————————————

2: Hadith 97

حدثنا الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري قال : أخبرنا محمد بن حمدان القشيري قال : أخبرنا المغيرة بن محمد بن المهلب قال : حدثني أبي قال : حدثني عبد الله بن داود ، عن فضيل بن مرزوق ، عن عطية العوفي ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ﷺ : إني تارك فيكم أمرين أحدهما أطول من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي ، ألا و إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض . فقلت لأبي سعيد : من عترته ؟ قال : أهل بيته .

আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন: “রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আমি তোমাদের মাঝে দুটি বিষয় (ভারী বস্তু) রেখে যাচ্ছি, যার একটি অপরটি অপেক্ষা দীর্ঘ (বড়)। একটি হলো আল্লাহর কিতাব (কুরআন), যা আকাশ থেকে জমিন পর্যন্ত ঝোলানো একটি রশি; আর অপরটি হলো আমার বংশধর (ইতরাত)। জেনে রেখো, তারা ততক্ষণ পর্যন্ত পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না যতক্ষণ না হাউজে কাউসারে আমার নিকট উপস্থিত হয়।

(বর্ণনাকারী বলেন): আমি আবু সাঈদ (রা) কে জিজ্ঞেস করলাম: তাঁর ﷺ ইতরাত কারা? তিনি বললেন: তাঁর আহলে বাইত।”

2: Hadith 98

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ؛ و يعقوب بن يزيد جميعاً ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن معروف بن خر بود ، عن أبي الطفيل عامر بن وائلة ، عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال : المارجع رسول الله ﷺ من حجة الوداع و نحن معه أقبل حتى انتهى إلى الجحفة فأمر أصحابه بالنزول فنزل القوم منازلهم، ثم نودي بالصلاة فصلى بأصحابه ركعتين ، ثم أقبل بوجهه إليهم فقال لهم : إنه قد نبأني اللطيف الخبير أني ميت وأنكم ميتون ، وكأني قد دعيت فأجبت و أني مسؤول عما أرسلت به إليكم ، وعما خلفت فيكم من كتاب الله وحجته و أنتم مسؤولون ، فما أنتم قائلون لربكم ؟ قالوا : نقول : قد بلغت ونصحت وجاهدت ـ فجزاك الله عنا أفضل الجزاء ـ ثم قال لهم : ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله و أني رسول الله إليكم و أن الجنة حق ؟ و أن النار حق ؟ و أن البعث بعد الموت حق ؟ فقالوا : نشهد بذلك، قال : اللهم اشهد على ما يقولون ، ألا وإني أشهدكم أني أشهد أن الله مولاي ، وأنا مولى كل مسلم ، و أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فهل تقرون لي بذلك ، وتشهدون لي به ؟ فقالوا : نعم نشهدلك بذلك ، فقال : ألا من كنت مولاه فإن علياً مولاه وهو هذا ، ثم أخذ بيد علي فرفعها مع يده حتى بدت آباطهما : ثم : قال : اللهم وال من والاه ، و عاد من عاداه ، و انصر من نصره و اخذل من خذله ، ألا و إني فرطكم و أنتم واردون على الحوض ، حوضي غداً وهو حوض عرضه ما بين بصرى و صنعاء فيه أقداح من فضة عدد نجوم السماء ، ألا و إني سائلكم غداً ماذا صنعتم فيما أشهدت الله به عليكم في يومكم هذا إذا وردتم علي حوضي ، و ماذا صنعتم بالتقلين من بعدي فانظروا كيف تكونون خلفتموني فيهما حين تلقوني ؟ قالوا : وما هذان الشقلان يا رسول الله ؟ قال : أما الشقل الأكبر فكتاب الله عز وجل ، سبب محدود من الله ومني في

أيديكم ، طرفه بيد الله والطرف الآخر بأيديكم ، فيه علم ما مضى و ما بقي إلى أن تقوم الساعة ، و أما الشقل الأصغر فهو حليف القرآن و هو علي بن أبي طالب و عترته ، وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض .

قال معروف بن خربون : فعرضت هذا الكلام على أبي جعفر فقال : صدق أبو الطفيل - رحمه الله - هذا الكلام وجدناه في كتاب علي و عرفناه .

و حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير .

و حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور رضي الله عنه قال : حدثنا الحسين بن محمد ابن عامر ، عن عمه عبدالله بن عامر ، عن محمد بن أبي عمير .

و حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال : حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان ، عن معروف بن خر بود ، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة ، عن حذيفة بن أسيد الغفاري" بمثل هذا الحديث سواء .

قال مصنف هذا الكتاب - أدام الله عزه - : الأخبار في هذا المعنى كثيرة وقد أخرجتها في كتاب المعرفة في الفضائل .

বর্ণনাকারী বলেন, আমি হুযাইফা বিন আসিদ আল-গিফারী (রা) কে বলতে শুনেছি:

রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন বিদায় হজ থেকে ফিরছিলেন এবং আমরা তাঁর সাথে ছিলাম, তিনি 'জুহফা' নামক স্থানে পৌঁছালে সাহাবীদের সেখানে অবতরণের নির্দেশ দিলেন। সকলে নিজ নিজ তাঁবুতে অবস্থান নিলেন। অতঃপর সালাতের আজান দেওয়া হলো এবং তিনি সাহাবীদের নিয়ে দুই রাকাত সালাত আদায় করলেন। এরপর তিনি তাঁদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন:

“নিশ্চয়ই পরম দয়ালু ও সর্বজ্ঞাত আল্লাহ আমাকে জানিয়েছেন যে, আমিও মৃত্যুবরণ করব এবং তোমরাও মৃত্যুবরণ করবে। মনে হচ্ছে আমাকে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) ডাকা হয়েছে এবং আমি তাতে সাড়া দিয়েছি। আমি তোমাদের নিকট যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছিলাম এবং তোমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর দলিল হিসেবে যা রেখে যাচ্ছি, সে সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। আর তোমাদেরকেও জিজ্ঞাসা করা হবে। এমতাবস্থায় তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট কী বলবে?”

তাঁরা বললেন: "আমরা বলব, আপনি (আল্লাহর বাণী) পৌঁছে দিয়েছেন, নসিহত করেছেন এবং জিহাদ করেছেন,আল্লাহ আপনাকে সর্বোত্তম প্রতিদান দিন।"

অতঃপর তিনি তাঁদের বললেন: “তোমরা কি সাক্ষ্য দাও না যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর রাসূল? জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থান সত্য?" তাঁরা বললেন: "আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি।" তিনি বললেন: "হে আল্লাহ! তারা যা বলছে তার সাক্ষী থেকো।"

এরপর তিনি বললেন: "আমি তোমাদের সাক্ষ্য রেখে বলছি যে, আল্লাহ আমাদের মাওলা, আর আমি প্রত্যেক মুসলিমের মাওলা। আমি মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের জীবনের চেয়েও অধিক প্রিয় ও ঘনিষ্ঠ। তোমরা কি আমার এই অধিকার স্বীকার করো এবং এর সাক্ষ্য দাও?" তাঁরা বললেন: "হ্যাঁ, আমরা এর সাক্ষ্য দিচ্ছি।"

তখন তিনি বললেন: "আমি যার মাওলা, এই আলীও তার মাওলা।" এই বলে তিনি আলী (আ) এর হাত ধরলেন এবং তা এত উঁচুতে তুললেন যে তাঁদের বগলের শুভ্রতা দেখা যাচ্ছিল। এরপর তিনি দোয়া করলেন: "হে আল্লাহ! যে তাকে ভালোবাসে তুমি তাকে ভালোবাসো, আর যে তার সাথে শত্রুতা করে তুমি তার সাথে শত্রুতা করো। যে তাকে সাহায্য করে তুমি তাকে সাহায্য করো, আর যে তাকে লাঞ্ছিত করে তুমি তাকে লাঞ্ছিত করো।"
তিনি আরও বললেন: "শোনো! আমি তোমাদের আগে (হাউজে কাউসারে) পৌঁছাব। তোমরা আগামীকাল আমার নিকট সেই হাউজে আসবে, যার প্রশস্ততা 'বাসরা' থেকে 'সানা' পর্যন্ত। সেখানে আকাশের নক্ষত্ররাজির ন্যায় অসংখ্য রূপার পাত্র থাকবে। আমি আগামীকাল তোমাদের জিজ্ঞাসা করব, আজ আমি আল্লাহর নামে তোমাদের ওপর যে সাক্ষ্য নিলাম, সে বিষয়ে তোমরা কী আচরণ করেছ এবং আমার পর 'সাকলায়েন' বা দুই ভারী বস্তুর সাথে তোমরা কেমন ব্যবহার করেছ? অতএব লক্ষ্য রেখো, আমার সাথে সাক্ষাতের আগ পর্যন্ত তোমরা আমার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে তাদের সাথে কীরূপ আচরণ করো।"

তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন: "হে আল্লাহর রাসূল! এই 'সাকলায়েন' বা দুই ভারী বস্তু কী?" তিনি বললেন:

"বড় ভারী বস্তুটি (সাকলায়েন আকবর) হলো মহামহিম আল্লাহর কিতাব (কুরআন)। এটি আল্লাহ ও আমার পক্ষ থেকে তোমাদের হাতে থাকা একটি রশি; যার এক প্রান্ত আল্লাহর হাতে এবং অপর প্রান্ত তোমাদের হাতে। এতে অতীত ও ভবিষ্যতের সকল জ্ঞান রয়েছে যা কিয়ামত পর্যন্ত প্রয়োজন হবে। আর ছোট ভারী বস্তুটি (সাকলায়েন আসগর) হলো কুরআনের আজীবন সঙ্গী, আর সে হলো আলী ইবন আবী তালিব ও বংশধর (ইতরাত)। তারা কখনোই একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না যতক্ষণ না হাউজে কাউসারে আমার নিকট উপস্থিত হয়।"

মারুফ বিন খারবুদ বলেন: আমি এই বর্ণনাটি আবু জাফর (আ)-এর নিকট পেশ করলাম। তিনি বললেন: "আবু তুফাইল (রহ.) সত্য বলেছেন। আমরা আলীর কিতাবেও এই কথাগুলো পেয়েছি এবং তা জানি।"

এই গ্রন্থের লেখক বলেন: এই মর্মে বর্ণিত হাদীস অনেক। আমি সেগুলো কিতাব 'আল মা'রিফা ফিল ফাদাইল' এ বর্ণনা করেছি।

كان على الحسن و الحسين عليهما السلام تعويذان
(হাসান ও হুসাইন (আ)-এর দেহের দুটি তাবিজ)
————————————————————

2: Hadith 99

حدثنا علي بن محمد بن الحسن القزويني المعروف بابن مقبرة قال : أحبرنا محمد بن عبدالله الحضرمي قال : حدثنا أحمد بن يحيى الأحول قال : حدثنا خلاد المقريء ، عن قيس ، عن أبي الحصين ، عن يحيى بن وثاب ، عن ابن عمر قال : كان على الحسن و الحسين عليهما السلام تعويذان حشوهما من زغب جناح جبرائيل .

ইবন উমর বলেন: "হাসান ও হুসাইন (আ)-এর দেহে দুটি তাবিজ ছিল, যার ভেতরে জিবরাইল (আ)-এর ডানার সূক্ষ্ম পালক ভরা ছিল।"

الليل و النهار مطيتان
(রাত ও দিন দুটি বাহন)
————————————————————

2: Hadith 100

حدثنا أبو أحمد محمد بن جعفر البندار قال : حدثنا أبو حامد أحمد بن إسحاق الهروي قال : حدثنا أبو حفص عمر بن الحسن بن نصر القاضي قال : حدثنا مؤمل بن إهاب قال : حدثنا عبد الله بن المغيرة المصري ، عن سفيان الثوري ، عن أبيه ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : الليل والنهار مطيتان .

ইবন আব্বাস বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "রাত ও দিন দুটি বাহন।"

رجلان جعل الله عز و جل لكل واحد منهما جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة
(দুই ব্যক্তিকে আল্লাহ দুটি ডানা দিয়েছেন, যেগুলো দিয়ে তারা জান্নাতে ফেরেশতাদের সঙ্গে উড়ে বেড়ায়)
————————————————————

2: Hadith 101

حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه قال : حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن ابن أسباط ، عن علي بن سالم ، عن أبيه ، عن ثابت بن أبي صفية قال: قال علي بن الحسين عليه

السلام : رحم الله العباس يعني ابن علي فلقد آثر و أبلى و فدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه فأبدله الله بهما جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة كما جعل لجعفر بن أبي طالب ، و إن للعباس عند الله تبارك و تعالى المنزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة . و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة ، و قد أخرجته بتمامه مع ما رويته في فضائل العباس بن علي عليه السلام في كتاب مقتل الحسين بن علي عليهما السلام .

আলী ইবনুল হুসাইন (আ) বলেন: “আল্লাহ আব্বাস ইবনে আলীর প্রতি রহম করুন। তিনি (কারবালায়) তাঁর ভাইকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন, সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন এবং নিজের প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন, এমনকি তাঁর দুই হাত কেটে ফেলা হয়। তাই আল্লাহ তাঁর পরিবর্তে তাঁকে দুটি ডানা দান করেন, যেগুলো দিয়ে তিনি জান্নাতে ফেরেশতাদের সঙ্গে উড়ে বেড়ান, যেমনটি জাফর ইবন আবী তালিবকে দেওয়া হয়েছিল। আল্লাহ তাআলার কাছে আব্বাসের এমন একটি মর্যাদা রয়েছে, যার জন্য কিয়ামতের দিন সব শহীদই ঈর্ষান্বিত হবে।”

(এবং হাদিসটি দীর্ঘ। আমরা এ থেকে শুধু প্রয়োজনীয় অংশটুকু নিয়েছি। আমি এটিকে পূর্ণরূপে বর্ণনা করেছি আব্বাস ইবন আলী (আ)-এর ফযিলতসমূহসহ যা আমি রিওয়ায়াত করেছি মাকাতিল হুসাইন ইবন আলী (আ) নামক কিতাবে)

اثنان أهلكا الناس
(দুটি বিষয় মানুষকে ধ্বংস করে)
————————————————————

2: Hadith 102

حدثنا محمد بن أحمد أبو عبد الله القضاعي رضي الله عنه قال : أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن العباس بن إسحاق بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن الحسين بن علي قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : أهلك الناس اثنان خوف الفقر ، وطلب الفخر .

হুসাইন ইবন আলী (আ) বলেন: আমীরুল মুমিনীন (আ) বলেছেন: “দুটি বিষয় মানুষকে ধ্বংস করে দেয়,দারিদ্র্যের ভয় এবং অহংকার করার লিপ্সা।”

قول أمير المؤمنين (ع) قطع ظهري رجلان
(আমীরুল মুমিনীন (আ)-এর বাণী: দুই ব্যক্তি আমার মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে)
————————————————————

2: Hadith 103

حدثنا أحمد بن هارون الفامي رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن جعفر ابن بطة المعروف بميل قال : حدثنا أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه باسناده يرفعه إلى أمير المؤمنين أنه قال : قطع ظهري رجلان من الدنيا : رجل عليم اللسان فاسق ، و رجل جاهل القلب ناسك ، هذا يصد بلسانه عن فسقه ، و هذا بنسكه عن جهله ، فاتقوا الفاسق من العلماء والجاهل من المتعبدين أولئك فتنة كل مفتون ، فاني سمعت رسول الله ﷺ يقول : يا علي هلاك أمتي على يدي [كل] منافق عليم اللسان ، .

আমীরুল মুমিনীন আলী (আ) বলেছেন: “দুনিয়ার মধ্যে দুই ধরনের মানুষ আমার মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে।এমন ব্যক্তি যে জ্ঞানী ও বাগ্মী, কিন্তু পাপাচারী; এবং এমন ইবাদতকারী যে হৃদয়ের দিক থেকে মূর্খ। এই ব্যক্তি তার বাকপটুতা দিয়ে নিজের পাপকে আড়াল করে,আর ওই ব্যক্তি তার ইবাদতের চেহারা দিয়ে নিজের মূর্খতাকে ঢেকে রাখে। সুতরাং তোমরা পাপাচারী আলেম থেকে এবং মূর্খ ইবাদতকারীদের থেকে সতর্ক থাকো। এরা প্রত্যেক বিভ্রান্ত মানুষের জন্য ফিতনা। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি: ‘হে আলী! আমার উম্মতের ধ্বংস হবে প্রতিটি বাগ্মী মুনাফিকের হাতে।”

حرم الحريص خصلتين و لزمته خصلتان
(লোভী ব্যক্তি দুটি গুণ থেকে বঞ্চিত হয় এবং দুটি বিষয় তার জন্য অনিবার্য হয়ে পড়ে)
————————————————————————————

2: Hadith 104

حدثنا أحمد بن هارون الفامي قال : حدثنا محمد بن جعفر بن بطة قال : حدثنا أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه يرفعه إلى أبي عبدالله قال : حرم الحريص خصلتين ، و لزمته خصلتان : حرم القناعة فافتقد الراحة ، وحرم الرضا فافتقد اليقين .

আবু আব্দুল্লাহ (আ) বলেছেন: “লোভী ব্যক্তি দুটি গুণ থেকে বঞ্চিত হয় এবং দুটি বিষয় তার জন্য অনিবার্য হয়ে পড়ে। সে কানা'আত (অল্পে তুষ্টি) থেকে বঞ্চিত হয়, ফলে সে স্বস্তি হারায়। এবং সে রিদা (সন্তুষ্টি) থেকে বঞ্চিত হয়, ফলে সে ইয়াকীন (দৃঢ় বিশ্বাস) হারিয়ে ফেলে।”

صلاتان لم يتركهما رسول الله (ص)
(দুটি নামাজ যা রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনও ত্যাগ করেননি)
————————————————————————————

2: Hadith 105

أخبرني أبو القاسم عبد الله بن أحمد الفقيه فيما أجازه لي ببلخ قال: أخبرنا علي بن عبد العزيز قال : حدثنا عمرو بن عون قال : أخبرنا خلف بن عبدالله ، عن أبي إسحاق الشيباني ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : صلاتان لم يتركهما رسول الله ﷺ سرا وعلانية : ركعتين بعد العصر و ركعتين قبل الفجر .

আয়িশা থেকে বর্ণিত: “দুটি নামাজ এমন ছিল যা রাসূলুল্লাহ ﷺ গোপনে হোক বা প্রকাশ্যে, কখনও ত্যাগ করেননি: আসর নামাজের পর দুই রাকাত এবং ফজরের আগে দুই রাকাত।”

2: Hadith 106

حدثني أبو القاسم عبد الله بن أحمد قال : أخبرنا علي بن عبدالعزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال : حدثني أبي ، عن عائشة أنه دخل عليها يسألها عن الركعتين بعد العصر قالت : والذي ذهب بنفسه ما تركهما حتى لقى الله عز وجل ، و حتى ثقل عن الصلاة ، و كان يصلي كثيراً من صلاته و هو قاعد ، فقلت : إنه لما و لي عمر كان ينهى عنهما ، قالت : صدقت ، ولكن رسول الله كان لا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته و كان يحب ما ما خفف عليهم .

বর্ণনাকারী আয়িশার কাছে গিয়ে তাকে আসরের পর দুই রাকাআত নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, “সেই সত্তার কসম! যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺর প্রাণ নিয়ে গেছেন, তিনি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করা পর্যন্ত এই দুই রাকাআত নামাজ ত্যাগ করেন নি, এমনকি যখন তিনি অসুস্থতার কারণে দুর্বল ছিলেন, অধিকাংশ নামাজ বসে আদায় করতেন, তখনও তা পড়তেন।

আমি (বর্ণনাকারী) বললাম: যখন উমর খলিফা ছিলেন, তখন তিনি এই দুই রাকাআত পড়তে নিষেধ করতেন। আয়িশা বললেন: তুমি সত্যিই বলেছ, তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে এগুলো পড়তেন না এই ভয়ে যে, তাঁর উম্মতের ওপর ভার না পড়ে, তিনি সর্বদা চাইতেন যা তাদের জন্য সহজ।”

2: Hadith 107

حدثنا أبو القاسم عبدالله بن أحمد قال : أخبرنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال : حدثنا الحوضي قال : حدثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن مسروق عن عائشة أنها قالت : كان رسول الله له عندي يصلي بعد العصر ركعتين .

আয়িশা বলেন: “রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে থাকাকালীন আসরের পর দুই রাকাত নামাজ আদায় করতেন।”

2: Hadith 108

أخبرني أبو القاسم عبد الله بن أحمد قال: أخبرنا محمد بن علي بن طرخان قال: حدثنا عبد الله بن الصباح العطار ، قال : حدثنا محمد بن سنان - يعني العوقي - قال : حدثنا أبو جمرة ، عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس ، عن أبيه قال : قال رسول الله ﷺ : « من صلى البردين دخل الجنة » يعني بعد الغداة و بعد العصر .
قال مصنف هذا الكتاب : كان مرادي بايراد هذه الأخبار الرد على المخالفين لأنهم لا يرون بعد الغداة وبعد العصر صلاة فأحببت أن ابين أنهم قد خالفوا النبي الله في قوله و فعله .

আবু বকর ইবন আবদুল্লাহ ইবন কাইস থেকে এবং তিনি তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন:রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “যে ব্যক্তি দুই ‘বারদ’ নামাজ আদায় করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।”
এখানে ‘বারদিন’ বোঝানো হয়েছে: ফজরের পরে এবং আসরের পরে নামাজ।
‘এই কিতাবের লেখক বলেন: এই বর্ণনাগুলো উল্লেখ করার পেছনে আমার উদ্দেশ্য হলো বিরোধীদের প্রতিবাদ করা। কারণ, তারা ফজরের পর এবং আসরের পর কোনো নামাজ জায়েজ মনে করে না। তাই আমি এটি স্পষ্ট করতে চেয়েছি যে, তারা আল্লাহর নবীর ﷺ কথা ও কাজের বিরোধিতা করেছে।’

صنفان لا نصيب لهما في الاسلام
(ইসলামে অংশ নেই এমন দুটি গোষ্ঠী)
————————————————————

2: Hadith 109

حدثنا محمد بن علي بن بشار القزويني رضي الله عنه قال: حدثنا المظفر بن ، عن جعفر بن أحمد ؛ و . ؛ و علي بن محمد بن سليمان قالا : حدثنا علي بن جعفر البغدادي ، محمد بن مالك الكوفي ، عن الحسن بن راشد ، عن علي بن سالم ، عن أبيه قال : قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهم السلام : أدنى ما يخرج به الرجل من الإيمان أن يجلس إلى غال فيستمع إلى حديثه ويصدقه على قوله ، إن أبي حدثني ، عن أبيه ، عن جده عليهم السلام أن رسول الله ﷺ قال : صنفان من أمتي لا نصيب لهما في الاسلام : الغلاة والقدرية .

আবু আব্দুল্লাহ জাফর ইবন মুহাম্মদ সাদিক (আঃ) বলেন: “একজন মানুষের ঈমান থেকে বের হওয়ার সর্বনিম্ন স্তর হলো, যে সে একটি উগ্র-অতিরঞ্জিত মানুষের কাছে বসে তার কথা শুনে এবং তাকে সত্য মনে করে বিশ্বাস করে।”
আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, তাঁর পিতা থেকে, তাঁর দাদা (আ) থেকে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “আমার উম্মতের মধ্যে দুটি গোষ্ঠী আছে, যাদের ইসলামে কোনো অংশ নেই: উগ্রবাদীরা/অতিরঞ্জিত এবং কাদরীয়া (তাকদির অস্বিকারকারী)।”

2: Hadith 110

أخبر في الخليل بن أحمد قال : أخبرنا ابن منيع قال : حدثنا الحسن بن عرفة قال : حدثنا علي بن ثابت ، عن إسماعيل بن أبي إسحاق ، عن ابن أبي ليلى ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ : صنفان من أمتي ليس لهما في الاسلام نصيب : المرجئة والقدرية .

ইবন উমর বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ বলেছেন: “আমার উম্মতের মধ্যে দুটি গোষ্ঠী আছে, যাদের ইসলামে কোনো অংশ নেই: মুরজিয়া (যারা মনে করে বিশ্বাসই যথেষ্ট, কর্মের প্রয়োজন নেই) এবং কাদরীয়া (তাকদির অস্বিকারকারী)।”

معاداة الرجال لا يخلو صاحبها من خصلتين
(মানুষদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ রাখলে তার পরিণাম)
————————————————————

2: Hadith 111

حدثنا أحمد بن إبراهيم بن الوليد السلمي قال : حدثنا أبو الفضل محمد ابن أحمد الكاتب النيسابوري باسناده رفعه إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال لبنيه : يا بني إياكم ومعاداة الرجال فانهم لا يخلون من ضربين : من عاقل يمكر بكم ، أو جاهل يعجل عليكم ، والكلام ذكر والجواب أنثى ، فاذا اجتمع الزوجان فلابد من النتاج ثم أنشأ يقول :
”سليم العرض من حذر الجوابا
و من دارى الرجال فقد أصابا
و من هاب الرجال تهيبوه
و من حقر الرجال فلن يهابا“

আমীরুল মুমিনীন আলী ইবন আবী তালিব (আ) তাঁর সন্তানদের উদ্দেশ্যে বলেছেন: “হে সন্তানেরা, তোমরা মানুষদের সাথে শত্রুতা করা থেকে বিরত থাকো। কারণ শত্রুপক্ষ দুই ধরনের হয়ে থাকে, দুটি ধরনের ব্যক্তি জড়িত থাকে: একটি হলো বুদ্ধিমান ব্যক্তি, যে তোমার সাথে চক্রান্ত করে। অথবা একজন মূর্খ, যে তোমার ওপর তাড়াহুড়া করে।(দ্রুত আক্রমণ করে)
তিনি আরও বলেন: কথা হলো পুরুষ এবং উত্তর হলো নারী।যখন এই দুজন একত্রিত হয়, তখন অবশ্যই সন্তানাদি(ফলাফল) জন্ম নেয়।

এরপর তিনি কবিতা আবৃত্তি করলেন:

“সম্মান-মর্যাদায় নিরাপদ সেই ব্যক্তি যে জবাব দেওয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকে॥ যে লোকদের সাথে নম্রতা অবলম্বন করে সে সফলতা লাভ করে॥ যে লোকদের ভয় করে, তারাও তাকে ভয় করে (সম্মান করে)॥আর যে লোকদের তুচ্ছ মনে করে, তাকে কেউ ভয় করবে না (সম্মান করবে না)॥”

يهرم ابن آدم ويشب منه اثنان
(আদম সন্তান বৃদ্ধ হয়ে যায় কিন্তু দুইটি জিনিস সতেজ থাকে)
————————————————————

2: Hadith 112

حدثنا أبو أحمد محمد بن جعفر البندار الفرغاني بفرغانة قال : حدثني أبو القاسم سعيد بن أحمد بن أبي سالم قال : حدثنا أبو زكريا يحيى بن الفضل الوراق قال : حدثني قتيبة بن سعيد قال : حدثنا أبو عوانة ، عن قتادة ، عن أنس ، عن النبي ﷺ قال : يهرم ابن آدم ويشب منه اثنان : الحرص على المال ، والحرص على العمر .

আনাস থেকে বর্ণিত: নবী ﷺ বলেছেন: “আদম সন্তান বৃদ্ধ হয়ে যায়, কিন্তু দুইটি জিনিস সতেজ থাকে: সম্পদের লোভ এবং দীর্ঘ জীবনের আশা।”

2: Hadith 113

أخبرني الخليل بن أحمد السجزي قال : أخبرنا محمد بن معاذ قال : حدثنا الحسين بن الحسن ، عن عبد الله بن المبارك قال : أخبرنا شعبة بن الحجاج ، عن قتادة، عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ قال : يهلك - أو قال : يهرم ـ ابن آدم و يبقى منه اثنتان الحرص والأمل .

আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত: নবী ﷺ বলেছেন: “আদম সন্তান ধ্বংস হয়ে যায়, কিন্তু দুটি বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে থেকে যায়: লোভ এবং আকাঙ্ক্ষা।”

خصلتان تورث كل واحدة منهما خصلتين
(দুইটি খাসলত আরও দুটিখাসলত সৃষ্টি করে)
————————————————————

2: Hadith 114

حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي بن أسد الأسدي قال : حدثنا أحمد بن محمد بن الحسن العامري قال : حدثنا إبراهيم بن عيسى بن عبيد قال : حدثنا سليمان بن عمرو ، عن عبد الله بن الحسن بن الحسن ، عن أمه فاطمة بنت الحسين ، عن أبيها قال : قال رسول الله ﷺ : الرغبة في الدنيا تكثر الهم والحزن ، والزهد في الدنيا يريح القلب والبدن .

ফাতিমা বিনতে হুসেইন তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “এই দুনিয়ায় অভিলাষ বা লোভ ; হতাশা ও দুঃখকে বৃদ্ধি করে, আর দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি হৃদয় ও দেহকে শান্তি প্রদান করে।”

خصلتان يكرههما ابن آدم
(আদম সন্তানের অপছন্দের দুটি বিষয়)
————————————————————

2: Hadith 115

أخبرني الخليل بن أحمد قال : أخبرنا أبو العباس السراج قال : حدثنا قتيبة قال : حدثنا عبد العزيز ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، عن محمود بن لبيد أن رسول الله ﷺ قال : شيئان يكرههما ابن آدم : يكره الموت والموت راحة للمؤمن من الفتنة ، ويكره قلة المال وقلة المال أقل للحساب .

মাহমুদ ইবন লাবিদ থেকে বর্ণিত:রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “আদম সন্তান দুটি জিনিস অপছন্দ করে: সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে, অথচ মৃত্যু মুমিনের জন্য ফিতনা থেকে স্বস্তি; এবং সে সম্পদের স্বল্পতাকে অপছন্দ করে, অথচ সম্পদের স্বল্পতা হিসাবকে সহজ করে।”

كان لرسول الله (ص) سكتتان
(রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুই নীরবতা)
————————————————————

2: Hadith 116

أخبرني القاضي أبو سعيد الخليل بن أحمد السجزي قال : حدثنا الحسن بن حمدان قال : حدثنا أبو مسعود إسماعيل بن مسعود قال : حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال : حدثنا سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة ، عن الحسن أن سمرة بن جندب وعمران بن حصين تذاكرا فحدث سمرة أنه حفظ عن رسول الله ﷺ سكتتين : سكتة إذا كبر ، وسكتة إذا فرغ من قراءته عند ركوعه ، ثم

إن قتادة ذكر السكتة الأخيرة إذا فرغ من قراءة « غير المغضوب عليهم ولا الضالين » أي حفظ ذلك سمرة وأنكره عليه عمران بن حصين قال : فكتبنا في ذلك إلى أبي بن كعب فكان في كتابه إليهما أو في رده عليهما أن سمرة قد حفظ .

قال مصنف هذا الكتاب - أدام الله عزه - : إنَّ النبي الله إنما سكت بعد القراءة لئلا يكون التكبير موصولاً بالقراءة ، وليكون بين القراءة والتكبير فصل ، وهذا يدل على أنه لم يقل : آمين بعد فاتحة الكتاب سر اولا جهراً لأن المتكلم سر او علانية لا يكون ساكتاً ، وفي ذلك حجة قوية للشيعة على مخالفيهم في قولهم «آمين» بعد الفاتحة ولا قوة إلا بالله [العلي العظيم] .

হাসান (বসরী) বর্ণনা করেন যে, সামুরা ইবন জুনদুব ও ইমরান ইবন হুসাইন একবার পরস্পর আলোচনা করছিলেন। তখন সামুরা বলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে দুইটি সাকতাহ (কিছু সময় চুপ করে থাকা) মনে রেখেছেন: একটি সাকতাহ তাকবীর বলার পর, এবং আরেকটি সাকতাহ রুকুর আগে কিরাত শেষ করার পর। তারপর কাতাদা উল্লেখ করেন যে, শেষ সাকতাহ ছিলো «غير المغضوب عليهم ولا الضالين» (কুরআন 1:7) পড়া শেষ করার পর। সামুরা এটি মুখস্ত করেছিলেন, কিন্তু ইমরান ইবন হুসাইন তা অস্বীকার করেন। তখন তারা এ বিষয়ে উবাই ইবন কা'বের কাছে চিঠি লিখলেন। তাঁর উত্তরে তিনি জানান যে, সামুরা'ই এটি সঠিক বর্ণনা করেছেন।

এই কিতাবের লেখক বলেন, নবী ﷺ কিরাতের পর চুপ থাকতেন যাতে তাকবীর সরাসরি কিরাতের সাথে মিশে না যায় এবং দুটির মাঝে একটি পার্থক্য তৈরি হয়। এটি প্রমাণ করে যে, তিনি ফাতিহার পর 'আমীন' বলতেন না। না গোপনে, না উচ্চস্বরে। কারণ, কেউ যদি মনে মনে বা উচ্চস্বরে কিছু বলে, তবে তাকে 'চুপ থাকা' বলা যায় না। এটি শিয়া মতাবলম্বীদের জন্য একটি শক্তিশালী দলিল যে নামাজের সূরা ফাতিহার পর 'আমীন' বলা যাবে না।

خصلتان لا يجتمعان في مسلم
(দুটি খাসলত মুসলিমের মধ্যে একত্র হয় না)
————————————————————

2: Hadith 117

أخبرني الخليل بن أحمد قال : حدثنا ابن صاعد قال : حدثنا العباس بن محمد قال : حدثنا عون بن عمارة العنزي قال : حدثنا جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار ، عن عبد الله بن غالب ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ﷺ : خصلتان لا تجتمعان في مسلم : البخل وسوء الخلق .

আবু সাঈদ আল-খুদরি (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "দুটি খাসলত কোনো মুসলিমের মধ্যে একত্র হয় না: কৃপণতা এবং খারাপ চরিত্র।"

خصلتان لا يجتمعان في قلب عبد
(এক বান্দার অন্তরে দুটি খাসলত একত্র হয় না)
————————————————————

2: Hadith 118

أخبرني الخليل بن أحمد السجزي قال : أخبرنا ابن صاعد قال : حدثنا إسحاق بن شاهين قال : حدثنا خالد بن عبد الله قال : حدثنا يوسف بن موسى قال : حدثنا جرير ، عن سهيل عن صفوان ، عن أبي يزيد ، عن القعقاع بن اللجلاج ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله ﷺ قال : لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبداً .

আবু হুরাইরা বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "কোনো বান্দার অন্তরে কৃপণতা ও ঈমান কখনো একত্র হয় না।"

لا حسد إلا في اثنتين
(ঈর্ষা শুধুমাত্র দুটি ক্ষেত্রে)
————————————————————————

2: Hadith 119

أخبر في الخليل بن أحمد قال : أخبرنا أبو جعفر محمد بن إبراهيم الديبلي قال : حدثنا أبو عبد الله قال : حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه قال : قال رسول الله ﷺ : لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله مالاً فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار ، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار.

সালিম তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “ঈর্ষা কেবল দুটি ক্ষেত্রে হয়: একটি হলো, যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন, এবং সে রাত ও দিন তা (সৎপথে) ব্যয় করে; আরেকটি হলো, যাকে আল্লাহ কুরআনের জ্ঞান দিয়েছেন, সে রাত দিন তা নিয়ে মশগুল থাকে।”

علة محبة النبي ﷺ لعقيل بن أبي طالب حبين
(আকীল ইবন আবী তালিবকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দ্বিগুণ ভালোবাসা)
————————————————————————

2: Hadith 120

حدثنا أبو عمد الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله ابن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال : حدثني جدي يحيى بن الحسن قال : حدثني إبراهيم بن محمد بن يوسف المقدسي قال : حدثنا علي ابن الحسن ، عن إبراهيم بن رستم ، عن أبي حمزة السكوني ، عن جابر بن يزيد الجعفي عن عبدالرحمن بن سابط قال : كان رسول الله ﷺ يقول لعقيل: إني لأحبك يا عقيل حبين حباً لك وحباً لحب أبي طالب لك .

আব্দুর রহমান ইবন সাবিত বর্ণনা করেছেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ আকীলকে বলেছেন: “হে! আকীল, আমি তোমাকে দুটি কারণে ভালোবাসি: তোমার জন্য ভালোবাসা এবং তোমার প্রতি আবী তালিবের ভালোবাসা।”

امران سر بهما النبي ﷺ
(নবী ﷺ-এর দুটি আনন্দদায়ক বিষয়)
————————————————————————

2: Hadith 121

حدثنا الحسن بن محمد بن يحيى العلوي رضي الله عنه قال : حدثني جدي قال : حدثنا داود بن القاسم قال : حدثنا الحسن بن زيد قال : سمعت جماعة من أهل بيتي يقولون : إن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما قدم من أرض الحبشة وكان بها مهاجراً وذلك يوم فتح خيبر ، قام إليه النبي ﷺ فقبل بين عينيه ثم قال : ما أدري بأيهما أنا أسر : بقدوم جعفر ، أو بفتح خيبر .

و قد أخرجت الأخبار التي رويتها في هذا المعنى في كتاب فضائل جعفر بن أبي طالب

হাসান বিন জায়েদ তাঁর পরিবারের একদল সদস্য থেকে বর্ণনা করেন: “যখন জাফর ইবন আবী তালিব (রা) হাবশা (আবিসিনিয়া) থেকে হিজরত করে ফিরে আসেন, সেদিন ছিল খাইবার বিজয়ের দিন, তখন নবী ﷺ তার কাছে গিয়ে তাঁর দুই চোখের মাঝখানে চুম্বন করলেন এবং বললেন: ‘আমি আমি বুঝতে পারছি না, কোন বিষয়ে আমি বেশি আনন্দিত! জাফরের ফিরে আসাতে, নাকি খাইবার বিজয় হওয়ায়।’”

(লেখক) বলেন: জাফর ইবনে আবী তালিব (রা) ফযীলত সম্পর্কে আমি আমার অন্য একটি গ্রন্থে বিশদ বর্ণনা করেছি”

نحل النبى ﷺ الحسن والحسين خصلتين
(নবী ﷺ হাসান ও হুসাইন (আ) কে দুইটি বিশেষ গুণ দান করেছেন)
————————————————————————

2: Hadith 122

حدثنا الحسن بن محمد بن يحيى العلوي رضي الله عنه قال: حدثني جدي قال : حدثنا الزبير بن أبي بكر قال : حدثني إبراهيم بن حمزة الزبيري ، عن إبراهيم ابن علي الرافعي، عن أبيه ، عن جدته بنت أبي رافع قالت: أنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله بابنيها الحسن والحسين السلام إلى رسول الله في شكواه الذي توفي فيه ، فقالت : يا رسول الله هذان ابناك فور ثهما شيئاً قال : أما الحسن فان له هيبتي وسؤددي و أما الحسين فان له جرأتي وجودي.

বর্ণনাকারী বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহﷺ এর ওফাতের অসুস্থতার সময় ফাতিমা (আ) তাঁর দুই পুত্র হাসান ও হুসাইন (আ) কে নিয়ে আসলেন এবং বললেন: “হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! এরা আপনার দুই সন্তান, তাদেরকে উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু দান করুন?”
রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: “হাসান (আ) এর জন্য গাম্ভীর্য ও নেতৃত্ব, আর হুসাইন (আ)-এর জন্য সাহস ও দানশীলতা।”

2: Hadith 123

حدثنا الحسن بن محمد بن يحيى العلوي ـ رحمه الله ـ قال : حدثني وحسين بن جدي قال : حدثني محمد بن علي قال : حدثنا عبد الله بن الحسن بن محمد . علي بن عبد الله بن أبي رافع قال: أخبرني أبي عن شيخ من الأنصار يرفعه إلى زينب بنت ابن أبي رافع، عن أمها قالت: قالت فاطمة : يا رسول الله هذان ابناك فانحلهما، فقال رسول الله : أما الحسن فنحلته هيبتي و سؤددي ، و أما الحسين فنحلته سخائي و شجاعتي.

বর্ণনাকারী বর্ণনা করেন: ফাতিমা (রা) বলেন, “হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! এরা আপনার দুই সন্তান, তাদেরকে আপনি কোন বিশেষ কিছু দান করুন!”
রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: “হাসান (আ) কে দান করছি আমার গাম্ভীর্য ও নেতৃত্ব এবং হযরত হুসাইন (আ) কে দান করছি আমার উদারতা ও সাহস।”

نحل الحسن والحسين ﷺ خصلتين أخريين
(হাসান ও হুসাইন (আ) কে নবী ﷺ আরও দুটি বিশেষ গুণ দান করেছেন)
————————————————————————

2: Hadith 124

حدثنا الحسن بن محمد بن يحيى العلوي رضي الله عنه قال : حدثني جدي قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثني أبي ، عن إبراهيم بن محمد ، عن صفوان ابن سليمان أن النبي الله قال : أما الحسن فأنحله الهيبة و الحلم ، و أما الحسين فأنحله الجود و الرحمة

বর্ণনাকারী বলেন: নবী ﷺ বলেছেন: “হাসান (আ)-কে দান করেছি গাম্ভীর্য ও ধৈর্য, আর হুসাইন (আ)-কে দান করেছি দানশীলতা ও দয়া।”

لا سمر بعد العشاء الآخرة إلا لا حد رجلين
(এশার পরে রাত জাগা নিষিদ্ধ শুধুমাত্র দুই ধরনের ব্যক্তি ব্যতীত)
————————————————————————————

2: Hadith 125

أخبرني الخليل بن أحمد قال : أخبرنا أبو العباس السراج قال : حدثنا عبد الله بن عمر قال : حدثنا وكيع بن الجراح ، عن سفيان ، عن منصور عن خيثمة ، عن عبد الله عن رسول الله ﷺ قال : لا سمر بعد العشاء الآخرة إلا لأحد رجلين : مصل أو مسافر

খায়সামা আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেছেন: নবী ﷺ বলেছেন: “এশার পর দুই ব্যক্তি ছাড়া কারো জন্য রাত জাগা জায়েজ নেই। নামাজরত ব্যক্তি, এবং যাঁরা মুসাফির।”

أكثر ما يدخل به الأمة النار شيئان ، و أكثر ما يدخل به الجنة شيئان
(দুটি জিনিস যার কারণে অধিকাংশ মানুষ জাহান্নামে যায়, এবং দুটি জিনিস যার কারণে অধিকাংশ মানুষ জান্নাতে যায়)
————————————————————————————

2: Hadith 126

أخبرني الخليل بن أحمد قال : أخبرنا ابن معاذ قال : حدثنا الحسين المروزي ، قال : حدثنا محمد بن عبيد قال : حدثنا داود الأودي عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال: إن أول ما يدخل به النار من أمتي الأجوفان ، قالوا : يا رسول الله و ما الأجوفان قال : الفرج و الفم ، و أكثر ما يدخل به الجنة تقوى الله و حسن الخلق

আবু হুরাইরা বর্ণনা করেছেন: নবী ﷺ বলেছেন: “নিশ্চয়ই আমার উম্মতের মধ্যে যারা জাহান্নামে যাবে, তাদের অধিকাংশের কারণ হবে দুটি 'ফাঁপা' অঙ্গ।"
সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! সেই দুটি অঙ্গ কী?'
তিনি বললেন: "লজ্জাস্থান ও মুখ (জিহ্বা)। আর যারা সবচেয়ে বেশি জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের কারণ হবে, তাকওয়া ও উত্তম চরিত্র।”

لا يجمع الله عز وجل على عبده خوفين و لا أمنين
(মহান আল্লাহ তা'আলা বান্দার ওপর একসাথে দুটি ভয় বা দুটি নিরাপত্তা দেন না)
————————————————————————————

2: Hadith 127

أخبرني الخليل بن أحمد قال : أخبرنا ابن معاذ قال : حدثنا الحسين المروزي قال : حدثنا عبد الله قال : أخبرنا ابن عون عن الحسن قال : قال رسول الله : قال الله تبارك و تعالى وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ، و لا أجمع له أمنين ، فاذا أمني في الدنيا أخفته يوم القيامة ، و إذا خافني في الدنيا آمنته يوم القيامة

হাসান (বসরী) থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা বলেন: “আমার মহত্ত্ব ও মহিমার কসম! আমি কোনো বান্দার উপর দুটি ভয় একত্রিত করি না এবং তার জন্য দুটি নিরাপত্তাও একত্রিত করি না। যদি সে দুনিয়ায় আমাকে নিয়ে নির্ভয় থাকে (পাপাচারে লিপ্ত হয়), তাহলে আমি তাকে কিয়ামতের দিন আতঙ্কিত করবো। আর যদি সে দুনিয়ায় আমাকে ভয় করে (পাপ থেকে বিরত থাকে), তাহলে আমি তাকে কিয়ামতের দিন নিরাপত্তা দান করব।”

صلاح اول هذه الامة بخصلتين وهلاك آخرها بخصلتين
(এই উম্মতের প্রথম ও শেষের ভাগ্য নির্ধারিত দুটি খাসলতের দ্বারা)
————————————————————————————

2: Hadith 128

حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي بن أسد الأسدي قال : حدثنا أحمد بن محمد بن الحسن العامري قال : حدثنا إبراهيم بن عيسى بن عبيد السدوسي قال : حدثنا سليمان بن عمرو عن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي ، عن أمه فاطمة بنت الحسين ، عن أبيها الله قال : قال رسول الله : إن صلاح أول هذه الأمة بالزهد و اليقين ، و هلاك آخرها بالشح و الأمل.

ফাতিমা বিনতে হুসাইন তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “নিশ্চয়ই এই উম্মতের প্রথম যুগের কল্যাণ হয়েছে দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও দৃঢ় বিশ্বাসের মাধ্যমে, আর শেষ যুগের ধ্বংস হবে কৃপণতা ও দীর্ঘ আশার কারণে।”

তৃতীয় অধ্যায়: তিন বিষয় সম্পর্কিত অধ্যায় (باب الثلاثة)

ثلاثة يدخلهم الله الجنة بغير حساب ، و ثلاثة يدخلهم الله النار بغير حساب
(তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ হিসাব ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং তিন ব্যক্তিকে হিসাব ছাড়াই জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন)
————————————————————————

3: Hadith 1

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن سليمان ابن درستويه ، عن عجلان ، عن أبي عبد الله قال : ثلاثة يدخلهم الله الجنة بغير حساب ، و ثلاثة يدخلهم الله النار بغير حساب ، فأما الذين يدخلهم الله الجنة بغير حساب فإمام عادل ، و تاجر صدوق ، و شيخ أفنى عمره في طاعة الله عز وجل ، و أما الثلاثة الذين يدخلهم الله النار بغير حساب فإمام جائر ، و تاجر كذوب ، و شيخ زان .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ হিসাব ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং তিন ব্যক্তিকে হিসাব ছাড়াই জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।
যাদেরকে আল্লাহ হিসাব ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন তারা হলো:
একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক,সত্যবাদী ব্যবসায়ী এবং এমন বৃদ্ধ যিনি তার জীবন আল্লাহর আনুগত্যে কাটিয়েছেন।
আর যাদেরকে আল্লাহ হিসাব ছাড়াই জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন তারা হলো: একজন অত্যাচারী নেতা, মিথ্যাবাদী ব্যবসায়ী এবং ব্যভিচারী বৃদ্ধ।”

ثلاثة أشياء لا يحاسب الله عز وجل عليها المؤمن
(তিনটি বিষয়ের জন্য আল্লাহ মুমিনের হিসাব নিবেন না)
————————————————————————

3: Hadith 2

حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن زياد ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله : ثلاثة أشياء لا يحاسب الله عليها المؤمن : طعام يأكله ، و ثوب يلبسه ، و زوجة صالحة تعاونه ، و تحصن فرجه .

আল-হালাবি বর্ণনা করেন, আবু আব্দুল্লাহ (আ) বলেছেন:“তিনটি বিষয়ের জন্য আল্লাহ মুমিনের হিসাব করবেন না: সে যে খাবার খায়, যে পোশাক পরিধান করে এবং এক নেককার স্ত্রী, যে তাকে সহায়তা করে ও তার লজ্জাস্থান হেফাজত করে।”

ثلاث خصال من كن فيه أو واحدة منهن كان في ظل عرش الله عز وجل
(তিনটি গুণ যার মধ্যে অন্তত একটি থাকলে সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের ছায়ায় থাকবে)
————————————————————————

3: Hadith 3

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثني محمد بن أحمد بن علي بن الصلت ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن عثمان بن جبلة ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر قال : قال رسول الله ﷺ : ثلاث خصال من كن فيه أو واحدة منهن كان في ظل عرش الله عز وجل يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله : رجل أعطى الناس من نفسه ما هو سائلهم لها ، ورجل لم يقدم رجلاً و لم يؤخر أخرى حتى يعلم أن ذلك لله فيه رضى أو سخط ، و رجل لم يعب أخاه المسلم بعيب حتى ينفي ذلك العيب من نفسه ، فإنه لا ينفي منها عيباً إلا بدا له عيب ، وكفى بالمرء شغلاً بنفسه عن الناس .

আবু জাফর (আ) বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “তিনটি গুণ যার মধ্যে এগুলো থাকবে অথবা অন্তত একটি থাকবে, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের ছায়ায় থাকবে; যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না। সেই ব্যক্তি, যে নিজের জন্য যা মানুষের কাছে আশা করে, তা-ই মানুষের জন্য নিজের পক্ষ থেকে প্রদান করে। সেই ব্যক্তি, যে কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার আগে জেনে নেয়, এতে আল্লাহর সন্তুষ্টি আছে নাকি অসন্তুষ্টি। এবং সেই ব্যক্তি, যে তার মুসলিম ভাইয়ের কোনো দোষ বলে না, যতক্ষণ না সে নিজেকে সেই দোষ থেকে মুক্ত করে। কারণ মানুষ যখনই নিজের একটি দোষ দূর করে, তখন তার সামনে আরেকটি দোষ প্রকাশ পায়। আর মানুষের জন্য অন্যের দোষ চর্চা থেকে বিরত রাখার জন্য নিজের দোষ নিয়েই ব্যস্ত থাকাই যথেষ্ট।”

3: Hadith 4

حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن سنان قال : حدثنا الخضر بن مسلم الصيرفي قال : سمعت أبا عبدالله يقول : ثلاثة في ظل عرش الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله : رجل أنصف الناس من نفسه ، و رجل لم يقدم رجلاً و لم يؤخر أخرى حتى يعلم أن ذلك لله عز و جل رضى أو سخط ، و رجل لم يعب أخاه بعيب حتى ينفي ذلك العيب من نفسه ، فإنه لا ينفي منها عيباً إلا بدا له عيب آخر ، و كفى بالمرء شغلاً بنفسه عن الناس .

বর্ণনাকারী বলেন, আমি আবু আব্দুল্লাহ (আ)-কে বলতে শুনেছি: “তিন ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের ছায়ায় থাকবে, যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না: সেই ব্যক্তি, যে নিজের পক্ষ থেকে মানুষের সঙ্গে ন্যায়বিচার করে। সেই ব্যক্তি, যে কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার আগে জেনে নেয় এতে আল্লাহর সন্তুষ্টি আছে নাকি অসন্তুষ্টি। এবং সেই ব্যক্তি, যে তার ভাইয়ের কোনো দোষ বলে না, যতক্ষণ না সে নিজেকে সেই দোষ থেকে মুক্ত করে। কারণ মানুষ যখনই একটি দোষ দূর করে, তখন তার সামনে আরেকটি দোষ প্রকাশ পায়। আর মানুষের জন্য অন্যের দোষ চর্চা থেকে বিরত রাখার জন্য নিজের দোষ নিয়েই ব্যস্ত থাকাই যথেষ্ট।”

ثلاثة أقرب الخلق إلى الله عز وجل يوم القيامة
(কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে তিন শ্রেণির মানুষ সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে)
————————————————————————

3: Hadith 5

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله قال : ثلاثة هم أقرب الخلق إلى الله يوم القيامة حتى يفرغ الناس من الحساب : رجل لم تدعه قدرته في حال غضبه إلى أن يحيف على من تحت يديه ، و رجل مشى بين اثنين فلم يمل مع أحدهما على الآخر بشعيرة ، و رجل قال الحق فيما له و عليه .

আবু আব্দুল্লাহ (আ) বলেছেন: “কিয়ামতের দিন মানুষের হিসাব শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিন ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে: সেই ব্যক্তি, যার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও রাগের সময় সে তার অধীনস্থদের উপর জুলুম করে না। সেই ব্যক্তি, যে দুই ব্যক্তির মধ্যে বিচার করতে গিয়ে কারও পক্ষেই সামান্যতমও ঝুঁকে পড়ে না (পক্ষপাতিত্ব করে না)। এবং সেই ব্যক্তি, যে নিজের পক্ষে হোক বা বিপক্ষে, সর্বাবস্থায় সত্য কথা বলে।”

عند وجود ثلاثة أشياء اجابة الدعاء
(দোয়া কবুল হওয়ার তিন অবস্থা)
————————————————————

3: Hadith 6

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن الحسين بن إسحاق التاجر ، عن علي بن مهزيار رفعه إلى أبي عبدالله قال : إذا اقشعر جلدك ودمعت عيناك ووجل قلبك فدونك فقد قصد قصدك.

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন:“যখন তোমার চামড়া শিহরণ অনুভব করবে, চোখে অশ্রু জড়ো হবে, এবং হৃদয় কেঁপে উঠবে, তখন সুযোগ হাতছাড়া করো না, তোমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে (তোমার দোয়া কবুল হয়েছে)।”

لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يكون فيه ثلاث خصال
(মুমিন তখনই প্রকৃত মুমিন, যখন তিনটি গুণাবলি তার মধ্যে থাকবে)
————————————————————

3: Hadith 7

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا أحمد بن إدريس قال : حدثني محمد بن أحمد قال : حدثني سهل بن زياد ، عن الحارث بن الدلهاث مولى الرضا قال : سمعت أبا الحسن يقول : لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يكون فيه ثلاث خصال : سنة من ربه ، وسنة من نبيه ، وسنه من وليه ، فالسنة من ربه كتمان سره ، قال الله عز وجل : «عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول». وأما السنة من نبيه فمداراة الناس فان الله عز وجل أمر نبيه الله بمداراة الناس فقال : «خذ العفو و أمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين» . و أما السنة من وليه فالصبر في البأساء والضراء فان الله عز وجل يقول : «و الصابرين في البأساء و الضراء».

আবুল হাসান (আ) বলেন: “মুমিন তখনই প্রকৃত মুমিন, যখন তার মধ্যে তিনটি গুণাবলি থাকবে: তাঁর প্রভুর সুন্নাহ, তাঁর নবীর সুন্নাহ এবং তাঁর ওয়ালীর সুন্নাহ। প্রভুর সুন্নাহ হলো গোপনীয়তা বজায় রাখা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন: ‘তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী, আর তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারো কাছে প্রকাশ করেন না, তবে তাঁর মনোনীত রাসূল ছাড়া।’(কুরআন 72: 26-27)
নবীর সুন্নাহ হলো মানুষের সাথে নম্রতা ও সহনশীল আচরণ করা।আল্লাহ তাঁর নবীকে মানুষের সাথে কোমল আচরণের নির্দেশ দিয়ে বলেছেন: ‘আপনি ক্ষমা প্রদর্শন করুন এবং ভালো কাজের আদেশ দিন এবং মূর্খদের এড়িয়ে চলুন।’ (কুরআন 7:199)
ওয়ালীর সুন্নাহ হলো বিপদে ও কষ্টে ধৈর্য ধারণ করা। আল্লাহ বলেন:
‘যারা বিপদ ও কষ্টে ধৈর্য ধারণকারী।’(কুরআন 2:177)

ثلاث خصال لا تكون في المؤمن
(মুমিনের মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে না)
————————————————————————————

3: Hadith 8

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن النضر بن شعيب ، عن الحارثي عن أبي عبد الله ، عن أبيه السلام قال : لا يؤمن رجل فيه الشح والحسد والجبن ولا يكون المؤمن جباناً ولا حريصاً ولا شحيحاً.

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “কোনো ব্যক্তির মধ্যে যদি লোভ, হিংসা এবং ভীরুতা থাকে তাহলে সে পূর্ণ ঈমানদার হতে পারে না। আর সত্যিকারের মুমিন কখনো ভীরু হয় না, লোভী হয় না এবং কৃপণ হয় না।।”

سأل النبي ﷺ ربه عز وجل ثلاث خصال فأعطاه اثنتين ، ومنعه واحدة
(নবী ﷺ তাঁর প্রভুর কাছে তিনটি জিনিস প্রার্থনা করলেন; দুটি দেওয়া হলো, একটির অনুমতি মেলে নি)
————————————————————————————

3: Hadith 9

حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي قال : حدثنا محمد بن عثمان ابن أبي شيبة قال : حدثنا منجاب بن الحارث قال : حدثنا أبو حذيفة الثعلبي عن زياد بن علاقة ، عن جابر بن سمرة السوائي ، عن علي بن أبي طالب أن النبي ﷺ قال : سألت ربي تبارك و تعالى ثلاث خصال فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة ، قلت : يا رب لا تهلك أمتي جوعاً ، قال : لك هذه ، قلت : يا رب لا تسلط عليهم عدوا من غيرهم - يعني من المشركين - فيجتاحوهم قال : لك ذلك ، قلت : يارب لا تجعل بأسهم بينهم ، فمنعني هذه .

আলী ইবনে আবী তালিব (আ) বলেন, নবী ﷺ বলেন: “আমি আমার মহান প্রভুর কাছে তিনটি জিনিস প্রার্থনা করেছি; তিনি আমাকে দুটি দিয়েছেন এবং একটিতে বাধা দিয়েছেন। আমি বলেছি: ‘হে আমার প্রভু! আমার উম্মতকে ক্ষুধার (দুর্ভিক্ষের) মাধ্যমে ধ্বংস করবেন না।’ তিনি বললেন: ‘এটি মঞ্জুর করা হলো।’
আমি বললাম: ‘হে আমার প্রভু! তাদের উপর এমন শত্রু প্রেরণ করবেন না যারা তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।’তিনি বললেন: ‘এটিও মঞ্জুর করা হলো।’
আমি বললাম: ‘হে আমার প্রভু! তাদের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ/লড়াই সৃষ্টি করো না।’ তিনি এটি থেকে বিরত রাখলেন(মঞ্জুর করলেন না)।”

ثلاث درجات و ثلاث كفارات و ثلاث موبقات و ثلاث منجيات
(তিনটি মর্যাদা দানকারী, তিনটি কাফফারা, তিনটি ধ্বংসকারী, তিনটি মুক্তি দানকারী গুণ)
————————————————————————————

3: Hadith 10

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال : حدثنا أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن هارون بن الجتهم ، عن توير بن أبي فاختة ، عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن سعد بن طريف عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر السلام قال : ثلاث درجات ، وثلاث كفارات، وثلاث موبقات ، وثلاث منجيات ، فأما الدرجات

فافشاء السلام ، و إطعام الطعام ، و الصلاة بالليل والناس نيام ، و الكفارات إسباغ الوضوء في السبرات والمشي بالليل و النهار إلى الصلوات ، و المحافظة على الجماعات ، أما الثلاث الموبقات فشح مطاع وهوى متبع ، و إعجاب المرء بنفسه ، وأما المنجيات فخوف الله في السر والعلانية ، والقصد في الغنى والفقر ، وكلمة العدل في الرضا و السخط.

আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনে আলী বাকির (আ) বলেন: “তিনটি মর্যাদা দানকারী, তিনটি কাফফারা, তিনটি ধ্বংসকারী, তিনটি মুক্তি দানকারী গুণ আছে। মর্যাদা দানকারী গুণগুলো হলো: সালামের প্রসার ঘটানো, অন্যকে খাবার খাওয়ানো এবং যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে তখন তাহাজ্জুদ নামাজ পড়া।
কাফফারা গুণগুলো হলো: তীব্র শীতে পূর্ণাঙ্গভাবে ওজু করা, দিনে ও রাতে নামাজের উদ্দেশ্যে হেঁটে যাওয়া এবং জামাতের সাথে নামাজ আদায়ের ব্যাপারে সচেষ্ট থাকা।
ধ্বংসকারী গুণগুলো হলো: লোভকে প্রশ্রয় দেওয়া, প্রবৃত্তির অনুসরণ এবং নিজের সম্পর্কে অহংকার।
মুক্তি দানকারী গুণগুলো হলো: গোপনে এবং প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করা, সচ্ছলতা ও দরিদ্রতা উভয় অবস্থায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করা এবং সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি সর্বদা ন্যায়ের কথা বলা।"

ثلاث مهلكات ، و ثلاث منجيات
(তিনটি ধ্বংসকারী ও তিনটি মুক্তি দানকারী গুণ)
————————————————————————

3: Hadith 11

أخبرني الخليل بن أحمد السجزي القاضي قال : أخبرنا ابن صاعد قال حدثنا يوسف بن موسى القطان ، و أحمد بن منصور بن سيار قالا : حدثنا أحمد بن يونس قال : حدثنا أيوب بن عتبة ، عن الفضل بن بكير العبدي قال : حدثنا قتادة ، عن أنس ، عن رسول الله ﷺ قال : ثلاث مهلكات ، وثلاث منجيات ، فالمنجيات خشية الله عز وجل في السر والعلانية ، والقصد في الغنى و الفقر ، و العدل في الرضا والغضب. و الثلاث المهلكات شح مطاع ، وهوى متبع ، وإعجاب المرء بنفسه. وقد روي حديث آخر عن الصادق أنه قال : الشح المطاع سوء الظن بالله عز وجل. وقد أخرجته مسنداً في كتاب معاني الأخبار.

আনাস থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ ﷺ “তিনটি ধ্বংসকারী ও তিনটি মুক্তি দানকারী গুণ আছে: মুক্তি দানকারী গুণগুলো হলো গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করা, সচ্ছলতা ও দারিদ্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা এবং সন্তুষ্টি ও রাগের মধ্যে ন্যায়বিচার করা।
ধ্বংসকারী গুণগুলো হলো: লোভের আনুগত্য করা, প্রবৃত্তির অনুসরণ করা এবং নিজের আত্মপ্রসংসা।”

[সাদিক (আ) থেকে অন্য এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: লোভের আনুগত্য' (الشح المطاع) হলো মহান আল্লাহ সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করা। (এ হাদিসটি এই কিতাবের লেখক 'মা'আনি আল-আখবার' কিতাবে সনদসহ উল্লেখ করেছেন]

3: Hadith 12

حدثنا أبو الحسن محمد بن علي بن الشاه قال : حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسين قال : حدثنا أبو يزيد أحمد بن خالد الخالدي قال : حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي قال : حدثنا أبي قال : حدثنا أنس بن محمد أبو مالك ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ، عن النبي ﷺ أنه قال في وصيته له : يا علي ثلاث درجات و ثلاث كفارات ، و ثلاث مهلكات ، و ثلاث منجيات ، فأما الدرجات فإسباغ الوضوء في السبرات ، و انتظار الصلاة بعد الصلاة ، و المشي بالليل و النهار إلى الجماعات . و أما الكفارات فإفشاء السلام و إطعام الطعام و التهجد بالليل و الناس نيام ، و أما المهلكات فشح

مطاع ، و هوى متبع ، و إعجاب المرء بنفسه ، و أما المنجيات فخوف الله في السر و العلانية ، و القصد في الغنى و الفقر ، و كلمة العدل في الرضا و السخط .

و في حديث آخر عن النبي ﷺ أنه لما سئل في المعراج فيما اختصم الملأ الأعلى ؟ قال : في الدرجات و الكفارات ، قال : فنوديت و ما الدرجات ؟ قلت : إسباغ الوضوء في السبرات ، و المشي إلى الجماعات ، و انتظار الصلاة بعد الصلاة ، و ولايتي و ولاية أهل بيتي حتى الممات .

و الحديث طويل قد أخرجته مسنداً على وجهه في كتاب إثبات المعراج .

আলী ইবনে আবী তালিব (আ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ওসিয়তে বলেছেন: “হে আলী! তিনটি মর্যাদা দানকারী গুণ, তিনটি কাফফারা, তিনটি ধ্বংসকারী এবং তিনটি মুক্তি দানকারী গুণ রয়েছে।
মর্যাদা দানকারী গুণগুলো হলো:
তীব্র শীতেও পূর্ণাঙ্গভাবে ওজু করা, এক নামাজের পর আরেক নামাজের অপেক্ষা করা এবং দিন-রাতে জামাতের নামাজে যাওয়ার জন্য হেঁটে যাওয়া ।
কাফফারা গুণগুলো হলো:
সালামের প্রসার ঘটানো, মানুষকে খাবার খাওয়ানো এবং যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে তখন রাতে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করা।
ধ্বংসকারী গুণগুলো হলো:
লোভের আনুগত্য করা, প্রবৃত্তির অনুসরণ করা এবং নিজের প্রতি অহংকার করা।
মুক্তি দানকারী গুণগুলো হলো:
গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করা, সচ্ছলতা ও দারিদ্র্য উভয় অবস্থায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করা এবং সন্তুষ্টি ও রাগের সময় ন্যায়ের কথা বলা।”

আরেকটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মিরাজের রাতে নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: “ঊর্ধজগতের ফেরেশতারা কোন বিষয়ে বিতর্ক করছিল?”
তিনি বলেন: “মর্যাদা ও কাফফারার বিষয় নিয়ে।”
তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়: “মর্যাদাগুলো কী?”
আমি বললাম: “তীব্র শীতে পূর্ণাঙ্গভাবে ওজু করা, জামাতের জন্য হেঁটে যাওয়া, এক নামাজের পর আরেক নামাজের অপেক্ষা করা এবং আমার ও আমার আহলে বাইতের প্রতি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আনুগত্য প্রকাশ করা।”

[লেখক বলেন: এই হাদীসটি দীর্ঘ; এর পূর্ণ সনদসহ বর্ণনা ‘ইসবাতুল মি‘রাজ’ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে]

3: Hadith 13

حدثنا محمد بن علي ما جيلويه رضي الله عنه قال : حدثني عمي محمد بن أبي القاسم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن النبي ﷺ قال : ثلاث موبقات : نكث الصفقة ، و ترك السنة ، و فراق الجماعة . و ثلاث منجيات : تكف لسانك ، و تبكي على خطيئتك ، و تلزم بيتك .

জাফর ইবনে মুহাম্মাদ (আ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন: “তিনটি জিনিস ধ্বংসকারী এবং তিনটি জিনিস মুক্তিদানকারী।
ধ্বংসকারী গুণগুলো হলো:
না বুঝে চুক্তি করা, সুন্নাহ পরিত্যাগ করা এবং জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া।
মুক্তিদানকারী গুণগুলো হলো:
নিজ জিহ্বাকে সংযত রাখা, নিজের পাপের জন্য কান্না করা এবং নিজের ঘরে অবস্থান করা।”

ثلاث من كن فيه زوجه الله من الحور العين
(তিনটি গুণ যার মধ্যে থাকলে আল্লাহ তাকে হুরদের সাথে বিবাহ দেবেন)
————————————————————————————

3: Hadith 14

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ثلاث من كن فيه زوجه الله من الحور العين كيف يشاء : كظم الغيظ ، و الصبر على السيوف في سبيل الله عز وجل ، و رجل أشرف على مال حرام فتركه لله عز وجل .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “তিনটি গুণ যার মধ্যে থাকবে, আল্লাহ তাকে ইচ্ছামতো হুরদের সাথে বিবাহ দেবেন। ক্রোধ সংবরণ করা, আল্লাহর পথে তলোয়ারের আঘাতের ওপর ধৈর্য ধারণ করা। যে ব্যক্তি হারাম সম্পদ অর্জনের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর জন্য তা ত্যাগ করে।”

ثلاثة إن لم تظلمهم ظلموك
(তিনজন, যাদের প্রতি কঠোর না হলে তারা কঠোর হবে)
————————————————————————————

3: Hadith 15

حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال : حدثنا عبدالله بن جعفر الحميري ، عن الفضل بن عامر ، عن موسى بن القاسم البجلي ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه قال : قال رسول الله ﷺ : ثلاثة إن لم تظلمهم ظلموك : السفلة ، و زوجتك ، و خادمك .

আবু আবদুল্লাহ (আ) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “তিনজন আছে তুমি যদি তাদের প্রতি কঠোর না হও, তারা তোমার প্রতি কঠোর হবে: নিম্নচরিত্র ব্যক্তি, তোমার স্ত্রী এবং তোমার খাদেম (ভৃত্য)।”

ثلاثة لا ينتصفون من ثلاثة
(তিন ব্যক্তি তিন ব্যক্তির কাছ থেকে ন্যায়সঙ্গত প্রতিদান পায় না)
————————————————————————————

3: Hadith 16

حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رحمه الله عن عمه محمد بن أبي القاسم قال : حدثني أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أحمد بن عبيد ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن ثابت ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن علي قال : ثلاثة لا ينتصفون من ثلاثة : شريف من وضيع ، و حليم من سفيه ، و بر من فاجر .

আলী (আ) বলেছেন: “তিন ব্যক্তি তিন ব্যক্তির কাছ থেকে ন্যায়সঙ্গত প্রতিদান পায় না: সম্মানিত ব্যক্তি নিকৃষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে, সহনশীল ব্যক্তি মূর্খ ব্যক্তির কাছ থেকে, এবং পুণ্যবান ব্যক্তি পাপিষ্ঠ ব্যক্তির কাছ থেকে।”

ثلاث خصال العبد بينهن
(বান্দার সর্বদা তিনটি অবস্থায় থাকে)
————————————————————————————

3: Hadith 17

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي القاسم عبد الرحمن بن حماد ، عن أبي عمران عمرو بن مصعب العرزمي ، عن أبي حمزة الثمالي قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : العبد بين ثلاثة : بلاء و قضاء و نعمة ، فعليه في البلاء من الله الصبر فريضة ، و عليه في القضاء من الله التسليم فريضة ، و عليه في النعمة من الله عز وجل الشكر فريضة .

বর্ণনাকারী বলেন: আমি আবু জাফর (আ) কে বলতে শুনেছি: “বান্দা সর্বদা তিনটি অবস্থার মধ্যে থাকে: বিপদ, ফয়সালা এবং নিয়ামত। আল্লাহর পক্ষ বিপদ আসলে তার উপর ধৈর্য ধরা ফরজ।আল্লাহর ফয়সালার ক্ষেত্রে আত্মসমর্পণ করা ফরজ। আর আল্লাহর নিয়ামতের ক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ফরজ।”

ثلاثة حق لهم أن يرحموا
(তিন ব্যক্তি আছে, যারা দয়া পাওয়ার হকদার)
————————————————————————————
3: Hadith 18

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إني لأرحم ثلاثة ، و حق لهم أن يرحموا : عزيز أصابته مذلة بعد العز ، و غني أصابته حاجة بعد الغنى ، و عالم يستخف به أهله و الجهلة .

বর্ণনাকারী বলেন: আমি আবু আবদুল্লাহ (আ)-কে বলতে শুনেছি:
“আমি তিন ব্যক্তির প্রতি দয়া অনুভব করি, এবং তাদের প্রতি দয়া করা উচিত। যে সম্মানিত ব্যক্তি সম্মানের পরে অপমানের সম্মুখীন হয়েছে। যে ধনী ব্যক্তি স্বচ্ছলতার পরে অভাবগ্রস্ত হয়েছে এবং এমন জ্ঞানী ব্যক্তি যাকে তার পরিবার ও মূর্খ লোকেরা তুচ্ছজ্ঞান করে।”

ثلاثة يبغضهم الله عز وجل
(তিনজন, যাদেরকে আল্লাহ ঘৃণা করেন)
————————————————————————————

3: Hadith 19

حدثنا حمزة بن محمد بن أحمد العلوي رضي الله عنه قال : أخبرني علي ابن إبراهيم بن هاشم ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان، عن أبي عبد الله قال : إنَّ الله عز وجل يبغض الغني الظلوم ، والشيخ الفاجر ، و الصعلوك

المختال ، ثم قال : أتدري ما الصعلوك المختال ؟ قال : فقلنا : القليل المال ، قال : لا هو الذي لا يتقرب إلى الله عز وجل بشيء من ماله .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “আল্লাহ তা‘আলা তিন ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন: অত্যাচারী ধনী, পাপাচারী বৃদ্ধ, অহংকারী দরিদ্র।”

অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন: ‘তোমরা কি জানো অহংকারী দরিদ্র ব্যক্তি কে?’ আমরা বললাম: ‘যার সম্পদ কম।’ তিনি বললেন: ‘না, বরং সে হলো এই ব্যক্তি যিনি তাঁর সম্পদ থেকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য ব্যয় করে না।’

ثلاث يحسن فيهن الكذب و ثلاث يقبح فيهن الصدق وثلاثة مجالستهم تميت القلب
(তিনটি ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা ভালো, তিনটি ক্ষেত্রে সত্য বলা মন্দ, এবং তিন ব্যক্তির সাথে বসা হৃদয় ধ্বংস করে)
————————————————————————

3: Hadith 20

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن الحسين بن سعيد ، عن أبي الحسين بن الحضرمي ، عن موسى بن القاسم البجلي ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن سعيد ، عن المحاربي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي قال : قال النبي ﷺ : ثلاث يحسن فيهن الكذب : المكيدة في الحرب ، وعدتك زوجتك ، و الاصلاح بين الناس . و ثلاث يقبح فيهن الصدق : النميمة ، وإخبارك الرجل عن أهله بما يكرهه . وتكذيبك الرجل عن الخبر. قال: و ثلاثة مجالستهم تميت القلب: مجالسة الأنذال والحديث مع النساء ، و مجالسة الأغنياء .

আলী (আ) বলেন: নবী ﷺ বলেছেন: “তিনটি ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা উত্তম: যুদ্ধ কৌশলে,স্ত্রীকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া (সুসম্পর্ক বজায় রাখতে) এবং মানুষের মধ্যে মীমাংসা ঘটানো।
তিনটি ক্ষেত্রে সত্য বলা মন্দ:
পরনিন্দা করা, কোনো ব্যক্তিকে তার পরিবার সম্পর্কে এমন কথা বলা যা সে অপছন্দ করে এবং কারো দেওয়া (সঠিক) সংবাদকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা।
আর তিন ব্যক্তির সাথে বসা হৃদয় ধ্বংস করে:
নিকৃষ্ট/নীচ ব্যক্তির সঙ্গে বসা, নারীদের সঙ্গে অতিরিক্ত কথাবার্তা বলা এবং ধনীদের সঙ্গে বসা।”

ثلاث بثلاث
(তিনটির বিনিময়ে তিন)
————————————————————————

3: Hadith 21

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا أحمد بن إدريس قال : حدثني محمد بن أحمد ، عن عبدالله بن محمد الرازي ، عن بكر بن صالح ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله قال : من صدق لسانه زكاعمله ، و من حسنت نيته زاد الله في رزقه ، و من حسن بره بأهله زاد الله في عمره .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “যার জিহ্বা সত্যবাদী, আমল বরকতময় হয়। যার নিয়ত সৎ, আল্লাহ তার রিজিক বৃদ্ধি করেন। যে তার পরিবারের প্রতি ভালো ব্যবহার করে, আল্লাহ তার আয়ু বৃদ্ধি করেন।”

واحدة بثلاث
(একের বিনিময়ে তিন)
————————————————————————————

3: Hadith 22

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد ، عن أبي سعيد الأدمي ، عن عبد العزيز العبدي ، عن ابن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله الله يقول : من تعلق قلبه بالدنيا تعلق منها بثلاث خصال : هم لا يفنى ، و أمل لا يدرك ، ورجاء لا ينال .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “যার হৃদয় দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট, তার সাথে তিনটি বৈশিষ্ট্য লেগে থাকে: এমন দুশ্চিন্তা যা শেষ হয় না, এমন আকাঙ্ক্ষা যা শেষ হয় না, এমন আশা যা কখনও অর্জিত হয় না।”

علامات الكبر ثلاث
(বার্ধক্যের তিনটি লক্ষণ)
————————————————————————————

3: Hadith 23

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الصباح مولى أبي عبد الله قال : كنت مع أبي عبد الله فلما مررنا بأحد قال : ترى الثقب الذي فيه ، قلت : نعم ، قال : أما أنا فلست أراه ، و علامة الكبر ثلاث : كلال البصر ، و انحناء الظهر ، ورقة القدم

বর্ণনাকারী বলেন: আমি আবু আবদুল্লাহ (আ)-র সাথে ছিলাম। যখন আমরা উহুদ পাহাড়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন তিনি বললেন:
“তুমি কি এতে যে ছিদ্র আছে তা দেখতে পাচ্ছো?”
আমি বললাম: হ্যাঁ।
তিনি বললেন: “কিন্তু আমি তো তা দেখতে পাচ্ছি না ”
এরপর তিনি বললেন: “বার্ধক্যের তিনটি লক্ষণ: দৃষ্টিশক্তিতে দুর্বলতা, পিঠ বাঁকা হওয়া এবং পায়ের তলার চামড়া নরম হওয়া।”

ثلاث خصال خص بها الانبياء (ع) و أولادهم وأتباعهم
(নবীগণ (আ) ও তাঁদের সন্তান এবং অনুসারীদের জন্য বিশেষভাবে তিনটি গুণ নির্ধারিত করা হয়েছে)
————————————————————————————

3: Hadith 24

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبدالله قال : حدثني الحسن بن موسى الخشاب ، عن إسماعيل بن مهران ، عن علي بن عثمان ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر السلام قال : إن الأنبياء و أولاد الأنبياء وأتباع الأنبياء خصوا بثلاث خصال : السقم في الأبدان ، وخوف السلطان ، و الفقر .

আবুল হাসান মুসা ইবনে জাফর (আ) বলেছেন: “নিশ্চয়ই নবীগণ (আ) ও তাঁদের সন্তানগণ এবং অনুসারীদের তিনটি বৈশিষ্ট্যের দ্বারা বিশিষ্ট করা হয়েছে: শারীরিক অসুস্থতা, শাসকের ভয় এবং দরিদ্রতা।”

ثلاث خصال فيهن المقت من الله تبارك و تعالى
(আল্লাহর অপছন্দনীয় তিনটি কাজ)
————————————————————

3: Hadith 25

حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار قال : حدثني محمد بن أحمد قال : حدثني موسى بن جعفر البغدادي ، عن محمد بن المعلي ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله قال : ثلاث فيهن المقت من الله عز وجل : نوم من غير سهر ، وضحك من غير عجب ، وأكل على الشبع .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “তিনটি কাজে আল্লাহর অসন্তুষ্টি রয়েছে: রাত না জেগে (রাতে ইবাদত না করে) ঘুমানো, কারণ ছাড়াই হাসা এবং পেট ভরা থাকা সত্ত্বেও খাবার খাওয়া।”

الهدية على ثلاثة وجوه
(উপহারের তিন ধরন)
————————————————————

3: Hadith 26

حدثنا محمد بن علي ما جيلويه رضي الله عنه قال : حدثني عمي محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن منصور بن العباس ، عن علي بن أسباط ، عن أحمد بن عبد الجبار ، عن جده ، عن أبي عبد الله قال : الهدية على ثلاثة وجوه: هدية مكافأة ، و هدية مصانعة ، و هدية الله عز وجل .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “উপহারের তিন ধরন : প্রতিদান স্বরূপ উপহার, স্বার্থসিদ্ধির উপহার এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য উপহার।”

ثلاث خصال لم يعرمنها نبي فمن دونه
(তিনটি বিষয় আছে, যেগুলো থেকে কোনো নবী এবং তাঁর নিচের মর্যাদার লোকও মুক্ত নন)
————————————————————

3: Hadith 27

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا أحمد بن إدريس ، و محمد بن يحيى العطار جميعاً ، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري باسناده يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : ثلاث لم يعر منها نبي فمن دونه : الطيرة والحسد ، والتفكر في الوسوسة في الخلق .

قال مصنف هذا الكتاب - أدام الله عزه - : معنى الطيرة في هذا الموضع هو أن يتطير منهم قومهم فأماهم الله فلا يتطيرون وذلك كما قال الله عز وجل عن قـوم صالح « قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله وكما قال آخرون لا نبيائهم عليهم السلام : « إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم - الآية .

و أما الحسد [فانه] في هذا الموضع هو أن يحسدوا لا أنهم يحسدون غيرهم و ذلك كما قال الله عز وجل: «أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة و آتيناهم ملكاً عظيماً ،

و أما التفكر في الوسوسة في الخلق فهو بلواهم بأهل الوسوسة لاغير ذلك، و ذلك كما حكى الله عز و جل عنهم عن الوليد بن المغيرة المخزومي « إنه فكر و قدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر » يعني) قال للقرآن : « إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر ، .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “তিনটি বিষয় আছে, যেগুলো থেকে কোনো নবী এবং তাঁর নিচের মর্যাদার লোকও মুক্ত নন: কুসংস্কার (তীয়ারাহ), হিংসা (হাসাদ) এবং সৃষ্টিজগত সম্পর্কে শয়তানি কুমন্ত্রণা নিয়ে চিন্তা করা (ওয়াসওয়াসা)।”

এই কিতাবের লেখক বলেন:
তিয়ারাহ্ (الطيرة): এখানে 'তিয়ারাহ্' মানে এই নয় যে নবীরা অশুভ লক্ষণে বিশ্বাস করতেন। বরং এর অর্থ হলো তাঁদের কওম বা জাতি তাঁদেরকে (নবীদের) অশুভ মনে করত। কিন্তু নবীরা নিজেরা অশুভ লক্ষণে বিশ্বাস করতেন না। যেমন মহান আল্লাহ সালেহ (আ)-এর কওম সম্পর্কে বলেছেন: "তারা বলল, আমরা তোমাকে ও তোমার সাথীদের অশুভ লক্ষণ হিসেবে গণ্য করছি। সালেহ বললেন, তোমাদের শুভ-অশুভ আল্লাহর কাছে..." (কুরআন 27:47). অন্য নবীদের সম্পর্কেও কাফেররা বলেছিল: "আমরা তো তোমাদের অশুভ মনে করি, যদি তোমরা বিরত না হও তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদের পাথর ছুড়ে মারব..." (কুরআন 36:18).

হাসাদ (الحسد): এখানে 'হাসাদ' বা হিংসার অর্থ হলো, অন্য লোকেরা নবীদের হিংসা করত, নবীরা কাউকে হিংসা করতেন না। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: "বরং তারা কি লোকদেরকে হিংসা করে, আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তার কারণে? তাহলে তো আমি ইবরাহীমের বংশধরকে কিতাব ও হিকমত দান করেছি এবং তাদেরকে দিয়েছি বিশাল রাজত্ব।" (কুরআন 4:54)

সৃষ্টির বিষয়ে ওয়াসওয়াসা নিয়ে চিন্তা করা: এর অর্থ হলো নবীরা ওয়াসওয়াসাকারী লোকদের দ্বারা পরীক্ষিত হতেন। যেমন আল্লাহ ওয়ালিদ বিন মুগিরা মাখজুমি সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন: "সে চিন্তা করল এবং সিদ্ধান্ত নিলো। ধ্বংস হোক সে, কীভাবে সে এ সিদ্ধান্ত নিলো! আবারও ধ্বংস হোক সে, কীভাবে সে এ সিদ্ধান্ত নিলো!" অর্থাৎ সে কুরআনের ব্যাপারে বলেছিল: "এ তো লোকপরম্পরায় প্রাপ্ত জাদু ছাড়া আর কিছুই নয়, এ তো মানুষের কথামাত্র ।" (কুরআন 74:18-25)

أصول الكفر ثلاثة
(কুফরের মূল ভিত্তি তিনটি)
————————————————————————

3: Hadith 28

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال : حدثني العباس بن معروف ، عن بكر بن محمد ، عن أبي بصير عن أبي عبدالله قال : أصول الكفر ثلاثة : الحرص والاستكبار و الحسد ، فأما الحرص فآدم حين نهي عن الشجرة حمله الحرص على أن يأكل منها ، و أما الاستكبار فابليس حين أمر بالسجود فأبى ، وأما الحسد فابنا آدم حين قتل أحدهما صاحبه حسداً.

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: "কুফরের মূল তিনটি বিষয়: লোভ, অহংকার এবং হিংসা। লোভ (চরম আগ্রহ) হলো আদম (আ) এর ক্ষেত্রে, যখন তাঁকে নিষিদ্ধ গাছ থেকে খেতে নিষেধ করা হয়েছিলো, তখন লোভ তাঁকে সেই গাছ থেকে খেতে প্ররোচিত করেছিলো। অহংকার হলো ইবলিশের ক্ষেত্রে, যখন তাঁকে সেজদা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো তখন সে অহংকারবশত তা অস্বীকার করেছিলো। হিংসা হলো আদম (আ) এর দুই ছেলের ক্ষেত্রে, যখন তাদের একজন হিংসার বশবর্তী হয়ে অন্যজনকে হত্যা করেছিলো।

الدين على ثلاثة وجوه
(ধর্ম তিনভাবে ব্যাখ্যা করা যায়)
————————————————————

3: Hadith 29

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن علي بن يقطين عن عمرو عن خلف بن حماد ، عن محرز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله قال : قال رسول الله ﷺ : الدين على ثلاثة وجوه : رجل إذا كان له فأنظر و إذا كان عليه أعطى ولم يماطل فذلك له و لا عليه . و رجل إذا كان له استوفى ، و إن كان عليه أوفى ، فذلك لاله ولا عليه . و رجل إذا كان له استوفى وإذا كان عليه مطل فذلك عليه ولا له .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "দেনা পাওনা তিন ধরনের মানুষের উপর নির্ভর করে: এমন ব্যক্তি যার কাছে (অর্থাৎ যার উপর ঋণ আছে) সে যখন ঋণগ্রহীতা হয় তখন সে সময় দেয় (অর্থাৎ ঋণদাতাকে সময় দেয় যদি তার অসুবিধা হয়), আর যখন তার উপর ঋণ থাকে তখন সে পরিশোধ করে এবং টালবাহানা করে না। এমন ব্যক্তির জন্য ঋণ নেয়া-দেয়া উভয়ই ভালো।
এমন ব্যক্তি যার কাছে (যার উপর ঋণ আছে) সে যখন ঋণদাতা হয় তখন সে পুরোপুরি আদায় করে নেয় (অর্থাৎ তার পাওনা পুরোটা নেয়), আর যখন তার উপর ঋণ থাকে তখন সেও পুরোপুরি পরিশোধ করে। এমন ব্যক্তির জন্যও ঋণ নেয়া-দেয়া উভয়ই ভালো।"
এমন ব্যক্তি যার কাছে (যার উপর ঋণ আছে) সে যখন ঋণদাতা হয় তখন সে পুরোপুরি আদায় করে নেয়, কিন্তু যখন তার উপর ঋণ থাকে তখন সে টালবাহানা করে (দেরি করে, ফাঁকি দেয়)। এমন ব্যক্তির জন্য ঋণ নেয়া খারাপ, আর ঋণ দেয়া ভালো নয়।

وجوه الاستيذان ثلاثة
(অনুমতির তিনটি ধরন)
————————————————————

3: Hadith 30

حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله الله قال : الاستيذان ثلاثة أو لهن يسمعون ، والثانية

يحذرون ، و الثالثة إن شاؤوا أذنوا و إن شاؤوا لم يفعلوا فيرجع المستأذن .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “অনুমতির তিনটি ধরন আছে:
প্রথমবার: যাতে তারা শুনতে পায়।
দ্বিতীয়বার: যাতে তারা সতর্ক (প্রস্তুত) হতে পারে। তৃতীয়বার: তারা (গৃহকর্তা) চাইলে অনুমতি দিতে পারে, চাইলে নাও দিতে পারে; তখন অনুমতি চাওয়া ব্যক্তিকে ফিরে যেতে হবে।”

ثلاثة لا يسلمون
(তিন ব্যক্তিকে সালাম দেওয়া উচিত নয়)
————————————————————

3: Hadith 31

حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال : حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب باسناده يرفعه إلى الصادق قال : ثلاثة لا يسلمون : الماشي مع جنازة ، والماشي إلى الجمعة ، و في بيت الحمام.

বর্ণনাকারী মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন সাদিক (আ) বলেছেন:বি“তিন ব্যক্তিকে সালাম দেওয়া উচিত নয়: মুর্দার জানাজার সাথে গমনকারী।জুমার নামাজের উদ্দেশ্যে চলমান এবং গোসলখানায় থাকা ব্যক্তি।”

خير الناس ثلاثة
(শ্রেষ্ঠ মানুষের তিনটি গুণ)
————————————————————

3: Hadith 32

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي ، عن أبي خالد محمد بن سليمان ، عن رجل ، عن ابن المنكدر باسناده قال : قال رسول الله ﷺ : خيركم من أطعم الطعام ، و أفشى السلام و صلى و الناس نيام .

ইবনুল মুনকাদির সনদসহ উল্লেখ করে বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তি: যে অন্যকে খাবার খাওয়ায়। সালামের প্রসার ঘটায় এবং যখন মানুষ ঘুমায় তখন নামাজ পড়ে (তাহাজ্জুদ)”

ثلاث خصال خصلة منها تظهر الفني و خصلة تظهر الجمال و خصلة تكبت الاعداء
(তিনটি বৈশিষ্ট্য: একটি ধনসম্পদের প্রকাশ, একটি সৌন্দর্যের প্রকাশ, এবং একটি শত্রুদের দমনকারী)
————————————————————

3: Hadith 33

حدثنا حمزة بن محمد بن أحمد العلوي رضي الله عنه قال : أخبرني على ابن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه، عن آبائه ، عن على قال : الدهن يظهر الغنى ، والثياب تظهر الجمال ، وحسن الملكة يكبت الأعداء .

আলী (আ) বলেছেন: "তিনটি গুণ: তেলের ব্যবহার ধনীত্ব প্রকাশ করে। পোশাক সৌন্দর্য প্রকাশ করে। উত্তম শাসন ব্যবস্থা শত্রুদের দমন করে।"

ثلاث من سنن المرسلين
(রাসূলগণের তিনটি সুন্নত)
————————————————————

3: Hadith 34

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه : قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم يرفعه إلى أبي عبد الله قال : ثلاث من سنن المرسلين : العطر ، و إحفاء الشعر ، و كثرة الطروقة .

বর্ণনাকারী মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন, আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: "রাসূলগণের তিনটি সুন্নত: সুগন্ধি ব্যবহার করা, শরীরের চুল পরিষ্কার এবং স্ত্রীদের সাথে অধিক সময় অতিবাহিত করা (পারিবারিক সুসম্পর্ক)।"

ثلاثة يجلين البصر
(তিনটি জিনিস যা দৃষ্টিশক্তি সতেজ করে)
————————————————————

3: Hadith 35

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى ، عن عبيد الله بن عبدالله الدهقان ، عن درست بن أبي منصور ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن الأول قال : ثلاثة يجلين البصر : النظر إلى الخضرة ، والنظر إلى الماء الجاري ، والنظر إلى الوجه الحسن .

আবুল হাসান আল আউয়াল (আ) বলেছেন: "তিনটি জিনিস যা দৃষ্টিশক্তিকে সতেজ করে: সবুজ শ্যামল প্রকৃতির দিকে দেখা। বহমান স্বচ্ছ পানির দিকে দেখা। সুন্দর চেহারার দিকে দেখা।"

الخصال الجميلة ثلاث
(সুন্দর বৈশিষ্ট্য তিনটি)
————————————————————

3: Hadith 36

حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن عبد العزيز بن عمر ، عن أحمد بن عمر الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله : أي الخصال بالمرء أجمل ؟ قال : وقار بلا مهابة ، وسماح بلاطلب مكافأة ، و تشاغل بغير متاع الدنيا .

বর্ণনাকারী বলেন বলেন: আমি আবু আবদুল্লাহ (আ)-কে জিজ্ঞেস করলাম: মানুষের জন্য কোন গুণগুলো সবচেয়ে সুন্দর?
তিনি বললেন: “ভীতিহীন গাম্ভীর্য, প্রতিদান প্রত্যাশা ছাড়াই দানশীলতা এবং দুনিয়ার ভোগবিলাস ছাড়া অন্য মহৎ কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখা।”

السرف في ثلاث
(অপচয় তিনটি বিষয়ে)
————————————————————

3: Hadith 37

حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس رضي الله عنه عن أبيه قال : حدثني عد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري باسناده يرفعه إلى أبي عبدالله قال : السرف في ثلاث : ابتذالك ثوب صونك ، وإلقائك النوى يميناً وشمالاً ، و اهراقك فضلة الماء ، و قال : ليس في الطعام سرف .

বর্ণনাকারী মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন, আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন:
“তিনটি বিষয়ে অপচয় হয়: দামি পোশাককে অবহেলাভাবে ব্যবহরের মাধ্যমে নষ্ট করা। খেজুরের আঁটি যত্রতত্র ছুঁড়ে ফেলা। অতিরিক্ত পানি ফেলে দেওয়া।”
তিনি আরও বলেন: “খাবারের ক্ষেত্রে অপচয় নেই।”

لعن رسول الله ﷺ ثلاثة
(রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন ব্যক্তিকে অভিশাপ দিয়েছেন)
————————————————————

3: Hadith 38

حدثنا محمد بن علي ما جيلويه رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن عبيد الله بن عبدالله الدهقان ، عن درست بن أبي منصور ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن قال : لعن رسول الله ﷺ ثلاثة : الآكل زاده وحده ، والراكب في الفلاة وحده ، والنائم في بيت وحده .

আবুল হাসান (আ) বলেছেন: “রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন ব্যক্তিকে অভিশাপ দিয়েছেন: যে ব্যক্তি একা একা তার খাদ্য ভক্ষণ করে। যে ব্যক্তি নির্জন প্রান্তরে একা ভ্রমণ করে এবং যে ব্যক্তি ঘরে একা একা ঘুমায়।”

في الجنة درجة لا ينالها الا ثلاثة
(জান্নাতে একটি মর্যাদা আছে যা তিন ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ লাভ করবে না)

——————————————————————————

3: Hadith 39

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن زرعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ : إن في الجنة درجة لا ينالها إلا إمام عادل ، أو ذو رحم وصول ، أو ذو عيال صبور .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “নিশ্চয়ই জান্নাতে একটি মর্যাদা আছে যা তিন ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ লাভ করবে না: ন্যায়পরায়ণ শাসক, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী ব্যক্তি এবং পরিবার-পরিজনের দায়িত্বে ধৈর্যশীল ব্যক্তি।”

رفع القلم عن ثلاثة
(তিনটি ব্যক্তির উপর থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে)
——————————————————————————

3: Hadith 40

حدثنا الحسن بن محمد السكوني قال : حدثنا الحضرمي قال: حدثنا إبراهيم بن أبي معاوية قال : حدثنا أبي ، عن الأعمش ، عن أبي ظبيان قال : أتي عمر بامرأة مجنونة قد فجرت فأمر برجمها فمروا بها على علي بن أبي طالب فقال : ما هذه ؟ قالوا: مجنونة فجرت ، فأمر بها عمر أن ترجم ، فقال : لا تعجلوا فأتى عمر فقال له: أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، و عن المجنون حتى يفيق، و عن النائم حتى يستيقظ

قال مصنف هذا الكتاب: جاء هذا الحديث هكذا و الأصل في هذا قول أهل البيت عليهم السلام المجنون إذا زنى حد ، و المجنونة إذا زنت لا تحد لأن المجنون يأتي و المجنونة تؤتى .

উমরের কাছে এক পাগল মহিলাকে আনা হলো, যে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিলো। তিনি রজম করার নির্দেশ দিলেন। তারা তাকে নিয়ে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে আলী ইবন আবী তালিব (আ) এর সাথে দেখা হলো। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “এ কে?” তারা বলল, “এক পাগল মহিলা, যে ব্যভিচার করেছে। উমর তাকে রজম করার নির্দেশ দিয়েছেন।” আলী (আ) বললেন, “তাড়াহুড়ো করো না।” অতঃপর তিনি উমর এর কাছে গেলেন এবং বললেন, “আপনি কি জানেন না যে, তিন ব্যক্তির উপর থেকে (হিসাবের) কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে: শিশু যতক্ষন না সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়, পাগল যতক্ষন না সে সুস্থ হয় এবং ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয়”

[এই কিতাবের লেখক বলেছেন: এই হাদিসটি এভাবেই এসেছে। কিন্তু আহলে বাইত (আ)-এর মূল নীতি হলো যে, পাগল (পুরুষ) যদি ব্যভিচার করে তাহলে তার উপর হদ (শাস্তি) প্রযোজ্য হবে, আর পাগল (নারী) যদি ব্যভিচার করে তাহলে তার উপর হদ প্রযোজ্য হবে না। কারণ পাগল (পুরুষ) নিজে সক্রিয়ভাবে অপকর্মটি করে, আর পাগল (নারী)-কে অপকর্মটি করানো হয়]

حديث الثلاثة النفر الذين حلفوا باللات والعزى أن يقتلوا رسول الله ﷺ فنهض إليهم علي (ع)
(তিন ব্যক্তির ঘটনা যারা লাত ও উজ্জার নামে শপথ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হত্যা করার সংকল্প করেছিল; তখন আলী (আ) তাদের মোকাবিলায় বের হন)

———————————————————————————

3: Hadith 41

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثني محمد بن معقل الفرميسيني ، عن جعفر الوراق قال : حدثنا محمد بن الحسن الأشج ، عن يحيى بن زيد بن علي بن الحسين عليهم السلام قال : خرج رسول الله ﷺ ذات يوم وصلى الفجر ، ثم قال : معاشر الناس أيكم ينهض إلى ثلاثة نفر قد آلوا باللات والعزى ليقتلوني وقد كذبوا ورب الكعبة ، فأحجم الناس وما تكلم أحد ، فقال : ما أحسب أن علي بن أبي طالب فيكم ، فقام إليه عامر بن قتادة فقال : إنه وعك في هذه الليلة ولم يخرج يصلي معك ، فتأذن لي أن أخبره ؟ فقال النبي : شأنك ، فمضى إليه فأخبره فخرج أمير المؤمنين عليه السلام وكأنه نشط من عقال وعليه إزار قد عقد طرفيه على رقبته فقال : يا رسول الله ما هذا الخبر ؟ فقال : هذا رسول ربي يخبرني عن ثلاثة نفر قد نهضوا ليقتلوني وقد كذبوا ورب الكعبة ، فقال أمير المؤمنين : أنا لهم سرية وحدي ، هوذا ألبس ثيابي ، فقال النبي : بل هذه ثيابي وهذا درعي وهذا سيفي ، فألبسه ودرعه وعممه وقلده وأركبه فرسه ، وخرج أمير المؤمنين ، فمكث ثلاثة أيام لا يأتيه جبرئيل بخبره ولا خبر من الأرض ، فأقبلت فاطمة بالحسن والحسين على وركيها تقول : أوشك أن يؤتم هذان الغلامان ، فأسبل النبي ﷺ عينيه يبكي ، ثم قال : معاشر الناس من يأتيني بخبر علي أبشره بالجنة ، فافترق الناس في الطلب ، وأقبل عامر بن قتادة يبشر بعلي ، ودخل أمير المؤمنين ومعه أسيران ورأس وثلاثة أبعرة وثلاثة أفراس ، وهبط جبرئيل فخبر النبي ﷺ بما كان ، فقال له النبي ﷺ : تحب أن أخبرك بما كنت فيه يا أبا الحسن ؟ فقال : بل تحدث أنت يا أبا الحسن لتكون شهيداً على القوم ، فقال : نعم يا رسول الله لما صرت في الوادي رأيت هؤلاء ركباناً على الأباعر ، فنادوني من أنت ؟ فقلت : أنا علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله ، فقالوا : ما نعرف الله من رسول سواء علينا وقعنا عليك أو على محمد ، ودار بيني وبين أحدهم قتال ، فهبت ريح حمراء وسمعت صوتك فيها يا رسول الله تقول : قد قطعت لك جربان درعه فاضرب حبل عاتقه ، فضربته فلم أهلكه ، ثم هبت ريح سوداء وسمعت صوتك تقول : قد قلبت لك الدرع عن فخذه فاضرب فخذه ، فضربته فقطعته وقتلته وقطعت رأسه ، فقال الآخران : بلغنا أن محمداً رفيق رحيم فاحملنا إليه ولا تعجل علينا .

فقال النبي ﷺ : أما الصوت الأول الذي سمعت فصوت جبرئيل ، وأما الآخر فصوت ميكائيل ، ثم قال لأحد الرجلين : قل لا إله إلا الله واشهد أني رسول الله ، فقال : لنقل جبل أبي قبيس أحب إلي من أن أقول هذه الكلمة ، فقال : أخره يا أبا الحسن واضرب عنقه ، فضرب علي عنقه ، ثم قال للآخر : قل لا إله إلا الله واشهد أني رسول الله ، فقال : ألحقني بصاحبي ، فقام أمير المؤمنين ليضرب عنقه ، فهبط جبرئيل فقال : يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول : لا تقتله فإنه حسن الخلق سخي في قومه ، فقال الرجل : هذا رسول ربك يخبرك ؟ قال : نعم ، فقال : والله ما ملكت درهماً مع أخ لي إلا أنفقته ، ولا كلمت أحداً بسوء ، ولا قطبت وجهي في الجدب ، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ، فقال النبي ﷺ : هذا ممن جره حسن خلقه وسخاؤه إلى جنات النعيم .

ইয়াহইয়া ইবন যায়েদ ইবনে আলী ইবনুল হুসাইন (আ) বর্ণনা করেন: একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের নামাজ আদায় করার পর লোকদের বললেন, “হে লোকসকল! তোমাদের মধ্যে কে সেই তিন ব্যক্তির মোকাবিলায় যাবে যারা লাত ও উজ্জার নামে শপথ করেছে আমাকে হত্যা করার জন্য? তারা কাবার রবের কসম করে মিথ্যাবাদী।”

উপস্থিত লোকেরা থমকে গেলেন এবং নীরব রইলেন। তখন তিনি বললেন, “মনে হয় আলী ইবন আবি তালিব এখানে নেই।”
আমির ইবন কাতাদা বললেন, “তিনি আজ রাতে অসুস্থ ছিলেন, তাই আপনার সাথে নামাজে আসতে পারেননি। আমি কি তাকে খবর দেব?”
নবী ﷺ “বললেন তোমার ইচ্ছা” আমীর ইবনে কাতাদা আলী (আ)-এর কাছে গিয়ে খবর দিলে, আমীরুল মুমিনিন (আ) দ্রুত বের হয়ে আসলেন যেন তিনি বন্ধনমুক্ত কোনো তেজি ঘোড়া। তাঁর গায়ে ছিল একটি চাদর যার দুই প্রান্ত ঘাড়ের কাছে বাঁধা। এসে বললেন “হে আল্লাহর রাসূল! কি সংবাদ?
রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, “আমার প্রভুর প্রেরিত দূত আমাকে সংবাদ দিয়েছেন তিনজন ব্যক্তি আমাকে হত্যার জন্য অগ্রসর হয়েছে। কাবার রবের কসম, তারা মিথ্যাবাদী।" আলী (আ) বললেন: "আমি একাই তাদের জন্য যথেষ্ট। আমি কি গিয়ে আমার যুদ্ধের পোশাক পরে আসব?" নবী ﷺ বললেন: "বরং তুমি আমার এই পোশাক, আমার বর্ম

এবং আমার তলোয়ার নাও।" নবীজি ﷺ তাঁকে নিজের বর্ম ও আমামা পরালেন এবং নিজের ঘোড়ায় চড়িয়ে বিদায় দিলেন।
আমিরুল মুমিনীন (আ) চলে যাওয়ার পর তিন দিন অতিবাহিত হলো। জিবরাঈল (আ) কোনো খবর নিয়ে আসলেন না এবং পৃথিবী থেকেও কোনো সংবাদ এল না। তখন ফাতেমা (আ) হাসান ও হোসেনকে দুই কোলে নিয়ে ক্রন্দনরত অবস্থায় আসলেন এবং বললেন: “শীঘ্রই হয়তো এই দুই শিশু এতিম হতে চলেছে।” তা দেখে নবী ﷺ এর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। তিনি বললেন: “হে লোকসকল! কে আমাকে আলীর খবর এনে দিতে পারবে? আমি তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দেব।”
মানুষ আলীর খোঁজে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ল। এমন সময় আমীর ইবনে কাতাদা আলীর আগমনের সুসংবাদ নিয়ে আসলেন। আমিরুল মুমিনীন (আ) প্রবেশ করলেন; তাঁর সাথে ছিল দুজন বন্দি, একটি মাথা, তিনটি উট এবং তিনটি ঘোড়া। জিবরাঈল (আ) নবীজিকে সব ঘটনা জানালেন। নবীজি ﷺ আলীকে বললেন: “হে আবুল হাসান! তোমার সাথে কী ঘটেছে আমি কি তা বলব?” আলী (আ) বললেন, “না আপনিই বলুন যাতে লোকেরা সাক্ষী দিতে পারে” নবী ﷺ বললেন: “হে আবুল হাসান! বরং তুমিই বলো যাতে তুমি এদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হতে পারো।”
আলী (আ) বললেন: "হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসুল! আমি যখন ওয়াদিতে পৌঁছালাম, দেখলাম তারা উটের পিঠে সওয়ার। তারা আমাকে জিজ্ঞেস করল: 'তুমি কে?' আমি বললাম: 'আমি আলী ইবনে আবি তালিব, আল্লাহর রাসুলের চাচাতো ভাই।' তারা বলল: 'আমরা আল্লাহকেও চিনি না, রাসুলকেও চিনি না। আমাদের কাছে তুমি আর মুহাম্মদ সমান।' এরপর তাদের এক ব্যক্তি আমার ওপর আক্রমণ করল। আমাদের মধ্যে তলোয়ারের লড়াই হলো। হঠাৎ লাল রঙের ঝড়ো হাওয়া বয়ে গেল এবং আমি সেই বাতাসের মধ্যে আপনার কণ্ঠ শুনতে পেলাম। আপনি বলছিলেন, 'আমি তার বর্মের জোড়া ছিঁড়ে দিয়েছি, তুমি তার কাঁধের রগ বরাবর আঘাত করো।' আমি তাকে আঘাত করলাম কিন্তু তাকে হত্যা করতে পারলাম না। এরপর একটি কালো রঙের ঝড়ো হাওয়া বইল এবং আবার আপনার কণ্ঠ শুনলাম 'আমি তার উরু থেকে বর্ম সরিয়ে দিয়েছি, তুমি উরুতে আঘাত করো।' আমি তার উরুতে আঘাত করে তাকে দ্বিখণ্ডিত করলাম এবং তার মাথা কেটে নিলাম। বাকি দুজন আমাকে বলল 'আমরা শুনেছি মুহাম্মদ দয়ালু ও করুণাময়, আমাদের তাঁর কাছে নিয়ে চলুন, আমাদের হত্যা করতে তাড়াহুড়ো করবেন না।'
অতঃপর নবী ﷺ বললেন: “প্রথম যে কণ্ঠটি তুমি শুনেছ তা ছিল জিবরাঈল (আ)-র, আর দ্বিতীয়টি ছিল মিকাইল (আ)-এর।“ এরপর নবী ﷺ একজনকে বললেন: “বলো আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই এবং সাক্ষী দাও আমি আল্লাহর রাসূল।” সে বলল: “এটা বলার চেয়ে আবু কুবাইস পাহাড় সরানো আমার কাছে বেশি প্রিয়।” নবীজি বললেন: “হে আবুল হাসান, একে পেছনে নিয়ে তাঁর গর্দান উড়িয়ে দাও।” আলী (আ) তাঁর গর্দান উড়িয়ে দিলেন। এরপর তিনি অন্যজনকে বললেন, বলো “আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই এবং সাক্ষী দাও আমি আল্লাহর রাসূল।“ সে বলল: "আমাকে আমার সঙ্গীর কাছেই পাঠিয়ে দিন (অর্থাৎ আমাকেও হত্যা করুন)।আমীরুল মুমিনিন (আ) যখন তার গর্দান নেওয়ার জন্য দাঁড়ালেন, তখন জিবরাঈল (আ) অবতীর্ণ হয়ে বললেন: “হে মুহাম্মদ! আপনার প্রভু সালাম জানিয়েছেন এবং বলেছেন একে হত্যা করবেন না। কারণ সে উত্তম চরিত্রবান এবং স্বজাতির মধ্যে অত্যন্ত দানশীল।”
লোকটি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল: “আপনার প্রভুর দূত কি আপনাকে এই সংবাদ দিচ্ছেন?” নবীজি বললেন: “হ্যাঁ।” লোকটি বলল: “আল্লাহর কসম! আমার ভাইয়ের প্রয়োজনে আমি কখনো একটি দিরহামও ধরে রাখিনি (সব দান করে দিয়েছি), কারো সাথে মন্দ কথা বলিনি এবং কষ্টের সময়ও মুখ ভার করিনি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং আপনি আল্লাহর রাসুল।“
তখন নবী ﷺ বললেন: “এই ব্যক্তিকে তার উত্তম চরিত্র এবং দানশীলতা জান্নাতুল নাঈমে নিয়ে গেছে।”

في البر بالاخوان و السعي في حوائجهن ثلاث خصال
(ভাইদের সাথে সদাচরণ এবং তাদের প্রয়োজনসমূহে সাহায্য করার তিনটি গুণ)
————————————————————————————

3: Hadith 42

حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار قال : حدثني سهل بن زياد الأدمي قال : حدثني رجل ، و عمر بن عبدالعزيز عن جميل بن دراج قال : قال أبو عبد الله : خياركم سمحاؤكم و شراركم بخلاؤكم ، و من

صالح الأعمال البر بالاخوان ، والسعي في حوائجهم ، وفي ذلك مرغمة للشيطان، و تزحزح عن النيران و دخول الجنان يا جميل أخبر بهذا الحديث غرر أصحابك ، قال : فقلت له : جعلت فداك من غرر أصحابي ؟ قال : هم البارون بالاخوان في العسر و اليسر ، ثم قال : يا جميل أما إن صاحب الكثير يهون عليه ذلك ، و قد مدح الله عز وجل صاحب القليل ، فقال : « ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون » .

আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হলো দানশীল এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি হলো কৃপণ। সৎ কাজের মধ্যে অন্যতম হলো ভাইদের প্রতি সদাচরণ করা এবং তাদের প্রয়োজনীয়তায় সাহায্য করা। এতে শয়তান লাঞ্ছিত হয়, জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এবং জান্নাতে যাওয়া যায়।”
“হে জামিল! তোমার শ্রেষ্ঠ সাথীদের কাছে এই হাদিসটি পৌঁছে দাও। তিনি (জামিল) বলেন, আমি বললাম: “আপনার ওপর আমি উৎসর্গ হই, আমার সাথীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কারা?” তিনি বললেন: “যারা অভাব এবং সচ্ছলতা উভয় অবস্থায় ভাইদের সাথে সদাচরণ করে।” এরপর তিনি বললেন: “হে জামিল! যার অনেক সম্পদ আছে তার জন্য এটা করা সহজ। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের প্রশংসা করেছেন যাদের অল্প সম্পদ আছে (তবুও দান করে)। আল্লাহ বলেন: 'এবং নিজেদের অভাব থাকা সত্ত্বেও নিজেদের ওপর তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়। যাদের মনের কার্পণ্য থেকে রক্ষা করা হয়েছে, তারাই সফলকাম' (কুরআন 59:9)”

النهي عن التغوط في ثلاثة مواضع
(তিনটি স্থানে মলত্যাগ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ)
————————————————————

3: Hadith 43

حدثنا حمزة بن محمد بن أحمد العلوي رضي الله عنه قال : أخبرني علي ابن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن على قال : نهى رسول الله الا الله أن يتغوط على شفير ماء يستعذب منه ، أو نهر يستعذب منه ، أو تحت شجرة عليها ثمرها .

আলী (আ) বলেন: “রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন স্থানে মলত্যাগ করতে নিষেধ করেছেন: ব্যবহারযোগ্য পানির কিনারায়, ব্যবহারযোগ্য নদীতে এবং ফলবান বৃক্ষের নিচে।”

في استقبال الشمس ثلاث خصال ردية
(সূর্যের দিকে মুখ করে বসার তিনটি অপকারিতা)
————————————————————

3: Hadith 44

حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال : حدثنا عبدالله بن جعفر الحميري قال : حدثني أحمد بن محمد بن عيسى قال : حدثني أبو يحيي سهيل بن زياد الواسطي باسناده يرفعه إلى أمير المؤمنين الله قال : لا تستقبلوا الشمس فانها مبخرة ، تشحب اللون و تبلي الثوب ، و تظهر الداء الدفين .

বর্ণনাকারী মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন: আমীরুল মুমিনিন (আ) বলেছেন: “সূর্যের দিকে মুখ করে বসো না। কারণ এতে মুখ থেকে দুর্গন্ধ বের হয়, ত্বক ফ্যাকাশে হয়, পোশাক নষ্ট করে এবং গোপন রোগ প্রকাশ করে।”

للمسرف ثلاث علامات
(অপচয়কারী তিনটি চিহ্ন)
————————————————————————————

3: Hadith 45

حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن خالد ، عن إبراهيم بن محمد الأشعري ، عن أبي إسحاق يرفعه إلى علي بن الحسين السلام قال : قال أمير المؤمنين : للمسرف ثلاث علامات يأكل ما ليس له ، ويلبس ماليس له ، ويشتري ما ليس له

আমীরুল মুমিনিন (আ) বলেন: “অপচয়কারী ব্যক্তির তিনটি চিহ্ন আছে: যে এমন জিনিস খায় যা তার নয়, যে এমন জিনিস পরিধান যা তার নয় এবং যে এমন জিনিস ক্রয় যা তার (প্রয়োজনের) নয়।”

كل عين باكية يوم القيامة الا ثلاث أعين
(কিয়ামতের দিনে তিনটি চোখ ছাড়া সব চোখ কাঁদবে)
————————————————————————————

3: Hadith 46

حدثنا جعفر بن علي بن الحسن الكوفي رضي الله عنه ، عن الحسن بن علي ، عن جده عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه الام قال : قال رسول الله ﷺ : كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاث أعين : عين بكت من خشية الله ، و عين غضت عن محارم الله ، وعين باتت ساهرة في سبيل الله

জাফর ইবনে মুহাম্মাদ (আ) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “কিয়ামতের দিনে তিনটি চোখ ছাড়া সব চোখ কাঁদবে: যে চোখ আল্লাহর ভয় থেকে কেঁদেছে, যে চোখ আল্লাহর হারাম থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং যে চোখ রাতে জাগ্রত থেকেছে আল্লাহর পথে (ইবাদতে)।”

جمع الخير كله في ثلاث خصال
(সমস্ত কল্যাণ তিনটি অভ্যাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ)
————————————————————————————

3: Hadith 47

حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال : حدثنا علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر قال : قال أمير المؤمنين : جمع الخير كله في ثلاث خصال : النظر ، و السكوت ، و الكلام . فكل نظر ليس فيه اعتبار فهو سهو ، و كل سكوت ليس فيه فكرة فهو غفلة ، و كل كلام ليس فيه ذكر فهو لغو . فطوبى لمن كان نظره عبرة وسكوته فكراً وكلامه ذكراً وبكى على خطيئته وأمن الناس شره

আমীরুল মুমিনিন (আ) বলেন: “সমস্ত কল্যাণ তিনটি অভ্যাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ: দেখা, নীরবতা এবং কথাবার্তা। যে দেখার মধ্যে কোনো শিক্ষা নেই, তা হলো অনর্থক।

যে নীরবতা চিন্তাহীন, তা হলো গাফিলতি। যে কথার মধ্যে কোনো জিকির নেই, তা হলো অনর্থক কথাবার্তা। অতএব, সুসংবাদ সেই ব্যক্তির জন্য যার দৃষ্টি হয় শিক্ষামূলক, নীরবতা হয় চিন্তাশীল এবং কথা হয় জিকির। যে নিজের ভুলের জন্য অনুতপ্ত হয়ে কাঁদে এবং মানুষের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকে।”

النهي عن ارتداف ثلاثة نفر على الدابة
(একটি ঘোড়ার/প্রাণীর ওপর তিনজন একসাথে বসার নিষেধ)
————————————————————

3: Hadith 48

حدثنا علي بن أحمد بن عبد الله البرقي رحمه الله ـ عن أبيه ، عن جده أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم يرفع الحديث إلى أمير المؤمنين قال : قال رسول الله في حديث طويل : لا يرتدف ثلاثة على دابة ، فان أحدهم ملعون ، و هو المقدم

বর্ণনাকারী মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন, আমীরুল মুমিনিন (আ) বলেছেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “একই পশুর ওপর তিনজন একসাথে আরোহণ করো না। কারণ তাদের একজন অভিশপ্ত, আর সে হলো প্রথমে বসা ব্যক্তি।”

حق المسافر أن يقيم عليه أصحابه اذا مرض ثلاثاً
(মুসাফির অসুস্থ হলে সঙ্গীদের তিন দিন তার পাশে থাকা তার অধিকার)
————————————————————

3: Hadith 49

حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه ، عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عدة من أصحابنا رفعوا الحديث قال : حق المسافر أن يقيم عليه أصحابه إذا مرض ثلاثاً

বর্ণনাকারী মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন: “মুসাফির অসুস্থ হলে তার সঙ্গীদের কর্তব্য হলো তিন দিন তার কাছে অবস্থান করা (তার সেবা-যত্ন করা)।”

في النعل السوداء ثلاث خصال رديّة ، وفي الصفراء ثلاث خصال محمودة
(কালো জুতায় তিনটি খারাপ বৈশিষ্ট্য এবং হলুদ জুতায় তিনটি প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য)
————————————————————

3: Hadith 50

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا أحمد بن إدريس قال : حدثني محمد بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن عبد الله بن جبلة ، عن حنان بن سدير قال : دخلت على أبي عبد الله وعلى نعل سوداء فقال : مالك ولبس نعل سوداء ! أما علمت أن فيها ثلاث خصال ؟ قال : قلت : وماهي جعلت فداك ؟ قال : تضعف البصر ، وترخي الذكر ، وتورث الهم وهي مع ذلك من لباس الجبارين ،

عليك بلبس نعل صفراء فإن فيها ثلاث خصال قال : قلت : وماهي ؟ قال : تحد البصر ، وتشد الذكر ، وتنفي الهم ، وهي مع ذلك من لباس الأنبياء

বর্ণনাকারী বলেন : আমি আবু আবদুল্লাহ (আ)-এর কাছে গেলাম, তখন আমার পায়ে কালো জুতা ছিল।তিনি বললেন: “তোমার কী হয়েছে যে তুমি কালো জুতা পরেছ? তুমি কি জানো না এতে তিনটি ক্ষতিকর দিক আছে?” আমি বললাম: “আপনার জন্য আমি উৎসর্গিত হই, সেগুলো কী কী?”তিনি বললেন: “এটি দৃষ্টিশক্তি দুর্বল করে, পুরুষত্ব শিথিল করে এবং দুশ্চিন্তা সৃষ্টি করে। তাছাড়া এটি অত্যাচারী শাসকদের পোশাকের অন্তর্ভুক্ত।
তুমি হলুদ জুতা পরিধান করো, কারণ এতে তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে।” আমি বললাম: “সেগুলো কী কী?” তিনি বললেন: “এটি দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণ করে, পুরুষত্ব দৃঢ় করে এবং দুশ্চিন্তা দূর করে। তাছাড়া এটি নবীদের পোশাকের অন্তর্ভুক্ত।”

تعلموا من الغراب ثلاث خصال
(কাক থেকে তিনটি গুণ শিখো)
————————————————————

3: Hadith 51

حدثنا محمد بن علي ما جيلويه رضي الله عنه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن محمد ، عن أبي أيوب المديني ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي قال : قال رسول الله ﷺ : تعلموا من الغراب خصالاً ثلاثاً : استتاره بالسفاد ، وبكوره في طلب الرزق ، وحذره

আলী (আ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “কাক থেকে তিনটি গুণ শিখো: সঙ্গম গোপন করা, রিজিকের সন্ধানে ভোরে বের হওয়া এবং সর্বদা সতর্ক থাকা।”

ثلاثة تكون مع ثلاثة
(তিনটি বিষয় তিনটির সাথে যুক্ত থাকে)
————————————————————

3: Hadith 52

حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس رضي الله عنه قال : حدثني أبي ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر بن وهب البغدادي ، عن عبيد الله الدهقان ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن زيد القتات ، عن أبان بن تغلب قال : سمعت أبا عبد الله يقول : مع التثبت تكون السلامة ، ومع العجلة تكون الندامة ، ومن ابتدأ بعمل في غير وقته كان بلوغه في غير حينه

বর্ণনাকারী বলেন: আমি আবু আবদুল্লাহ (আ) কে বলতে শুনেছি: “ধৈর্য ও স্থিরতার সাথে নিরাপত্তা আসে, আর তাড়াহুড়োর সাথে আসে অনুতাপ। যে ব্যক্তি নির্ধারিত সময়ের আগে কোনো কাজ শুরু করে, সে তার ফলও অসময়ে লাভ করে।”

الشوم في ثلاثة
(অমঙ্গল তিনটি বিষয়ে)
————————————————————

3: Hadith 53

حدثنا محمد بن علي ماجيلويه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن سهل بن زياد الادمي قال : حدثني عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح ، عن أبي عبدالله قال : تذاكروا الشوم عنده ، فقال : الشوم في ثلاثة في المرأة والدابة والدار ، فأما شوم المرأة فكثرة مهرها و عقوق زوجها ، و أما الدابة فسوء خلقها و منعها ظهرها ، و أما الدار فضيق ساحتها ، وشر جيرانها ، وكثرة عيوبها

বর্ণনাকারী বলেন, আবু আবদুল্লাহ (আ) এর সামনে কুলক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। তখন তিনি বললেন: "কুলক্ষণ তিনটি বিষয়ে: নারী, বাহন এবং ঘর।
নারীর অমঙ্গল হলো, তার অধিক পরিমাণে মোহরানা দাবি করা এবং স্বামীর অবাধ্য হওয়া। বাহনের অমঙ্গল হলো, তার স্বভাব খারাপ হওয়া এবং পিঠে চড়তে বাধা দেওয়া এবং বাড়ির অমঙ্গল হলো, তার আঙিনা সংকীর্ণ হওয়া, প্রতিবেশী খারাপ হওয়া এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি বেশি হওয়া।"

الذين نسوا ما ذكروا به ثلاثة أصناف
(যারা উপদেশ ভুলে গিয়েছিল তারা তিন শ্রেণির)
————————————————————

3: Hadith 54

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن سهل بن زياد قال : حدثني عمرو بن عثمان ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن طلحة الشامي ، عن أبي جعفر في قول الله عز و جل: « فلما نسوا ما ذكروا به » قال : كانوا ثلاثة أصناف : صنف ائتمروا وأمروا فنجوا ، وصنف ائتمروا ولم يأمروا فمسخوا قردة ، وصنف لم يأتمروا ولم يأمروا فهلكوا

আবু জাফর (আ) আল্লাহ তাআলার এই বাণী সম্পর্কে বলেন: "অতঃপর যে উপদেশ তাদেরকে দেয়া হয়েছিল, যখন তারা তা ভুলে গেল" (কুরআন 7:165)
তিনি বলেন: "তারা তিন শ্রেণির ছিল:
এক শ্রেণি নিজেরা উপদেশ মেনে চলেছিলো এবং অন্যদেরও উপদেশ দিত, ফলে তারা নাজাত পেয়েছিল।এক শ্রেণি নিজেরা উপদেশ মেনে চলেছিলো কিন্তু অন্যদের উপদেশ দিতো না, ফলে তারা বানরে পরিণত হয়েছিল। আর এক শ্রেণি না নিজেরা উপদেশ মেনে চলতো, না অন্যদের উপদেশ দিত, ফলে তারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।"

ثلاثة في حرز الله عز وجل الى أن يفرغ الله من الحساب
(তিন ব্যক্তি আল্লাহর সুরক্ষায় থাকবে যতক্ষণ না আল্লাহ হিসাব শেষ করেন)
————————————————————

3: Hadith 55

حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه ، قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد قال : حدثني أبو عبد الله الرازي ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن الحسين بن يوسف، عن الحسن بن زياد العطار قال : قال أبو عبد الله ﷺ : ثلاثة في حرز الله عز وجل إلى أن يفرغ الله من الحساب : رجل لم يهم بزنا قطه ورجل لم يشب ماله بر با قط ، و رجل لم يسع فيهما قط .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: "তিন ব্যক্তি আল্লাহর সুরক্ষায় থাকবে যতক্ষণ না আল্লাহ হিসাব শেষ করেন। যে ব্যক্তি কখনো ব্যভিচার করার চিন্তা করে নি। যে ব্যক্তি কখনো তার সম্পদকে সুদ মিশ্রিত করেনি। যে ব্যক্তি কখনো এ দুই কাজে (ব্যভিচার ও সুদ) সাহায্য করে নি।"

من أعطى ثلاثة لم يحرم ثلاثة
(যে তিনটি গুণ পান, তার তিনটির বরকত কমে না)
————————————————————————————

3: Hadith 56

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبدالله قال : حدثني أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله أنه قال : يا معاوية من أعطي ثلاثة لم يحرم ثلاثة : من أعطي الدعاء أعطي الاجابة ، ومن أعطي الشكر أعطي الزيادة ، و من أعطي التوكل أعطي الكفاية ، فان الله عز وجل يقول في كتابه : « ومن يتوكل على الله فهو حسبه » و يقول : « لئن شكرتم لأزيدنكم » ، و يقول : « ادعوني أستجب لكم

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “হে মুআবিয়া! যাকে তিনটি জিনিস দেওয়া হয়েছে সে অন্য তিনটি জিনিস থেকে বঞ্চিত হবে না: যাকে দোয়া করার তৌফিক দেওয়া হয়েছে তাকে কবুলিয়াত দেওয়া হয়েছে। যাকে শুকরিয়া করার তৌফিক দেওয়া হয়েছে তাকে নিয়ামতের বৃদ্ধি দেওয়া হয়েছে এবং যাকে তাওয়াক্কুল(আল্লাহর উপর ভরসা) করার তৌফিক দেওয়া হয়েছে তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে পর্যাপ্ততা দেওয়া হয়েছে। কারণ আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে বলেন: “আর যে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট” (কুরআন 65:3)
“যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় কর, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের বৃদ্ধি করে দেব।” (কুরআন 14:7)
“তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের সাড়া দেব।” (কুরআন 40:60)

النهي عن مشاورة ثلاثة
(তিন ব্যক্তির সঙ্গে পরামর্শ করার ক্ষেত্রে সতর্কতা)
————————————————————————————

3: Hadith 57

حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن آدم ، عن أبيه باسناده قال : قال رسول الله ﷺ : يا علي لا تشاورن جباناً فانه يضيق عليك المخرج ، ولا تشاورن البخيل فانه يقصر بك عن غايتك ، ولا تشاورن حريصاً فانه يزين لك شرها . و اعلم يا علي أن الجبن و البخل و الحرص غريزة واحدة يجمعها سوء الظن

রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী (আ) কে উদ্দেশ্য করে বলেন: “হে আলী! কাপুরুষের সাথে পরামর্শ করো না, কারণ সে তোমার পথ সংকীর্ণ করবে; কৃপণের সাথে পরামর্শ করো না, কারণ সে তোমাকে তোমার লক্ষ্য অর্জনে বাধা দেবে; এবং লোভী ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করো না, কারণ সে তোমার কাছে মন্দকে আকর্ষণীয় করে তুলবে।
জেনে রাখো, হে আলী, কাপুরুষতা, কৃপণতা এবং লোভ তিনটি একই, প্রতিটির মূলে রয়েছে অবিশ্বাস”

قسم العقل على ثلاثة أجزاء
(বুদ্ধিকে তিনটি অংশে ভাগ করা হয়েছে)
————————————————————————————

3: Hadith 58

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه محمد بن خالد باسناده يرفعه قال : قال رسول الله ﷺ : قسم العقل على ثلاثة أجزاء ، فمن كانت فيه كمل عقله ، ومن لم تكن فيه فلاعقل له : حسن المعرفة بالله عز وجل ، و حسن الطاعة له ، و حسن البصيرة على أمره

বর্ণনাকারী মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “বুদ্ধিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে; যার মধ্যে এই তিনটি বিদ্যমান থাকবে তার বুদ্ধি পূর্ণাঙ্গ, আর যার মধ্যে এগুলো নেই তার কোনো বুদ্ধিই নেই: আল্লাহ সম্পর্কে উত্তম জ্ঞান রাখা। আল্লাহর প্রতি উত্তম আনুগত্য প্রদর্শন করা।
আল্লাহর নির্দেশনার বিষয়ে উত্তম অন্তর্দৃষ্টি রাখা”

خير آدم (ع) من ثلاث خصال واحدة
(আদম (আ) এর শ্রেষ্ঠ তিনটি গুণের মধ্যে একটি)
————————————————————

3: Hadith 59

حدثنا علي بن أحمد بن عبدالله البرقي ـ رحمه الله ـ عن أبيه ، عن جده أحمد بن أبي عبدالله ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة ، عن علي بن أبي طالب قال : هبط جبرئيل على آدم فقال : يا آدم إني أمرت أن أخيرك واحدة من ثلاث ، فاختر واحدة ودع اثنتين ، فقال له آدم : و ما الثلاث يا جبرئيل ؟ قال : العقل و الحياء و الدين ، قال آدم : فاني قد اخترت العقل ، فقال جبرئيل للحياء و الدين : انصرفا ، فقالا : يا جبرئيل إنا أمرنا أن نكون مع العقل حيثما كان ، قال جبرئيل : فشأنكما ، و عرج

আলী ইবন আবী তালিব (আ) থেকে বর্ণিত: “জিবরাইল (আ) আদম (আ)-এর কাছে নেমে এসে বললেন:
“‘হে আদম! আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে আপনাকে তিনটি গুণের মধ্যে যেকোনো একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ দিতে; আপনি একটি গ্রহণ করুন এবং বাকি দুটি ছেড়ে দিন।' আদম (আ.) জিজ্ঞেস করলেন: 'হে জিবরাঈল! সেই তিনটি গুণ কী কী?' জিবরাঈল বললেন: 'বুদ্ধি, লজ্জা ও ধর্ম।' আদম (আ.) বললেন: 'আমি বুদ্ধিকে বেছে নিলাম।' তখন জিবরাঈল লজ্জা ও ধর্মকে বললেন: 'তোমরা চলে যাও (আদমকে ছেড়ে)।' তারা উভয়ে বলল: 'হে জিবরাঈল! আমাদের প্রতি আল্লাহর আদেশ হলো বুদ্ধি যেখানেই থাকবে, আমরা যেন সেখানেই তার সাথে অবস্থান করি।' জিবরাঈল বললেন: 'তবে তোমাদের যা ইচ্ছা তাই করো (অর্থাৎ বুদ্ধির সাথেই থাকো)' এবং তিনি আসমানে আরোহণ করলেন।”

يعتبر عقل الرجل في ثلاث
(এক ব্যক্তির বুদ্ধি তিনটি জিনিসে দেখা যায়)
————————————————————

3: Hadith 60

حدثنا محمد بن علي ما جيلويه رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد بن بشار ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست بن أبي منصور ، عن عبد الأعلى مولى آل سام ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : يعتبر عقل الرجل في ثلاث : في طول لحيته ، و في نقش خاتمه ، و في كنيته

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “এক ব্যক্তির বুদ্ধি তিনটি জিনিসে বোঝা যায়: দাড়ির দৈর্ঘ্যে, আংটির খোদাইয়ে এবং তাঁর উপনামে (কুনিয়াত)”

الشيعة ثلاث
(শিয়াদের তিন শ্রেণি)
————————————————————————

3: Hadith 61

حدثنا حمزة بن محمد بن أحمد العلوي رضي الله عنه قال : أخبرني على ابن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن خلف بن حماد ، عن معاوية ابن وهب قال : قال أبو عبد الله : الشيعة ثلاث : محب واد ، فهو منا . ومتزين بنا ، و نحن زين لمن تزين بنا . و مستأكل بنا الناس ، ومن استأكل بنا افتقر

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “শিয়ারা তিন প্রকার: যে আমাদের ভালোবাসে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত। যে আমাদের দ্বারা সুশোভিত করে, আর যারা আমাদের মাধ্যমে সুশোভিত হতে চায় আমরাও তাদের জন্য সৌন্দর্যস্বরূপ এবং যারা আমাদের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে; আর যে আমাদের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করবে, সে দরিদ্র হয়ে যাবে।”

امتحان الشيعة عند ثلاث
(শিয়াদের পরীক্ষা তিন বিষয়ে)
————————————————————————

3: Hadith 62

حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد ، عن هارون بن مسلم ، عن الليثي ، عن جعفر بن محمد السلام قال : امتحنوا شيعتنا عند ثلاث : عند مواقيت الصلاة كيف محافظتهم عليها ، وعند أسرارهم كيف حفظهم لها عند عدونا ، و إلى أموالهم كيف مواساتهم لاخوانهم فيها

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “আমাদের শিয়াদের তিন বিষয়ে পরীক্ষা করো: নামাজের নির্ধারিত সময়ে তারা কতটা যত্নশীল। শত্রুর সামনে তারা আমাদের গোপন বিষয়গুলো কতটা রক্ষা করছে এবং তাদের ভাইদের বিপদে তারা নিজ সম্পদ দিয়ে কতটা সাহায্য করছে।”

ثلاث خصال من كن فيه فقد استكمل الايمان
(যে তিনটি গুণ একজন ব্যক্তির মধ্যে থাকবে, তার ইমান সম্পূর্ণ হবে)
————————————————————————

3: Hadith 63

আবু আবদুল্লাহ (আ) থেকে বর্ণিত:
“যে ব্যক্তির মধ্যে এই তিনটি গুণ বিদ্যমান থাকবে, তার ইমান সম্পূর্ণ হবে: জুলুমের মুখে ধৈর্য ধারণ করা। নিজের ক্রোধ দমন করা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য উৎসর্গ করা।
ক্ষমাশীল হওয়া এবং অন্যকে মাফ করা।

এমন ব্যক্তি তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে যাদেরকে আল্লাহ হিসাব ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং সে 'রাবিয়া' ও 'মুদার' গোত্রের (বিশাল সংখ্যক) মানুষের সমপরিমাণ লোকের জন্য সুপারিশ করার অধিকার লাভ করবে।”

3: Hadith 64

حدثنا أبو العباس محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي الله عنه قال:
حدثنا محمد بن جرير الطبري قال : أخبرنا أبو صالح الكناني ، عن يحيى بن عبد الحميد الحيماني عن شريك ، عن هشام بن معاذ قال : كنت جليساً لعمر بن عبد العزيز حيث دخل المدينة فأمر مناديه فنادى : من كانت له مظلمة أو ظلامة فليأت الباب، فأتي محمد بن علي ـ يعني الباقر ـ عليه السلام فدخل إليه مولاه مزاحم فقال : إن محمد بن علي بالباب ، فقال له : أدخله يا مزاحم ، قال : فدخل و عمر يمسح عينيه من الدموع ، فقال له محمد بن علي : ما أبكاك يا عمر ؟ فقال هشام : أبكاه كذا و كذا يا ابن رسول الله ، فقال محمد بن علي : يا عمر إنما الدنيا سوق من الأسواق ، منها خرج قوم بما ينفعهم ومنها خرجوا بما يضرهم ، وكم من قوم قد ضرهم بمثل الذي أصبحنا فيه حتى أتاهم الموت فاستوعبوا فخرجوا من الدنيا ملومين ، لم يأخذوا لما أحبوا من الآخرة عدة ، ولا مما كرهوا جنة ، قسموا ما جمعوا لمن لا يحمدهم ، وصاروا إلى من لا يعذرهم ، فنحن والله حقوقون أن ننظر إلى تلك الأعمال التي كنا نغبطهم بها فنوافقهم فيها ، وننظر إلى تلك الأعمال التي كنا نتخوف عليهم منها فنكف عنها ، فاتق الله ، واجعل في قلبك اتقتين : تنظر الذي تحب أن يكون معك إذا قدمت على ربك فقدمه بين يديك ، وتنظر الذي تكرهه أن يكون معك إذا قدمت على ربك فابتغ فيه البدل ، ولا تذهبن إلى سلعة قد بارت على من كان قبلك ترجو أن تجوز عنك ، واتق الله عز وجل يا عمر ، وافتح الأبواب ، وسهل الحجاب ، وانصر المظلوم ، ورد الظالم .
ثم قال : ثلاث من كن فيه استكمل الايمان بالله فجثا عمر على ركبتيه ، ثم قال : إيه يا أهل بيت النبوة ، فقال : نعم يا عمر من إذا رضي لم يدخله رضاه في الباطل ، وإذا غضب لم يخرجه غضبه من الحق ، ومن إذا قدر لم يتناول ما ليس له .
« فدعا عمر بدواة و قرطاس و كتب : « بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما رد عمر بن عبد العزيز ظلامة محمد بن علي فدك .

বর্ণনাকারী বলেন: আমি উমর বিন আব্দুল আজিজের মজলিসে বসা ছিলাম যখন তিনি মদিনায় প্রবেশ করেন। তিনি তার ঘোষণাকারীকে আদেশ দিলেন এবং সে ঘোষণা করল: “যার উপর কোনো জুলুম হয়েছে যা যার কোনো অভিযোগ আছে, সে যেন দরজায় আসে।”
তখন মুহাম্মদ ইবন আলী (আ) এলেন। তার দাস মুজাহিম ভেতরে গিয়ে বলল: “মুহাম্মদ বিন আলী দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন।” উমর বললেন: “হে মুজাহিম, তাকে ভেতরে নিয়ে এসো।”
বর্ণনাকারী বলেন: তিনি প্রবেশ করলেন, তখন উমর তার চোখের পানি মুছছিলেন।
মুহাম্মদ ইবন আলী (আ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন: “হে উমর, কিসে আপনাকে কাঁদাচ্ছে?”
তিনি বললেন: "হে আল্লাহর রাসূলের সন্তান, আমাকে অমুক বিষয় কাঁদাচ্ছে।”
তখন মুহাম্মদ ইবন আলী (আ) বললেন:“হে উমর! দুনিয়া তো বাজারসমূহের একটি বাজার। কিছু লোক এ থেকে এমন কিছু নিয়ে বেরিয়েছে যা তাদের উপকার করেছে, আর কিছু লোক এমন কিছু নিয়ে বেরিয়েছে যা তাদের ক্ষতি করেছে। আর কত লোকই না এমন কিছু দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যা আমরা এখন এতে আছি, যতক্ষণ না মৃত্যু তাদের কাছে এসেছে এবং তাদেরকে গ্রাস করেছে, তখন তারা দুনিয়া থেকে বেরিয়ে গেছে নিন্দিত অবস্থায়। তারা আখিরাতের জন্য যা পছন্দ করত তার জন্য কোনো প্রস্তুতি নেয়নি, আর যা অপছন্দ করত তার থেকে কোনো রক্ষা করেনি। তারা যা সঞ্চয় করেছিল তা এমন লোকের জন্য ভাগ করে দিয়েছে যে তাদের প্রশংসা করবে না, আর তারা এমনের কাছে চলে গেছে যে তাদের অজুহাত গ্রহণ করবে না।
আল্লাহর কসম! আমরা অধিকারী যে, আমরা সেই আমলগুলোর দিকে তাকাই যাতে আমরা তাদেরকে ঈর্ষা করতাম, তারপর আমরা তাতে তাদের সাথে মিলিত হই। আর সেই আমলগুলোর দিকে তাকাই যাতে আমরা তাদের জন্য ভয় করতাম, তারপর আমরা তা থেকে বিরত থাকি।
অতএব, আল্লাহকে ভয় করো, হে উমর! তোমার অন্তরে দুটি তাকওয়া রাখো: যা তুমি চাও যেন তোমার সাথে থাকে যখন তুমি তোমার রবের কাছে উপস্থিত হবে, তা তোমার সামনে পেশ করো। আর যা তুমি অপছন্দ করো যেন তোমার সাথে থাকে যখন তুমি তোমার রবের কাছে উপস্থিত হবে, তাতে বিকল্প খোঁজো। আর সেই পণ্যের দিকে যেয়ো না যা তোমার আগের লোকদের জন্য বাতিল হয়ে গেছে, তুমি আশা করো যেন তা তোমার জন্য গ্রহণযোগ্য হয়।

আল্লাহকে ভয় করো, হে উমর! দরজাগুলো খুলে দাও, পর্দা সহজ করো, মজলুমকে সাহায্য করো এবং জালিমকে প্রতিরোধ করো।"
তারপর তিনি বললেন:"তিনটি গুণ যার মধ্যে থাকলে আল্লাহর প্রতি ঈমান পূর্ণ হয়ে যায়।"
তখন উমর হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন এবং বললেন: "বলুন হে আহলে বাইতুল নবুয়্যাহ!"
তিনি বললেন: "হ্যাঁ, হে উমর! যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট হলে তার সন্তুষ্টি তাকে বাতিলের দিকে নিয়ে যায় না, আর যে রাগান্বিত হলে তার রাগ তাকে হক থেকে বের করে দেয় না। আর যে ক্ষমতা পেলে সে যা তার নয় তা গ্রহণ করে না।"
অতঃপর উমর বিন আব্দুল আজিজ দোয়াত ও কাগজ চাইলেন এবং লিখলেন:
"বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম। এটি সেই দলিল যার মাধ্যমে উমর বিন আব্দুল আজিজ মুহাম্মদ বিন আলীর নিকট ফাদাক এর অধিকার বা পাওনা ফিরিয়ে দিচ্ছেন।"

3: Hadith 65

حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال : حدثني عبدالله بن جعفر الحميري قال : حدثني أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي عبيدة الحذاء ، عن أبي جعفر قال : إنما المؤمن الذي إذا رضي لم يدخله رضاه في إثم ولا باطل ، وإذا سخط لم يخرجه سخطه من قول الحق ، و المؤمن : الذي إذا قدر لم تخرجه قدرته إلى التعدي و إلى ماليس له بحق .

আবু জাফর (আ) বলেন: "নিশ্চয়ই মুমিন তো সেই ব্যক্তি, যে যখন (কারো ওপর বা কোনো বিষয়ে) সন্তুষ্ট হয়, তখন তার সেই সন্তুষ্টি তাকে কোনো পাপ বা মিথ্যার (বাতিল) দিকে ধাবিত করে না। আর যখন সে অসন্তুষ্ট বা রাগান্বিত হয়, তখন তার সেই অসন্তুষ্টি তাকে সত্য কথা বলা থেকে বিচ্যুত করে না। আর মুমিন হলো সেই ব্যক্তি, যে যখন ক্ষমতাশালী হয়, তখন তার ক্ষমতা তাকে সীমা লঙ্ঘন করতে এবং যা তার হক (অধিকার) নয় তা গ্রহণ করতে প্ররোচিত করে না।"

3: Hadith 66

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثني محمد بن أحمد بن علي بن الصلت ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن عبد الله بن الحسن ، عن أمه فاطمة بنت الحسين بن علي عليهما السلام عن أبيها قال : قال رسول الله ﷺ : ثلاث خصال من كن فيه استكمل خصال الإيمان : الذي إذا رضي لم يدخله رضاه في إثم ولا باطل ، وإذا غضب لم يخرجه الغضب من الحق ، و إذا قدر لم يتعاط ما ليس له .

ফাতিমা বিনতে হুসেইন তাঁর পিতার থেকে বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "তিনটি বৈশিষ্ট্য যার মধ্যে বিদ্যমান থাকে, সে ঈমানের সকল বৈশিষ্ট্য পূর্ণ করল: যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট হলে তার সন্তুষ্টি তাকে কোনো পাপ বা মিথ্যার পথে নিয়ে যায় না, যে ব্যক্তি রাগান্বিত হলে তার ক্রোধ তাকে সত্য থেকে বিচ্যুত করে না এবং যে ব্যক্তি ক্ষমতাশালী হলে এমন কিছু গ্রহণ করে না যা তার (হক) নয়।"

3: Hadith 67

حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن سنان قال : ذكر رجل المؤمن عند أبي عبد الله فقال : إنما المؤمن : الذي إذا سخط لم يخرجه سخطه من الحق ، والمؤمن [الذي] إذا رضي لم يدخله رضاه في باطل و المؤمن: الذي إذا قدر لم يتعاط ما ليس له [بنفسه] .

এক ব্যক্তি আবু আবদুল্লাহ এর নিকট 'মুমিন' এর বৈশিষ্ট্য জানতে চাইলেন। তখন তিনি বললেন: “মুমিন তো সেই ব্যক্তি, যে ক্রুদ্ধ হলেও তার রাগ তাকে সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত করে না; যে সন্তুষ্ট হলেও তার সন্তুষ্টি তাকে মিথ্যার পথে পরিচালিত করে না; এবং যে ক্ষমতাশালী হলেও নিজের জন্য এমন কিছু গ্রহণ করে না যা তার হক নয়।”

ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم
(তিন ব্যক্তি যাদের সাথে আল্লাহ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না, তাদের পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি)
————————————————————————————

3: Hadith 68

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبدالله ، عن محمد بن خالد الطيالسي ، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عون عن ابن أبي نجران التميمي قال : حدثنا عاصم بن حميد الحناط ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : الناتف شيبه ، و الناكح نفسه، و المنكوح في دبره .

বর্ণনাকারী বলেন, আমি আবু আবদুল্লাহ (আ) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: “তিন ব্যক্তি আছেন, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিনে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না, তাদের পবিত্র করবেন না, এবং তাদের জন্য কঠোর শাস্তি রয়েছে: যে নিজের পাকা চুল উপড়ে ফেলে (বার্ধক্য লুকানোর জন্য); যে নিজের সঙ্গে সঙ্গম করে (হস্তমৈথুন); এবং যে পায়ুকামে লিপ্ত হয় (পায়ু পথে যৌনাচার)।”

3: Hadith 69

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبدالله ، عن علي بن إسماعيل الأشعري قال : حدثني محمد بن سنان ، عن أبي مالك الجهني قال : سمعت أبا عبد الله يقول : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : من ادعى إماماً ليست إمامته من الله ، ومن جحد إماماً، إمامته من عند الله عز وجل و من زعم أن لهما في الاسلام نصيباً .

বর্ণনাকারী বলেন আমি আবু আবদুল্লাহ (আ) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: “তিন ব্যক্তি আছে যাদের সাথে আল্লাহ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না, তাদের পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি: যে ব্যক্তি নিজেকে ইমাম দাবি করে অথচ তার ইমামত আল্লাহর পক্ষ থেকে নয়, যে ব্যক্তি ইমামকে অস্বিকার করে অথচ তার ইমামত আল্লাহর পক্ষ হতে এবং যে ব্যক্তি মনে করে এই দুই (বিপথগামী) শ্রেণির লোকদের ইসলামে কোনো অংশ রয়েছে।”

3: Hadith 70

حدثنا أبو أحمد القاسم بن محمد بن أحمد بن عبدويه السراج الزاهد الهمذاني بهمذان منصرفنا من بيت الله الحرام سنة أربع وخمسين و ثلاثمائة قال : أخبرنا الحسن بن علي بن نصر بن منصور الطوسي قال : حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة قال : حدثنا عبد الله بن موسى ، عن شيبان ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر إليهم و لا يزكيهم ولهم عذاب أليم : رجل بايع إماماً لا يبايعه إلا للدنيا ، إن أعطاه منها ما

يريد وفى له وإلا كف . ورجل بايع رجلاً بسلعته بعد العصر فحلف بالله عز و جل لقد أعطى بها كذا وكذا فصدقه فأخذها ولم يعط فيها ما قال ، و رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السبيل .

আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “তিন ব্যক্তি এমন যাদের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না, তাদের পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি: যে ব্যক্তি কোনো ইমামের কাছে বায়আত (আনুগত্যের শপথ) গ্রহণ করে শুধুমাত্র দুনিয়ার স্বার্থে; যদি ইমাম তাকে দুনিয়াবী স্বার্থ দেয় তবে সে অনুগত থাকে, আর না দিলে আনুগত্য ত্যাগ করে। যে ব্যক্তি আসরের পর তার পণ্য বিক্রির সময় আল্লাহর নামে মিথ্যা শপথ করে বলে যে, সে এটি এতো এতো দামে কিনেছে, ফলে ক্রেতা তাকে বিশ্বাস করে পণ্যটি কিনে নেয় কিন্তু আসলে সে ওই দামে কেনেনি। এবং যে ব্যক্তির কাছে মরুভূমিতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি থাকা সত্ত্বেও সে তা মুসাফিরকে (তৃষ্ণার্ত পথিককে) দিতে অস্বীকার করে।"

أوحش ما يكون الخلق في ثلاثة مواطن
(মানুষের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অবস্থা তিনটি সময়ে ঘটে)
————————————————————————

3: Hadith 71

حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن حمزة الأشعري قال : حدثني ياسر الخادم قال : سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول : إن أوحش ما يكون هذا الخلق في ثلاثة مواطن يوم يولد ويخرج من بطن أمه فيرى الدنيا ، ويوم يموت فيرى الآخرة وأهلها ، ويوم يبعث فيرى أحكاماً لم يرها في دار الدنيا وقد سلم الله عز وجل على يحيى في هذه الثلاثة المواطن وآمن روعته فقال : دو سلام عليه يوم ولد و يوم يموت و يوم يبعث حياً ، وقد سلم عيسى بن مريم : على نفسه في هذه الثلاثة المواطن فقال : « والسلام على يوم ولدت و يوم أموت ويوم أبعث حياً » .

বর্ণনাকারী বলেন আমি আবুল হাসান রিদা (আ) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: “মানুষের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অবস্থা ঘটে তিনটি সময়ে: জন্মের দিন যখন সে মায়ের গর্ভ থেকে বের হয়ে, দুনিয়া দেখে। মৃত্যুর দিন যখন সে পরকাল ও তার অধিবাসীদের দেখে। এবং পুনরুত্থানের দিন যখন সে এমন বিচারবিধি দেখবে যা সে দুনিয়াতে দেখেনি।”

আল্লাহ তা‘আলা ইয়াহইয়া (আ.) কে এই তিনটি মুহূর্তে সালাম দিয়েছেন এবং তার ভয়-ভীতি দূর করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: ‘আর তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, যেদিন সে জন্মেছে এবং যেদিন সে মারা যাবে আর যেদিন তাকে জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত করা হবে।’ (কুরআন 19:15)
আর ইসা ইবনে মারইয়াম (আ) নিজের জন্য শান্তি কামনা করে বলেছেন: ‘আর আমার উপর শান্তি যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন আমি মারা যাব এবং যেদিন আমাকে জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত করা হবে।’ (কুরআন 19:33)

الشركاء في الظلم ثلاثة
(অন্যায়ের তিন অংশীদার)
————————————————————————

3: Hadith 72

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد ابن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن محمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده قال : كان على يقول : العامل بالظلم و المعين عليه و الراضي به شركاء ثلاثة

আলী (আ) বলেন, “অন্যায়ের তিন ধরনের অংশীদার: যে অন্যায় করে; যে অন্যায় করতে সহায়তা করে; এবং যে অন্যায়ের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে।”

الساعي قاتل ثلاثة
(চুগলখোর তিন ব্যক্তির হত্যাকারী)
————————————————————

3: Hadith 73

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير يرفعه إلى أبي عبد الله قال : الساعي قاتل ثلاثة : قاتل نفسه ، وقاتل من يسعى به ، وقاتل من يسعى إليه .

বর্ণনাকারী মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন, আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “চুগোলখোর তিনজনকে হত্যা করে: নিজেকে হত্যা করে, যার চুগোলখোরি করে তাকে হত্যা করে, এবং যার কাছে গিয়ে চুগোলখরি করে তাকেও হত্যা করে।”

للمؤمن ثلاثة مساكن سجن وحصن ومأوى وللكافر ثلاثة مساكن
(মুমিন ও কাফেরের তিনটি আবাসস্থল)
————————————————————

3: Hadith 74

حدثنا حمزة بن محمد بن أحمد العلوي رضي الله عنه قال : أخبرني علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن الأول ، عن أبي عبد الله قال : الدنيا سجن المؤمن ، والقبر حيصنه ، والجنة مأواه ، و الدنيا جنة الكافر ، والقبر سجنه ، والنار مأواه .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “দুনিয়া মুমিনের জন্য কারাগার, কবর তার দুর্গ এবং জান্নাত তার আশ্রয়। আর কাফেরের জন্য দুনিয়া জান্নাত, কবর তার কারাগার, এবং জাহান্নাম তার আশ্রয়।”

أيام الله عز وجل ثلاثة
(আল্লাহর তিনটি বিশেষ দিন)
————————————————————

3: Hadith 75

حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله قال : حدثني يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن الحسن الميثمي ، عن مثنى الحناط قال : سمعت أبا جعفر يقول : أيام الله عز وجل ثلاثة : يوم يقوم القائم ، ويوم الكرة ، ويوم القيامة .

বর্ণনাকারী বলেন, আমি আবু জাফর (আ) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: “আল্লাহর তিনটি বিশেষ দিন: মাহদীর উত্থানের দিন, পুনরাবর্তনের দিন , এবং কিয়ামতের দিন।”

ثلاثة يعذبون يوم القيامة
(কিয়ামতের দিন যে তিনজন শাস্তি পাবে)
————————————————————————————

3: Hadith 76

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن الحسن الميثمي ، عن هشام بن أحمر ؛ وعبدالله بن مسكان، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبد الله قال : سمعته يقول : ثلاثة يعذبون يوم القيامة من صور صورة من الحيوان يعذب حتى ينفخ فيها ، و ليس بنافخ فيها . و المكذب في منامه يعذب حتى يعقد بين شعيرتين ، وليس بعاقد بينهما . والمستمع إلى حديث قوم وهم له كارهون يصب في أذنه الآنك وهو الأسرب .

বর্ণনাকারী বলেন, আমি আবু আবদুল্লাহ (আ) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: “কিয়ামতের দিনে তিনজনকে শাস্তি দেওয়া হবে: যে ব্যক্তি কোনো জীবন্ত প্রাণীর ছবি/মূর্তি/প্রতিকৃতি তৈরি করেছে, ততক্ষণ তাকে শাস্তি দেওয়া হবে, যতক্ষন না সে তাতে রুহ ফুকে দেয়; যে ব্যক্তি স্বপ্ন সম্পর্কে মিথ্যা বলে, ততক্ষণ তাকে শাস্তি দেওয়া হবে যতক্ষন না সে দুইটি যবের দানা একসাথে গিঁট দিয়ে বাঁধে অথচ সে তা কখনই পারবে না। এবং যে ব্যক্তি এমন লোকদের কথা গোপনে শোনে অথচ তারা তাকে অপছন্দ করে, তার কানে গলিত সিসা ঢেলে দেওয়া হবে।”

3: Hadith 77

أخبرني الخليل بن أحمد قال : حدثنا أبو جعفر الديبلي قال : حدثنا أبو عبد الله قال : حدثنا سفيان ، عن أيوب السختياني ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : من صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها ، وليس بفاعل ، ومن كذب في حلمه عذب وكلف أن يعقد بين شعيرتين ، وليس بفاعل ، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون ، يصب في أذنيه الآنك يوم القيامة . قال سفيان : الآنك هو الرصاص .

ইবন আব্বাস থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “যে ব্যক্তি কোনো ছবি/মূর্তি তৈরি করে, তাকে শাস্তি দেওয়া হবে এবং তাকে এতে রূহ ফুঁকে দিতে বলা হবে, অথচ সে তা করতে পারবে না। আর যে ব্যক্তি নিজের স্বপ্ন সম্পর্কে মিথ্যা বলে, তাকে শাস্তি দেওয়া হবে এবং তাকে দুইটি যবের দানা গিঁট দিয়ে বাঁধতে বলা হবে, অথচ সে তা করতে পারবে না। আর যে ব্যক্তি এমন লোকদের কথা গোপনে শোনে যারা তাকে অপছন্দ করে, কিয়ামতের দিন তার কানে গলিত সীসা ঢেলে দেওয়া হবে।”
বর্ণনাকারী বলেন: “আনুক হলো গলিত সিসা”

ثلاث خصال تبرىء من الكبر
(তিনটি গুণ অহংকার থেকে মুক্তি দেয়)
————————————————————————————

3: Hadith 78

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عبدالرحمن بن أبي نجران يرفعه إلى أبي عبد الله قال : من رفع جيبه هكذا ، و خصف نعله ، و حمل سلعته فقد أمن من الكبر .

বর্ণনাকারী মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন, আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “যে ব্যক্তি নিজের কাপড়ে তালি দেয় (ছিঁড়ে গেলে সেলাই করে), নিজের জুতা মেরামত করে এবং নিজের জিনিসপত্র নিজেই বহন করে, সে অহংকার থেকে নিরাপদ থাকবে।”

يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من كانت فيه ثلاث خصال
(সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করার তিনটি শর্ত)
————————————————————

3: Hadith 79

حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار قال : حدثني محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : إنما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من كانت فيه ثلاث خصال : عامل بما يأمر به ، وتارك لما ينهى عنه ، عادل فيما يأمر ، عادل فيما ينهى ، رفيق فيما يأمر ورفيق فيما ينهى .

বর্ণনাকারী মারফু সূত্রে বলেন, আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করার তিনটি শর্ত: সে নিজে যা আদেশ করে তা নিজেও পালন করে, যা থেকে নিষেধ করে তা নিজেও পরিত্যাগ করে; আদেশ ও নিষেধ উভয় ক্ষেত্রেই ন্যায়পরায়ণ থাকে; এবং আদেশ ও নিষেধ উভয় ক্ষেত্রেই নম্র ও কোমল আচরণ করে।”

ثلاثة لا ينجبون
(তিন প্রকার ব্যক্তি সন্তান লাভ করে না- ‘অধিকাংশ সময়’)
————————————————————

3: Hadith 80

حدثنا الحسن بن أحمد بن إدريس رحمه الله ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن علي الهمداني يرفعه إلى داود بن فرقد ، عن أبي جعفر أو أبي عبد الله قال : ثلاثة لا ينجبون : أعور يمين ، و أزرق كالفص ، و مولد السند .

বর্ণনাকারী মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন, আবু জাফর (আ) অথবা আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “তিন ব্যক্তি সন্তান উৎপাদন করে না (অধিকাংশ সময়/কম সন্তান জন্ম দেয়) : যার ডান চোখ কানা, যার চোখ নীল পাথরের মতো নীল, এবং যে সিন্ধু/বনী সা’দ গোত্রের জন্ম নিয়েছে।”

كفى بالمرء عيبا ان يكون فيه ثلاث خصال
(তিনটি স্বভাবই মানুষের জন্য যথেষ্ট ত্রুটি)
————————————————————

3: Hadith 81

حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن بكر بن صالح ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن إبراهيم ، عن الحسين بن زيد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه السلام قال : قال رسول الله ﷺ : إن أسرع الخير ثواباً البر ، وإن أسرع الشر عقاباً البغي ، وكفى بالمرء عيباً أن ينظر من الناس إلى ما يعمى عنه من نفسه ، ويعير الناس بما لا يستطيع تركه ، ويؤذي جليسه بما لا يعنيه .

জাফর ইবনে মুহাম্মাদ (আ) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “নিশ্চয়ই সৎ কাজের মধ্যে সবচাইতে দ্রুত সওয়াব পাওয়া যায় পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণে, আর মন্দ কাজের মধ্যে সবচাইতে দ্রুত শাস্তি আসে অত্যাচারের ফলে। কোনো ব্যক্তির দোষী হওয়ার জন্য এই তিনটি বিষয়ই যথেষ্ট : মানুষের সেই দোষগুলো দেখে যা তার নিজের মধ্যেও আছে কিন্তু সে তা দেখেও না দেখার ভান করে। মানুষকে এমন কাজের জন্য লজ্জা দেয় যা সে নিজেও ছাড়তে পারে না এবং সে তার সাথে বসা ব্যক্তিকে (সাথীকে) এমন সব অপ্রয়োজনীয় কথা বা আচরণ দিয়ে কষ্ট দেয়, যা তার কোনো কাজেই আসে না।”

من لم يحب عترة النبي ﷺ فهو لاحدى ثلاث
(যে নবী ﷺ বংশকে ভালোবাসে না, সে তিনটির মধ্যে একটি)
————————————————————

3: Hadith 82

حدثنا الحسن بن أحمد بن إدريس رضي الله عنه ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد ، عن أبي نصر البغدادي ، عن محمد بن جعفر الأحمر ، عن إسماعيل بن العباس بن يزيد بن جبير ، عن داود بن الحسن ، عن أبي رافع ، عن علي قال : قال رسول الله ﷺ : من لم يحب عترتي فهو لاحدى ثلاث : إما منافق ، وإما لزنية ، وإما امرؤ حملت به أمه في غير طهر .

আলী (আ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “যে ব্যক্তি আমার বংশধর (ইতরাত) ভালোবাসে না, সে তিনটির মধ্যে একটি : হয় সে মুনাফিক, অথবা সে অবৈধ সম্পর্কের সন্তান, অথবা তার মাতা তাকে ঋতুস্রাব অবস্থায় গর্ভবতী হয়েছিলো।”

احب الامور الى الله ثلاثة
(আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় তিনটি কাজ)
————————————————————

3: Hadith 83

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبدالله ، عن القاسم بن محمد الأصبهاني ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين قال : كان آخر ما أوصى به الخضر موسى بن عمران أن قال له : لا تعيرن أحداً بذنب ، وإن أحب الأمور إلى الله عز وجل ثلاثة : القصد في الجدة ، والعفو في المقدرة ، والرفق بعباد الله ، وما رفق أحد بأحد في الدنيا إلا رفق الله عز وجل به يوم القيامة ، ورأس الحكمة مخافة الله تبارك وتعالى .

আলী ইবনে হুসাইন (আ) বলেন: খিযির (আ) মূসা ইবনে ইমরান (আ)-কে শেষ যে ওসিয়তগুলো করেছিলেন: “কাউকে তার পাপের কারণে লজ্জা দিও না। আর আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় তিনটি কাজ হলো: সচ্ছল অবস্থায়ও সংযম অবলম্বন করা, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করা, এবং আল্লাহর বান্দাদের প্রতি কোমল আচরণ করা। দুনিয়াতে কেউ কারো প্রতি কোমলতা প্রদর্শন করলে, কিয়ামতের দিন আল্লাহও তার প্রতি কোমলতা প্রদর্শন করবেন। আর প্রজ্ঞার মূল হলো আল্লাহভীতি।”

تكلم النار يوم القيامة ثلاثة
(কিয়ামতের দিন জাহান্নাম তিন প্রকার মানুষের সাথে কথা বলবে)
————————————————————————————

3: Hadith 84

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله قال : حدثني أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن أبي همام إسماعيل بن همام ، عن محمد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ، عن النبي ﷺ قال : تكلم النار يوم القيامة ثلاثة : أميراً ، وقارئاً ، وذا ثروة من المال ، فتقول للأمير : يا من وهب الله له سلطاناً فلم يعدل ، فتزدرده كما يزدرد الطير حب السمسم . وتقول للقارئ : يا من تزين للناس وبارز الله بالمعاصي ، فتزدرده . وتقول للغني : يا من وهب الله له دنيا كثيرة فسأله الفقير اليسير قرضاً فأبى إلا بخلاً ، فتزدرده .

আলী (আ) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন:
“কিয়ামতের দিন জাহান্নাম তিন প্রকার মানুষের সাথে কথা বলবে: একজন শাসক, একজন ক্বারী, এবং একজন ধনী ব্যক্তি। জাহান্নাম শাসককে বলবে: ‘আল্লাহ তোমাকে ক্ষমতা দিয়েছিলেন, কিন্তু তুমি ন্যায়বিচার করনি’ তখন জাহান্নাম তাকে গিলে ফেলবে যেমন পাখি তিলের দানা গিলে ফেলে।
ক্বারীকে বলবে: ‘তুমি মানুষের সামনে নিজেকে সজ্জিত করেছিলে, কিন্তু আল্লাহর নাফরমানি করেছিলে’ অতঃপর তাকে গিলে ফেলবে। এবং ধনীকে বলবে: ‘আল্লাহ তোমাকে বিপুল সম্পদ দিয়েছিলেন, অথচ কোনো অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি সামান্য সাহায্য চাইলে তুমি কৃপণতা করেছিলে’ অতঃপর তাকেও গিলে ফেলবে।”

ثلاث قاصمات الظهر
(তিনটি বিষয় যা কোমর ভেঙে দেয়)
————————————————————————————

3: Hadith 85

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن عامر بن رباح ، عن عمرو بن الوليد ، عن سعد الإسكاف ، عن أبي جعفر قال : ثلاث قاصمات الظهر : رجل استكثر عمله ، ونسي ذنوبه ، وأعجب برأيه .

আবু জাফর (আ) বলেন: “তিনটি বিষয় মানুষের পিঠ বা কোমর ভেঙে দেয় (অর্থাৎ তাকে ধ্বংস করে দেয়): নিজের আমলকে বড় মনে করা, নিজের গুনাহ ভুলে যাওয়া, এবং নিজের মতামতের প্রতি অতিরিক্ত মুগ্ধ হওয়া।”

3: Hadith 86

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله قال : قال إبليس لعنه الله لجنوده : إذا استمكنت من ابن آدم في ثلاث لم أبال ما عمل فإنه غير مقبول منه : إذا استكثر عمله ، ونسي ذنبه ، ودخله العجب .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: ইবলিস তার অনুসারীদের বলেছে: “যদি আমি আদম সন্তানের মধ্যে তিনটি বিষয় প্রতিষ্ঠিত করতে পারি, তবে সে যা-ই আমল করুক, তা গ্রহণযোগ্য হবে না: যখন সে নিজের আমলকে বেশি মনে করে, নিজের গুনাহ ভুলে যায়, এবং তার মধ্যে আত্মঅহংকার প্রবেশ করে।”

تطول الله عز وجل على عباده بثلاث
(আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি তিনটি বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন)
————————————————————

3: Hadith 87

حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبدالله قال : حدثني محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله قال : إن الله عز وجل يقول : إني تطولت على عبادي بثلاث : ألقيت عليهم الريح بعد الروح ، ولولا ذلك ما دفن حميم حميماً ، وألقيت عليهم السلوة بعد المصيبة ، ولولا ذلك ما تهنأ أحد بعيشه ، وخلقت هذه الدابة وسلطتها على الحنطة والشعير ، ولولا ذلك لكنزهما ملوكهم كما يكنزون الذهب والفضة .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন, “আল্লাহ তাআলা বলেন: ‘আমি আমার বান্দাদের প্রতি তিনটি বিশেষ অনুগ্রহ করেছি: মৃত্যুর পর তাদের দেহে দুর্গন্ধ সৃষ্টি করি, তা নাহলে কোনো প্রিয়জন তার প্রিয়জনকে দাফন করত না; বিপদের পর তাদের অন্তরে সান্ত্বনা দিই, নচেৎ কেউ জীবনে স্বস্তি পেত না; এবং আমি এমন প্রাণী সৃষ্টি করেছি যা গম ও যব নষ্ট করে, নচেৎ শাসকেরা এগুলোকে স্বর্ণ-রৌপ্যের মতো মজুদ করে রাখত।’”

لا سهر إلا في ثلاث
(তিনটি কারণ ছাড়া রাত জাগা উচিত নয়)
————————————————————

3: Hadith 88

حدثنا جعفر بن علي بن الحسن الكوفي رضي الله عنه عن جده الحسن بن علي ، عن جده عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : قال رسول الله ﷺ : لا سهر إلا في ثلاث : متهجد بالقرآن ، أو في طلب العلم ، أو عروس تهدى إلى زوجها .

জাফর ইবনে মুহাম্মাদ (আ) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “তিনটি কারণ ছাড়া রাত জাগা উচিত নয়: কুরআন তেলাওয়াত বা তাহাজ্জুদের জন্য, জ্ঞান অর্জনের জন্য, অথবা নববধূকে তার স্বামীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য।”

لولا ثلاث في ابن آدم ما طأطأ رأسه شيء
(মানুষের তিনটি কারণে মাথা নত হয়)
————————————————————

3: Hadith 89

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثني عبدالله بن جعفر ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه السلام قال : قال رسول الله ﷺ : لولا ثلاث في ابن آدم ما طأطأ رأسه شيء : المرض و الفقر و الموت ، كلهم فيه وإنه معهن لوثاب .

জাফর ইবনে মুহাম্মাদ (আ) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ বলেছেন: “যদি আদম সন্তানের মধ্যে তিনটি বিষয় না থাকত, তবে কোনো কিছুই তার মাথা নত করতে পারত না: অসুস্থতা, দারিদ্র্য এবং মৃত্যু। এই তিনটিই তার মাঝে বিদ্যমান, তবুও সে (এসবের মধ্যেও) অত্যন্ত দুঃসাহসী ও অবাধ্য।”

جميع شرائع الدين ثلاثة أشياء
(দ্বীনের সকল বিধান তিনটি মূল ভিত্তির ওপর)
————————————————————

3: Hadith 90

حدثنا جعفر بن علي بن الحسن الكوفي قال: حدثني جدي الحسن بن علي ، عن عمرو بن عثمان الثقفي، عن سعيد بن شرحبيل ، عن ابن لهيعة عن أبي مالك قال : قلت لعلي بن الحسين الام : أخبرني بجميع شرايع الدين ، قال : قول الحق ، والحكم بالعدل ، و الوفاء بالعهد .

বর্ণনাকারী বলেন, আমি আলী ইবনে হুসাইন (আ) কে জিজ্ঞাসা করলাম, আমাকে দ্বীনের সকল বিধান সংক্ষেপে বলুন; তিনি বললেন: “সত্য বলা, ন্যায়বিচার করা, এবং ওয়াদা রক্ষা করা।”

الفتن ثلاث
(ফিতনা তিনটি)
————————————————————

3: Hadith 91

حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال : حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي قال : حدثنا أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن زياد بن المنذر ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : الفتن ثلاث : حب النساء وهو سيف الشيطان ، وشرب الخمر وهو فخ الشيطان ، وحب الدينار و الدرهم وهو سهم الشيطان ، فمن أحب النساء لم ينتفع بعيشه ، و من أحب الأشربة حرمت عليه الجنة ، و من أحب الدينار والدرهم فهو عبد الدنيا ، وقال : قال عيسى بن مريم : الدينار داء الدين . و العالم طبيب الدين فاذا رأيتم الطبيب يجرى الداء إلى نفسه فاتهموه ، واعلموا أنه غير ناصح لغيره.

আমীরুল মুমিনিন (আ) বলেছেন: “ফিতনা তিনটি: নারীর প্রতি আসক্তি; যা শয়তানের তলোয়ার, মদ্যপান; যা শয়তানের ফাঁদ, এবং দিনার দিরহামের প্রতি মোহ; যা শয়তানের তীর। যে নারীকে ভালোবাসে, সে জীবন থেকে কোনো উপকার পায় না; যে মদ্যপান পছন্দ করে, তার জন্য জান্নাত হারাম হয়ে যায়; আর যে ধন-সম্পদে মগ্ন, সে দুনিয়ার দাসে পরিণত হয়।
ইসা ইবনে মারইয়াম (আ) বলেছেন: ‘দিনার হলো ধর্মের রোগ’ আর জ্ঞানীগণ হলেন ধর্মের চিকিৎসক। সুতরাং যখন দেখবে চিকিৎসক নিজেই রোগকে নিজের দিকে টেনে আনছেন (অর্থাৎ আলেম নিজেই দুনিয়ালোভী হয়ে গেছেন), তখন তাকে অভিযুক্ত করো (সন্দেহ করো) এবং জেনে রেখো যে সে অন্যের প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষী নয়।”

للمرء المسلم ثلاثة أخلاء
(একজন মুসলিমের তিন বন্ধু)
————————————————————————————

3: Hadith 92

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده قال : قال علي : إن للمرء المسلم ثلاثة أخلاء فخليل يقول: أنا معك حياً وميتاً وهو عمله . وخليل يقول له : أنا معك إلى باب قبرك ثم أخليك وهو ولده ، وخليل يقول له : أنا معك إلى أن تموت وهو ماله . فاذا مات صار للوارث .

আলী (আ) বলেন: “একজন মুসলিমের তিন বন্ধু থাকে: এক বন্ধু বলে: ‘আমি তোমার সাথে জীবিত এবং মৃত উভয় অবস্থায় আছি’ সেটি হলো তার আমল। আরেক বন্ধু বলে: ‘আমি তোমার কবরের দরজা পর্যন্ত তোমার সাথে আছি, তারপর তোমাকে একাকী রেখে বিদায় নেব’ সেটি হলো তার সন্তান। অন্য বন্ধুটি বলে: ‘আমি তোমার সাথে আছি যতক্ষন তুমি জীবিত আছো’ সেটি হলো তার ধন-সম্পদ। কারণ সে মারা গেলেই তা ওয়ারিশদের (উত্তরাধিকারীদের) অধিকারে চলে যায়।”

3: Hadith 93

حدثنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري قال : حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد قال : أخبرنا أبو حاتم ، عن العبسي يعني أبو حمد عبيد الله ـ عن أبيه ؛ و أخبرنا عبد الله بن شبيب البصري قال : حدثنا زكريا بن يحيى المنقري قال : حدثنا العلاء بن الفضل ، عن أبيه ، عن جده قال : قال قيس بن عاصم : وفدت مع جماعة من بني تميم إلى النبي الله فدخلت وعنده الصلصال بن الدلهمس فقلت : يا نبي الله عظنا موعظة فانا قوم نعبر في البرية ، فقال رسول الله ﷺ : إن مع العز ذلا ، وإن مع الحياة موتاً ، و إن مع الدنيا آخرة ، و إنَّ لكل شيء حسيباً ، وعلى كل شيء رقيباً ، و إن لكل حسنة ثواباً ، ولكل سيئة عقاباً ، ولكل أجل كتاباً ، وإنه لا بد لك يا قيس من قرين يدفن معك وهو حي ، و تدفن معه و أنت ميت ، فان كان كريماً أكرمك ، وإن كان لئيماً أسلمك ، ثم لا يحشر إلا معك ولا تبعث إلا معه ، ولا تسئل إلا عنه ، فلا تجعله إلا صالحاً فانه إن صلح آنست به ، وإن فسد لا تستوحش إلا منه ، وهو فعلك ، فقال : يا نبي الله أحب أن يكون هذا الكلام في أبيات من الشعر نفخر به على من يلينا من العرب و ندخره ، فأمر النبي الله من يأتيه بحسان بن ثابت قال : فأقبلت أفكر فيما أشبه هذه العظة من الشعر فاستتب لي القول قبل مجيء حسان فقلت : يا رسول الله قد حضر تني أبيات أحسبها توافق ما تريد ، فقلت : قرين الفتى في القبر ما كان

يفعل ليوم ينادى المرء فيه فيقبل
بغير الذي يرضى به الله تشغل
و من قبله إلا الذي كان يعمل
يقيم قليلاً بينهم ثم يرحل
تخير خليطاً مِنْ فعالكَ إنَّما
ولابد بعد الموت من أن تعده
فان كنت مشغولاً بشيء فلا تكن
فلن يصحب الانسان من بعد موته
ألا إنما الانسان ضيف لأهله

ক্বাইস বিন আসিম বলেন: আমি এবং বনী তামীম গোত্রের কিছু লোকের সাথে নবী করীম (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হলাম। আমি প্রবেশ করে দেখলাম তাঁর কাছে সালসাল বিন আল-দালহামাস বসে আছেন। আমি বললাম: “হে আল্লাহর নবী! আমাদের কিছু উপদেশ দিন, কারণ আমরা এমন এক জাতি যারা মরুভূমিতে যাযাবর জীবন অতিবাহিত করি”
তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: "নিশ্চয়ই সম্মানের সাথে অপমান লেগে আছে, জীবনের সাথে মৃত্যু মিশে আছে, দুনিয়ার সাথে পরকাল অবিচ্ছেদ্য। প্রত্যেক বিষয়ের একজন হিসাবরক্ষক আছেন এবং প্রত্যেক বস্তুর ওপর একজন পর্যবেক্ষক রয়েছেন। প্রতিটি নেক আমলের জন্য সওয়াব এবং প্রতিটি পাপের জন্য শাস্তি নির্ধারিত। প্রতিটি আয়ুর (জীবনের মেয়াদের) একটি লিখিত কিতাব আছে।
হে ক্বাইস! তোমার জন্য অবশ্যই একজন 'সঙ্গী' থাকবে, যে তোমার সাথে কবরে দাফন হবে সে জীবিত থাকবে অথচ তুমি থাকবে মৃত। যদি সে সঙ্গী সম্মানিত (সৎ আমল) হয়, তবে সে তোমাকে সম্মানিত করবে। আর যদি সে হীন (অসৎ আমল) হয়, তবে সে তোমাকে বিপদে ফেলে চলে যাবে। হাশরের ময়দানে সে কেবল তোমার সাথেই উঠবে এবং তুমিও কেবল তার সাথেই পুনরুত্থিত হবে। তোমাকে কেবল তার ব্যাপারেই প্রশ্ন করা হবে। তাই তোমার সেই সঙ্গীকে কেবল 'নেক' বা সৎ বানানোর চেষ্টা করো। কারণ সে যদি নেক হয়, তবেই তুমি শান্তি পাবে; আর সে যদি মন্দ হয়, তবে তুমি তাকে ছাড়া আর কাউকে নিয়ে আতঙ্কিত হবে না। আর সেই সঙ্গী হলো তোমার 'আমল' বা কৃতকর্ম।”

ক্বাইস বিন আসিম বললেন: “হে আল্লাহর নবী! আমার ইচ্ছা এই উপদেশগুলো যদি কবিতার ছন্দে থাকত, তবে আমরা এটি নিয়ে আরবদের কাছে গর্ব করতে পারতাম এবং এটি সংরক্ষণ করতে পারতাম।” নবী (সা.) তখন হাসান ইবনু সাবিত (রা.)-কে ডেকে আনার নির্দেশ দিলেন। ক্বাইস বলেন, হাসান আসার আগেই আমি এই উপদেশের সাথে মিল রেখে মনে মনে কিছু কাব্যিক পঙক্তি সাজিয়ে ফেললাম।
আমি বললাম: “হে আল্লাহর রাসূল! আমার মনে কিছু কবিতা এসেছে যা আপনার উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করে।”
আমি আবৃত্তি করলাম: “কবরে যুবকের সাথী হলো তা-ই, যা সে (দুনিয়াতে) করত॥ সেই দিনের জন্য যখন মানুষকে ডাকা হবে এবং তাঁর সঙ্গী উপস্থিত হবে॥ মৃত্যুর পর অবশ্যই তোমাকে (সেই সাথীকে) সাথে নিতে হবে॥ তাই নিজের আমল থেকে এমন বন্ধু বেছে নাও যা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে॥ যদি তুমি কোনো কাজে ব্যস্ত থাকো, তবে এমন কিছুতে ব্যস্ত হয়ো না॥ যা আল্লাহ সন্তুষ্ট হন না এমন কাজের সাথে তোমাকে জড়িয়ে ফেলে॥ কেননা মৃত্যুর পর মানুষের সাথে আর কিছুই যাবে না॥ কেবল তা-ই যাবে যা সে আগে আমল করে পাঠিয়েছিল॥ জেনে রেখো, মানুষ তার পরিবারের কাছে কেবল একজন মেহমান মাত্র ॥যে অল্প সময় তাদের মাঝে অবস্থান করে, তারপর চলে যায়॥

أوحى الله عز وجل الى النبي (ص) في على عليه السلام ثلاث كلمات
(আল্লাহ নবী (সা)-এর কাছে আলী (আ) সম্পর্কে তিনটি কথা ওহী করেছেন)
————————————————————————————

3: Hadith 94

حدثنا الحسن بن محمد السكوني المزكي بالكوفة سنة أربع وخمسين وثلاثمائة قال : حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال : حدثنا القاسم بن زكريا بن دينار قال : حدثنا إسحاق بن منصور قال : حدثنا جعفر الأحمر ، عن أمي الصيرفي ، عن أبي كثير الأنصاري ، عن عبد الله بن أسعد بن زرارة قال : قال رسول الله ﷺ : أسرى بي ربي فأوحى إلي في على بثلاث : إنه إمام المتقين وسيد المؤمنين وقائد الغر المحجلين .

আসাআদ ইবন যুরারা (রা) থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “আমাকে (মেরাজে) আমার প্রতিপালক নিয়ে গেলেন এবং আলী (আ)-এর সম্পর্কে আমাকে তিনটি বিষয় ওহী করলেন: তিনি মুত্তাকীদের ইমাম, মুমিনদের নেতা এবং (কিয়ামতের দিন) উজ্জ্বল মুখমন্ডল বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দলপতি।”

الرجال ثلاثة
(মানুষ তিন প্রকার)
————————————————————————————

3: Hadith 95

حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن أبي عبد الله قال : الرجال ثلاثة : رجل بماله ، ورجل بجاهه ، ورجل بلسانه ، و هو أفضل الثلاثة .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “মানুষ তিন প্রকার: এক ব্যক্তি তার সম্পদের মাধ্যমে, এক ব্যক্তি তার মর্যাদা বা প্রভাবের মাধ্যমে, এবং এক ব্যক্তি তার কথার মাধ্যমে (মানুষের উপকার করে); আর এই শেষের ব্যক্তিই সর্বোত্তম।”

3: Hadith 96

وبهذ الإسناد قال: قال أمير المؤمنين : الرجال ثلاثة : عاقل وأحمق وفاجر ، فالعاقل الدين شريعته ، والحلم طبيعته ، والرأي سجيته ، إن سئل أجاب ، وإن تكلم أصاب ، وإن سمع وعى ، وإن حدث صدق ، وإن اطمأن إليه أحد وفى ، والأحمق إن استمنيه بجميل غفل ، وإن استغزل عن حسن نزل ، وإن حمل على جهل جهل ، وإن حدث كذب ، لا يفقه وإن فقه لا يتفقه ، والفاجر إن ائتمنته خانك ، وإن صاحبته شانك وإن وثقت به لم ينصحك .

আমীরুল মুমিনিন (আ) বলেন: “মানুষ তিন প্রকার: জ্ঞানী, মূর্খ এবং পাপাচারী।
জ্ঞানী ব্যক্তি, তার জন্য দ্বীনই বিধান, সহনশীলতা তার স্বভাব, এবং সঠিক মতামত তার বৈশিষ্ট্য। তাকে প্রশ্ন করা হলে সে সঠিক উত্তর দেয়, কথা বললে যথার্থ কথা বলে, শুনলে বুঝে, বর্ণনা করলে সত্য বলে, এবং কেউ তার উপর ভরসা করলে সে তা রক্ষা করে। মূর্খ ব্যক্তি, তাকে ভালো কিছু শেখাতে গেলে সে উদাসীন থাকে, ভালো কথা থেকে বিচ্যুত হয়, তাকে জ্ঞানের দিকে ডাকলে সে অজ্ঞতায়ই লিপ্ত থাকে, কথা বললে মিথ্যা বলে; সে নিজে বোঝে না, বোঝার চেষ্টাও করে না।পাপাচারী ব্যক্তি, তুমি যদি তাকে আমানত দাও, সে খিয়ানত করবে; তার সঙ্গ দিলে সে তোমাকে কলঙ্কিত করবে; আর যদি তার ওপর ভরসা করো, সে তোমার কল্যাণ কামনা করবে না।”

الامامة لا تصلح إلا لرجل فيه ثلاث خصال
(ইমামত (নেতৃত্ব) কেবল সেই ব্যক্তির জন্য উপযুক্ত, যার মধ্যে তিনটি গুণ থাকে)
————————————————————————————

3: Hadith 97

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد ، عن عبد الصمد بن محمد ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام قال : إن الامامة لا تصلح إلا لرجل فيه ثلاث خصال : ورع يحجزه عن المحارم ، وحلم يملك به غضبه ، وحسن الخلافة على من ولي حتى يكون له كالوالد الرحيم . ،

আবু আবদুল্লাহ (আ) তাঁর পিতার সূত্রে বলেন: “ইমামত এমন ব্যক্তির জন্যই উপযুক্ত, যার মধ্যে তিনটি গুণ থাকে: এমন তাকওয়া যা তাকে হারাম থেকে বিরত রাখে, এমন সহনশীলতা যা দিয়ে সে নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণ করে, এবং অধীনস্থদের প্রতি এমন সদ্ব্যবহার, যেন সে তাদের দয়ালু পিতা।”

3: Hadith 98

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : سئل أبو الحسن عليه السلام الإمام بأي شيء يتعرف بعد الإمام ؟ قال : إن للإمام علامات أن يكون أكبر ولد أبيه بعده ويكون فيه الفضل ، وإذا قدم الركب المدينة قالوا : إلى من أوصى فلان؟ قالوا : إلى فلان ، والسلاح فينا بمنزلة التابوت في بني إسرائيل يدور مع الإمام حيث كان .

আবুল হাসান (আ) কে জিজ্ঞাসা করা হলো: পূর্ববর্তী ইমামের পর পরর্বতী ইমামকে কীভাবে চেনা যায়? তিনি বললেন: “নিশ্চয়ই ইমামের কিছু চিহ্ন রয়েছে: তিনি হবেন তার পিতার সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে বড় (যোগ্যতায়) এবং তার মধ্যে বিশেষ মর্যাদা থাকবে। যখন কাফেলা মদিনায় পৌঁছাবে, তখন জিজ্ঞাসা করা হবে: ‘অমুক ব্যক্তি কাকে ওসিয়ত করেছেন?’ তখন বলা হবে: ‘অমুককে।’ আর আমাদের অস্ত্র বনী ইসরাঈলের তাবুতের মতো, যেখানে ইমাম থাকেন, সেটিও তার সঙ্গে থাকে।”

3: Hadith 99

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن يزيد بن إسحاق شعر قال : حدثني هارون بن حمزة الغنوي ، عن عبد الأعلى بن أعين قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما الحجة على المدعي لهذا الأمر بغير حق ؟ قال : ثلاثة من الحجة لم يجتمعن في رجل إلا كان صاحب هذا الأمر: أن يكون أولى الناس بمن قبله ، ويكون عنده سلاح رسول الله ﷺ ، ويكون صاحب الوصية الظاهرة الذي إذا قدمت المدينة سألت العامة والصبيان إلى من أوصى فلان ؟ فيقولون : إلى فلان .

বর্ণনাকারী বলেন: আমি আবু আবদুল্লাহ (আ) কে জিজ্ঞাসা করলাম: “যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে এই (ইমামতের) দাবি করে, তার বিরুদ্ধে প্রমাণ কী? (কিভাবে বোঝা যাবে সে ইমাম নয়)” তিনি বললেন: “তিনটি প্রমাণ রয়েছে যেগুলো এক ব্যক্তির মধ্যে একত্রিত না হলে সে এই দায়িত্বের অধিকারী নয়: সে হবে তার পূর্ববর্তীর সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরসূরি, তার কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অস্ত্র থাকবে, এবং সে হবে প্রকাশ্য ওসিয়তের অধিকারী। এমন যে, তুমি মদিনায় গেলে সাধারণ মানুষ এমনকি শিশুরাও বলবে: ‘অমুক ব্যক্তি অমুকের কাছে ওসিয়ত করেছেন।’”

فيمن حج ثلاث حجج
(যে ব্যক্তি পরপর তিনটি হজ পালন করেছে)
————————————————————————

3: Hadith 100

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار قال : حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري، عن السندي بن الربيع ، عن محمد بن القاسم بن فضيل بن يسار ، عن أيمن بن محرز يرويه عن القاسم [وا] بن فضال إن حريزاً قال : من حج حج ثلاث سنين متوالية ثم حج أولم يحج فهو بمنزلة مدمن الحج.

قال مصنف هذا الكتاب - أدام الله تأييده - : هذا الاسناد مضطرب ولم أغيره لأنه كان هكذا في نسختي ، و الحديث صحيح .

বর্ণনাকারী বলেন: “যে ব্যক্তি তিনটি হজ ক্রমাগত তিন বছর পালন করেছে, তারপর আর হজ করুক আর না করুক সে সর্বদা হজ পালনকারী গণ্য হবে”

[এই গ্রন্থের লেখক বলেন এই হাদিসের সনদ কিছুটা অসংলগ্ন, তবে আমার কাছে থাকা নকলে এটি এভাবেই ছিল বলে আমি পরিবর্তন করিনি। তবে হাদিসটি বিষয়বস্তুর দিক থেকে সহীহ]

3: Hadith 101

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب ، عن الحجال عن صفوان بن يحيى عن صفوان بن مهران الجمال ، عن أبي عبد الله قال : من حج ثلاث حجج لم يصبه فقر أبداً.

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “যে ব্যক্তি তিনটি হজ পালন করেছে, তাকে কখনো দারিদ্র্য আঘাত করবে না।”

3: Hadith 102

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، و أحمد بن إدريس جميعاً قالا : حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى ابن عمران الأشعري قال : حدثني أبو عبد الله الرازي ، عن منصور بن العباس ، عن عمرو ابن سعيد ، عن عيسى بن حمزة ، عن أبي عبد الله ﷺ : أنه قال : أي بعير حج عليه ثلاث سنين جعل من نعم الجنة ، وروي سبع سنين.

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “যে উটের পিঠে চড়ে তিন বছর ধরে হজ করা হয়, সেটি জান্নাতের পশুদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।” (অন্য এক বর্ণনায় সাত বছরের কথা বলা হয়েছে)

فيمن حج بثلاثة نفر من المؤمنين
(যে ব্যক্তি তিন জন মুমিনকে হজ করিয়েছে)
————————————————————————

3: Hadith 103

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا أحمد بن إدريس ، عن محمد ابن أحمد بن يحيى بن عمر الأشعري ، عن سلمة بن الخطاب، عن أحمد بن علي ، عن الحسن ابن علي الديلمي مولى الرضا قال : سمعت الرضا يقول : من حج بثلاثة نفر من المؤمنين فقد اشترى نفسه من الله عز وجل بالثمن ولم يسأله من أين كسب ماله من حلال أو حرام.

বর্ণনাকারী বলেন, আমি রিদা (আ) থেকে শুনেছি, “যে ব্যক্তি তিনজন মুমিনকে হজ করাবে, যেন মহান আল্লাহর কাছ থেকে পূর্ণ মূল্যে নিজেকে কিনে নিল (মুক্ত করল)। আর আল্লাহ তাকে এটি জিজ্ঞাসা করবেন না যে, সে এই অর্থ কোথা থেকে উপার্জন করেছ হালাল থেকে না হারাম থেকে”(অর্থাৎ আল্লাহ তার প্রতি অত্যন্ত দয়ালু হবেন)।

كان في قميص يوسف (ع) ثلاث آيات
(ইউসুফ (আ)-এর পোষাকের মধ্যে তিনটি নিদর্শন ছিল)

————————————————————————

3: Hadith 104

حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال : حدثنا علي ابن الحسين السعد آبادي قال : حدثنا أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن محمد ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله قال : كان في قميص يوسف ثلاث آيات في قوله عز وجل : « وجاؤوا على قميصه بدم كذب » ، وقوله عز وجل : « إن كان قميصه قد من قبل » ، وقوله : « اذهبوا بقميصي هذا ».

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “ইউসুফ (আ)-এর পোষাকে তিনটি নিদর্শন ছিল:
আল্লাহ তাআলার বানী: ‘আর তারা তার জামায় মিথ্যা রক্ত লাগিয়ে নিয়ে এসেছিল’ (কুরআন 12:18)
‘মহান আল্লাহর বাণী: 'যদি তার জামা
সামনের দিক থেকে ছেঁড়া থাকে...' (কুরআন (12:26
মহান আল্লাহর বাণী: 'তোমরা আমার এই জামাটি নিয়ে যাও...' (কুরআন 12:93)”

الظلم ثلاثة
(জুলুম তিন প্রকার)
————————————————————————

3: Hadith 105

حدثنا محمد بن علي ما جيلويه رضي الله عنه قال : حدثني عمي محمد ابن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن المفضل ابن صالح ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر قال : الظلم ثلاثة : ظلم يغفره الله عز وجل، وظلم لا يغفره ، وظلم لا يدعه . فأما الظلم الذي لا يغفره فالشرك بالله عز وجل وأما الظلم الذي يغفره الله فظلم الرجل نفسه فيما بينه وبين الله عز وجل ، وأما الظلم الذي لا يدعه فالمداينة بين العباد.

আবু জাফর (আ) বলেন “জুলুম বা অন্যায় তিন ধরনের: এক প্রকার জুলুম যা আল্লাহ ক্ষমা করেন, এক প্রকার যা তিনি ক্ষমা করেন না এবং এক প্রকার যা তিনি ছেড়ে দেন না। যে জুলুম আল্লাহ ক্ষমা করেন না: তা হলো আল্লাহর সাথে শিরক করা। যে জুলুম আল্লাহ ক্ষমা করেন: তা হলো মানুষ (ব্যক্তিগতভাবে) নিজের ওপর যে জুলুম বা ভুল করে (আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে), যা শুধু আল্লাহ ও তার বান্দার মাঝখানের বিষয়। যে জুলুম আল্লাহ ছেড়ে দেন না: তা হলো বান্দাদের মধ্যে একে অপরের অধিকার বা পাওনা (পার্থিব লেনদেন ও হকের বিষয়ে জুলুম)।”

تحل الفروج بثلاثة وجوه
(শরীরের সুষ্ঠু সম্পর্ক তিনভাবে বৈধ)
————————————————————————

3: Hadith 106

حدثنا أحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم رضي الله عنه ، عن أبيه ، عن جده ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه قال : قال أمير المؤمنين : تحل الفروج بثلاثة وجوه : نكاح بميراث ، ونكاح بملك اليمين ، ونكاح بلا ميراث.

আমীরুল মুমিনিন (আ) বলেছেন: “শরীরের সম্পর্ক তিনভাবে বৈধ হয়: উত্তরাধিকারসহ বিবাহ (স্থায়ী বিবাহ), মালিকানাধীন দাসীর সাথে বিবাহ, এবং উত্তরাধিকারবিহীন বিবাহ (অস্থায়ী বিবাহ)”

ترجى النجاة لجميع الأمة الا لأحد ثلاثة
(সারা উম্মাহর জন্য নাজাতের আশা রয়েছে, শুধু তিনজন ব্যতীত)
————————————————————————————

3: Hadith 107

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن القاسم ابن محمد الاصفهاني ، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث النخعي ، عن جعفر ابن محمد الام قال : إني لأرجو النجاة لهذه الأمة لمن عرف حقنا منهم إلا لأحد ثلاثة : صاحب سلطان جائر ، و صاحب هوى ، والفاسق المعلن.

জাফর ইবনে মুহাম্মাদ (আ) বলেন: “আমি এই উম্মতের মধ্যে যারা আমাদের (আহলে বাইতের) হক চিনেছে, তাদের সকলের জন্য মুক্তির (নাজাত) আশা রাখি; তবে তিন ব্যক্তি ব্যতীত: অত্যাচারী শাসকের সহযোগী, প্রবৃত্তির অনুসারী, এবং প্রকাশ্য পাপাচারী”

اشد ساعات ابن آدم ثلاث ساعات
(আদম সন্তানদের সবচেয়ে কঠিন তিন মুহূর্ত)
————————————————————————————

3: Hadith 108

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبدالله قال : حدثني القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود قال : حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري قال : قال علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب : أشد ساعات ابن آدم ثلاث ساعات : الساعة التي يعاين فيها ملك الموت ، والساعة التي يقوم فيها من قبره ، والساعة التي يقف فيها بين يدي الله تبارك وتعالى ، فاما إلى الجنة وإما إلى النار . ثم قال: إن نجوت يا ابن آدم عند الموت فأنت أنت وإلا هلكت ، و إن نجوت يا ابن آدم حين توضع في قبرك فأنت أنت ، وإلا هلكت ، و إن نجوت حين يحمل الناس على الصراط فأنت أنت وإلا هلكت ، وإن نجوت حين يقوم الناس لرب العالمين فأنت أنت وإلا هلكت ثم تلا ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون » قال : هو القبر وإن لهم فيه لمعيشة ضنكاً ، والله إن القبر الروضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار ، ثم أقبل على رجل من جلسائه فقال له : لقد علم ساكن السماء ساكن الجنة من ساكن النار ، فأي الرجلين أنت ، وأي الدارين دارك .

“আদম সন্তানদের জন্য তিনটি মুহূর্ত সবচাইতে কঠিন: সেই মুহূর্ত যখন সে মৃত্যুর ফেরেশতাকে (আজরাঈল) প্রত্যক্ষ করে, সেই মুহূর্ত যখন সে কবর থেকে পুনরুত্থিত হয়, এবং সেই মুহূর্ত যখন সে মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়ায় হয় জান্নাতের দিকে যাবে, নয়তো জাহান্নামের দিকে।" অতঃপর তিনি বললেন: "হে আদম সন্তান! যদি তুমি মৃত্যুর সময় নাজাত পাও তবেই তুমি সফল, অন্যথায় ধ্বংস হলে। যদি কবরে রাখার সময় নাজাত পাও তবেই তুমি সফল, অন্যথায় ধ্বংস হলে। যখন মানুষকে 'সিরাত' পার করানো হবে তখন যদি নাজাত পাও তবেই তুমি সফল, অন্যথায় ধ্বংস হলে। আর যখন মানুষ বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে তখন যদি নাজাত পাও তবেই তুমি সফল, অন্যথায় তুমি ধ্বংস হলে।” এরপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন: ‘তাদের সামনে রয়েছে বরযাখ (পর্দা) পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত' (কুরআন 23: 100)। তিনি বললেন: “এটি হলো কবর, যেখানে তাদের জন্য রয়েছে অত্যন্ত সংকীর্ণ জীবন। আল্লাহর কসম! কবর হয় জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান, অথবা জাহান্নামের গর্তসমূহের একটি গর্ত।” পরিশেষে তিনি তাঁর পাশে উপবিষ্ট এক ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে বললেন: “আসমানের অধিবাসী (আল্লাহ) জানে কে জান্নাতী আর কে জাহান্নামী। (এখন ভেবে দেখো) তুমি এই দুই ব্যক্তির মধ্যে কোনজন? আর এই দুই ঘরের মধ্যে কোনটি তোমার ঘর?”

لن يعمل ابن آدم عملا اعظم عند الله عز وجل من ثلاثة
(আদম সন্তানদের আল্লাহর কাছে তিনটির চেয়ে বড় কাজ আর নেই)
————————————————————————

3: Hadith 109

حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبدالله ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود قال : سمعت غير واحد من أصحابنا يروي عن أبي عبد الله أنه قال : قال النبي : لن يعمل ابن آدم عملاً أعظم عند الله تبارك و تعالى من رجل قتل نبياً أو إماماً ، أو هدم الكعبة التي جعلها الله عز وجل قبلة لعباده أو أفرغ ماءه في امرأة حراماً.

বর্ণনাকারী বলেন, আমি আমাদের অনেক সঙ্গীর কাছ থেকে শুনেছি যে, তারা আবু আবদুল্লাহ (আ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন: নবী (সা) বলেছেন: যে ব্যক্তি কোনো নবী বা ইমামকে হত্যা করে। কাবা ধ্বংস করা, যা মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য কিবলা নির্ধারণ করেছেন। এবং যে ব্যক্তি কোনো নিষিদ্ধ (পরকীয়া বা ব্যভিচার) মহিলার মধ্যে বীর্যপাত করে।”

لا يظعن الرجل الا في ثلاث
(মানুষ তিনটি বিষয়ের মধ্যে ব্যর্থ বা অসফল হতে পারে)
————————————————————————

3: Hadith 110

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبدالله قال : حدثني القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود قال : أخبرني غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : مكتوب في حكمة آل داود : لا يظعن الرجل إلا في ثلاث : زاد المعاد ، أو مرمة المعاش أوذة في غير محرم ، ثم قال : من أحب الحياة ذل.

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “দাউদের বংশের হিকমাহ'র কিতাবে লেখা আছে, মানুষের সফরের কেবল তিনটি উদ্দেশ্য : পরকালীন জীবনের প্রস্তুতির জন্য, দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন পূরণের জন্য এবং অবৈধ বা হারাম নয় এমন কোনো উপভোগ করার জন্য।
অতঃপর তিনি বললেন: যে ব্যক্তি (অত্যধিক মোহে) জীবনকে ভালোবাসে, সে লাঞ্ছিত হয়”

الفرش ثلاثة
(বিছানা তিন প্রকার)
————————————————————————

3: Hadith 111

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن القاسم ابن محمد ، عن سليمان بن داود قال : حدثني حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله نظر إلى فرش في دار رجل فقال : فراش للرجل وفراش لأهله وفراش لضيفه ، والفراش الرابع للشيطان.

বর্ণনাকারী বলেন, “ইমাম এক ব্যক্তির বাড়িতে বিছানার দিকে তাকিয়ে বললেন: “একটি বিছানা পুরুষের জন্য, একটি বিছানা তার স্ত্রীর জন্য এবং একটি বিছানা মেহমানের জন্য। আর চতুর্থ বিছানাটি শয়তানের জন্য (অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত অপচয়)।"

3: Hadith 112

أخبرني الخليل بن أحمد السجزي قال : حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا سليمان بن الأشعث قال : حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال : حدثنا ابن وهب، عن أبي هاني، عن عبد الرحمن الحبلي، عن جابر بن عبد الله قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه و آله القرش فقال : فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان.

জাবির ইবন আবদুল্লাহ বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা) বিছানা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বললেন: “একটি বিছানা পুরুষের জন্য, একটি বিছানা নারীর জন্য এবং একটি বিছানা মেহমানের জন্য। আর চতুর্থটি শয়তানের।”

العلامات الثلاث
(তিনটি লক্ষণ)
————————————————————————

3: Hadith 113

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله قال : . حد ثني القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود قال : حدثني حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله الام قال : قال لقمان لابنه : يابني لكل شيء علامة يعرف بها ويشهد عليها ، وإن للدين ثلاث علامات : العلم والايمان والعمل به ، و للايمان ثلاث علامات : الايمان بالله و كتبه ورسله ، وللعالم ثلاث علامات : العلم بالله وبما يحب وبما يكره ، وللعامل ثلاث علامات: الصلاة والصيام و الزكاة . وللمتكلف ثلاث علامات : ينازع من فوقه ، ويقول ما لا يعلم ويتعاطى ما لا ينال وللظالم ثلاث علامات : يظلم من فوقه بالمعصية ومن دونه بالغلبة ويعين الظلمة . وللمنافق ثلاث علامات: يخالف لسانه قلبه ، وقلبه فعله ، وعلانيته سريرته. وللا ثم ثلاث علامات : يخون ، ويكذب ، ويخالف ما يقول . وللمرائي ثلاث علامات : يكسل إذا كان وحده ، وينشط إذا كان الناس عنده ، و يتعرض في كل أمر للمحمدة . والحاسد ثلاث علامات : يغتاب إذا غاب ، ويتملق إذا شهد ، ويشمت بالمصيبة . وللمسرف ثلاث علامات: يشتري ماليس له ، ويلبس ما ليس له ، ويأكل ماليس له . و للكسلان ثلاث علامات : يتواني حتى يفرط ويفرط حتى يضيع ويضيع حتى يأثم . وللغافل ثلاث علامات : السهو واللهو والنسيان
قال حماد بن عيسى : قال أبو عبد الله له : ولكل واحدة من هذه العلامات شعب يبلغ العلم بها أكثر من ألف باب وألف باب وألف باب ، فكن ياحماد طالباً للعلم في آناء الليل وأطراف النهار فان أردت أن تقر عينك وتنال خير الدنيا والآخرة فاقطع الطمع مما في أيدي الناس وعد نفسك في الموتى ولا تحدثن نفسك إنك فوق أحد من الناس و اخزن لسانك كما تخزن مالك .

হাম্মাদ বিন ইসা থেকে বর্ণিত: আবু আবদুল্লাহ (আ) বর্ণনা করেন: লুকমান (আ) তার পুত্রকে বললেন: “হে আমার পুত্র! প্রত্যেক জিনিসের একটি নিদর্শন রয়েছে যার দ্বারা তা চেনা যায় এবং তার উপর সাক্ষ্য দেওয়া হয়। আর দ্বীনের (ইসলামের) তিনটি নিদর্শন রয়েছে: ইলম (জ্ঞান), ইমান (বিশ্বাস) এবং তার উপর আমল (কর্ম)।
ইমানের তিনটি নিদর্শন: আল্লাহর প্রতি ইমান, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি ইমান এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি ইমান।
আলিম (জ্ঞানীর) তিনটি নিদর্শন: আল্লাহকে চেনা, তিনি যা ভালোবাসেন তা জানা এবং তিনি যা অপছন্দ করেন তা জানা।
আমলকারীর (কর্মকারীর) তিনটি নিদর্শন: সালাত (নামাজ), সিয়াম (রোজা) এবং যাকাত।

মুতাকাল্লিফ (অহংকারী)-এর তিনটি নিদর্শন: যিনি তার উপরে আছেন তাঁর সাথে বিতর্ক করে, যা জানে না তা বলে এবং যা পাওয়ার যোগ্য নয় তা গ্রহণ করার চেষ্টা করে।
জালিম (অত্যাচারী)-এর তিনটি নিদর্শন: তার উপরের লোককে অবাধ্যতার মাধ্যমে জুলুম করে, তার নিচের লোককে শক্তি দিয়ে জুলুম করে এবং জালিমদের সাহায্য করে।
মুনাফিক (মুনাফেক)-এর তিনটি নিদর্শন: তার জিহ্বা তার অন্তরের বিপরীত, তার অন্তর তার কর্মের বিপরীত এবং তার প্রকাশ্য তার গোপনের বিপরীত।
আসিম (পাপী)-এর তিনটি নিদর্শন: খিয়ানত করে, মিথ্যা বলে এবং যা বলে তার বিপরীত করে।
মুরাই (রিয়াকার)-এর তিনটি নিদর্শন: যখন একা থাকে তখন অলস হয়ে যায়, যখন লোকজনের সামনে থাকে তখন সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং প্রত্যেক কাজে প্রশংসা লাভের জন্য নিজেকে উপস্থাপন করে।
হাসিদ (হিংসুক)-এর তিনটি নিদর্শন: যখন অনুপস্থিত থাকে তখন গীবত করে, যখন উপস্থিত থাকে তখন চাটুকারিতা করে এবং মুসিবতে (বিপদে) আনন্দ প্রকাশ করে।
মুসরিফ (অপচয়কারী)-এর তিনটি নিদর্শন: যা তার নয় তা কেনে, যা তার নয় তা পরিধান করে এবং যা তার নয় তা খায়।
কাসলান (অলস)-এর তিনটি নিদর্শন: অলসতা করে যতক্ষণ না অবহেলা করে, অবহেলা করে যতক্ষণ না নষ্ট করে এবং নষ্ট করে যতক্ষণ না গুনাহ করে।
গাফিল (অমনোযোগী/অসতর্ক)-এর তিনটি নিদর্শন: ভুলে যাওয়া, খেলাধুলা/অযথা সময় নষ্ট এবং ভুলে যাওয়া।
হাম্মাদ ইবনে ঈসা বলেন: আবু আবদিল্লাহ (আ) তাকে বললেন: “এই প্রত্যেক নিদর্শনের এমন শাখা-প্রশাখা রয়েছে যা হাজার হাজার দরজা পর্যন্ত বিস্তৃত। হে হাম্মাদ! রাতের বিভিন্ন প্রহরে এবং দিনের প্রান্তভাগে ইলমের অনুসন্ধান করো। যদি তুমি চাও যে তোমার চোখ শীতল হোক এবং তুমি দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভ করো, তাহলে মানুষের হাতে যা আছে তার প্রতি লোভ ত্যাগ করো, নিজেকে মৃতদের মধ্যে গণ্য করো, কখনো নিজেকে অন্য কারো চেয়ে উত্তম মনে করো না এবং তোমার জিহ্বাকে এমনভাবে আগলে রাখো যেমন তুমি তোমার সম্পদ আগলে রাখো।”

خلق الله عز وجل العبد في ثلاثة أحوال من أمره
(আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাকে তিনটি অবস্থা অনুযায়ী সৃষ্টি করেছেন)
————————————————————————

3: Hadith 114

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبدالله ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود قال : حدثني حماد بن عيسى ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين : كان فيما وعظ به لقمان ابنه أن قال له يابني ليعتبر من قصر يقينه وضعفت نيته في طلب الرزق ، إن الله تبارك وتعالى خلقه في ثلاثة أحوال من أمره ، و آتاه رزقه ، ولم يكن له في واحدة منها كسب ولا حيلة : إن الله تبارك وتعالى سيرزقه في الحال الرابعة ؛ أما أول ذلك فانه كان في رحم أمه يرزقه هناك في قرار مكين حيث لا يؤذيه حر و لا برد ، ثم أخرجه من ذلك و أجرى له رزقاً من لبن أمه يكفيه به و يربيه وينعشه من غير حول به ولاقوة ، ثم فطم من ذلك فأجرى له رزقاً من كسب أبويه برأفة ورحمة له من قلوبهما لا يملكان غير ذلك حتى أنهما يؤثرانه على أنفسهما في أحوال كثيرة حتى إذا كبر و عقل واكتسب لنفسه ضاق به أمره وظن الظنون بربه وجحد الحقوق في ماله وقتر على نفسه وعياله مخافة اقتار رزق وسوء يقين بالخلف من الله تبارك و تعالى في العاجل و الآجل ، فبئس العبد هذا يا بني.

আবু আব্দুল্লাহ (ইমাম জাফর সাদিক আ.) থেকে, তিনি বলেন: আমিরুল মু'মিনিন (আ) বলেছেন: লুকমান (আ) তার ছেলেকে যা উপদেশ দিয়েছিলেন তার মধ্যে ছিল এই কথা: “হে আমার বৎস! যে ব্যক্তির আল্লাহর প্রতি যাকিন (দৃঢ় বিশ্বাস) কমে গেছে এবং রিযিকের সন্ধানে তার নিয়ত দুর্বল হয়ে পড়েছে, সে যেন এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাকে তিনটি অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন, যেখানে তিনি তোমার রিযিক পৌঁছে দিয়েছেন, অথচ সেগুলোর কোনোটিতেই তোমার কোনো উপার্জন বা চেষ্টা-প্রচেষ্টা ছিল না। অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা চতুর্থ অবস্থায়ও তোমাকে রিযিক দান করবেন।
প্রথম অবস্থা: তুমি তোমার মায়ের গর্ভে ছিলে, সেখানে এক নিরাপদ স্থানে তিনি তোমার রিযিক পৌঁছে দিয়েছেন, যেখানে তোমাকে গরম বা ঠান্ডা কোনোটাই কষ্ট দেয়নি। তারপর তিনি তোমাকে সেখান থেকে বের করে এনেছেন

এবং তোমার মায়ের দুধের মাধ্যমে রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন, যা তোমার জন্য যথেষ্ট ছিল, তা দিয়ে তিনি তোমাকে লালন-পালন করেছেন এবং শক্তি দিয়েছেন, অথচ তখন তোমার কোনো শক্তি বা ক্ষমতা ছিল না। তারপর তুমি দুধ ছাড়লে, তিনি তোমার পিতা-মাতার উপার্জনের মাধ্যমে তোমার রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন তাদের হৃদয়ে তোমার প্রতি স্নেহ ও দয়ার কারণে, যা ছাড়া তারা অন্য কিছু করতে পারতেন না। এমনকি অনেক সময় তারা নিজেদেরকে ছেড়ে তোমাকে অগ্রাধিকার দিতেন। অবশেষে যখন তুমি বড় হলে, বুঝবান হলে এবং নিজের জন্য উপার্জন করতে শুরু করলে, তখন তোমার অবস্থা সংকীর্ণ হয়ে পড়ল, তুমি তোমার রবের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করতে লাগলে, তোমার সম্পদে হক অস্বীকার করতে লাগলে, নিজের ও পরিবারের প্রতি কৃপণতা করতে লাগলে—রিযিকের অভাবের ভয়ে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে (দুনিয়া ও আখিরাতে) প্রতিদানের প্রতি খারাপ ধারণার কারণে। হে আমার বৎস! এমন বান্দা কতই না নিকৃষ্ট!”

الناس ثلاثة

(মানুষ তিন প্রকার)

——————————————————————————

3: Hadith 115

حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة عن أبي عبدالله عليه السلام قال : الناس يغدون على ثلاثة عالم و متعلم وغثاء ، فنحن العلماء وشيعتنا المتعلمون و سائر الناس غثاء.

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “মানুষ সকালে বের হয় তিন অবস্থায়: আলেম (জ্ঞানী), মুতাআল্লিম (জ্ঞান অন্বেষণকারী) এবং গুছা (ভাসমান বস্তু)। আমরা হলাম আলেম, আমাদের শিয়ারা হলো মুতাআল্লিম এবং বাকি সব মানুষ হলো গুছা (ভাসমান বস্তু)”

3: Hadith 116

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبدالله ، عن سلمة بن الخطاب ، عن الحسين بن سيف ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال : الناس ثلاثة : عربي ومولى وعيلج ، فأما العرب فنحن ، وأما المولى فمن والانا ، وأما العلج فمن تبر أمنا وناصبنا.

আবুল হাসান মুসা ইবনে জাফর (আ) বলেন: “মানুষ তিন প্রকার: আরব, মওলা, এবং আল‘লজ (অন্যান্য জাতি)। আরব আমরা, মওলা আমাদেরকে অনুসরণ করে, এবং আল‘লজ আমাদের বিরুদ্ধে থাকে।”

3: Hadith 117

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه محمد بن خالد ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم وغيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله ﷺ : اغد عالماً أو متعلماً أو أحب العلماء ، ولا تكن رابعاً فتهلك ببغضهم.

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “তুমি হয় আলেম (জ্ঞানী) হও, না হয় মুতাআল্লিম (শিক্ষার্থী) হও, অথবা আলেমদের ভালোবাসো। সাবধান! চতুর্থ কোনো দলে থেকো না, নতুবা তাদের প্রতি শত্রুতার কারণে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।”

ثلاث خصال لا عذر فيها لاحد
(তিনটি বিষয়ে, কারো কোনো অজুহাত চলবে না)
————————————————————————

3: Hadith 118

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثني علي بن موسى بن جعفر بن أبي جعفر الكميداني ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن الحسين ابن مصعب الهمداني قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ثلاثة لا عذر لا حدفيها : أداء الأمانة إلى البر و الفاجر ، و الوفاء بالعهد للبر والفاجر ، و بر الوالدين برين كانا أو فاجرين

বর্ণনাকারী বলেন, আমি আবু আবদুল্লাহ (আ) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: “তিনটি বিষয় আছে যার জন্য কোনো অজুহাত নেই: আমানত রক্ষা করা হোক সে নেককার বা পাপাচারী। ওয়াদা পূরণ করা, হোক সে নেককার বা পাপাচারী। পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করা, হোক সে নেককার বা পাপাচারী”

ثلاث خصال لا يموت صاحبهن حتى يرى وبالهن
(তিনটি গুণ যার ধারক মারা যায় না যতক্ষণ না ফলাফল দেখে যায়)
————————————————————————

3: Hadith 119

حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال : حدثنا عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر قال : في كتاب على ثلاث خصال لا يموت صاحبهن أبداً حتى يرى وبالهن : البغي وقطيعة الرحم واليمين الكاذبة يبارز الله بها وإن أعجل الطاعة ثواباً لصلة الرحم ، وإن القوم ليكونون فجاراً فيتواصلون فتنمى أموالهم ويبرون فتزداد أعمارهم ، وإن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم لتذران الديار بلاقع من أهلها ويثقلان الرحم ، و إن تثقل الرحم انقطاع النسل .

আবু জাফর (আ) বলেছেন: “আলী (আ.)-এর কিতাবে (সহীফা) লেখা আছে: “তিনটি স্বভাব এমন যার অধিকারী ব্যক্তি দুনিয়াতে তার অশুভ পরিণাম না দেখে মরবে না: জুলুম বা অন্যায় করা। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা। এবং মিথ্যা কসম খাওয়া যার মাধ্যমে সে আল্লাহর সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

নিশ্চয়ই আনুগত্যের মধ্যে সবচাইতে দ্রুত সওয়াব মেলে আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখলে। এমনকি কোনো কওম যদি পাপাচারীও হয়, কিন্তু তারা যদি একে অপরের সাথে সুসম্পর্ক রাখে, তবে তাদের সম্পদ বৃদ্ধি পায়। তারা একে অপরের প্রতি সদয় হলে তাদের আয়ু বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে মিথ্যা কসম এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা জনপদকে জনশূন্য করে দেয় এবং বংশধারাকে নির্বংশ করে দেয়।”

ثلاث بهن يكمل المسلم
(এই তিনটির মাধ্যমে মুসলিম সম্পূর্ণ হয়)
————————————————————————

3: Hadith 120

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد ابن أبي عبد الله قال : حدثنا المعلى بن محمد البصري ، عن محمد بن جمهور العمي ، عن جعفر ابن بشير البجلي ، عن أبي بحر ، عن شريح الهمداني ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن الحارث الأعور قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ثلاث بهن يكمل المسلم : التفقه في الدين ، و التقدير في المعيشة ، والصبر على النوائب.

আমীরুল মুমিনিন (আ) বলেছেন: “তিনটি গুণের মাধ্যমে একজন মুসলমান পূর্ণতা লাভ করে: ধর্ম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করা। জীবনযাত্রায় পরিমিতিবোধ বা সঠিক পরিকল্পনা রাখা এবং বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণ করা।”

(ع) ما جاء على ثلاثة في وصية النبي ﷺ لأمير المؤمنين
(রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমিরুল মুমিনিন (আ) দেওয়া অসিয়তে তিনটি গুণ)
————————————————————————

3: Hadith 121

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : كان فيما أوصى به رسول الله ﷺ علياً : يا علي أنهاك عن ثلاث خصال. عظام : الحسد والحرص والكذب ، يا علي سيد الأعمال ثلاث خصال : انصافك الناس نفسك ، و مواساة الأخ في الله عز وجل، وذكر الله تبارك و تعالى على كل حال ، يا علي ثلاث فرحات للمؤمن في الدنيا : لقاء الاخوان والإفطار في الصيام والتهجد من آخر الليل ، يا علي ثلاث من لم تكن فيه لم يقم له عمل : ورع يحجزه عن معاصي الله عز و جل، وخلق يداري به الناس ، وحلم يرد به جهل الجاهل . يا علي ثلاث من حقائق الايمان : الانفاق في الاقتار ، و انصاف الناس من نفسك ، و بذل العلم للمتعلم . يا علي ثلاث خصال من مكارم الأخلاق : تعطي من حرمك، وتصل من قطعك و تعفو عمن ظلمك .

বর্ণনাকারী মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন, আবু আবদুল্লাহ (আ) বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আলী (আ) কে অসিয়ত করে বলেন, হে আলী! আমি তোমাকে তিনটি গুরুতর স্বভাব থেকে নিষেধ করছি: হিংসা, লোভ এবং মিথ্যা। আমলসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো তিনটি: মানুষের সাথে নিজের পক্ষ থেকে ইনসাফ করা, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভাইয়ের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করা এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করা।
দুনিয়াতে মুমিনের জন্য তিনটি বড় আনন্দ রয়েছে: ঈমানি ভাইদের সাথে সাক্ষাৎ, রোজা শেষে ইফতার এবং শেষ রাতে তাহাজ্জুদ নামাজ। হে আলী! তিনটি গুণ যার মধ্যে নেই তার কোনো আমলই ফলপ্রসূ হয় না: এমন পরহেজগারি যা তাকে পাপাচার থেকে রক্ষা করে, এমন সুন্দর চরিত্র যার মাধ্যমে সে মানুষের সাথে মিলেমিশে থাকতে পারে এবং এমন সহনশীলতা যা দিয়ে সে মূর্খের আচরণকে ধৈর্য্যরে সাথে মোকাবিলা করতে পারে। ঈমানের প্রকৃত হাকিকত বা বাস্তবতা হলো তিনটি: অভাবের সময়ও দান করা, মানুষের সাথে নিজের পক্ষ থেকে ন্যায়বিচার করা এবং শিক্ষার্থীকে জ্ঞান দান করা। এছাড়া শ্রেষ্ঠ চরিত্রের (মাকারিমুল আখলাক) নিদর্শন হলো তিনটি: যে তোমাকে বঞ্চিত করেছে তাকে দান করা, যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে তার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং যে তোমার ওপর জুলুম করেছে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া।

3: Hadith 122

حدثنا أبو الحسن محمد بن علي بن الشاه المر والروذي قال : حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسين قال : حدثنا أبو يزيد أحمد بن خالد الخالدي قال: حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي قال : حدثنا أبي قال : حدثني أنس بن محمد أبو مالك ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام عن النبي الله أنه قال في وصيته له : يا علي ثلاث من لقى الله بهن فهو من أفضل الناس : من أتى الله بما افترض الله عليه فهو من أعبد الناس ، ومن ورع عن محارم الله فهو من أورع الناس ، ومن قنع بما رزقه الله فهو من أغنى الناس .

« يا على ثلاث لا تطيقها هذه الأمة : المواساة للأخ في ماله ، وانصاف الناس من نفسه ، و ذكر الله على كل حال ، و ليس هو سبحان الله و الحمد لله ولا إله إلا الله و الله أكبر ، و لكن إذا ورد على ما يحرم عليه خاف الله عز وجل عنده و تركه .

يا على ثلاثة يتخوف منهن الجنون : التغوط بين القبور ، و المشي في خف واحد ، و الرجل ينام وحده .

يا علي ثلاثة مجالستهم تميت القلب : مجالسة الأنذال و مجالسة الأغنياء، و الحديث مع النساء

القرآن. يا على ثلاثة يزدن في الحفظ ، و يذهبن السقم : اللبان و السواك ، وقراءة

يا على ثلاثة من الوسواس أكل الطين ، وتقليم الأظفار بالأسنان ، وأكل اللحية . يا على أنهاك عن ثلاث خصال : الحسد و الحرص و الكبر .

يا على ثلاثة يقسين القلب : استماع اللهو، وطلب الصيد، و اتيان باب السلطان. يا على العيش في ثلاثة : دار قوراء وجارية حسناء ، و فرس قباء .

قال مصنف هذا الكتاب - أدام الله عزه - : الفرس القباء : الضامر البطن ، يقال فرس أقب و قباء ، لأن الفرس يذكر ويؤنث ، ويقال للانثى : قباء لا غير .

জাফর বিন মুহাম্মদ (আ) , তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে, তিনি আলী বিন আবি তালিব (আ) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) আলীকে দেওয়া তাঁর একটি অসিয়তে বলেছেন:
হে আলী, তিনটি কাজ এমন যা নিয়ে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম মানুষের অন্তর্ভুক্ত হবে: যে ব্যক্তি আল্লাহর ফরজকৃত বিধানগুলো যথাযথ পালন করে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয়, সে শ্রেষ্ঠ ইবাদতকারী। যে ব্যক্তি আল্লাহর হারামকৃত বিষয়গুলো থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে, সে শ্রেষ্ঠ পরহেজগার। আর আল্লাহ তাকে যা রিজিক দিয়েছেন তাতে যে সন্তুষ্ট থাকে, সে সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি।
হে আলী, তিনটি বিষয় এই উম্মত সহ্য করতে পারে না (অর্থাৎ পালন করা কঠিন): নিজের সম্পদে ভাইকে অংশীদার করা বা ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখা। নিজের পক্ষ থেকে মানুষের সাথে ন্যায়বিচার করা। সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করা। তবে স্মরণ করার অর্থ কেবল ‘সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার’ বলা নয়; বরং আসল জিকির হলো যখন কোনো হারামের সম্মুখীন হয়, তখন আল্লাহকে ভয় করে তা বর্জন করা।
হে আলী, তিনটি কাজে পাগলামির ভয় থাকে: কবরের মাঝে মলত্যাগ করা।এক পায়ে জুতো পরে হাঁটা এবং একা ঘুমানো।
হে আলী, তিন শ্রেণির মানুষের সাথে বসা অন্তরকে মৃত করে দেয়: নিচ বা অধম ব্যক্তিদের সঙ্গ।ধনীদের সঙ্গ এবং নারীদের সাথে কথা বলা।
হে আলী, তিনটি জিনিস স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করে এবং রোগ দূর করে: কুন্দুর (এক ধরণের প্রাকৃতিক আঠা বা সুগন্ধি)। মিসওয়াক করা। কুরআন তিলাওয়াত করা।
হে আলী, তিনটি কাজ কু-প্ররোচনা বা ওয়াসওয়াসা থেকে হয়: মাটি খাওয়া। দাঁত দিয়ে নখ কাটা। দাড়ি চিবানো।
হে আলী, আমি তোমাকে তিনটি স্বভাব থেকে নিষেধ করছি: হিংসা, লোভ এবং অহংকার।
হে আলী, তিনটি জিনিস অন্তরকে কঠোর করে দেয়: বৃথা বিনোদন বা গান-বাজনা শোনা। শখের বশে শিকার করা এবং (অত্যাচারী) শাসকের দ্বারে যাওয়া।
হে আলী, তিন জিনিসের মাঝে সচ্ছল জীবন নিহিত: প্রশস্ত বাড়ি। রূপবতী দাসী বা স্ত্রী এবং শক্তিশালী ঘোড়া।

এই কিতাবের লেখক বলেন: ‘ফারাসুন ক্বাব্বা’ (فرس قباء) মানে হলো এমন ঘোড়া যার পেট পাতলা বা ক্ষীণ। পুংলিঙ্গ ঘোড়ার ক্ষেত্রে 'আকাব্ব' এবং স্ত্রীলিঙ্গের ক্ষেত্রে 'ক্বাব্বা' বলা হয়।

ثلاثة يرد عليهم الدعاء بلفظ الجماعة
(যে তিনটি ক্ষেত্রে দলগতভাবে দোয়া ফিরিয়ে দেওয়া হয়)
——————————————————————————

3: Hadith 123

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد ابن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي عيينة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله قال : ثلاثة يرد عليهم الدعاء جماعة و إن كانوا واحداً : الرجل يعطس فيقال له : « يرحمكم الله » فإن معه غيره ، و الرجل يسلم على الرجل فيقول : « السلام عليكم » . « والرجل يدعو للرجل فيقول : « عافاكم الله .

قال مصنف هذا الكتاب - أدام الله عزه - : يقال للعاطس إذا كان مخالفاً : «يرحمكما الله ، و المراد به الملكان الموكلان به ، فأما المؤمن فإنه يقال له : « يرحمكم الله » إذا عطس .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন, “তিনটি ক্ষেত্রে দোয়া দলগতভাবে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, যদিও একজনই থাকলেও: প্রথমত, কোনো ব্যক্তি যখন হাঁচি দেয়, তখন তাকে বলতে হয়: 'ইয়ারহামুকুমুল্লাহ'; কারণ তার সাথে ফেরেশতারা থাকেন। দ্বিতীয়ত, যখন কেউ কোনো ব্যক্তিকে সালাম দেয়, তখন বলতে হয়: 'আসসালামু আলাইকুম'। এবং তৃতীয়ত, যখন কেউ কোনো ব্যক্তির জন্য সুস্থতার দোয়া করে, তখন বলতে হয়: 'আফাকুমুল্লাহ'।"

এই কিতাবের লেখক বলেন: যদি হাঁচিদাতা ভিন্ন মতাদর্শের (মুখালিফ) হয়, তবে তাকে 'ইয়ারহামুকামাল্লাহ' বলা হয়; এর দ্বারা তাকে এবং তার সাথে থাকা দুই ফেরেশতাকে বোঝানো হয়। আর মুমিন ব্যক্তি হাঁচি দিলে তাকে 'ইয়ারহামুকুমুল্লাহ' বলা হয়।”

يسمت العاطس ثلاثا
(হাঁচির জবাব তিনবার পর্যন্ত)
————————————————————

3: Hadith 124

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن وهب بن منبه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام إن علياً قال : يسمت العاطس ثلاثاً فما فوقها فهو ريح.

আলী (আ) বলেন: “হাঁচির জবাব তিনবার পর্যন্ত দিতে হয়; এর বেশি হলে তা (রোগ নয় বরং) সাধারণ বাতাস (অসুস্থতা বা অস্বাভাবিকতা) হিসেবে গণ্য হয়।”

3: Hadith 125

و في حديث آخر : أنه إن زاد العاطس على ثلاث قيل له : « شفاك الله» لأن ذلك من علة .

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে: “যদি কেউ তিনবারের বেশি হাঁচি দেয়, তবে তাকে বলা হবে: ‘শাফাকাল্লাহ’ (আল্লাহ তোমাকে সুস্থ করুন), কারণ এটি অসুস্থতার লক্ষণ।”

ثلاث خصال لا يجمعها الله عز وجل المنافق ولا فاسق
(তিনটি গুণ মুনাফিক বা ফাসিকের মধ্যে একত্রিত হয় না)
————————————————————

3: Hadith 126

حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور رضي الله عنه قال : حدثنا الحسين بن حمد بن عامر ، عن عمه عبد الله بن عامر ، عن الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يجمع الله لمنافق ولا فاسق حسن السمت و الفقه ، وحسن الخلق أبداً .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “আল্লাহ কখনোই কোনো মুনাফিক বা ফাসিকের মধ্যে এই তিনটি গুণ একত্রিত করেন না: উত্তম ব্যক্তিত্ব, দ্বীনের জ্ঞান, এবং সুন্দর চরিত্র।”

ثلاثة من أضياف الله عز وجل وزواره وفي كنفه
(তিন ব্যক্তি আল্লাহর অতিথি এবং তাঁর সুরক্ষার মধ্যে থাকে)
————————————————————————

3: Hadith 127

حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال : حدثني عمي محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال: سمعت جعفر بن محمد عليه السلام يحدث قال : إن ضيف الله عز وجل رجل حج واعتمر فهو ضيف الله حتى يرجع إلى منزله ، ورجل كان في صلاته فهو في كنف الله حتى ينصرف ، ورجل زار أخاه المؤمن في الله عز وجل فهو زائر الله في عاجل ثوابه و خزائن رحمته .

জাফর ইবনে মুহাম্মাদ (আ) বলেন: “নিশ্চয়ই তিন ব্যক্তি মহান আল্লাহর অতিথি ও তাঁর আশ্রয়ে থাকেন: যে ব্যক্তি হজ ও ওমরাহ পালন করে, সে বাড়িতে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহর অতিথি। যে ব্যক্তি নামাজে থাকে, সে নামাজ শেষ না করা পর্যন্ত আল্লাহর বিশেষ আশ্রয়ে থাকে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তার কোনো মুমিন ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করতে যায়; সে আল্লাহর যিয়ারতকারী হিসেবে গণ্য হয় এবং সে তাঁর তাৎক্ষণিক সওয়াব ও রহমতের ভাণ্ডারের অন্তর্ভুক্ত হয়।”

الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري
(পশু ক্রয়ে ক্রেতার জন্য তিন দিনের শর্ত/মেয়াদ থাকে)
————————————————————————

3: Hadith 128

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : ما الشرط في الحيوان ؟ قال : ثلاثة أيام للمشتري ، قلت: فما الشرط في غير الحيوان ؟ قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما .

বর্ণনাকারী বলেন: আমি আবু আবদুল্লাহ (আ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম: “পশু ক্রয়ের ক্ষেত্রে শর্ত (মেয়াদ) কত?” তিনি বললেন: “ক্রেতার জন্য তিন দিন।”
আমি বললাম: “তাহলে অন্যান্য জিনিসে শর্ত কী?”
তিনি বললেন: “ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই (চুক্তি বাতিল বা গ্রহণের) অধিকার রাখে, যতক্ষণ না তারা পৃথক হয়ে যায়; আর যখন তারা পৃথক হয়ে যায় এবং উভয়ে সন্তুষ্ট হয়, তখন আর কোনো বিকল্প (চুক্তি বাতিলের সুযোগ) থাকে না।”

ثلاث لم يجعل الله عز وجل لاحد من الناس فيهن رخصة
(তিনটি বিষয়ে আল্লাহ কারো জন্য কোনো ছাড় দেননি)
————————————————————————————

3: Hadith 129

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا عبدالله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن عنبسة بن مصعب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ثلاث لم يجعل الله لأحد من الناس فيهن رخصة : بر الوالدين برين كانا أو فاجرين، ووفاء بالعهد البر والفاجر، وأداء الأمانة إلى البر والفاجر .

আনবাসা ইবনে মুসআব বলেন: আমি আবু আবদুল্লাহ (আ)-কে বলতে শুনেছি: “তিনটি বিষয়ে আল্লাহ তাআলা কারো জন্য কোনো ছাড় দেননি: পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার তারা নেককার হোক বা পাপাচারী; প্রতিশ্রুতি পূরণ করা নেককার হোক বা পাপাচারী; এবং আমানত আদায় করা নেককার হোক বা পাপাচারী।”

ما ابتلى المؤمن بشيء أشد عليه من ثلاث خصال يحرمها
(তিনটি গুণ থেকে বঞ্চিত হওয়াই মুমিনের জন্য সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা)
————————————————————————————

3: Hadith 130

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن زيد الشحام قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ما ابتلي المؤمن بشيء أشد عليه من خصال ثلاث يحرمها ، قيل : وماهن ؟ قال : المواساة في ذات يده ، والانصاف من نفسه ، وذكر الله كثيراً ، أما إني لا أقول لكم « سبحان الله و الحمد لله ولا إله إلا الله و الله أكبر ، ولكن ذكر الله عندما أحل له ، وذكر الله عندما حرم عليه .

আবু আব্দুল্লাহ (আ.) বলেছেন: “মুমিন ব্যক্তি এমন তিনটি গুণের চেয়ে কঠিন আর কোনো পরীক্ষায় পড়ে না, যা থেকে সে বঞ্চিত হতে পারে। জিজ্ঞাসা করা হলো: সেই তিনটি কী কী? তিনি বললেন: আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের ধন-সম্পদ দিয়ে (ভাইয়ের সাথে) সহমর্মিতা প্রকাশ করা। নিজের পক্ষ থেকে মানুষের সাথে ন্যায়বিচার (ইনসাফ) করা এবং আল্লাহকে প্রচুর পরিমাণে স্মরণ করা।
আর শোনো! আমি তোমাদের কেবল 'সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার' বলার কথা বলছি না; বরং আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা গ্রহণের সময় আল্লাহকে স্মরণ করা এবং যা হারাম করেছেন তা বর্জনের সময় আল্লাহকে স্মরণ করা।"

لولا ثلاث لصب الله العذاب على عباده صبا
(তিনটি জিনিস না থাকলে আল্লাহ বান্দাদের উপর শাস্তি ঢেলে দিতেন)
————————————————————————————

3: Hadith 131

حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار، وأحمد بن إدريس جميعاً ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن الحسين بن مصعب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن الله في كل يوم وليلة ملكاً

ينادي : مهلاً مهلاً عباد الله عن معاصي الله ، فلولا بهائم رتع ، وصبية رضع ، وشيوخ ركع لصب عليكم العذاب صباً وترضون به رضا .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “নিশ্চয়ই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন ফেরেশতা প্রতিদিন ও প্রতি রাতে এই বলে ঘোষণা দিতে থাকেন 'হে আল্লাহর বান্দারা! পাপাচার থেকে বিরত হও, বিরত হও।'
অতঃপর যদি এই তিনটি দল না থাকত: বিচরণশীল গবাদি পশু, দুগ্ধপোষ্য শিশু, এবং রুকুকারী বৃদ্ধরা তবে তোমাদের ওপর আল্লাহর আজাব ঝরঝর করে বর্ষিত হতো এবং তোমরা তাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতে।”

ثلاثة ملعونون
(তিন প্রকার ব্যক্তি অভিশপ্ত)
————————————————————

3: Hadith 132

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إبراهيم النوفلي ، عن الحسين بن المختار بإسناده يرفعه قال : قال رسول الله ﷺ : ملعون ملعون من أكمه أعمى [عن ولاية أهل بيتي] ، ملعون ملعون من عبد الدينار و الدرهم ، ملعون ملعون من نكح بهيمة .

বর্ণনাকারী মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “অভিশপ্ত, অভিশপ্ত! সেই ব্যক্তি যে (সত্যের প্রতি) অন্ধ হয়ে যায় [আহলে বাইতের উইলায়াত থেকে]; অভিশপ্ত , অভিশপ্ত! সেই ব্যক্তি যে দিনার ও দিরহাম (ধন-সম্পদ)-এর দাস হয়ে যায়; এবং অভিশপ্ত, অভিশপ্ত! সেই ব্যক্তি যে পশুর সাথে যৌনাচার করে।”

كانت الحكماء والفقهاء اذا كاتب بعضهم بعضاً كتبوا بثلاث ليس معهن رابعة
(প্রজ্ঞাবান ও ফকীহগণ একে অপরকে লিখলে তিনটি বিষয় লিখতেন, যার চতুর্থ কিছু নেই)
————————————————————

3: Hadith 133

حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال : حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين قال : كانت الفقهاء والحكماء إذا كاتب بعضهم بعضاً كتبوا ثلاثاً ليس معهن رابعة : من كانت الآخرة همته كفاه الله همه من الدنيا ، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته ، ومن أصلح فيما بينه وبين الله عز وجل أصلح الله فيما بينه وبين الناس .

আমীরুল মুমিনিন (আ) বলেন: “প্রজ্ঞাবান ও ফকীহগণ যখন একে অপরকে চিঠি লিখতেন, তখন তিনটি কথা লিখতেন যার কোনো চতুর্থ নেই: যার লক্ষ্য পরকাল, আল্লাহ তার দুনিয়ার চিন্তা দূর করে দেন; যে নিজের অন্তরকে সংশোধন করে, আল্লাহ তার বাহ্যিক অবস্থা সংশোধন করে দেন; আর যে নিজের ও আল্লাহর মাঝে সম্পর্ক ঠিক রাখে, আল্লাহ তার ও মানুষের মাঝে সম্পর্ক ঠিক করে দেন।”

المؤمن لا تكون سجيته ثلاث

(মুমিনের স্বভাব তিনটি হতে পারে না)
————————————————————————————

3: Hadith 134

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبدالله ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن المؤمن لا تكون سجيته الكذب والبخل والفجور ولكن ربما ألم بشيء من هذا لا يدوم عليه . فقيل له : أفيزني ؟ قال : نعم هو مفتن تواب ولكن لا يولد له [ابن] من تلك النطفة.

বর্ণনাকারী বলেন, আমি আবু আবদুল্লাহ (আ)-কে বলতে শুনেছি: “মুমিনের স্বভাব কখনোই মিথ্যা, কৃপণতা ও পাপাচার হতে পারে না। তবে মাঝে মাঝে সে এগুলোর কোনো একটি কাজে লিপ্ত হতে পারে, কিন্তু সে এতে স্থায়ী থাকে না।” তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো: “তাহলে কি সে ব্যভিচার করতে পারে?”
তিনি বললেন: “হ্যাঁ, সে প্ররোচিত হয়ে করতে পারে এবং তাওবা করে ফিরে আসে; কিন্তু সেই (অবৈধ) বীর্য থেকে তার কোনো সন্তান জন্ম নেবে না।”

ثلاث خصال لمن يؤخذ منه شيء من دنياه قسراً
(যার দুনিয়ার কিছু জিনিস জোরপূর্বক কেড়ে নেওয়া হয়, তার জন্য তিনটি পুরস্কার)
————————————————————————————

3: Hadith 135

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله قال : حدثني أحمد بن محمد بن خالد ، عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : قال رسول الله ﷺ : قال الله جل جلاله : «إني أعطيت الدنيا بين عبادي قيضاً فمن أقرضني منها قرضاً أعطيته بكل واحدة منهن عشراً إلى سبعمائة ضعف وما شئت من ذلك ، ومن لم يقرضني منها قرضاً فأخذت منه قسراً أعطيته ثلاث خصال لو أعطيت واحدة منهن ملائكتي لرضوا : الصلاة والهداية والرحمة»، إن الله عز وجل يقول : «الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون»، ثم قال أبو عبد الله : هذا لمن أخذ الله منه شيئاً قسراً .

আমি আবু আবদুল্লাহ (আ) কে বলতে শুনেছি, রাসূলাল্লাহ ﷺ বলেছেন,“মহান আল্লাহ বলেছেন ‘আমি দুনিয়াকে আমার বান্দাদের মধ্যে ঋণ (আমানত) হিসেবে দিয়েছি। অতএব, যে ব্যক্তি আমাকে এখান থেকে কিছু ঋণ দেবে (অর্থাৎ আল্লাহর পথে স্বেচ্ছায় ব্যয় করবে), আমি তাকে প্রতিটি জিনিসের বিনিময়ে দশ গুণ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত, এমনকি আমি যতটা চাই তার চেয়েও বেশি সওয়াব দান করব। আর যে ব্যক্তি আমাকে (স্বেচ্ছায়) ঋণ দিল না, বরং আমি তার থেকে কোনো কিছু জোরপূর্বক (বাধ্যতামূলকভাবে) কেড়ে নিলাম (অর্থাৎ সে বিপদে বা লোকসানে পড়ল), তবে আমি তাকে এমন তিনটি পুরস্কার দেব যা থেকে মাত্র একটি যদি আমি আমার ফেরেশতাদের দিতাম, তবে তারা সন্তুষ্ট হয়ে যেত। সেই তিনটি হলো: সালাত, হিদায়াত এবং রহমত।’ অতঃপর মহান আল্লাহ (কুরআনে) বলেন: ‘যাদের ওপর কোনো বিপদ আপতিত হলে তারা বলে নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তাঁরই কাছে ফিরে যাব। তাদের ওপরই রয়েছে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সালাত ও দয়া (রহমত) এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।" [কুরআন 2: 156-157] অতঃপর আবু আবদুল্লাহ (আ) বললেন: “এই পুরস্কার তাদের জন্য, যাদের থেকে আল্লাহ (পরীক্ষাস্বরূপ) কোনো কিছু জোরপূর্বক নিয়ে নেন।“

الله عز وجل جنة لا يدخلها الا ثلاثة
(আল্লাহর জান্নাতে প্রবেশ করবে তিন প্রকার মানুষ)

————————————————————————————

3: Hadith 136

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الجنة لا يدخلها إلا ثلاثة : رجل حكم في نفسه بالحق ، ورجل زار أخاه المؤمن في الله ، ورجل آثر أخاه المؤمن في الله عز وجل .

আবু জাফর (আ) বলেন: “জান্নাতে প্রবেশ করবে তিন প্রকার মানুষ: যে ব্যক্তি নিজের ব্যাপারে ন্যায়বিচার করে; যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তার মুমিন ভাইকে সাক্ষাৎ করে; এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য তার মুমিন ভাইকে নিজের ওপর অগ্রাধিকার দেয়।”

ثلاث خصال لا تكون في الشيعة
(শিয়াদের মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকে না)
————————————————————————————

3: Hadith 137

حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله قال : حدثني الحسن بن علي بن النعمان ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما كان في شيعتنا فلا يكون فيهم ثلاثة أشياء : لا يكون فيهم من يسأل بكفه ، ولا يكون فيهم بخيل ، ولا يكون فيهم من يؤتى في دبره .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “আমাদের শিয়াদের মধ্যে যাই থাকুক না কেন, তিনটি বিষয় তাদের মধ্যে কখনোই থাকবে না: তারা হাত পেতে ভিক্ষা করবে না; তারা কৃপণ হবে না; এবং তারা সমকামে লিপ্ত হবে না।”

ثلاث خصال من أشد ما عمل العباد
(তিনটি কাজ বান্দাদের জন্য সবচেয়ে কঠিন)
————————————————————————————

3: Hadith 138

حدثنا محمد بن علي ما جيلويه رضي الله عنه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ثلاث من أشد ما عمل العباد : انصاف المؤمن من نفسه ، ومواساة المرء أخاه ، وذكر الله على كل حال ، وهو أن يذكر الله عز وجل عند المعصية يهم بها فيحول ذكر الله بينه وبين تلك المعصية وهو قول الله عز وجل : « إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون » .

আবু জাফর (আ) বলেন: “তিনটি কাজ বান্দাদের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ: প্রথমটি হলো নিজের ব্যাপারে মুমিনের প্রতি ইনসাফ করা, দ্বিতীয়টি হলো নিজের ভাইকে সহমর্মিতা ও সহায়তা করা, এবং তৃতীয়টি হলো সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করা; আর তা হলো, যখন সে কোনো পাপের ইচ্ছা করে, তখন আল্লাহর স্মরণ যেন তার ও সেই পাপের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এটিই মহান আল্লাহর সেই বাণীর মর্ম: 'নিশ্চয়ই যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যখন শয়তানের কোনো কুমন্ত্রণা তাদেরকে স্পর্শ করে, তখনই তারা আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তৎক্ষণাৎ তাদের চোখ খুলে যায় (তারা সত্যদ্রষ্টা হয়)' (কুরআন 7: 201)।”

3: Hadith 139

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أبي الجارود زياد بن المنذر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أشد الأعمال ثلاثة : انصاف الناس من نفسك حتى لا ترضى لها منهم بشيء إلا رضيت لهم منها بمثله ، ومواساتك الأخ في المال ، وذكر الله على كل حال ، ليس « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » فقط ، ولكن إذا ورد عليك شيء من أمر الله أخذت به وإذا ورد عليك شيء نهى الله عنه تركته .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “সবচেয়ে কঠিন তিনটি আমল হলো: নিজের ব্যাপারে মানুষের প্রতি ন্যায় করা। যে আচরণ তুমি নিজের জন্য পছন্দ করো, তা-ই তাদের জন্যও পছন্দ করা; নিজ সম্পদ থেকে ভাইকে সাহায্য করা; এবং সব অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করা।
এটি শুধু ‘সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ , আল্লাহু আকবার...’ বলা নয়; বরং যখন আল্লাহর কোনো আদেশ আসে, তা গ্রহণ করা, এবং যখন কোনো নিষেধ আসে, তা পরিত্যাগ করা।”

قول ابليس لعنه الله لنوح (ع) اذكرني في ثلاثة مواطن
(ইবলিস লা) নূহ (আ) কে বলেছিল: তিনটি নসিহত)
————————————————————————

3: Hadith 140

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي عبد الله محمد بن خالد البرقي ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر قال : لما دعا نوح ربه عز وجل على قومه أتاه إبليس لعنه الله فقال : يا نوح إن لك عندي يداً أريد أن أكافيك عليها ، فقال نوح : والله إني لبغيض إلى أن يكون لك عندي يد فما هي ؟ قال : بلى دعوت الله على قومك فأغرقتهم فلم يبق أحد أغويه ، فأنا مستريح حتى ينشأ قرن آخر فأغويهم ، فقال له نوح : ما الذي تريد أن تكافئني به ؟ قال : اذكرني في ثلاثة مواطن فإني أقرب ما أكون إلى العبد إذا كان في إحداهن : اذكرني إذا غضبت ، واذكرني إذا حكمت بين اثنين ، واذكرني إذا كنت مع امرأة خالياً ليس معكما أحد .

আবু জাফর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: “যখন নূহ (আ) তাঁর কওমের বিরুদ্ধে মহান আল্লাহর কাছে বদদোয়া করলেন , তখন ইবলিস (লা) তাঁর কাছে এসে বলল: 'হে নূহ! আপনার কাছে আমার একটি ঋণ আছে, আমি তার প্রতিদান দিতে চাই।' নূহ (আ.) বললেন: 'আল্লাহর কসম! আপনার কোনো অনুগ্রহ আমার ওপর থাকুক তা আমার কাছে অত্যন্ত অপছন্দনীয়। সেই ঋণটি কী?'
সে বলল: 'হ্যাঁ, আপনি আপনার কওমের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে বদদোয়া করেছেন এবং তাদের সবাইকে ডুবিয়ে মেরেছেন। ফলে এখন কাউকে পথভ্রষ্ট করার জন্য আমার কাছে কেউ অবশিষ্ট নেই। এখন আমি শান্তিতে আছি যতক্ষণ না নতুন কোনো প্রজন্ম তৈরি হয়। (এটাই আমার প্রতি আপনার উপকার)।'
নূহ (আ.) তাকে বললেন: 'তাহলে তুমি আমাকে কী প্রতিদান দিতে চাও?' সে বলল: 'তিনটি মুহূর্তে আমাকে স্মরণ করবেন; কারণ এই তিন অবস্থায় আমি বান্দার সবচেয়ে কাছে থাকি: যখন আপনি রাগান্বিত হন, তখন আমাকে স্মরণ করবেন। যখন আপনি দুই ব্যক্তির মাঝে বিচার বা ফয়সালা করেন, তখন আমাকে স্মরণ করবেন। যখন আপনি কোনো নারীর সাথে নির্জনে থাকেন এবং আপনাদের সাথে তৃতীয় কেউ না থাকে, তখন আমাকে স্মরণ করবেন।'”

قول ابليس لعنه الله ما أعياني في ابن آدم فلن يعييني منه واحدة من ثلاث
(ইবলিস (লা) এর কথা: আদম সন্তানের মধ্যে এই তিনটি বিষয়ে আমি কখনো পরাজিত হই না)
————————————————————————

3: Hadith 141

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن عبد الرحمن بن محمد العرزمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يقول إبليس لعنه الله : ما أعياني في ابن آدم فلن يعييني منه واحدة من ثلاث : أخذ مال من غير حله ، أو منعه من حقه ، أو وضعه في غير وجهه .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: ইবলিস (লানাতুল্লাহ) বলে, আদম সন্তানের ব্যাপারে অন্য কোনো কিছুতে যদি আমি ব্যর্থও হই, নিচের তিনটি বিষয়ের যেকোনো একটিতে আমি কখনোই ব্যর্থ হব না: অবৈধ পন্থায় সম্পদ উপার্জন করানো। সম্পদের হক আদায়ে বাধা দেওয়া। সম্পদকে ভুল পথে বা অনর্থক কাজে ব্যয় করানো”

ثلاث خصال لا يطيقهن الناس
(তিনটি কাজ যা মানুষের জন্য অত্যন্ত কঠিন)
————————————————————————

3: Hadith 142

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن درست بن أبي منصور ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ثلاث لا يطيقهن الناس : الصفح عن الناس ، ومواساة الأخ أخاه في ماله ، وذكر الله كثيراً .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “তিনটি কাজ যা মানুষ সাধারণত পালন/সহ্য করতে পারে না: মানুষকে ক্ষমা করা; নিজ সম্পদ থেকে ভাইকে সহযোগিতা করা; এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করা।”

المعروف لا يصلح إلا بثلاث خصال
(আমল তিনটি গুণ ছাড়া পরিপূর্ণ হয় না)
————————————————————————

3: Hadith 143

حدثنا محمد بن علي ما جيلويه رضي الله عنه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن سعدان بن مسلم ، عن حاتم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : رأيت المعروف لا يصلح إلا بثلاث خصال: تصغيره وستره وتعجيله ، فإنك إذا صغرته عظمته عند من تصنعه إليه ، وإذا سترته تممته ، وإذا عجلته هنأته ، وإن كان غير ذلك محقته ونكدته .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “আমি দেখেছি, সৎকাজ তিনটি গুণ ছাড়া পরিপূর্ণ হয় না: তাকে ছোট মনে করা; গোপন রাখা;
এবং দ্রুত সম্পন্ন করা। কারণ তুমি যখন এটিকে ছোট মনে করো, তখন তা প্রাপকের কাছে বড় হয়ে যায়; যখন গোপন রাখো, তখন তা পূর্ণতা পায়; আর যখন দ্রুত করো, তখন তা আনন্দদায়ক হয়। আর যদি এর বিপরীত করো, তবে তা নষ্ট হয়ে যায় এবং বিরক্তিকর হয়ে ওঠে।”

الأيدي ثلاث
(হাত তিন প্রকার)
————————————————————————

3: Hadith 144

حدثنا الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري قال : أخبرنا محمد بن عبد العزيز قال : حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال : حدثنا عبيدة بن حميد قال : حدثني أبو الزعراء عن أبي الأحوص ، عن أبيه مالك بن نضلة قال : قال رسول الله ﷺ : الأيدي ثلاث : يد الله عز وجل العليا ، ويد المعطي التي تليها ، ويد السائل السفلى ، فأعط الفضل ولا تعجز نفسك .

মালিক বিন নাদলা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “হাত তিন প্রকার: মহান আল্লাহর হাত সবার উপরে; তারপর দানকারীর হাত; আর সাহায্যপ্রার্থীর হাত সবার নিচে। সুতরাং অতিরিক্ত দান করো এবং নিজেকে অক্ষম করে ফেলো না।”

ثلاث خصال مستحبة
(তিনটি গুণ উত্তম ও প্রিয়)
————————————————————————

3: Hadith 145

حدثنا حمزة بن محمد بن أحمد العلوي رضي الله عنه قال : أخبرني علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام قال : قال رسول الله ﷺ : كل معروف صدقة ، والدال على الخير كفاعله ، والله يحب إغاثة اللهفان .

আলী (আ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “প্রত্যেক সৎকাজই সদকা; যে ভালো কাজের পথ দেখায়, সে ঐ কাজ সম্পন্নকারীর সমান সওয়াব পায়;
আর নিশ্চয়ই আল্লাহ বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করতে ভালোবাসেন।”

المعطون ثلاثة
(দানকারী তিন প্রকার)
————————————————————————

3: Hadith 146

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن أبي سماك ، عن علي بن شهاب بن عبد ربه ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المعطون ثلاثة : الله رب العالمين ، وصاحب المال ، والذي يجري على يديه .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “দানকারী তিন প্রকার: বিশ্বজগতের প্রভু আল্লাহ; সম্পদের মালিক (দানকারী); এবং যার মাধ্যমে দান পৌঁছায়।”

3: Hadith 147

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن عمر بن أبان الكلبي ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المعطون ثلاثة : الله المعطي ، والمعطي من ماله ، والساعي في ذلك معط .

আবু জাফর (আ) বলেন: “দানকারী তিনজন: আল্লাহ প্রকৃত দাতা; যে নিজের সম্পদ থেকে দান করে; এবং যে এই কাজে সহযোগিতা করে সেও দানকারী হিসেবে গণ্য।”

لا تصلح المسألة إلا في ثلاث
(তিনটি ক্ষেত্রে ছাড়া ভিক্ষা চাওয়া বৈধ নয়)
————————————————————————

3: Hadith 148

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن عبد الحميد بن عواض الطائي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تصلح المسألة إلا في ثلاث : في دم منقطع ، أو غرم مثقل ، أو حاجة مدفعة .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “তিনটি ক্ষেত্র ছাড়া ভিক্ষা চাওয়া বৈধ নয়: রক্তপাত বন্ধের ক্ষেত্রে; ভারী ঋণের বোঝা হলে; অথবা এমন চরম দারিদ্র্য।”

3: Hadith 149

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم : وسهل بن زياد الرازي ، عن إسماعيل بن مرار ؛ و عبد الجبار بن المبارك، عن يونس بن عبد الرحمن ، عمن حدثه من أصحابنا ، عن أبي عبدالله قال : إنَّ رجلاً مر بعثمان بن عفان وهو قاعد على باب المسجد فسأله فأمر له بخمسة دراهم ، فقال له الرجل : أرشدني فقال له عثمان : دونك الفنية التي ترى - و أوماً بيده إلى ناحية من المسجد فيها الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر - فمضى الرجل نحوهم حتى سلم عليهم وسألهم فقال له الحسن والحسين الام : يا هذا إن المسألة لا تحل إلا في إحدى ثلاث دم مفجع ، أودين مقرح ، أو فقر مدقع ، ففي أيها تسأل ؟ فقال : في واحدة من هذه الثلاث ، فأمر له الحسن بخمسين ديناراً ، و أمر له الحسين بتسعة و أربعين ديناراً ، وأمر له عبد الله بن جعفر بثمانية وأربعين ديناراً ، فانصرف الرجل فمر بعثمان فقال له : ما صنعت ؟ فقال : مررت بك فسألتك فأمرت لي بما أمرت ولم تسألني فيما أسأل وإن صاحب الوفرة لما سألته قال لي : يا هذا فيما تسأل فان المسألة لا تحل إلا في إحدى ثلاث فأخبرته بالوجه الذي أسأله من الثلاثة فأعطاني خمسين ديناراً ، و أعطاني الثاني تسعة و أربعين ديناراً ، و أعطاني الثالث ثمانية و أربعين ديناراً ، فقال عثمان : ومن لك بمثل هؤلاء الفتية أولئك فطموا العلم فطماً ، وحازوا الخير والحكمة.

قال مصنف هذا الكتاب - رضي الله عنه - : معنى قوله « فطموا العلم فطماً » أي قطعوه عن غيرهم قطعاً ، وجمعوه لأنفسهم جمعاً .

আবু আব্দুল্লাহ (আ) বলেন: “এক ব্যক্তি উসমান বিন আফফানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যখন তিনি মসজিদের দরজায় বসে ছিলেন। লোকটি তাঁর কাছে কিছু চাইল (সাহায্য চাইল)। উসমান তাকে পাঁচ দিরহাম দেওয়ার আদেশ

দিলেন। লোকটি তখন বলল, ‘আমাকে (আরও ভালো কোনো দাতার দিকে) পথ দেখিয়ে দিন।‘ উসমান মসজিদের এক কোণে ইশারা করে বললেন, ‘ঐ যুবকদের কাছে যাও‘ সেখানে হাসান (আ), হুসাইন (আ) এবং আব্দুল্লাহ বিন জাফর বসে ছিলেন। লোকটি তাঁদের কাছে গিয়ে সালাম দিল এবং সাহায্য চাইল। তখন হাসান ও হুসাইন (আ) তাকে বললেন: ‘হে ব্যক্তি! জেনে রাখো, ভিক্ষা চাওয়া বা হাত পাতা কেবল তিনটির কোনো একটি কারণ ছাড়া বৈধ নয়: রক্তপাত বন্ধের জন্য; চরম ঋণ ও চরম দারিদ্র্য” এরপর তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুমি এর মধ্যে কোনটির জন্য সাহায্য চাচ্ছ?‘ লোকটি উত্তর দিল, ‘এই তিনটিরই একটির জন্য।‘ তখন হাসান (আ) তাকে ৫০ দিনার, হুসাইন (আ) ৪৯ দিনার এবং আব্দুল্লাহ বিন জাফর ৪৮ দিনার প্রদানের নির্দেশ দিলেন। লোকটি ফিরে যাওয়ার সময় আবার উসমানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। উসমান জিজ্ঞেস করলেন, ‘কী হলো?‘ লোকটি বলল, ‘আমি আপনার কাছে এসেছিলাম, আপনি আমাকে কিছু দিলেন কিন্তু আমি কেন সাহায্য চাচ্ছি তা জিজ্ঞেস করেননি। কিন্তু ঐ মহান ব্যক্তিদের কাছে যখন গেলাম, তাঁরা আমাকে বললেন হে ব্যক্তি! তুমি কেন ভিক্ষা চাচ্ছ? কারণ তিনটি বিশেষ কারণ ছাড়া ভিক্ষা চাওয়া বৈধ নয়। আমি যখন কারণ জানালাম, তখন প্রথমজন আমাকে ৫০ দিনার, দ্বিতীয়জন ৪৯ দিনার এবং তৃতীয়জন ৪৮ দিনার দিলেন।‘ এ শুনে উসমান বললেন: ‘এই যুবকদের মতো আর কাউকে তুমি কোথায় পাবে? তারা জ্ঞানকে পুরোপুরি নিজেদের করে নিয়েছে এবং সমস্ত কল্যাণ ও প্রজ্ঞা তাদের মাঝেই পুঞ্জীভূত হয়েছে।”

এই কিতাবের লেখক বলেন : বর্ণিত « فطموا العلم فطماً » বাক্যটির অর্থ হলো তাঁরা জ্ঞানকে অন্যদের থেকে আলাদা করে নিজেদের জন্য পূর্ণরূপে জমা করেছেন।

ثلاث خصال تطول الله بها عز وجل على ابن آدم
(আল্লাহ আদম সন্তানদের উপর তিনটি বিশেষ অনুগ্রহ করেন)
————————————————————————

3: Hadith 150

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن زكريا المؤمن ، عن علي بن أبي نعيم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن الله تبارك وتعالى يقول : يا ابن آدم تطولت عليك بثلاث : سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك ، وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدم لي خيراً ، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيراً .

আবু জাফর (আ) বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেন: “হে আদম সন্তান! আমি তোমার ওপর তিনটি বিশেষ অনুগ্রহ করেছি: আমি তোমার গোপন দোষগুলো ঢেকে রেখেছি যদি তোমার পরিবার তা জানত, তারা তোমাকে দাফনই করত না; আমি তোমাকে প্রাচুর্য দিয়েছি এবং তোমার কাছ থেকে (আমার পথে ব্যয় করার জন্য) ঋণ চেয়েছি, কিন্তু তুমি আমার জন্য ভালো কিছু কল্যাণ পাঠাওনি; আর আমি তোমাকে মৃত্যুর সময় তোমার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ (ওসিয়তের সুযোগ) দিয়েছি, তবুও তুমি ভালো কিছু কল্যাণ পাঠাওনি।”

لا يكون العبد مشركاً حتى يفعل احدى ثلاث خصال
(তিনটি কাজ না করা পর্যন্ত বান্দা মুশরিক হয় না)
————————————————————————

3: Hadith 151

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن عباس بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : إن هؤلاء العوام يزعمون أن الشرك

أخفى من دبيب النمل في الليلة الظلماء على المسح الأسود ، فقال : لا يكون العبد مشركاً حتى يصلي لغير الله ، أو يذبح لغير الله ، أو يدعو لغير الله عز وجل .

বর্ণনাকারী বলেন আমি আবু আবদুল্লাহ (আ) কে বললাম :"সাধারণ মানুষ বলে, শিরক অন্ধকার রাতে কালো পাথরের উপর পিঁপড়ার চলার চেয়েও সূক্ষ্ম।"
তিনি বললেন: "কেউ মুশরিক হয় না, যতক্ষণ না সে
আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য নামাজ পড়ে; অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কোরবানি করে;
অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে (উপাসনার উদ্দেশ্যে) ডাকে।"

لم تعط هذه الأمة أقل من ثلاث
(এই উম্মতকে তিনটি জিনিস কম দেওয়া হয়নি)
————————————————————

3: Hadith 152

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعيد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله ﷺ : لم تعط أمتي أقل من ثلاث : الجمال ، والصوت الحسن ، والحفظ .

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "আমার উম্মতকে তিনটি বিষয়ে কম দেওয়া হয়নি: সৌন্দর্য; সুন্দর কণ্ঠস্বর; এবং স্মরণশক্তি।"

جهد البلاء في ثلاثة
(কঠিনতম বিপদ/পরীক্ষা তিনটি)
————————————————————

3: Hadith 153

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام قال : قال رسول الله ﷺ : جهد البلاء ثلاثة : أن يقدم الرجل فيضرب عنقه صبراً ، والأسير ما دام في وثاق العدو ، والرجل يجد على بطن امرأته رجلاً .

আলী (আ) বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "কঠিনতম বিপদ বা পরীক্ষা হলো তিনটি: যখন কোনো ব্যক্তিকে (শত্রুরা) ধরে নিয়ে আসে এবং তাকে বন্দী অবস্থায় হত্যা করার জন্য তার গর্দান উঁচিয়ে ধরা হয়, কোনো ব্যক্তি যতক্ষণ শত্রুর হাতে বন্দি থাকে। যখন কোনো স্বামী তার স্ত্রীর সাথে অন্য কোনো পুরুষকে ব্যভিচারে লিপ্ত অবস্থায় পায়"

ليس في هذه الأمة ثلاثة أشياء
(এই উম্মতের মধ্যে তিনটি বিষয় নেই)
————————————————————

3: Hadith 154

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثني محمد بن الحسن الصفار ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام قال : قال رسول الله ﷺ : ليس في أمتي رهبانية ، ولا سياحة ، ولا صمت (يعني سكوت) .

আলী (আ) বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “আমার উম্মতের মধ্যে তিনটি বিষয় নেই: দুনিয়া ত্যাগ করে নির্জনে থাকা; দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানো; এবং নীরবতা পালন।”

لا تدخل الملائكة بيتاً فيه ثلاثة أشياء
(তিনটি জিনিস থাকলে ফেরেশতারা সেই ঘরে প্রবেশ করেন না)
————————————————————

3: Hadith 155

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله ﷺ : إن جبرئيل أتاني فقال : إنا معشر الملائكة لا ندخل بيتاً فيه كلب ، ولا تمثال جسد ، ولا إناء يبال فيه .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন , রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “নিশ্চয়ই জিবরাইল (আ) আমার কাছে এসে বলল: ‘আমরা ফেরেশতারা এমন ঘরে প্রবেশ করি না, যেখানে কুকুর থাকে; প্রাণীর মূর্তি/প্রতিমা থাকে; অথবা এমন পাত্র থাকে যাতে প্রস্রাব করা হয়।’”

ثلاثة يشتركون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
(সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধে তিনজন শরিক হয়)
————————————————————

3: Hadith 156

حدثنا محمد بن علي ما جيلويه رضي الله عنه قال : حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : قال رسول الله ﷺ : من أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو دل على خير أو أشار به فهو شريك ، ومن أمر بسوء أو دل عليه أو أشار به فهو شريك .

আলী (আ) বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “যে ব্যক্তি সৎকাজের আদেশ দেয়, অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে, বা কোনো ভালো কাজের পথ দেখায় সে এতে শরিক (সওয়াবে অংশীদার)। আর যে ব্যক্তি খারাপ কাজের আদেশ দেয়, বা পথ দেখায় সেও এতে শরিক (গুনাহে অংশীদার)।”

أعطى الله عز وجل المؤمن ثلاث خصال
(মহান আল্লাহ মুমিনকে তিনটি গুণ দান করেছেন)
————————————————————

3: Hadith 157

حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال : حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن عبد المؤمن الأنصاري ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن الله عز وجل أعطى المؤمن ثلاث خصال : العز في الدنيا في دينه ، والفلج في الآخرة ، والمهابة في صدور العالمين .

আবু জাফর (আ) বলেন: “ মহান আল্লাহ মুমিনকে তিনটি গুণ দান করেছেন: দুনিয়ায় তার দ্বীনের কারণে সম্মান ও মর্যাদা; আখিরাতে সফলতা; এবং মানুষের অন্তরে তার প্রতি মর্যাদা ও ভয় (সম্মানজনক প্রভাব)।”

يُحذر على الدين ثلاثة
(দ্বীনের ব্যাপারে তিনটি মানুষ থেকে সতর্ক থাকতে হবে)
——————————————————————————

3: Hadith 158

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن أبان بن أبي عياش ، عن سليم بن قيس الهلالي قال : سمعت أمير المؤمنين علياً عليه السلام يقول : احذروا على دينكم ثلاثة : رجلاً قرأ القرآن حتى إذا رأيت عليه بهجته اخترط سيفه على جاره ورماه بالشرك ، فقلت : يا أمير المؤمنين أيهما أولى بالشرك ؟ قال : الرامي ، ورجلاً استخفته الأحاديث كلما أحدثت أحدوثة كذب مدها بأطول منها ، ورجلاً آتاه الله عز وجل سلطاناً فزعم أن طاعته طاعة الله ومعصيته معصية الله وكذب لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، لا ينبغي للمخلوق أن يكون حبه معصية الله فلا طاعة في معصيته ولا طاعة لمن عصى الله ، إنما الطاعة لله ولرسوله ولأولي الأمر ، وإنما أمر الله عز وجل بطاعة الرسول لأنه معصوم مطهر لا يأمر بمعصيته ، وإنما أمر بطاعة أولي الأمر لأنهم معصومون مطهرون لا يأمرون بمعصيته .

বর্ণনাকারী বলেন আমি আমীরুল মুমিনিন আলী (আ) কে বলতে শুনেছি বলেন: “তোমরা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে তিনটি বিষয় থেকে সতর্ক থাকো: সেই ব্যক্তি, যে কুরআন পড়ে, এমনকি তার মধ্যে দীনের বাহ্যিক সৌন্দর্যও দেখা যায়; কিন্তু পরে সে নিজের প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে অস্ত্র তোলে এবং তাকে মুশরিক অপবাদ দেয়।” আমি জিজ্ঞেস করলাম: “হে আমীরুল মুমিনিন! এদের মধ্যে কে শিরকের অধিক উপযুক্ত?”
তিনি বললেন: “যে অপবাদ দিয়েছে।”

সেই ব্যক্তি যে গল্পগাথা বিকৃত করেছে: যখনই তার কাছে কোনো ভিত্তিহীন নতুন কথা আসে, সে সেটিকে আরও দীর্ঘ করে প্রচার করে (অর্থাৎ মিথ্যা গল্প ছড়ায়)

সেই ব্যক্তি যাকে মহান আল্লাহ শাসনক্ষমতা দান করেছেন: অতঃপর সে দাবি করে যে 'তার আনুগত্য করা মানেই আল্লাহর আনুগত্য করা, আর তার অবাধ্য হওয়া মানেই আল্লাহর অবাধ্য হওয়া।' অথচ সে মিথ্যা বলছে। কারণ, স্রষ্টার অবাধ্য হয়ে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য করা বৈধ নয়। কোনো সৃষ্টির জন্যই এটি সমীচীন নয় যে, আল্লাহর অবাধ্যতাকে সে ভালোবাসবে। সুতরাং আল্লাহর নাফরমানিতে কোনো আনুগত্য নেই এবং যে আল্লাহর অবাধ্য হয় তারও কোনো আনুগত্য নেই।
নিশ্চয়ই আনুগত্য কেবল আল্লাহর জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য এবং 'উলিউল আমর' (কর্তৃত্বশীল) দের জন্য। মহান আল্লাহ রাসূলের আনুগত্যের আদেশ দিয়েছেন কারণ তিনি মা’সুম (নিষ্পাপ) ও পবিত্র, তিনি কখনোই পাপাচারের আদেশ দেন না। আর আল্লাহ 'উলিউল আমর' দের আনুগত্যের আদেশ দিয়েছেন কারণ তাঁরাও মা’সুম ও পবিত্র, তাঁরাও কখনোই আল্লাহর অবাধ্যতার আদেশ দেন না।”

سؤال الديراني جعفر بن محمد (ع) عن ثلاث خصال
(আদ দিরানী পক্ষ থেকে জাফর ইবনে মুহাম্মাদ (আ)-কে তিনটি বিষয়ে প্রশ্ন)
————————————————————————

3: Hadith 159

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحكم بن مسكين الثقفي قال : حدثني أبو سعيد المكاري ، عن سلمة بياع الجواري قال : سألني رجل من أصحابنا أن أقوم له في بيدر وأحفظه ، فكان إلى جانبي دير فكنت أقوم إذا زالت الشمس فأتوضأ وأصلي ، فناداني الديراني ذات يوم فقال : ما هذه الصلاة التي تصلي؟ فما أرى أحداً يصليها ، فقلت : أخذناها عن ابن رسول الله ﷺ ، فقال : وعالم هو؟ فقلت له : نعم ، فقال : سله عن ثلاث خصال : عن البيض أي شيء يحرم منه ، وعن السمك أي شيء يحرم منه ، وعن الطير أي شيء يحرم منه ؟ قال : فحججت من سنتي فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له : إن رجلاً سألني أن أسألك عن ثلاث خصال ، قال : وما هي؟ قلت : قال لي : سله عن البيض أي شيء يحرم منه ، وعن السمك أي شيء يحرم منه ، وعن الطير أي شيء يحرم منه ، فقال : قل له : أما البيض فكل ما لم تعرف رأسه من إسته فلا تأكله ، وأما السمك فما لم يكن له قشر فلا تأكله ، وأما الطير فما لم تكن له قانصة فلا تأكله ، قال : فرجعت من مكة فخرجت إلى الديراني متعمداً فأخبرته بما قال ، فقال : هذا والله هو نبي أو وصي نبي .

قال مصنف هذا الكتاب : يؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية ، ويؤكل من طير البر ما دف ، ولا يؤكل ما صف ، فإن كان الطير يصف ويدف وكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل ، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل .

বর্ণনাকারী বলেন: আমাদের এক বন্ধু আমাকে তার খামারে শস্য দেখাশোনার জন্য নিযুক্ত করলেন। সেই খামারের পাশেই একটি খৃষ্টান মঠ (গির্জা) ছিল। প্রতিদিন সূর্য ঢলে পড়লে আমি উঠে অজু করতাম এবং নামাজ পড়তাম। একদিন মঠের যাজক আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন: 'তুমি এই কোন নামাজ পড়ছো? আমি তো কাউকে এভাবে নামাজ পড়তে দেখি না!' আমি বললাম: 'আমরা এই নিয়ম আল্লাহর রাসূলুল্লাহর বংশধরের একজন থেকে পেয়েছি।'
তিনি জিজ্ঞেস করলেন: 'তিনি কি জ্ঞানী?' আমি বললাম: 'হ্যাঁ।' তখন তিনি বললেন: 'তাঁকে এই তিনটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করো ডিম, মাছ এবং পাখির মধ্যে কোন জিনিসগুলো হারাম?'।

বর্ণনাকারী বলেন: সেই বছর আমি হজে গেলাম এবং আবু আব্দুল্লাহর (আ) এর কাছে উপস্থিত হলাম। আমি বললাম: 'এক ব্যক্তি আমাকে তিনটি প্রশ্ন করতে বলেছে।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন: 'সেগুলো কী?' আমি বললাম: 'তিনি ডিম, মাছ এবং পাখির হারামের পরিচয় জানতে চেয়েছেন।'
তিনি বললেন: 'তাকে গিয়ে বলো যে ডিমের মাথা (উপরের দিক) ও নিচের দিকের মধ্যে কোনো পার্থক্য বোঝা যায় না (উভয়দিকে), তা খেয়ো না। যে মাছের গায়ে আঁশ নেই, তা খেয়ো না। যে পাখির পাকস্থলী নেই, তা খেয়ো না।'
বর্ণনাকারী ববলেন: মক্কা থেকে ফিরে আমি উদ্দেশ্যমূলকভাবে সেই যাজকের কাছে গেলাম এবং উত্তরগুলো জানালাম। তা শুনে যাজক বললেন: 'আল্লাহর কসম! তিনি হয় একজন নবী, না হয় নবীর উত্তরসূরি।'"

এই কিতাবের লেখকের বলেন: জলচর পাখির মধ্যে কেবল সেগুলোই খাওয়া যাবে যেগুলোর পাকস্থলী বা অনুরূপ অঙ্গ আছে। আর স্থলচর পাখির ক্ষেত্রে যে পাখি ওড়ার সময় ডানা বেশি ঝাপটায় সেটি হালাল; আর যে পাখি ডানা না ঝাপটিয়ে বাতাসে ডানা স্থির রেখে ভেসে বেড়ায় সেটি হারাম। যদি কোনো পাখি উভয়টিই করে, তবে দেখা হবে কোনটি বেশি করে; ডানা ঝাপটানো বেশি হলে তা হালাল বলে গণ্য হবে।"

ما عجت الأرض إلى ربها عز وجل كعجيجها من ثلاثة
(জমিন মহান আল্লাহর কাছে অন্য কোনো বিষয়ে এমনভাবে আর্তনাদ করে না, যেমনটি সে তিনটি বিষয়ে করে)
————————————————————————

3: Hadith 160

حدثنا محمد بن علي ما جيلويه رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسن بن أبي الحسن الفارسي، عن سليمان بن حفص البصري، عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: ما عجبت الأرض إلى ربها عز وجل كعجيجها من ثلاثة: من دم حرام يسفك عليها، أو اغتسال من زنا، أو النوم عليها قبل طلوع الشمس.

জাফর ইবনে মুহাম্মাদ (আ) বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন: “জমিন মহান আল্লাহর কাছে অন্য কোনো বিষয়ে এমনভাবে আর্তনাদ করে না, যেমনটি সে তিনটি বিষয়ে করে: যখন তার ওপর অন্যায়ভাবে কারো রক্ত ঝরানো হয়। যখন তার ওপর ব্যভিচারের পর গোসল করা হয় এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে জমিনের ওপর ঘুমিয়ে থাকা।”

ثلاثة لا يتقبل الله لهم بالحفظ

(তিন ব্যক্তির উপর আল্লাহ নিরাপত্তার দায়িত্ব নেন না)
————————————————————————

3: Hadith 161

حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسين بإسناده رفعه إلى رسول الله ﷺ أنه قال: ثلاثة لا يتقبل الله عز وجل لهم بالحفظ: رجل نزل في بيت خرب، ورجل صلى على قارعة الطريق، ورجل أرسل راحلته ولم يستوثق منها.

বর্ণনাকারী মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেছেন: তিন ধরনের লোকের জন্য আল্লাহ তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন না: যে ব্যক্তি পরিত্যক্ত বাড়িতে অবস্থান করে; যে ব্যক্তি জনাকীর্ণ রাস্তার মাঝে নামাজ পড়ে; যে ব্যক্তি তার বাহন ছেড়ে দেয়।

ثلاثة يستظلون بظل عرش الله عز وجل يوم القيامة
(তিনজনকে আল্লাহর রশির ছায়ায় আশ্রয় দেওয়া হবে কিয়ামতের দিনে)
————————————————————————

3: Hadith 162

حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن النهيكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر قال: ثلاثة يستظلون بظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله: رجل زوج أخاه المسلم، أو أخدمه، أو كتم له سرا.

মুসা ইবনে জাফর (আ) বলেছেন: তিনজন ব্যক্তি কিয়ামতের দিনে আল্লাহর রশির ছায়ায় আশ্রয় পাবে, যেখানে কোনো ছায়া থাকবে না শুধুমাত্র তার ছায়া: যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইকে বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে; যে তার মুসলিম ভাইকে সেবা করেছে; যে তার তার মুসলিম ভাইয়ের গোপন কথা গোপন রেখেছে।

ثلاثة يشكون إلى الله عز وجل
(তিনটি জিনিস আল্লাহর কাছে অভিযোগ করবে)
————————————————————————

3: Hadith 163

حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن عمر وسعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن ابن فضال ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ثلاثة يشكون إلى الله عز وجل : مسجد خراب لا يصلي فيه أهله ، وعالم بين جهال ، ومصحف معلق قد وقع عليه غبار لا يقرء فيه .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “তিনটি জিনিস আল্লাহর কাছে অভিযোগ করবে: এমন পরিত্যক্ত মাসজিদ যেখানে তার পাশ্ববর্তী অধিবাসীরা নামাজ আদায় করে না। এমন জ্ঞানী যিনি মূর্খদের মাঝে আটকা পড়েছেন। এমন মুসহাফ(কুরআনের পাণ্ডুলিপি) যা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে এবং যার ওপর ধুলো জমেছে, কিন্তু তা পাঠ করা হয় না।”

قراء القرآن ثلاثة
(কুরআন পাঠকারী তিন প্রকার)
————————————————————————

3: Hadith 164

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن عبيس بن هشام الناشري ، عمن ذكره ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قراء القرآن ثلاثة : رجل قرأ القرآن فاتخذه بضاعة واستدر به الملوك واستطال به على الناس ، ورجل قرأ القرآن فحفظ حروفه وضيع حدوده ، ورجل قرأ القرآن فوضع دواء القرآن على داء قلبه ، فأسهر به ليله وأظمأ به نهاره وقام به في مساجده وتجافى به عن فراشه ، فبأولئك يدفع الله البلاء وبهم ينزل الغيث ، فوالله هؤلاء أعز من الكبريت الأحمر .

আবু জাফর (আ) বলেন: “কুরআন পাঠকারী তিন প্রকার: যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে তাকে জীবিকার মাধ্যম বানিয়েছে, এর দ্বারা রাজাবাদশাহদের কাছ থেকে সুবিধা নেয় এবং মানুষের ওপর দম্ভ প্রকাশ করে ও যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এর শব্দগুলো মুখস্থ রেখেছে কিন্তু এর বিধান মানে না এবং যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং কুরআনের ওষুধকে তার অন্তরের রোগের ওপর প্রয়োগ করে। সে কুরআনের জন্য রাত জেগে ইবাদত করে, দিনে রোজা রাখে, মাসজিদে দাঁড়িয়ে থাকে এবং বিছানা ত্যাগ করে। এই শ্রেণির পাঠকদের কারণেই মহান আল্লাহ মুসিবত দূর করেন, শত্রুদের ওপর বিজয় দান করেন এবং আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। আল্লাহর কসম! এই শ্রেণির কুরআন পাঠকারী 'লাল গন্ধক' (অত্যন্ত দুর্লভ বস্তু)-এর চেয়েও বিরল।”

3: Hadith 165

حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه قال : حدثنا علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : القراء ثلاثة : قارىء قرأ القرآن ليستدر به الملوك ويستطيل به على الناس فذاك من أهل النار ، وقارىء قرأ القرآن فحفظ حروفه وضيع حدوده فذاك من أهل النار ، وقارىء قرأ القرآن فاستقر به تحت برنسه فهو يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويقيم فرائضه ويحرم حرامه فهذا من أهل الجنة ويشفع فيمن شاء .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “কুরআন পাঠক তিন প্রকার: যে রাজাদের তুষ্ট করতে ও মানুষের ওপর বড়াই করতে কুরআন পড়ে, সে জাহান্নামী। যে শব্দ রক্ষা করে কিন্তু বিধান অমান্য করে, সে-ও জাহান্নামী। আর যে কুরআন পাঠ করে তার আমল অনুযায়ী চলে, ফরয বিধান কায়েম করে এবং হালাল-হারাম মেনে চলে, সে-ই বিভ্রান্তিকর ফিতনা থেকে রক্ষা পাবে, জান্নাতে যাবে এবং সে যার জন্য ইচ্ছা সুপারিশ করতে পারবে।”

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد
(কেবল তিনটি মাসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে)
——————————————————————————

3: Hadith 166

حدثنا أبي ومحمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنهما قالا : حدثنا محمد بن يحيى العطار قال : حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن الحسن بن علي وأبي الصخر جميعاً يرفعانه إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجد رسول الله ﷺ ، ومسجد الكوفة .

আমীরুল মুমিনিন (আ) বলেন: “তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো মসজিদের উদ্দেশ্যে (বিশেষ ফজিলতের জন্য) সফর করা উচিত নয়: মসজিদুল হারাম; রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মসজিদ; এবং কুফার মসজিদ।”

3: Hadith 167

حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمذاني رضي الله عنه قال : حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن ياسر الخادم قال : قال علي بن موسى الرضا عليه السلام : لا تشد الرحال إلى شيء من القبور إلا إلى قبورنا ، ألا وإني لمقتول بالسم ظلماً ، ومدفون في موضع غربة ، فمن شد رحله إلى زيارتي استجيب دعاؤه وغفر له ذنبه .

আলী ইবন মূসা আর-রিদা (আ) বলেন: “কোনো কবরের উদ্দেশ্যে সফর করা উচিত নয়, আমাদের (আহলে বাইতের) কবর ব্যতীত। জেনে রাখো, আমাকে অন্যায়ভাবে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হবে এবং আমি ভিনদেশে দাফন হব। যে ব্যক্তি আমার জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করবে, তার দোয়া কবুল করা হবে এবং তার গুনাহ ক্ষমা করা হবে।”

في الفجل ثلاث خصال
(মূলার তিনটি উপকারিতা)
——————————————————————————

3: Hadith 168

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي قال : حدثنا عدة من أصحابنا ، عن حنان بن سدير قال : كنت مع أبي عبد الله على المائدة فناولني فجلة، وقال لي : يا حنان كل الفجل فإن فيه ثلاث خصال ؛ ورقه يطرد الرياح ، ولبه يسري البول ، وأصوله تقطع البلغم .

হান্নান ইবন সাদীর বলেন: আমি আবু আবদুল্লাহ (আ)-এর সাথে দস্তরখানে বসা ছিলাম। তিনি আমাকে একটি মূলা দিলেন এবং বললেন: “হে হান্নান! মূলা খাও, এতে তিনটি গুণ রয়েছে: এর পাতা বায়ু নাশক; এর ভেতরের অংশ

প্রস্রাব সহজ করে; আর এর শেকড় কফ দূর করে।”

ثلاثة لا تضر
(তিনটি জিনিস ক্ষতি করে না)
————————————————————————

3: Hadith 169

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن النهيكي ، عن منصور بن يونس قال : سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام يقول : ثلاثة لا تضر : العنب الرازقي ، وقصب السكر ، والتفاح اللبناني .

মূসা ইবন জাফর (আ) বলেন: “তিনটি জিনিস ক্ষতিকর নয়: রাজাকি আঙ্গুর, আখ, এবং লেবাননের আপেল।”

النبي ﷺ زعيم بثلاثة بيوت في الجنة لمن ترك ثلاث خصال
(তিনটি গুণ ত্যাগকারীর জন্য জান্নাতে তিনটি ঘরের জিম্মাদার নবী ﷺ)
————————————————————————

3: Hadith 170

أخبرني الخليل بن أحمد السجزي قال : حدثنا أبو العباس السراج قال : حدثنا قتيبة قال : حدثنا قرعة ، عن إسماعيل بن أمية ، عن جبلة الإفريقي أن رسول الله ﷺ قال : أنا زعيم ببيت في ربض الجنة وبيت في وسط الجنة وبيت في أعلى الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً ، ولمن ترك الكذب وإن كان هازلاً ، ولمن حسن خلقه .

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: “আমি তিনটি ঘরের জিম্মাদার
জান্নাতের প্রান্তে একটি, মাঝখানে একটি, এবং সর্বোচ্চ স্থানে একটি, তার জন্য: যে তর্ক বিতর্ক ত্যাগ করে যদিও সে সত্যের ওপর থাকে; যে মিথ্যা ত্যাগ করে যদিও তা ঠাট্টা মশকরা হিসেবে হলেও, এবং বং যার চরিত্র উত্তম।”

أمر أمير المؤمنين (ع) بقتال ثلاث فرق
(আমীরুল মুমিনিন (আ)-কে তিনটি দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল)
————————————————————————

3: Hadith 171

حدثنا أبو سعيد محمد بن الفضل المذكر قال : حدثنا أبو عبد الله الراوساني قال : حدثنا علي بن سلمة قال : حدثنا محمد بن بشر قال : حدثنا فطر بن خليفة ، عن حكيم بن جبير ، عن إبراهيم قال : سمعت علقمة يقول : سمعت علي بن أبي طالب عليه السلام يقول : أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين .
قال مصنف هذا الكتاب : الناكثون أصحاب الجمل ، والقاسطون أهل الشام ومعاوية ، والمارقون أهل النهروان .

বর্ণনাকারী বলেন, আমি আলী ইবন আবী তালিব (আ) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: “আমাকে তিনটি দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে: নাকিছীন,কাসিতীন এবং মারিকীন।”

গ্রন্থকার বলেন: নাকিছীন - জামালের যুদ্ধের লোকেরা যারা (বাইয়াত ভঙ্গ করেছিলো); কাসিতীন- সিরিয়াবাসী ও মুআবিয়ার বাহিনী (যারা ন্যায়ের অবাধ্য হয়েছিলো); মারিকীন - নাহরাওয়ানের খারিজিরা (যারা ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছিলো)।

ثلاث من لم تكن فيه فليس من الله عز وجل ولا من رسوله
(যার মধ্যে তিনটি গুণ নেই, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অন্তর্ভুক্ত নয়)
————————————————————————

3: Hadith 172

أخبرني سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي قال : حدثنا عبد الوهاب ابن خراجة ، قال : حدثنا أبو كريب قال : حدثنا علي بن جعفر العيسي قال : حدثنا الحسن بن الحسين العلوي ، عن أبيه الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي بن أبي طالب ، عن النبي الله قال : ثلاث من لم تكن فيه فليس مني ولا من الله عز و جل ، قيل : يا رسول الله و ما هن ؟ قال : حلم يرد به جهل الجاهل ، وحسن خلق يعيش به في الناس ، وورع يحجزه عن معاصي الله عز وجل .

আলী ইবন আবী তালিব (আ) থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “তিনটি বৈশিষ্ট্য যার মধ্যে নেই, সে আমারও নয় এবং মহান আল্লাহরও নয়।”
সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন: "হে আল্লাহর রাসূল! সেগুলো কী?"
তিনি বললেন: এমন সহনশীলতা, যার মাধ্যমে সে মূর্খের মূর্খতাকে প্রতিহত করে। এমন সুন্দর চরিত্র, যার মাধ্যমে সে মানুষের মাঝে মিলেমিশে বসবাস করে এবং এমন তাকওয়া, যা তাকে আল্লাহর নাফরমানি থেকে বিরত রাখে।"

الله عز وجل حرمات ثلاث
(আল্লাহ তাআলার তিনটি পবিত্র বিষয়)
————————————————————————

3: Hadith 173

أخبرنا سليمان بن أحمد اللخمي قال : حدثنا يحيى بن عثمان بن صالحومطلب بن شعيب الأزدي وأحمد بن رشيد البصريون قالوا : حدثنا إبراهيم بن حماد عن أبي حازم المديني قال : حدثنا عمران بن عمر بن سعيد بن المسيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله له : إن الله حرمات ثلاث من حفظهن حفظ الله له أمر دينه ودنياه ومن لم يحفظهن لم يحفظ الله له شيئاً : حرمة الاسلام وحرمتي ، وحرمة عترتي .

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “নিশ্চয়ই আল্লাহর তিনটি পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয় বিষয় (হুরমত) রয়েছে। যে ব্যক্তি এগুলো রক্ষা করবে, আল্লাহ তার দ্বীন ও দুনিয়ার বিষয়গুলো রক্ষা করবেন। আর যে এগুলো রক্ষা করবে না, আল্লাহ তার কোনো কিছুই রক্ষা করবেন না: ইসলামের পবিত্রতা, আমার (রাসূলের) পবিত্রতা এবং আমার বংশধর বা ইতরাতের পবিত্রতা।”

3: Hadith 174

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن محمد بن -عبد الحميد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : إن الله عز وجل حرمات ثلاث ليس مثلهن شيء : كتابه وهو نوره وحكمته ، وبيته الذي جعله للناس قبلة لا يقبل الله من أحد وجهاً إلى غيره ، وعترة نبيكم محمد .

ইবনে আব্বাস বলেন: “আল্লাহ তিনটি বিষয়কে বিশেষভাবে মর্যাদা দিয়েছেন, যার মতো আর কিছু নেই: তাঁর কিতাব যা তাঁর নূর ও হিকমত; তাঁর ঘর (কাবা), যাকে মানুষের জন্য কিবলা বানানো হয়েছে; এবং তোমাদের নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর বংশধর ।”

حقيقة الإيمان ثلاث خصال
(ঈমানের প্রকৃত রূপ তিনটি গুণে নিহিত)
————————————————————

3: Hadith 175

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن عذافر ، عن أبيه ، عن أبي جعفر قال : بينا رسول الله : ذات يوم في بعض أسفاره إذ لقيه ركب فقالوا : السلام عليك يا رسول الله فالتفت إليهم فقال : ما أنتم ؟ قالوا : مؤمنون ، قال : فما حقيقة إيمانكم ؟ قالوا : الرضا بقضاء الله ، والتسليم لأمر الله ، و التفويض إلى الله ، فقال رسول الله ﷺ : علماء حكماء كادوا أن يكونوا من الحكمة أنبياء ، فان كنتم صادقين فلا تبنوا ما لا تسكنون ، ولا تجمعوا مالا تأكلون ، واتقوا الله الذي إليه ترجعون .

আবু জাফর (আ) থেকে বর্ণিত: “একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর এক সফরে একদল আরোহীর দেখা পেলেন। তারা বলল: 'আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ!' রাসূল ﷺ তাদের দিকে ফিরে বললেন: 'তোমরা কারা?' তারা বলল: 'আমরা মুমিন।'
রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন: 'তোমাদের ঈমানের হাকিকত বা বাস্তবতা কী? তারা উত্তর দিল: আল্লাহর ফয়সালার ওপর সন্তুষ্ট থাকা (রিদা), আল্লাহর আদেশের কাছে আত্মসমর্পণ করা (তাসলিম), এবং আল্লাহর ওপর সবকিছুর ভার অর্পণ করা (তাফবীয)।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: ‘এরা এমন আলেম ও প্রজ্ঞাবান যে, প্রজ্ঞার কারণে তারা যেন প্রায় নবীদের সমতুল্য।'
এরপর তিনি বললেন: 'যদি তোমরা তোমাদের দাবিতে সত্যবাদী হও, তবে এমন ঘর বানিও না যাতে তোমরা থাকবে না (অতিরিক্ত বিলাসিতা ত্যাগ), এমন সম্পদ জমা করো না যা তোমরা খাবে না,
এবং সেই আল্লাহকে ভয় করো যাঁর কাছে তোমরা ফিরে যাবে”’

الحاج على ثلاثة وجوه
(হজ পালনকারীরা তিন প্রকার)
————————————————————

3: Hadith 176

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ؛ وزرارة بن أعين ، عن أبي جعفر قال : الحاج على ثلاثة وجوه : رجل أفرد

الحج بسياق الهدي ، ورجل أفرد الحج ولم يسق ، ورجل تمتع بالعمرة إلى الحج .

আবু জাফর (আ) বলেন: “হজ পালনকারী তিন প্রকার: এমন ব্যক্তি যে হজের জন্য কুরবানির পশু (হাদি) সাথে নিয়ে একা হজ (হজ্জে ইফরাদ) করে।
এমন ব্যক্তি যে একা হজ (হজ্জে ইফরাদ) করে কিন্তু সাথে করে পশু নেয় না।
এমন ব্যক্তি যে ওমরাহ্ পালন করে হজের সাথে ভোগ (হজ্জে তামাত্তু) করে”

3: Hadith 177

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن جابر بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن مفضل بن صالح الجعفي ، عن أبي جعفر قال : قال رسول الله ﷺ : الحاج ثلاثة فأفضلهم نصيباً رجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، ووقاه الله عذاب النار ، وأما الذي يليه فرجل غفر له ما تقدم من ذنبه ويستأنف العمل فيما بقي من عمره ، وأما الذي يليه فرجل حفظ في أهله وماله .

আবু জাফর (আ) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: “হাজীরা তিন প্রকার: সর্বোত্তম সে, যার পূর্বের ও পরের সব গুনাহ ক্ষমা করা হয়েছে এবং তাকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করা হয়েছে;এরপর সে, যার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা হয়েছে এবং সে নতুনভাবে আমল শুরু করে;
এবং তৃতীয় ব্যক্তি, যার হজ থেকে ফেরার পর পরিবার ও সম্পদ নিরাপদ থাকে।”

النهي عن ثلاث خصال
(তিনটি স্বভাব থেকে নিষেধ)
————————————————————————

3: Hadith 178

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله قال : قال أمير المؤمنين في وصيته لابنه محمد بن الحنفية : إياك والعجب ، وسوء الخلق ، وقلة الصبر ، فإنه لا يستقيم لك على هذه الخصال الثلاث صاحب ، ولا يزال لك عليها من الناس مجانب ، وألزم نفسك التودد ، وصبر على مؤونات الناس نفسك ، وابذل لصديقك نفسك ومالك ، وللعامة بشرك ومحبتك ، ولعدوك عدلك وإنصافك ، واصن بدينك وعرضك عن كل أحد ، فإنه أسلم لدينك ودنياك .

আমিরুল মুমিনীন আলী (আ) তাঁর পুত্র মুহাম্মদ ইবন হানাফিয়াকে দেওয়া অসিয়তে বলেছেন: “তুমি তিনটি স্বভাব থেকে বেঁচে থাকো: অহংকার (আত্মতৃপ্তি), কুব্যবহার এবং ধৈর্যহীনতা। কারণ: এই তিনটি স্বভাব থাকলে কোনো বন্ধু তোমার সাথে টিকে থাকবে না।
মানুষ সর্বদা তোমার থেকে দূরে সরে থাকবে। নিজেকে মানুষের প্রতি দয়ালু হতে বাধ্য করো, অন্যের দেওয়া কষ্ট ধৈর্য ধরে সহ্য করো। বন্ধুর জন্য নিজের জান-মাল উৎসর্গ করো, পরিচিতদের সাহায্য করো, সাধারণ মানুষের সাথে হাসিমুখে ও ভালোবাসা নিয়ে মিশো এবং শত্রুর সাথেও ন্যায়বিচার করো। তবে তোমার ধর্ম ও সম্মানকে সবার থেকে রক্ষা করো, কারণ এটিই তোমার ধর্ম ও দুনিয়ার জন্য সবচেয়ে নিরাপদ।”

يكره السواد إلا في ثلاثة أشياء
(তিনটি জিনিস ছাড়া কালো রং অপছন্দনীয়)
————————————————————————

3: Hadith 179

حدثنا أحمد بن عبد الله بن يحيى العطار رضي الله عنه ، عن أبيه محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي باسناده يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله ﷺ : يكره السواد إلا في ثلاثة : العمامة ، والخف ، والكساء .

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: “কালো রং অপছন্দনীয়, তবে তিনটি ক্ষেত্রে নয়: আমামাহ্, জুতা (খুফ), এবং চাদর।”

ما يعبأ بمن يؤم البيت إذا لم يكن فيه ثلاث خصال
(যে ব্যক্তি কাবা ঘরে আসে, তার মধ্যে তিনটি গুণ না থাকলে তার কোনো মূল্য নেই)
————————————————————————

3: Hadith 180

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : حدثني مفضل بن صالح عن ميسر ، عن أبي جعفر قال : ما يعبأ بمن يؤم هذا البيت إذا لم يكن فيه ثلاث خصال : ورع يحجزه عن معاصي الله تعالى ، وحلم يملك به غضبه ، وحسن الصحابة من صحبه .

আবু জাফর (আ) বলেন: “যে ব্যক্তি এই (কাবা) ঘরের উদ্দেশ্যে আসে, তার মধ্যে তিনটি গুণ না থাকলে তার কোনো মূল্য নেই: এমন তাকওয়া, যা তাকে আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে বিরত রাখে; এমন সহনশীলতা, যা দিয়ে সে নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণ করে; এবং সঙ্গীদের সাথে উত্তম আচরণ।”

الضيافة ثلاثة أيام
(মেহমানদারি তিন দিন)
————————————————————————

3: Hadith 181

حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس رضي الله عنه ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن سجادة واسمه الحسن بن علي بن أبي عثمان ، عن واصل ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ : الضيافة أول يوم حق ، والثاني والثالث ، وما بعد ذلك فإنه صدقة تصدق بها عليه ، ثم قال : لا ينزلن أحدكم على أخيه حتى يؤثمه ، قيل : يا رسول الله وكيف يؤثمه ؟ قال : حتى لا يكون عنده ما ينفق عليه .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “মেহমানদারি প্রথম দিন হক, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনও; আর এর পরে যা হয়, তা সদকা হিসেবে গণ্য হয়।” এরপর তিনি বলেন: “তোমাদের কেউ যেন তার ভাইয়ের কাছে এমনভাবে অবস্থান না করে, যাতে তাকে গুনাহগার বানিয়ে ফেলে।”
সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন: “কীভাবে?”

তিনি বললেন: “এমনভাবে অবস্থান করা, যাতে তার খরচ করার মতো কিছুই অবশিষ্ট না থাকে।”

ثلاث لا يغل عليهن قلب امرء مسلم
(তিনটি বিষয় আছে, যার ওপর মুসলিমের অন্তরে কোনো খিয়ানত থাকে না)
————————————————————————

3: Hadith 182

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله قال : خطب رسول الله ﷺ الناس بمنى في حجة الوداع في مسجد الخيف فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : نضر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها إلى من لم يسمعها ، فرب حامل فقه غير فقيه ، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم : إخلاص العمل لله ، والنصيحة لأئمة المسلمين ، واللزوم لجماعتهم ، فإن دعوتهم محيطة من ورائهم ، المسلمون إخوة تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يد على من سواهم .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন : রাসুলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজের সময় মিনাতে 'মসজিদে খায়েফ'-এ মানুষের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। তিনি আল্লাহর প্রশংসা করার পর বলেন: “আল্লাহ সেই বান্দাকে উজ্জ্বল রাখুন, যে আমার কথা শোনে, তা হৃদয়ে ধারণ করে এবং যে শোনেনি তার কাছে পৌঁছে দেয়। কারণ, অনেক জ্ঞানের বাহক নিজে ফকিহ নয়, আবার অনেক জ্ঞানের বাহক তার চেয়ে অধিক প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির কাছে জ্ঞান পৌঁছে দেয়। তিনটি বিষয় এমন যাতে কোনো মুসলিমের অন্তর খিয়ানত বা দ্বিধা করে না: আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজে একনিষ্ঠতা (ইখলাস), মুসলিম নেতাদের প্রতি সদুপদেশ। এবং মুসলিম জামায়াতের (ঐক্যের) সাথে সংহতি বজায় রাখা; কারণ তাদের আহ্বান বা দোয়া তাদের পেছন থেকে সবাইকে বেষ্টন করে রাখে।
মুসলিমরা পরস্পর ভাই ভাই। তাদের রক্তের মর্যাদা সমান। তাদের সাধারণ কোনো ব্যক্তি যদি কাউকে নিরাপত্তা দেয়, তবে সবার পক্ষ থেকে তা কার্যকর হয়। আর অন্যের মোকাবিলায় তারা এক হাতের মতো (ঐক্যবদ্ধ)।”

قول النبي (ص) ثلاث أقسم أنهن حق
(নবী ﷺ তিনটি বিষয়ের উপর কসম করে বলেছেন এগুলো সত্য)
————————————————————————

3: Hadith 183

حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن محمد الحجال ، عن نصر العطار ، عمن رفعه بإسناده قال : قال رسول الله ﷺ لعلي : ثلاث أقسم أنهن حق : إنك والأوصياء من بعدك عرفاء لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتكم ، وعرفاء لا يدخل الجنة إلا من عرفكم وعرفتموه ، وعرفاء لا يدخل النار إلا من أنكركم وأنكرتموه .

বর্ণনাকারী মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী (আ)-কে বলেন: “তিনটি বিষয়ে আমি কসম করে বলছি এগুলো সত্য: তুমি এবং তোমার পরবর্তী ওসিয়াগণ হচ্ছ পথপ্রদর্শক; আল্লাহকে চেনা যায় কেবল তোমাদের পরিচয়ের মাধ্যমে; এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যে তোমাদের চিনে না এবং তোমরা যাকে চেন না; আর জাহান্নামেও প্রবেশ করবে না, সে ব্যক্তি ছাড়া যে তোমাদের অস্বীকার করে এবং তোমরা যাকে অস্বীকার কর।”

ليس يتبع الرجل بعد موته إلا ثلاث خصال
(মানুষের মৃত্যুর পর তার সাথে তিনটি আমলই থাকে)
————————————————————————————

3: Hadith 184

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله قال : ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال : صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته إلى يوم القيامة - صدقة موقوفة لا تورث - ، أو سنة هدى سنها فكان يعمل بها وتحمل بها من بعده غيره ، أو ولد صالح يستغفر له .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “মানুষের মৃত্যুর পর তিনটি আমল ছাড়া অন্য কিছু তার অনুগামী হয় না: এমন সদকা যা সে তার জীবদ্দশায় জারি করে গেছে এবং যা তার মৃত্যুর পর কিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে। এমন হিদায়েতের সুন্নাহ যা সে চালু করে গেছে, যা অনুযায়ী সে নিজে আমল করত এবং তার মৃত্যুর পর অন্যরাও তা পালন করে। এমন নেক সন্তান যে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।”

لا يسكن الله عز وجل جنته ثلاثة أصناف
(তিন প্রকার মানুষকে আল্লাহ জান্নাতে স্থান দেবেন না)
————————————————————————————

3: Hadith 185

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا أحمد بن إدريس ، عن محمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسين بن زيد ، عن محمد بن سنان ، عن منذر بن يزيد قال : حدثني أبو هارون المكفوف قال : قال لي أبو عبد الله : يا أبا هارون إن الله تبارك وتعالى آلى على نفسه أن لا يجاوره خائن ، قلت : وما الخائن ؟ قال : من ادخر عن مؤمن درهماً أو حبس عنه شيئاً من أمر الدنيا ، قال : أعوذ بالله من غضب الله ، فقال : إن الله تبارك وتعالى آلى على نفسه أن لا يسكن جنته أصنافاً ثلاثة : راد على الله عز وجل ، أو راد على إمام هدى ، أو من حبس حق امرئ مؤمن ، قلت : يعطيه من فضل ما يملك ؟ قال : يعطيه من نفسه وروحه ، فإن بخل عليه مسلم بنفسه فليس منه ، إنما هو شرك الشيطان .
قال مصنف هذا الكتاب - أدام الله تأييده - : الإعطاء من النفس والروح إنما هو بذل الجاه له إذا احتاج إلى معاونته ، وهو السعي له في حوائجه .

আবু হারুন আল মাকফুফ থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন আবু আবদুল্লাহ (আ) আমাকে বলেছেন: “হে আবু হারুন! আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা নিজের ওপর শপথ করেছেন যে, কোনো খিয়ানতকারী তাঁর সান্নিধ্যে থাকতে পারবে না”। আমি বললাম: খিয়ানতকারী কে? তিনি বললেন: “যে কোনো মুমিনের জন্য একটি দিরহাম জমা করে রাখে (প্রয়োজনে দেয় না) অথবা দুনিয়াবি কোনো প্রয়োজনে তাকে বাধাগ্রস্ত করে।” আমি বললাম: আমি আল্লাহর ক্রোধ থেকে আশ্রয় চাই। অতঃপর তিনি বললেন: “নিশ্চয়ই আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা নিজের ওপর শপথ করেছেন যে, তিনি তিন শ্রেণির লোককে জান্নাতে স্থান দেবেন না: যে আল্লাহর নির্দেশ বা ফয়সালাকে প্রত্যাখ্যান করে। যে হিদায়েতের ইমামকে প্রত্যাখ্যান করে। যে কোনো মুমিন ব্যক্তির হক আটকে রাখে।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম: (মুমিনকে দেওয়ার অর্থ কি) সে তার সম্পদের অতিরিক্ত অংশ থেকে তাকে দেবে? তিনি বললেন: “সে তাকে নিজের জান ও প্রাণ দিয়ে সাহায্য করবে; যদি কোনো মুসলিম অন্য মুসলিমের জন্য নিজের জান বিলিয়ে দিতে কার্পণ্য করে, তবে সে আল্লাহর দলের অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং সে শয়তানের অংশীদার।”

এই কিতাবের লেখক বলেন: "জান ও প্রাণ দিয়ে দেওয়া" বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে যখন কোনো মুমিনের সহযোগিতার প্রয়োজন হয়, তখন নিজের পদমর্যাদা বা প্রভাব ব্যবহার করে তাকে সাহায্য করা এবং তার প্রয়োজন পূরণের জন্য সচেষ্ট হওয়া”

الآباء ثلاثة
(পিতারা তিন প্রকার)

————————————————————————

3: Hadith 186

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال : حدثني أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الحسن بن طريف ، عن أبي عبد الرحمن ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله قال : الآباء ثلاثة : آدم ولد مؤمناً ، والجان ولد مؤمناً وكافراً ، وإبليس ولد كافراً وليس فيهم نتاج ، إنما يبيض ويفرخ ، وولده ذكور ليس فيهم إناث .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “পিতারা তিন প্রকার: আদম (আ) মুমিন সন্তান জন্ম দিয়েছেন; জিন জাতি মুমিন ও কাফির উভয় ধরনের সন্তান জন্ম দেয়; আর ইবলিস কেবল কাফির সন্তান জন্ম দেয়। তাদের মধ্যে স্বাভাবিক জন্মপ্রক্রিয়া নেই; বরং তারা ডিম দেয় এবং সেখান থেকে বাচ্চা বের হয়, এবং তাদের সন্তানরা পুরুষ তাদের মধ্যে নারী নেই।”

أعطى المؤمن ثلاث خصال
(মুমিনকে তিনটি গুণ দান করা হয়েছে)
————————————————————————

3: Hadith 187

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبدالله قال : حدثنا أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن عبد المؤمن الأنصاري ، عن أبي جعفر قال : إن الله عز وجل أعطى المؤمن ثلاث خصال : العزة في الدنيا ، والفلح في الآخرة ، والمهابة في صدور الظالمين ، ثم قرأ : « ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين » ، وقرأ : « قد أفلح المؤمنون إلى قوله هم فيها خالدون » .

আবু জাফর (আ) বলেন: “আল্লাহ মুমিনকে তিনটি গুণ দান করেছেন: দুনিয়ায় সম্মান; আখিরাতে সফলতা এবং জালিমদের অন্তরে তার ভীতি।”
এরপর তিনি তিলাওয়াত করেন: “আর সম্মান তো কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুমিনদের জন্য”(কুরআন 63:8)
এবং আরও তিলাওয়াত করলেন:“নিশ্চয়ই মুমিনরা সফল হয়েছে...”(কুরআন 40:1)

أحق الناس يتمنى ثلاثة أشياء ثلاثة نفر
(তিন ধরনের মানুষ তিনটি বিষয় কামনা করার অধিক হকদার)
————————————————————————

3: Hadith 188

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله قال : إن أحق الناس أن يتمنى للناس الغنى البخلاء ، لأن الناس إذا استغنوا كفوا عن أموالهم ، وأحق الناس أن يتمنى للناس الصلاح أهل العيوب ، لأن الناس إذا صلحوا كفوا عن تتبع عيوب الناس ، وأحق الناس أن يتمنى للناس الحلم أهل السفه الذين يحتاجون إلى أن يعفى عن سفههم ، فأصبح أهل البخل يتمنون فقر الناس ، وأصبح أهل العيوب يتمنون معايب الناس ، وأصبح أهل السفه يتمنون سفه الناس ، وفي الفقر الحاجة إلى البخيل ، وفي الفساد طلب عورة أهل العيوب ، وفي السفه المكافأة بالذنوب .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “তিন শ্রেণির মানুষের উচিত অন্যদের জন্য তিনটি ভালো জিনিস কামনা করা: কৃপণদের উচিত মানুষের জন্য ধন-সম্পদ ও সচ্ছলতা কামনা করা; কারণ মানুষ সম্পদশালী হলে কৃপণদের সম্পদের দিকে আর হাত বাড়াবে না। ত্রুটিপূর্ণ ব্যক্তিদের উচিত মানুষের জন্য সততা ও কল্যাণ কামনা করা; কারণ মানুষ সৎ হয়ে গেলে অন্যদের দোষ খুঁজে বেড়ানো বন্ধ করে দেবে। নির্বোধ বা দুশ্চরিত্রদের উচিত মানুষের জন্য সহনশীলতা ও ধৈর্য কামনা করা; কারণ তারা যখন বোকামি করবে তখন মানুষের সহনশীলতারই প্রয়োজন হবে যাতে তাদের ক্ষমা করা হয়।
কিন্তু (দুর্ভাগ্যবশত) কৃপণরা মানুষের অভাব কামনা করে যাতে তাদের কাছে মানুষ হাত পাতে; ত্রুটিপূর্ণ ব্যক্তিরা অন্যের দোষ খুঁজে বেড়ায় যাতে নিজেদের ত্রুটি ঢাকা পড়ে; আর নির্বোধরা অন্যের মূর্খতা কামনা করে যাতে তারা একে অপরের সাথে পাপে লিপ্ত হতে পারে।”

الأمور ثلاثة
(বিষয়সমূহ তিন প্রকার)
——————————————————————

3: Hadith 189

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار قال : حدثني الحسين بن إسحاق التاجر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن سعيد ، عن الحارث بن الأحول صاحب الطاق ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ في حديث طويل : الأمور ثلاثة : أمر تبين لك رشده فاتبعه ، وأمر تبين لك فيه فاجتنبه ، وأمر اختلف فيه فرده إلى الله عز وجل .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “বিষয়সমূহ তিন প্রকার: যে বিষয়ে সঠিক পথ স্পষ্ট হয়ে যায় তাকে অনুসরণ করো; যে বিষয়ে ভুল স্পষ্ট হয়ে যায় তা থেকে দূরে থাকো; আর যে বিষয়ে মতভেদ দেখা যায় তাকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করো।”

السراق ثلاثة
(চোর তিন প্রকার)
——————————————————————

3: Hadith 190

حدثنا عمر بن الحسن رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد ، قال : حدثني أبو عبد الله الرازي ، عن علي بن سليمان بن رشيد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن إسماعيل بن كثير بن بسام قال : قال أبو عبد الله : السراق ثلاثة : مانع الزكاة ، ومستحل مهور النساء ، وكذلك من استدان ديناً ولم ينو قضاءه .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “চোর তিন প্রকার: যে যাকাত দিতে অস্বীকার করে; যে নারীর মোহরানা আত্মসাৎ করাকে বৈধ মনে করে; এবং যে ঋণ নিয়ে ফেরত দেওয়ার নিয়ত করে না।”

الملائكة على ثلاثة أصناف
(ফেরেশতারা তিন প্রকার)
————————————————————

3: Hadith 191

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن طلحة بإسناده يرفعه إلى النبي ﷺ قال : الملائكة على ثلاثة أصناف : فصنف لهم جناحان ، وصنف لهم ثلاثة أجنحة ، وصنف لهم أربعة أجنحة .

বর্ণনাকারী মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: “ফেরেশতারা তিন প্রকার: এক দলের দুটি পাখা আছে; এক দলের তিনটি পাখা আছে; এক দলের চারটি পাখা আছে।”

الجن على ثلاثة أجزاء والإنس على ثلاثة أجزاء
(জিন ও মানুষ তিন ভাগে বিভক্ত)
————————————————————

3: Hadith 192

حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال : حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله قال : الجن على ثلاثة أجزاء : فجزء مع الملائكة ، وجزء يطيرون في الهواء ، وجزء كلاب وحيات ، والإنس على ثلاثة أجزاء : فجزء تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله ، وجزء عليهم الحساب والعذاب ، وجزء وجوههم وجوه الآدميين وقلوبهم قلوب الشياطين .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন:“জিন জাতি তিন ভাগে বিভক্ত: এক অংশ ফেরেশতাদের সাথে থাকে; এক অংশ আকাশে উড়ে বেড়ায়; এক অংশ সাপ ও কুকুরের রূপে থাকে।
এবং মানুষও তিন ভাগে বিভক্ত: এক দল কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের ছায়ায় থাকবে; এক দল হিসাব ও শাস্তির সম্মুখীন হবে; এক দলের চেহারা মানুষের মতো হলেও তাদের হৃদয় শয়তানের মতো।”

ثلاثة لا يُصلى خلفهم
(তিন ব্যক্তির পেছনে নামাজ পড়া যাবে না)
————————————————————

3: Hadith 193

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن الحسن علي بن يقطين ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حماد ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي عبد الله قال : ثلاثة لا يصلى خلفهم : المجهول ، والغالي وإن

كان يقول بقولك ، والمجاهر بالفسق وإن كان مقتصداً .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “তিন ধরনের ব্যক্তির পেছনে নামাজ পড়া যাবে না: অজ্ঞাত ব্যক্তি; চরমপন্থী , যদিও সে তোমার মতবাদ অনুসরণ করে; এবং প্রকাশ্যে পাপাচারকারী ব্যক্তি, যদিও সে মধ্যপন্থী হয়।”

ثلاثة لا يُسمن ويُهزل
(তিনটি জিনিস শরীরকে মোটা করে এবং তিনটি জিনিস দুর্বল করে)
————————————————————

3: Hadith 194

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ثلاثة يسمن وثلاثة يهزلن : فأما التي يسمن فإدمان الحمام وشم الرائحة الطيبة ولبس الثياب اللينة ، وأما التي يهزلن فإدمان أكل البيض والسمك والطلع .

قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه : يعني بادمان الحمام أن يدخله يوم ويوم لا ، فانه إن دخله كل يوم نقص من لحمه .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “তিনটি জিনিস শরীরকে পুষ্ট (মোটা) করে এবং তিনটি জিনিস শরীরকে কৃশ (চিকন) করে। পুষ্টকারী তিনটি হলো: নিয়মিত হাম্মামে যাওয়া, সুগন্ধি ব্যবহার করা এবং নরম পোশাক পরা।
কৃশকারী তিনটি হলো: নিয়মিত বেশি বেশি ডিম, মাছ এবং খেজুরের কচি (অপরিপক্ক) খাওয়া।”

এই কিতাবের লেখক বলেন: এখানে নিয়মিত হাম্মামে যাওয়ার অর্থ হলো, একদিন অন্তর একদিন যাওয়া। কারণ প্রতিদিন হামামে গেলে তা মাংস কমিয়ে দেয় (শরীরকে দুর্বল করে দেয়)।”

جميع أحكام المسلمين تجري على ثلاثة أوجه
(মুসলমানদের সকল বিধান তিন ভিত্তিতে পরিচালিত হয়)
————————————————————

3: Hadith 195

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، قال : حدثنا أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبي جميلة ، عن إسماعيل بن أبي أويس ، عن ضمرة بن أبي ضمرة ، عن أبيه ، عن جده قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : جميع أحكام المسلمين تجري على ثلاثة أوجه : شهادة عادلة ، أو يمين قاطعة ، أو سنة جارية مع أئمة الهدى .

আমীরুল মুমিনিন (আ) বলেন: “মুসলমানদের সব বিধান তিন ভিত্তিতে পরিচালিত হয়: ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্য; শক্তিশালী শপথ; হিদায়াতপ্রাপ্ত ইমামদের অনুসৃত সুন্নাহ।”

ثلاثة مقرون بها ثلاثة
(তিনটি বিষয় সাথে তিনটি বিষয় যুক্ত)
————————————————————

3: Hadith 196

حدثنا محمد بن علي ما جيلويه رضي الله عنه قال : حدثني أبي ، عن أحمد ابن أبي عبد الله البرقي ، عن السياري ، عن الحارث بن دليات ، عن أبيه ، عن أبي الحسن الرضا قال : إن الله عز وجل أمر بثلاثة مقرون بها ثلاثة أخرى : أمر بالصلاة والزكاة فمن صلى ولم يزك لم تقبل منه صلاته ، وأمر بالشكر له و للوالدين ، فمن لم يشكر والديه لم يشكر الله ، و أمر باتقاء الله وصلة الرحم ، فمن لم يصل رحمه لم يتق الله عز وجل . .

আবুল হাসান রিদা (আ) বলেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তিনটি বিষয়ের আদেশ দিয়েছেন যা অন্য তিনটি বিষয়ের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত: তিনি নামাজ ও যাকাতের আদেশ দিয়েছেন; সুতরাং যে নামাজ পড়ল কিন্তু যাকাত দিল না, তার নামাজ কবুল হবে না। তিনি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আদেশ দিয়েছেন; সুতরাং যে তার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ নয়, সে আল্লাহর প্রতিও কৃতজ্ঞ নয় এবং তিনি আল্লাহকে ভয় করা (তাকওয়া) ও আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখার আদেশ দিয়েছেন; সুতরাং যে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে, সে প্রকৃত অর্থে আল্লাহকে ভয় করে না।"

ثلاثة يشفعون إلى الله عز وجل
(তিন শ্রেণির মানুষ আল্লাহর কাছে শাফাআত করবে)
——————————————————————

3: Hadith 197

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام قال : قال رسول الله ﷺ : ثلاثة يشفعون إلى الله عز وجل فيشفعون : الأنبياء ، ثم العلماء ، ثم الشهداء . .

আলী (আ) থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "তিন শ্রেণির মানুষ আল্লাহর কাছে শাফাআত করবে এবং তাদের শাফাআত গ্রহণ করা হবে: নবীগণ; আলেমগণ; এবং শহীদগণ।"

أول من سوهم عليه ثلاثة
(কুরা'(লটারি) এর মাধ্যমে ফয়সালা হওয়া প্রথম তিন ব্যক্তি)
——————————————————————

3: Hadith 198

حدثنا أحمد بن هارون الفامي ، وجعفر بن محمد بن مسرور رضي الله عنهما قالا : حدثنا محمد بن جعفر بن بطة ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي جعفر : قال : أول من سوهم عليه مريم بنت عمران وهو قول الله عز وجل ، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ، والسهام ستة ، ثم استهموا في يونس لما ركب مع القوم فوقفت السفينة في اللجة ، فاستهموا فوقع السهم على يونس ثلاث مرات قال : فمضى يونس إلى صدر السفينة فاذا الحوت فاتح فاه فرمى بنفسه ، ثم كان عبد المطلب ولد له تسعة فنذر في العاشر إن يرزقه الله غلاماً أن يذبحه قال : فلما ولد عبدالله لم يكن يقدر أن يذبحه ورسول الله له في صلبه ، فجاء بعشر من الابل وساهم عليها وعلى عبد

الله فخرج السهام على عبد الله فزاد عشراً ، فلم تزل السهام تخرج على عبدالله ، ويزيد عشراً ، فلما [أن] بلغت مائة خرجت السهام على الابل ، فقال عبد المطلب : ما أنصفت ربي ، فأعاد السهام ثلاثاً فخرجت على الابل ، فقال : الآن علمت أن ربي قد رضي فنحرها .

আবু জাফর (আ) বলেন: “প্রথম যাঁর (তত্ত্বাবধানের) জন্য কূর’আ (লটারি) করা হয়েছিল তিনি হলেন মারইয়াম বিনতে ইমরান (আ)। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন: ‘আর আপনি তাদের নিকট ছিলেন না, যখন তারা তাদের কলম নিক্ষেপ করছিল, তাদের মধ্যে কে মারইয়ামের দায়িত্ব নেবে?’ (কুরআন 3:44)। তখন কূর’আর তীর ছিল ছয়টি। অতঃপর ইউনুস (আ)-এর ব্যাপারে কূর’আ করা হয়েছিল যখন তিনি লোকজনের সাথে নৌকায় আরোহণ করেছিলেন এবং গভীর সমুদ্রে নৌকাটি থেমে গিয়েছিল। তারা লটারি করলে তিনবারই ইউনুসের নাম আসলো। তখন ইউনুস (আ) নৌকার সামনের দিকে গেলেন এবং দেখলেন একটি মাছ মুখ খুলে দাঁড়িয়ে আছে, তখন তিনি নিজেকে নিক্ষেপ করলেন।
অতঃপর আবদুল মুত্তালিব (রাসুলুল্লাহর দাদা)। তাঁর নয়টি সন্তান ছিল, তিনি দশম সন্তানের সময় কসম করেছিলেন যে, আল্লাহ যদি তাঁকে আরেকটি পুত্র সন্তান দেন তবে তিনি তাকে (আল্লাহর পথে) কুরবানি করবেন। যখন আবদুল্লাহর জন্ম হলো, তিনি তাঁকে জবেহ করতে পারছিলেন না কারণ রাসুলুল্লাহ ﷺ তখন তাঁর ভেতরে (নূর হিসেবে) ছিলেন। তিনি দশটি উট আনলেন এবং আবদুল্লাহ ও উটগুলোর মধ্যে কূর’আ করলেন। তীর আবদুল্লাহর নামে আসলো। তিনি আরও দশটি উট বাড়ালেন (এভাবে বারবার আবদুল্লাহর নাম আসতে থাকল)। যখন উটের সংখ্যা ১০০-তে পৌঁছাল, তখন কূর’আর তীর উটের নামে আসলো। আবদুল মুত্তালিব বললেন: 'আমি আমার রবের সাথে ইনসাফ করিনি।' তিনি আরও তিনবার কূর’আ করলেন এবং প্রতিবারই উটের নাম আসলো। তখন তিনি বললেন: 'এখন আমি নিশ্চিত হলাম যে আমার রব সন্তুষ্ট হয়েছেন।' অতঃপর তিনি উটগুলো কুরবানি করলেন।”

السفرجل فيه ثلاث خصال
(সফরজল ফলের মধ্যে তিনটি গুণ)

————————————————————————

3: Hadith 199

حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن علي البصري ، عن فضالة بن أيوب ، ووهب بن حفص ، عن شهاب بن عبد ربه قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن الزبير دخل على رسول الله ﷺ وبيده سفرجلة ، فقال له رسول الله ﷺ : يا زبير ما هذه بيدك ؟ فقال : يا رسول الله هذه سفرجلة ، فقال : يا زبير كل السفرجل فإن فيه ثلاث خصال : يجم الفؤاد ، ويسخي البخيل ، ويشجع الجبان .

قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه : سمعت شيخنا محمد بن الحسن يروي أن الصادق قال : ما زال الزبير منا أهل البيت حتى أدرك فرخه فنهاه عن رأيه .

বর্ণনাকারী বলেন, আমি আবু আবদুল্লাহ (আ)-কে বলতে শুনেছি: একদা যুবাইর রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে আসলেন, তাঁর হাতে একটি সফরজল ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বললেন: ”হে যুবাইর! তোমার হাতে ওটা কী?” তিনি বললেন: “হে আল্লাহর রাসূল! এটি একটি সফরজল।” রাসূল (সা) বললেন: “হে যুবাইর! সফরজল খাও, কারণ এতে তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে।” যুবাইর (রা) জিজ্ঞেস করলেন: “হে আল্লাহর রাসূল! সেগুলো কী কী?” তিনি বললেন: এটি হৃদয়কে প্রশান্ত করে, কৃপণকে দানশীল করে এবং ভীরুকে সাহসী করে”

এই কিতাবের লেখক বলেন: আমি আমার শিক্ষক মুহাম্মদ ইবনে হাসান (র)-কে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, ইমাম সাদিক (আ) বলেছেন: “যুবাইর সবসময় আমাদের আহলে বাইতের সমর্থক ছিলেন, যতক্ষণ না তার সন্তান বড় হলো এবং তাকে বিচ্যুত করল।”

في البصل ثلاث خصال
(পেঁয়াজের মধ্যে তিনটি উপকার)
————————————————————————

3: Hadith 200

حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد بن علي الهمداني ، عن الحسن بن علي الكسائي ، عن ميسر بياع الزطي ، وكان خالد قال : سمعت أبا عبد الله يقول : كلوا البصل فإن فيه ثلاث خصال : يطيب النكهة ، ويشد اللثة ، ويزيد في الماء والجماع .

বর্ণনাকারী বলেন, আমি আবু আবদুল্লাহ (আ)-কে বলতে শুনেছি: “তোমরা পেঁয়াজ খাও, কারণ এতে তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে: এটি মুখের গন্ধ সুন্দর করে,মাড়ি মজবুত করে, যৌনশক্তি বৃদ্ধি করে।”

لا رُقية إلا في ثلاثة
(শুধু তিন ক্ষেত্রে রুকইয়া বৈধ)
————————————————————————

3: Hadith 201

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن النبي ﷺ قال : لا رقية إلا في ثلاثة : في حمة ، أو عين ، أو دم لا يرقأ .

জাফর ইবন মুহাম্মাদ (আ) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: “রুকইয়া কেবল তিন অবস্থায় বৈধ: বিষাক্ত প্রাণীর কামড়ে, বদনজর এবং এমন রক্তপাত যা বন্ধ হচ্ছে না।”

ثلاث خصال من علامات الفقه
(ফকীহ বা গভীর জ্ঞানের তিনটি আলামত)
————————————————————————

3: Hadith 202

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا علي بن موسى بن جعفر بن أبي جعفر الكميداني ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : قال أبو الحسن عليه السلام : من علامات الفقه الحلم والعلم والصمت ، إن الصمت باب من أبواب الحكمة ، وإن الصمت يكسب المحبة ، وإنه دليل على كل خير .

আবু আল-হাসান (আ) বলেছেন: “ফকীহ বা প্রজ্ঞার লক্ষণ হলো তিনটি: সহনশীলতা , জ্ঞান এবং নীরবতা। নিশ্চয়ই নীরবতা হলো প্রজ্ঞার অন্যতম একটি দরজা। নীরবতা ভালোবাসা বৃদ্ধি করে এবং এটি প্রতিটি কল্যাণের পথপ্রদর্শক।”

يكره النفخ في ثلاثة أشياء
(তিনটি জিনিসে ফুঁ দেওয়া অপছন্দনীয়)
————————————————————————————

3: Hadith 203

حدثنا أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي رضي الله عنه قال : حدثنا أحمد بن يحيى بن زكريا القطان قال : حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن الحسين بن مصعب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : يكره النفخ في الرقي ، والطعام ، وموضع السجود .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “তিনটি ক্ষেত্রে ফুঁ দেওয়া অপছন্দনীয় (মাকরুহ): রুকইয়ার সময়, খাবারে এবং সিজদাহ করার স্থানে।”

ثلاث خصال من كن فيه فهو في جهنم
(তিনটি গুণ যার মধ্যে থাকবে সে জাহান্নামী)
————————————————————————————

3: Hadith 204

حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن فضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ثلاث إذا كن في الرجل فلا تحرج أن تقول إنه في جهنم : الجفاء والجبن والبخل ، وثلاث إذا كن في المرأة فلا تحرج أن تقول إنها في جهنم : البذاء والخيلاء والفجور .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “যদি কোনো পুরুষের মধ্যে এই তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকে, তবে সে যে জাহান্নামী, তা বলতে কোনো দ্বিধা করো না: নিষ্ঠুরতা, ভীরুতা এবং কৃপণতা।
আর যদি কোনো নারীর মধ্যে এই তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকে, তবে সেও যে জাহান্নামী, তা বলতে দ্বিধা করো না: অশ্লীল ভাষা, অহংকার এবং ব্যভিচার”

من كسب مالاً من غير حله سلط الله عليه ثلاثة أشياء
(অবৈধভাবে উপার্জনকারীর উপর তিনটি জিনিস চাপিয়ে দেওয়া হয়)
————————————————————————————

3: Hadith 205

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من كسب مالاً من غير حله سلط الله عليه البناء والماء والطين .

আবু আব্দুল্লাহ (আ) বলেছেন: “যে ব্যক্তি অবৈধ উপায়ে (হারাম পথে) অর্থ উপার্জন করে, আল্লাহ তার ওপর তিনটি জিনিস চাপিয়ে দেন : অট্টালিকা নির্মাণ, পানি এবং কাদা (অর্থাৎ নিরর্থক নির্মাণকাজ)।”

ثلاثة للمؤمن فيهن راحة
(মুমিনের জন্য তিনটি জিনিসে স্বস্তি)
————————————————————————————

3: Hadith 206

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثني محمد بن علي بن الصلت ، عن أحمد بن محمد بن علي بن خالد ، عن منصور بن العباس ، عن سعيد بن جناح ، عن مطرف مولى معن ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ثلاثة للمؤمن فيهن راحة : دار واسعة تواري عورته وسوء حاله من الناس ، وامرأة صالحة تعينه على أمر الدنيا والآخرة ، وابنة أو أخت يخرجها من منزله بموت أو بتزويج .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “তিনটি জিনিস মুমিনের জন্য স্বস্তিদায়ক: একটি প্রশস্ত ঘর, যা তার গোপনীয়তা রক্ষা করে এবং মানুষের দৃষ্টি থেকে তার দুরবস্থাকে ঢেকে রাখে। একজন নেককার স্ত্রী, যে তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের কাজে সাহায্য করে এবং একজন কন্যা অথবা বোন, যাকে সে (সম্মানের সাথে) মৃত্যু অথবা বিয়ের মাধ্যমে বাড়ি থেকে বিদায় করতে পারে।”

من سعادة المرء أن يكون له ثلاثة أشياء
(মানুষের সৌভাগ্যের তিনটি বিষয়)
————————————————————————————

3: Hadith 207

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان يرفعه إلى علي بن الحسين عليه السلام أنه قال : من سعادة المرء أن يكون متجره في بلاده ، ويكون خلطاؤه صالحين ، ويكون له ولد يستعين بهم .

বর্ণনাকারী মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন, আলী ইবন হুসাইন (আ) বলেন: “মানুষের সৌভাগ্যের লক্ষণ হলো তিনটি: তার ব্যবসা বা কর্মস্থল যেন তার নিজ শহরেই হয়। তার সাথী ও সঙ্গীরা যেন সৎ এবং নেককার হয় এবং তার যেন এমন সন্তান থাকে যাদের থেকে সে সাহায্য পায়।”

ثلاثة لا يُستجاب لهم دعوة
(তিন শ্রেণির মানুষের দোয়া গ্রহণ করা হয় না)
————————————————————————————

3: Hadith 208

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الله بن سنان ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كنت عنده وعنده جفنة من رطب فجاء سائل فأعطاه ثم جاء سائل آخر فأعطاه ثم جاء آخر فأعطاه ثم جاء آخر فقال : وسع الله عليك ، ثم قال : إن رجلاً لو كان له مال يبلغ ثلاثين أو أربعين ألفاً ثم شاء أن لا يبقى منه شيء إلا قسمه في حق فعل فيبقى لا مال له فيكون من الثلاثة الذين يرد دعاؤهم عليهم. قلت: من هم؟ قال : رجل رزقه الله مالاً فأنفقه في غير حقه ثم قال: يا رب ارزقني، فيقال له: أو لم أرزقك؟

ورجل دعا على امرأته وهو ظالم لها، فيقال له: ألم أجعل أمرها بيدك؟ ورجل جلس في بيته وترك الطلب ثم يقول: يا رب ارزقني، فيقال له: ألم أجعل لك السبيل إلى الطلب؟

বর্ণনাকারী আমি আবু আব্দুল্লাহ (আ)-এর কাছে ছিলাম এবং তাঁর সামনে এক ঝুড়ি তাজা খেজুর ছিল। তখন এক ভিক্ষুক আসলো এবং তিনি তাকে দিলেন। এরপর আরেকজন আসলো, তিনি তাকেও দিলেন। তারপর আরও একজন আসলো, তিনি তাকেও দিলেন। সবশেষে যখন চতুর্থজন আসলো, তখন তিনি বললেন: “আল্লাহ তোমার রিজিকে বরকত দিন”
এরপর তিনি বললেন: “যদি কোনো ব্যক্তির কাছে ত্রিশ বা চল্লিশ হাজার (দিরহাম) সম্পদ থাকে এবং সে তা সঠিক খাতেই বিলিয়ে দেয়, কিন্তু শেষে তার কাছে আর কিছুই অবশিষ্ট না থাকে তবে সে ওই তিন ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে যাদের দোয়া ফিরিয়ে দেওয়া হয়।”
বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম: “আপনার ওপর আমি কুরবান হই, তারা কারা?” তিনি বললেন: যে ব্যক্তিকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন, কিন্তু সে তা (হিসাবহীনভাবে) ব্যয় করে শেষ করে ফেলেছে; অতঃপর সে বলে: ‘হে আমার রব! আমাকে রিজিক দিন।’ তখন মহান আল্লাহ বলেন: ‘আমি কি তোমাকে রিজিক দেইনি?’ সেই ব্যক্তি যে তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে বদদোয়া করে অথচ সে নিজেই তার ওপর জুলুম করছে। তখন তাকে বলা হয়: ‘আমি কি তার বিষয়টি তোমার হাতে ন্যস্ত করিনি?’ সেই ব্যক্তি যে নিজের ঘরে বসে থাকে এবং জীবিকার সন্ধান ত্যাগ করে; অতঃপর বলে: ‘হে আমার রব! আমাকে রিজিক দিন।’ তখন মহান আল্লাহ বলেন: ‘আমি কি তোমার জন্য জীবিকা অন্বেষণের পথ উন্মুক্ত রাখিনি?’”

صيام السنة ثلاثة أيام من كل شهر
(প্রতি মাসে তিন দিন রোজা রাখা)
————————————————————

3: Hadith 209

حدثنا علي بن أحمد بن موسى رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عما جرت به السنة في الصوم من رسول الله ﷺ قال : ثلاثة أيام في كل شهر : خميس في العشر الأول ، وأربعاء في العشر الأوسط ، وخميس في العشر الأخير ، يعدل صيامهن صيام الدهر لقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ، فمن لم يقدر عليها فصدقة درهم أفضل له من صيام يوم .

বর্ণনাকারী আমি আবু আব্দুল্লাহ (আ) কে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ অনুযায়ী রোজা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন: "প্রতি মাসে তিন দিন রোজা রাখা সুন্নাত: প্রথম দশকের প্রথম বৃহস্পতিবার। দ্বিতীয় দশকের প্রথম বুধবার। মাসের শেষ দশকের শেষ বৃহস্পতিবার।
এই তিন দিনের রোজা সারা বছর রোজা রাখার সমতুল্য। কারণ মহান আল্লাহ বলেছেন: ‘যে ব্যক্তি একটি নেক কাজ করবে, সে তার দশগুণ সওয়াব পাবে’ (কুরআন 6:160) আর যে ব্যক্তি দুর্বলতার কারণে এই রোজা রাখতে সক্ষম নয়, তার জন্য এক দিরহাম সদকা করা একদিনের রোজার চেয়েও উত্তম।”

لهو المؤمن في ثلاثة أشياء
(মুমিনের আনন্দ তিনটি বিষয়ে)
————————————————————

3: Hadith 210

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله قال : حدثني حماد بن يعلى بن حماد ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى الجهني ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لهو المؤمن في ثلاثة أشياء : التمتع

بالنساء ، ومفاكهة الإخوان ، والصلاة بالليل .

আবু জাফর (আ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: মুমিনের আনন্দ তিনটি জিনিসের মধ্যে নিহিত: স্ত্রীদের সাথে সময় অতিবাহিত করা। বন্ধুবান্ধব ও ভাইদের সাথে খোশগল্প করা। রাতের নামাজ (তাহাজ্জুদ) আদায় করা”

من اجتمعت له ثلاث خصال فكأنما حيزت له الدنيا
(যার মধ্যে তিনটি গুণ একত্রিত হয়, সে যেন পুরো দুনিয়া পেয়ে গেছে)
————————————————————————

3: Hadith 211

حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي بن أسد الأسدي قال : حدثنا عبد الله بن سليمان ، وعبد الله بن محمد الوهبي ، وأحمد بن عمير ، ومحمد بن أبي أيوب قالوا : حدثنا محمد بن بشرين ، عن أبيه ، عن عمه إبراهيم بن أبي عبلة ، عن أم الدرداء ، عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله ﷺ : من أصبح معافى في جسده ، آمناً في سربه ، عنده قوت يومه ، فكأنما حيزت له الدنيا . يا ابن خثعم يكفيك منها ما سد جوعتك ووارى عورتك ، فإن يكن بيت يكنك فذاك ، وإن تكن دابة تركبها فبخ ، فلق الخبز وماء الجر ، وما بعد ذلك حساب عليك أو عذاب .

আবু দারদা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “যে ব্যক্তি সকালে সুস্থ শরীরে ঘুম থেকে উঠল, নিজের জান-মাল ও পরিবারের নিরাপত্তায় নিরাপদ বোধ করল এবং তার কাছে সেই দিনের খাবার মজুদ থাকা তার জন্য যেন পুরো পৃথিবীটাকেই একত্রিত করে দেওয়া হলো।
হে ইবনে খাসআম! তোমার জন্য দুনিয়া থেকে ততটুকুই যথেষ্ট যা তোমার ক্ষুধা নিবারণ করে এবং তোমার সতর আবৃত করে। যদি তোমার মাথা গোঁজার মতো ঘর থাকে, তবে তাই যথেষ্ট; আর যদি সওয়ারি (বাহন) থাকে, তবে তো চমৎকার। এর বাইরে এক টুকরো রুটি আর মাটির কলসির পানিই যথেষ্ট। এর অতিরিক্ত যা কিছু আছে, তার জন্য হয় তোমাকে হিসাব দিতে হবে, নতুবা আজাব ভোগ করতে হবে।"

ضرب النبي ﷺ في الخندق بالمعول ثلاث مرات وكبر ثلاث مرات
(খন্দকের যুদ্ধে নবী ﷺ তিনবার আঘাত করেন এবং তিনবার তাকবীর দেন)
————————————————————————

3: Hadith 212

حدثنا محمد بن إبراهيم بن أحمد بن يونس الليني قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن الفرج الشروطي قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن يزيد بن المهلب قال : حدثنا أبو سفيان قال : حدثني عوف ، عن ميمون قال : أخبرني البراء بن عازب قال : لما أمر رسول الله ﷺ بحفر الخندق عرضت لهم صخرة عظيمة لا تأخذ فيها المعاول ، فجاء رسول الله ﷺ فوضع ثوبه وأخذ المعول وقال : بسم الله ، فضرب ضربة فكسر ثلثها فقال : الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام ، والله إني لأبصر قصورها الحمر ؛ ثم ضرب الثانية فقال : بسم الله ، فكسر ثلثاً آخر فقال : الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس ، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض ؛ ثم ضرب الثالثة فكسر بقية الحجر فقال : الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن ، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا .

বারা ইবনে আজিব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ খন্দক খননের নির্দেশ দিলেন, তখন খননকাজে একটি বিশাল শক্ত পাথর দেখা দিল, যা কোনো কুড়াল বা কোদাল দিয়ে ভাঙা যাচ্ছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে এলেন এবং পাথরটি দেখে নিজের চাদর একপাশে রেখে কুড়াল হাতে নিলেন।

এরপর তিনি 'বিসমিল্লাহ' বলে প্রথম আঘাত করলেন, তাতে পাথরের এক-তৃতীয়াংশ ভেঙে গেল। তিনি বললেন: “আল্লাহু আকবার! আমাকে শামের (সিরিয়া) চাবিকাঠি দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর কসম, আমি এই মুহূর্তে সেখানকার লাল প্রাসাদগুলো দেখতে পাচ্ছি।”
এরপর তিনি দ্বিতীয়বার আঘাত করলেন এবং পাথরের আরও এক-তৃতীয়াংশ ভেঙে গেল। তিনি বললেন: “আল্লাহু আকবার! আমাকে পারস্যের (ইরান) চাবিকাঠি দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর কসম, আমি মাদায়েনের সাদা প্রাসাদ দেখতে পাচ্ছি।”
অতঃপর তিনি তৃতীয়বার আঘাত করলেন এবং অবশিষ্ট পাথরটি চূর্ণ হয়ে গেল। তিনি বললেন: "আল্লাহু আকবার! আমাকে ইয়েমেনের চাবিকাঠি দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর কসম, আমি আমার এই স্থান থেকেই সানআ নগরের ফটকগুলো দেখতে পাচ্ছি।”

أحب الأعمال إلى الله عز وجل ثلاثة
(আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল তিনটি)
————————————————————————

3: Hadith 213

أخبرني الخليل بن أحمد السجزي قال : أخبرنا أبو القاسم البغوي قال : حدثنا علي ـ يعني ابن الجعد ـ قال : أخبرنا شعبة قال : أخبرني الوليد بن العيزار بن حريث قال : سمعت أبا عمرو الشيباني قال : حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود قال : سألت رسول الله ﷺ أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل ؟ قال : الصلاة لوقتها ، قلت : ثم أي شيء ؟ قال : بر الوالدين ، قلت : ثم أي شيء ؟ قال : الجهاد في سبيل الله عز وجل ، قال : فحدثني بهذا ولو استزدته لزادني .

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল কোনটি?
তিনি বললেন: “ঠিক সময়ে নামাজ আদায় করা”
আমি বললাম, তারপর কোনটি?
তিনি বললেন: “পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করা।”
আমি বললাম, তারপর কোনটি?
তিনি বললেন: “আল্লাহর পথে জিহাদ করা।”
ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ আমাকে এই কথাগুলো বলেছেন; আমি যদি আরও জিজ্ঞাসা করতাম, তবে তিনি আমাকে আরও বলতেন।

أشد ما يُتخوف على أمتي ثلاثة أشياء
(আমার উম্মতের জন্য সবচেয়ে ভয়ের তিনটি বিষয়)
————————————————————————

3: Hadith 214

حدثنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري قال : أخبرنا أبو أسيد أحمد بن محمد بن أسيد الأصبهاني قال : حدثنا أحمد بن يحيى الصوفي قال : حدثنا أبو غسان قال : حدثنا مسعود بن سعد الجعفي ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن مجاهد ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ : أشد ما يتخوف على أمتي ثلاثة : زلة عالم ، وجدال منافق بالقرآن ، ودنيا تقطع رقابكم ، فاتهموها على أنفسكم .

আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “আমার উম্মতের জন্য যে তিনটি বিষয় আমি সবচেয়ে বেশি ভয় পাই, তা হলো: আলেমের পদস্খলন , মুনাফিকের কুরআন নিয়ে বিতর্ক করা, দুনিয়া বা পার্থিব সম্পদ, যা তোমাদের গর্দান কেটে দেবে।
অতএব, দুনিয়ার মোহের ব্যাপারে নিজেদের নফসের ওপর সতর্ক থেকো।”

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يفعل ثلاثة أشياء
(যে আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে, সে তিনটি কাজ করবে না)
————————————————————————

3: Hadith 215

حدثنا الخليل بن أحمد قال : أخبرنا محمد بن معاذ قال : حدثنا علي بن خشرم قال : حدثنا عيسى بن يونس ، عن أبي معمر ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع حليلته تخرج إلى الحمام .

আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং শেষ দিবসের (পরকাল) ওপর ঈমান রাখে, সে যেন, এমন কোনো দস্তরখানে না বসে, যেখানে মদ পান করা হচ্ছে। নিচের পোশাক (ইজার) ছাড়া গোসলখানায় (হাম্মাম) প্রবেশ না করে। তার স্ত্রীকে (সর্বজনীন) গোসলখানায় যেতে না দেয়।”

التخوف على الأمة من ثلاث خصال
(উম্মতের জন্য তিনটি বিষয়ে ভয়ের আশঙ্কা)
————————————————————————

3: Hadith 216

حدثنا أبو الحسن علي بن عبد الله الأسواري المذكر قال : حدثنا أبو يوسف أحمد بن محمد بن قيس السجزي المذكر قال : حدثنا أبو يعقوب قال : حدثنا علي بن خشرم قال : أخبرنا عيسى ، عن أبي عبيدة ، عن محمد بن كعب قال : قال رسول الله ﷺ : إنما أتخوف على أمتي من بعدي ثلاث خصال : أن يتأولوا القرآن على غير تأويله ، أو يتبعوا زلة العالم ، أو يظهر فيهم المال حتى يطغوا ويبطروا ، وسأنبئكم المخرج من ذلك : أما القرآن فاعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه ، وأما العالم فانتظروا فيئته ولا تتبعوا زلته ، وأما المال فإن المخرج منه شكر النعمة وأداء حقه .

মুহাম্মাদ ইবন কা'ব থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “নিশ্চয়ই আমার পরে আমার উম্মতের জন্য আমি তিনটি বিষয়ে ভয় পাচ্ছি: তারা কুরআনের ভুল ব্যাখ্যা করবে, তারা আলেমের পদস্খলন বা ভুলকে অনুসরণ করবে। তাদের মধ্যে সম্পদের প্রাচুর্য দেখা দেবে, ফলে তারা অবাধ্য ও অহংকারী হয়ে উঠবে।
আমি তোমাদের এ থেকে উত্তরণের পথ বলে দিচ্ছি:
কুরআনের ক্ষেত্রে: এর সুস্পষ্ট (মুহকাম) আয়াতগুলো অনুযায়ী আমল করো এবং অস্পষ্ট (মুতাশাবিহ) আয়াতগুলোর ওপর ঈমান রাখো। আলেমের ক্ষেত্রে: তার ফিরে আসা বা সংশোধনের অপেক্ষা করো, কিন্তু তার ভুলকে অনুসরণ করো না। সম্পদের ক্ষেত্রে: এ থেকে উত্তরণের উপায় হলো নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা এবং এর (যাকাত ও সদকার) হক আদায় করা।”

حبب إلى النبي ﷺ من الدنيا ثلاث
(দুনিয়া থেকে নবী ﷺ-এর কাছে প্রিয় তিনটি বিষয়)
————————————————————————————

3: Hadith 217

حدثنا أبو أحمد محمد بن جعفر البندار الشافعي بفرغانة قال : حدثنا أبو العباس الحمادي قال : حدثنا صالح بن محمد البغدادي قال : حدثنا علي بن الجعد قال : أخبرنا سلام أبو المنذر قال : سمعت ثابت البناني يحدث عن أنس بن مالك ، عن النبي ﷺ قال : حبب إلي من الدنيا النساء والطيب ، وجعلت قرة عيني في الصلاة .

আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন: “তোমাদের এই দুনিয়া থেকে তিনটি জিনিস আমার কাছে প্রিয় করা হয়েছে: নারী (নেককার স্ত্রী, সুগন্ধি আর আমার চোখের শীতলতা রাখা হয়েছে নামাজের মধ্যে।”

3: Hadith 218

حدثنا أبو علي الحسن بن علي العطار ببلخ قال : حدثنا أبو مصعب محمد بن أحمد السلمي بترمذ قال : حدثنا أبو محمد أحمد بن محمد الأملي قال : حدثنا أحمد بن محمد بن غالب قال : حدثنا يسار مولى أنس ، عن أنس ، عن النبي ﷺ قال : حبب إلي من دنياكم النساء والطيب ، وجعلت قرة عيني في الصلاة .

قال مصنف هذا الكتاب - رضي الله عنه -: إنَّ الملحدين يتعلقون بهذا الخبر و يقولون : إن النبي قال : حبب إلى من دنياكم النساء و الطيب ، و أراد أن يقول الثالث فندم و قال : و جعل قرة عيني في الصلاة و كذبوا لأنه الله لم يكن مراده بهذا الخبر إلا الصلاة وحدها لأنه الله قال : ركعتين يصليهما المتزوج أفضل عند الله من سبعين ركعة يصليها غير متزوج ، وإنما حبب الله إليه النساء لأجل الصلاة و هكذا قال: ركعتين يصليهما متعطر أفضل من سبعين ركعة يصليها غير متعطر، وإنما حبب الله إليه الطيب أيضاً لأجل الصلاة ، ثم قال له « و جعل قرة عيني في الصلاة » لأن الرجل لو تطيب و تزوج ، ثم لم يصل لم يكن له في التزويج و الطيب فضل و لا ثواب

আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন: “তোমাদের এই দুনিয়া থেকে তিনটি জিনিস আমার কাছে প্রিয় করা হয়েছে: নারী (নেককার স্ত্রী, সুগন্ধি আর আমার চোখের শীতলতা রাখা হয়েছে নামাজের মধ্যে।”

এই কিতাবের লেখক বলেন, কিছু কুতর্ককারী এই হাদিস নিয়ে দাবি করে যে, নবীজী ﷺ দুনিয়াবি দুটি জিনিসের (নারী ও সুগন্ধি) কথা বলে তৃতীয়টির কথা বলতে গিয়ে লজ্জিত হয়ে নামাজের কথা বলেছেন। কিন্তু তাদের এই দাবি মিথ্যা। মূলত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মূল উদ্দেশ্য ছিল নামাজ। কারণ তিনি নিজেই বলেছেন: ‘একজন বিবাহিত ব্যক্তির দুই রাকাত নামাজ অবিবাহিত ব্যক্তির সত্তর রাকাত নামাজের চেয়েও উত্তম।’ সুতরাং তিনি নারীর প্রতি অনুরাগের কথা বলেছেন নামাজের ফজিলত বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে।
ঠিক তেমনি তিনি বলেছেন: ‘সুগন্ধি মেখে দুই রাকাত নামাজ আদায় করা সুগন্ধিহীন সত্তর রাকাত নামাজের চেয়ে উত্তম।’ অর্থাৎ সুগন্ধিকেও তিনি নামাজের খাতিরেই প্রিয় বলেছেন।
পরিশেষে তিনি বলেছেন ‘আমার চোখের শীতলতা নামাজের মাঝে’। কারণ একজন মানুষ যদি বিয়ে করে এবং সুগন্ধিও ব্যবহার করে কিন্তু নামাজ না পড়ে, তবে তার বিয়ে বা সুগন্ধি ব্যবহারের মাঝে কোনো শ্রেষ্ঠত্ব বা সওয়াব নেই।”

كان الصادق (ع) لا يخلو من إحدى ثلاث خصال
(সাদিক (আ) তিনটি গুণের একটি থেকেও কখনো খালি থাকতেন না)
————————————————————————————

3: Hadith 219

حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال : حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه قال : حدثنا أبو أحمد محمد بن زياد الأزدي قال : سمعت مالك بن أنس فقيه المدينة يقول : كنت أدخل على الصادق جعفر بن محمد عليه السلام فيقدم لي مخدة ويعرف لي قدراً ويقول : يا مالك إني أحبك فكنت أسر بذلك وأحمد الله عليه ، وكان لا يخلو من إحدى ثلاث خصال : إما صائماً وإما قائماً وإما ذاكراً ، وكان من عظماء العباد وأكابر الزهاد الذين يخشون الله عز وجل ، وكان كثير الحديث ، طيب المجالسة ، كثير الفوائد ، فإذا قال : قال رسول الله ﷺ اخضر مرة واصفر أخرى حتى ينكره من يعرفه ، ولقد حججت معه سنة فلما استوت به راحلته عند الإحرام كان كلما هم بالتلبية انقطع الصوت في حلقه وكاد يخر من راحلته ، فقلت : قل يا ابن رسول الله فلابد لك من أن تقول ، فقال : يا ابن أبي عامر كيف أجسر أن أقول : لبيك اللهم لبيك ، وأخشى أن يقول عز وجل لي : لا لبيك ولا سعديك .

মদীনার ফকিহ মালিক বিন আনাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: “আমি ইমাম জাফর বিন মুহাম্মদ সাদিক (আ)-এর কাছে যেতাম। তিনি আমার বসার জন্য বালিশ এগিয়ে দিতেন এবং আমাকে সম্মান করতেন।তিনি বলতেন, ‘হে মালিক! আমি তোমাকে পছন্দ করি।’ তাঁর এই কথায় আমি আনন্দিত হতাম এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতাম। তিনি সর্বদা তিনটি অবস্থার যেকোনো একটিতে থাকতেন: হয় তিনি রোজা রাখতেন, অথবা নামাজে দণ্ডায়মান থাকতেন, অথবা আল্লাহর জিকিরে মশগুল থাকতেন।
তিনি ছিলেন সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ ইবাদতকারী ও মহান জাহিদদের (সংসারত্যাগী) অন্তর্ভুক্ত, যারা আল্লাহকে চরম ভয় করতেন। তিনি অত্যন্ত মিষ্টভাষী ও জ্ঞানগর্ভ মজলিসের অধিকারী ছিলেন। যখন তিনি বলতেন 'রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন', তখন তাঁর চেহারা কখনো সবুজ আবার কখনো হলুদ বর্ণ ধারণ করত; এমনকি পরিচিত মানুষও তাঁকে চিনতে কষ্ট পেত।
একবার আমি তাঁর সাথে হজে গিয়েছিলাম। ইহরাম বাঁধার সময় যখন তাঁর সওয়ারি স্থির হলো, তিনি ‘তালবিয়া’ পাঠ করতে চাইলেন; কিন্তু ভয়ে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল এবং তিনি সওয়ারি থেকে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলেন। আমি বললাম, ‘হে রাসূলের সন্তান! আপনাকে তো পাঠ করতেই হবে।’ তিনি উত্তরে বললেন, ‘হে ইবনে আবি আমির! আমি কীভাবে “লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক” বলার সাহস করি? আমি ভয় পাচ্ছি মহান আল্লাহ কখন বলে বসেন “লা লাব্বাইকা ওয়া লা সা'দাইক” (তোমার সাড়া আমি গ্রহণ করলাম না। তোমার জন্য কোনো কল্যাণ বা সৌভাগ্য নেই)।”

ينتفع زائر الرضا (ع) في ثلاث مواطن
(রিদা (আ)-এর যিয়ারতকারী তিনটি স্থানে উপকৃত হবে)
————————————————————————————

3: Hadith 220

حدثنا علي بن أحمد بن موسى رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن أحمد بن محمد بن صالح الرازي ، عن حمدان الديواني قال : قال الرضا عليه السلام : من زارني على بعد داري أتيته يوم القيامة في ثلاث مواطن حتى أخلصه من أهوالها : إذا تطايرت الكتب يميناً وشمالاً ، وعند الصراط ، وعند الميزان .

রিদা (আ) বলেন: “যে ব্যক্তি দূর থেকে আমার যিয়ারত করবে, কিয়ামতের দিন আমি তিনটি স্থানে তার কাছে উপস্থিত হবো এবং তাকে কঠিন অবস্থা থেকে মুক্ত করবো: যখন আমলনামা ডান-বামে উড়বে; সিরাত এর সময়; মীযানের সময়।”

الأعمال على ثلاثة أحوال
(আমল তিনটি অবস্থার উপর ভিত্তি করে)
————————————————————————————

3: Hadith 221

حدثنا أبو الحسن محمد بن عمرو بن علي البصري قال: حدثنا أبو الحسن علي بن الحسن بن الميثمي قال : حدثنا أبو الحسن علي بن مهرويه القزويني قال: حدثنا أبو أحمد الغازي قال : حدثنا علي بن موسى الرضا قال : حدثني أبي موسى ابن جعفر قال حدثني أبي جعفر بن . محمد قال : حدثني أبي محمد بن علي قال : حدثنا أبي علي بن الحسين قال : حدثنا أبي الحسين بن علي قال : سمعت أبي علي بن أبي طالب يقول : الأعمال على ثلاثة أحوال فرائض ، و فضائل ، و معاصى . فأما الفرائض فيأمر الله و برضى الله و بقضاء الله وتقديره ومشيئته و علمه عز وجل . و أما الفضائل فليست بأمر الله ولكن برضى الله و بقضاء الله و بمشيئته الله و بعلم الله عزء وجل ، وأما المعاصي فليست بأمر الله ولكن بقضاء الله وبقدر الله و بمشيئته و علمه ثم يعاقب عليها .

قال مصنف هذا الكتاب - رضي الله عنه المعاصي بقضاء الله معناء بنهي الله لأن حكمه عز وجل فيها على عباده الانتهاء عنها ، و معنى قوله « بقدر الله ، أي بعلم الله بمبلغها و مقدارها ، و معنى قوله « و بمشيئته ، فانه عز وجل شاء أن لا يمنع العاصي من المعاصي إلا بالزجر و القول والنبي والتحذير ، دون الجبر و المنع بالقوة و الدفع بالقدرة .

আলী ইবনে আবু তালিব (আ) বলেন: “মানুষের আমল তিন অবস্থায় বিভক্ত: ফরজ, ফজিলত এবং পাপ। ফরজ কাজ আল্লাহর নির্দেশে, আল্লাহর সন্তুষ্টিতে এবং আল্লাহর ফয়সালা,তাকদির, ইচ্ছা ও জ্ঞান অনুযায়ী সম্পন্ন হয়। ফজিলত কাজ: আল্লাহর নির্দেশ নয়, তবে আল্লাহর সন্তুষ্টি, ফয়সালা, ইচ্ছা ও জ্ঞান অনুযায়ী সম্পন্ন হয়। পাপ কাজ আল্লাহর নির্দেশে নয়, তবে তা আল্লাহর ফয়সালা, নির্ধারণ, ইচ্ছা ও জ্ঞানের অধীনেই ঘটে; অতঃপর আল্লাহ এর জন্য শাস্তি প্রদান করেন।”

এই কিতাবের লেখক বলেন: “পাপ কাজ ‘আল্লাহর ফয়সালায়’ হওয়ার অর্থ হলো, এতে আল্লাহর পক্ষ থেকে 'নিষেধ' থাকা। কারণ বান্দার প্রতি আল্লাহর বিধান বা হুকুম হলো তা থেকে বিরত থাকা।
আর 'আল্লাহর নির্ধারণ বা কদরে' হওয়ার অর্থ হলো আল্লাহ আগে থেকেই সেই কাজের পরিমাণ ও সীমা সম্পর্কে অবগত।
এবং এটি 'আল্লাহর ইচ্ছায়' হওয়ার অর্থ হলো মহান আল্লাহ ইচ্ছা করেছেন যে, তিনি পাপীকে পাপ কাজ থেকে বাধা দেবেন না (জোরপূর্বক)। বরং তিনি কেবল তিরস্কার, বাণী, নিষেধ এবং সতর্কবাণীর মাধ্যমেই বাধা দেবেন। তিনি শক্তি প্রয়োগ করে বা ক্ষমতা দিয়ে কাউকে বাধ্য করে পাপ থেকে বিরত রাখেন না (যাতে মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা বজায় থাকে)।”

أمر الباقر (ع) ابنه الصادق (ع) بثلاث ونهى عن ثلاث
(ইমাম বাকির (আ) তাঁর পুত্র সাদিক (আ)-কে তিনটি বিষয়ে আদেশ ও তিনটি বিষয়ে নিষেধ করেন)
————————————————————————————

3: Hadith 222

حدثنا أبو أحمد القاسم بن محمد السراج الهمذاني بهمذان قال : حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد الضبي قال : حدثنا محمد بن عبد العزيز الدينوري قال : حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي ، عن سفيان الثوري قال : لقيت الصادق بن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام فقلت له : يا ابن رسول الله أوصني ، فقال لي : يا سفيان لا مروءة لكذوب ، ولا أخ لملوك ، ولا راحة لحسود ، ولا

سودد لسيء الخلق ، فقلت : يا ابن رسول الله زدني ، فقال لي : يا سفيان ثق بالله تكن مؤمناً ، وارض بما قسم الله لك تكن غنياً ، وأحسن مجاورة من جاورته تكن مسلماً ، ولا تصحب الفاجر فيعلمك من فجوره ، وشاور في أمرك الذين يخشون الله عز وجل ، فقلت : يا ابن رسول الله زدني ، فقال لي : يا سفيان من أراد عزاً بلا عشيرة ، وغنى بلا مال ، وهيبة بلا سلطان فلينتقل من ذل معصية الله إلى عز طاعته ، فقلت : زدني يا ابن رسول الله ، فقال لي : يا سفيان أمرني والدي بثلاث ونهاني عن ثلاث ، فكان فيما قال لي : يا بني من يصحب صاحب السوء لا يسلم ، ومن يدخل مداخل السوء يتهم ، ومن لا يملك لسانه يندم ، ثم أنشدني فقال : إن اللسان لما عودت يعتاد في الخير والشر فانظر كيف تعتاد ، موكل بتقاضي ما سننت له .

সুফিয়ান সাওরি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: “আমি সাদিক-জাফর ইবনে মুহাম্মদের (আ) সাথে সাক্ষাৎ করে বললাম: ‘হে আল্লাহর রাসূলের সন্তান! আমাকে কিছু উপদেশ দিন।’ তিনি বললেন: “হে সুফিয়ান! মিথ্যাবাদীর কোনো মনুষ্যত্ব নেই; হিংসুক ব্যক্তির কোনো প্রশান্তি নেই; রাজার কোনো প্রকৃত ভাই/বন্ধু নেই; আর দুশ্চরিত্র ব্যক্তির কোনো নেতৃত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব নেই।”
আমি বললাম: ‘হে আল্লাহর রাসূলের সন্তান! আমাকে আরও কিছু বলুন।’
তিনি বললেন: “হে সুফিয়ান! আল্লাহর ওপর আস্থা রাখো, তবেই তুমি প্রকৃত মুমিন হতে পারবে। আল্লাহ তোমার ভাগ্যে যা নির্ধারণ করেছেন তাতে সন্তুষ্ট থাকো, তবেই তুমি ধনী (অভাবহীন) হতে পারবে। প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরণ করো, তবেই তুমি প্রকৃত মুসলিম হতে পারবে। কোনো পাপাচারীর সঙ্গ নিও না, অন্যথায় সে তোমাকে তার পাপাচার শেখাবে। আর তোমার কাজে তাদের সাথেই পরামর্শ করো, যারা আল্লাহকে ভয় করে।”
আমি আবারও বললাম: ‘হে আল্লাহর রাসূলের সন্তান! আমাকে আরও কিছু বাড়িয়ে বলুন।’
তিনি বললেন: “হে সুফিয়ান! যে ব্যক্তি আত্মীয়-স্বজন ছাড়াই সম্মান, সম্পদ ছাড়াই ধন্য এবং ক্ষমতা ছাড়াই প্রভাবশালী হতে চায়, সে যেন আল্লাহর নাফরমানির লাঞ্ছনা থেকে বেরিয়ে তাঁর আনুগত্যের সম্মানের দিকে ফিরে আসে।”
আমি বললাম: ‘আমাকে আরও কিছু বলুন।’
তখন তিনি বললেন: “হে সুফিয়ান! আমার পিতা (আ) আমাকে তিনটি আদেশ দিয়েছিলেন এবং তিনটি বিষয়ে নিষেধ করেছিলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন, “হে বৎস! যে অসৎ সঙ্গীর সাথে চলে, সে নিরাপদ থাকে না। যে খারাপ স্থানে যাতায়াত করে, সে অভিযুক্ত হয়। আর যে নিজের জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, সে লজ্জিত হয়।”
এরপর তিনি আমাকে এই কবিতাটি শোনালেন:
“তুমি তোমার জিহ্বাকে যে অভ্যাসে গড়ে তুলবে, সে তাতেই অভ্যস্ত হবে, তা কল্যাণ হোক বা অকল্যাণ; তাই দেখো, তুমি একে কিসে অভ্যস্ত করছ।”

اذا قام القائم (ع) حكم بثلاث لم يحكم بها أحد قبله
(কায়িম (আ) আবির্ভূত হলে তিনটি বিষয়ে এমনভাবে বিচার করবেন, যা আগে কেউ করেনি)
————————————————————————————

3: Hadith 223

حدثنا علي بن أحمد بن موسى رضي الله عنه قال : حدثنا حمزة بن القاسم العلوي قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن عمران البرقي قال : حدثنا محمد بن علي الهمداني ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله و أبي الحسن عليهما السلام قالا : لو قد قام القائم عليه السلام لحكم بثلاث لم يحكم بها أحد قبله : يقتل الشيخ الزاني ، و يقتل مانع الزكاة ، و يورث الأخ أخاه في الأظلة .

ইমাম জাফর সাদিক (আ) ও আবুল হাসান (আ) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেছেন: “যখন কায়েম (আ) [ইমাম মাহদী] আবির্ভূত হবেন, তখন তিনি এমন তিনটি বিষয়ে ফয়সালা বা বিচার করবেন যা তাঁর আগে অন্য কেউ করেনি: তিনি বৃদ্ধ ব্যভিচারীকে মৃত্যুদণ্ড দেবেন, তিনি যাকাত প্রদান না করা ব্যক্তিকে (অমান্যকারী) মৃত্যুদণ্ড দেবেন এবং তিনি রূহের জগতের সম্পর্কের ভিত্তিতে এক ভাইকে অন্য ভাইয়ের উত্তরাধিকারী করবেন।”

قول النبي (ص) لسلمان الفارسي (ره): إن لك في علتك ثلاث خصال
(সালমান ফারসি (রা)-এর অসুস্থতার সময় নবী (সা) তাকে তিনটি ফজিলত সম্পর্কে বলেন)
————————————————————————

3: Hadith 224

حدثنا محمد بن علي بن الشاه قال : حدثنا أبو حامد قال : حدثنا أبو يزيد أحمد بن خالد الخالدي قال : حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي ، عن أبيه قال : حدثنا محمد بن حاتم القطان ، عن حماد بن عمرو ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله لسلمان الفارسي رضي الله عنه : يا سلمان إن لك في علتك إذا اعتللت ثلاث خصال : أنت من الله تبارك وتعالى بذكر ، ودعاؤك فيها مستجاب ، ولا تدع العلة عليك ذنباً إلا حطته ، متعك الله بالعافية إلى انقضاء أجلك .

আলী ইবনে আবু তালিব (আ) বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ সালমান ফারসি (রা)-কে বলেছিলেন: “হে সালমান! তুমি যখন অসুস্থ হও, তখন তোমার জন্য এতে তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে: তুমি মহান আল্লাহর (জিকিরে) থাকো, এই অবস্থায় তোমার দোয়া কবুল হয় এবং এই অসুস্থতা তোমার ওপর কোনো গুনাহ অবশিষ্ট রাখে না বরং তা ঝরিয়ে দেয়। আল্লাহ তোমাকে তোমার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সুস্থতা ও নিরাপত্তা দান করুন”

قول عمر: أتوب إلى الله من ثلاث
(উমর বলেন: আমি তিনটি বিষয় থেকে আল্লাহর কাছে তাওবা করছি)
————————————————————————

3: Hadith 225

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا عبد الله بن الحسن المؤدب ، عن أحمد بن علي الأصفهاني ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي قال : أخبرني يحيى بن الحسن بن الفرات القزاز قال : حدثنا هارون بن عبيدة ، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام قال : قال عمر حين حضره الموت : أتوب إلى الله من ثلاث : اغتصابي هذا الأمر أنا وأبو بكر من دون الناس ، وتفضيلي المسلمين بعضهم على بعض .

আলী ইবনে আবু তালিব (আ) বলেন: উমর যখন মৃত্যুশয্যায় ছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন: “আমি তিনটি বিষয়ে আল্লাহর কাছে তওবা করছি: মানুষের সম্মতি ছাড়াই আবু বকর ও আমার এই খেলাফত দখল করা। মানুষের ওপর আমার উত্তরাধিকারী (খলিফা) নিয়োগ করা। মুসলমানদের একজনকে অন্যজনের ওপর প্রধান্য দেওয়া”

3: Hadith 226

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا عبد الله بن الحسن المؤدب ، عن أحمد بن علي الأصفهاني ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي قال : حدثني المسعودي قال : حدثنا الحسن بن حماد الطائي ، عن زياد بن المنذر ، عن عطية فيما يظن عن جابر بن عبد الله قال : شهدت عمر عند موته يقول : أتوب إلى الله من ثلاث : من ردي رقيق اليمن ، ومن رجوعي عن جيش أسامة بعد أن أمره رسول الله صلى الله عليه وآله علينا ، ومن تعاقدنا على أهل هذا البيت إن قبض الله رسوله لا نولي منهم أحداً .

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন: আমি উমরের মৃত্যুর সময় তাঁকে বলতে শুনেছি: “আমি তিনটি বিষয়ে আল্লাহর কাছে তওবা করছি: ইয়েমেনের দাসদের ফিরিয়ে দেওয়া থেকে। উসামার সেনাবাহিনী থেকে ফিরে আসা থেকে, অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে আমাদের ওপর আমির নিযুক্ত করেছিলেন। এবং আহলে বাইতের ব্যাপারে আমাদের সেই চুক্তিনামা থেকে যে, যদি আল্লাহ তাঁর রাসূলের জান কবজ করেন, তবে আমরা তাঁদের কাউকে নেতৃত্বে আনব না।”

3: Hadith 227

وبهذا الإسناد عن إبراهيم بن محمد الثقفي قال : حدثني محمد بن علي قال : حدثنا الحسين بن سفيان ، عن أبيه قال : حدثني فضل بن الزبير قال : حدثني أبو عبيدة الحذاء زياد بن عيسى قال : سمعت أبا جعفر يقول : لما حضر عمر الموت قال : أتوب إلى الله من رجوعي عن جيش أسامة ، وأتوب إلى الله من عتقي سبي اليمن ، وأتوب إلى الله من شيء كنا أشعرناه قلوبنا نسأل الله أن يكفينا ضره ، وأن بيعة أبي بكر كانت فلتة .

বর্ণনাকারী বলেন, আমি আবু জাফর (আ) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: উমর যখন মৃত্যুশয্যায় ছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন: “আমি আল্লাহর কাছে তওবা করছি ওসামার বাহিনী থেকে ফিরে আসা থেকে; ইয়েমেনের যুদ্ধবন্দিদের মুক্ত করা থেকে; এবং এমন একটি বিষয় থেকে যা আমরা অন্তরে লালন করেছিলাম, আর তা হলো আবু বকরের বাইয়াত ছিল একটি আকস্মিক ঘটনা (ফালতাহ্)।”

قول أبي بكر: لا آسى من الدنيا إلا على ثلاث
(আবু বকর মৃত্যুর পূর্বে বলেন: দুনিয়া থেকে আমি শুধু তিন ধরনের বিষয়ে অনুতপ্ত)
————————————————————————————

3: Hadith 228

حدثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي السمرقندي قال : حدثنا جعفر بن محمد بن مسعود العباشي ، عن أبيه قال : حدثنا محمد بن حاتم قال : حدثنا عبد الله بن حماد ، و سليمان بن معبد قالا : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني الليث بن سعد ، عن علوان بن داود بن صالح ، عن صالح بن كيسان ، عن عبدالرحمن ابن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، عن أبيه قال : قال أبو بكر في مرضه الذي قبض فيه: أما إني لا أسى من الدنيا إلا على ثلاث فعلتها ووددت أني تركتها ، و ثلاث تركتها و وددت أني فعلتها ، و ثلاث وددت أني كنت سألت عنهن رسول الله أما التي وددت أني تركتها فوددت أني لم أكن كشفت بيت فاطمة وإن كان أعلن علي الحرب . ووددت أني لم أكن أحرقت الفجاءة و أني قتلته سريحاً أو أطلقته نجيحاً ، ووددت أني يوم سقيفة بني ساعدة كنت قذفت الأمر في عنق أحد الرجلين : عمر ، أو أبي عبيدة ، فكان أميراً و كنت وزيراً . وأما التي تركتها [فوددت أني فعلتها] فوددت أني يوم أتيت بالأشعث أسيراً كنت ضربت عنقه فانه يخيل لي أنه لم ير صاحب شر" إلا أعانه ، ووددت أني حين سيرت خالداً إلى أهل الردة كنت قدمت إلى قرية فان ظفر المسلمون ظفر وا و إن هز مواكيداً كنت بصدد لقاء أو مدد ، ووددت أني كنت إذ وجهت خالداً إلى الشام قذفت المشرق لعمر بن الخطاب فكنت بسطت يدي يميني و شمالي في سبيل الله ، و أما التي وددت أني كنت سألت عنهن رسول الله ﷺ فوددت أني كنت سألته فيمن هذا الأمر فلم ننازعه أهله ، ووددت أني كنت سألته هل للانصار في هذا الأمر نصيب ، و وددت أني كنت سألته عن ميراث الأخ و العم ، فان في نفسي منها حاجة .

قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه : إنَّ يوم غدير خم لم يدع لأحد عذراً هكذا قالت سيدة النسوان فاطمة الا لما منعت فدك وخاطبت الأنصار ، فقالوا: يا بنت محمد لوسمعنا هذا الكلام منك قبل بيعتنا لأبي بكر ما عدلنا بعلي أحداً ، فقالت : وهل ترك أبي يوم غدير خم لأحد عذراً .

আবদুর রহমান ইবনে আউফ তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আবু বকর যখন মৃত্যুশয্যায় ছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন: “জেনে রাখো, দুনিয়ার তিনটি কাজ ছাড়া আমার আর কোনো আক্ষেপ নেই; আমি কাজ তিনটি করেছি কিন্তু মনে হয় যদি তা না করতাম! আর তিনটি কাজ আমি করিনি কিন্তু মনে হয় যদি তা করতাম! এবং আরও তিনটি বিষয় এমন রয়েছে যা যদি আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করে নিতে পারতাম!

যে তিনটি কাজ করেছি কিন্তু না করলেই ভালো হতো: আমি যদি ফাতিমার ঘর উন্মুক্ত না করতাম, যদিও তারা যুদ্ধের ঘোষণা দিত। আমি যদি আল-ফুজায়াহকে (পুড়িয়ে মারা এক ব্যক্তি) আগুনে না পোড়াতাম; বরং তাকে সরাসরি হত্যা করতাম অথবা মুক্ত করে দিতাম। সকিফায়ে বনি সায়েদার দিন আমি যদি নেতৃত্ব বা খিলাফতের ভার উমর অথবা আবু উবাইদার কাঁধে অর্পণ করতাম; তবে সে হতো আমির আর আমি হতাম উজির। যে তিনটি কাজ করিনি কিন্তু করলেই ভালো হতো: আশআশকে যখন বন্দি অবস্থায় আনা হয়েছিল, তখন যদি আমি তার শিরশ্ছেদ করতাম; কারণ আমার মনে হয় সে কোনো মন্দ কাজ দেখলেই তাতে সহযোগিতা করে। আমি যখন খালিদকে ধর্মত্যাগীদের (আহলে রিদ্দাহ) বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিলাম, তখন নিজে যদি কোনো গ্রামে অবস্থান করতাম; যাতে মুসলমানরা জয়ী হলে ভালো, আর পরাজিত হলে আমি তাদের আশ্রয় বা সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকতে পারতাম। আমি যখন খালিদকে শামের দিকে পাঠালাম, তখন যদি উমর ইবনুল খাত্তাবকে পারস্যের দিকে পাঠাতাম; তবে আল্লাহর পথে আমার ডান ও বাম উভয় হাত প্রসারিত থাকত।

যে তিনটি বিষয় রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলে ভালো হতো: এই নেতৃত্বের (খিলাফতের) প্রকৃত হকদার কে? যাতে আমরা এর অধিকারীদের সাথে বিবাদে লিপ্ত না হতাম। এই নেতৃত্বে আনসারদের কোনো অংশ বা অধিকার আছে কি না? ফুফু ও চাচার উত্তরাধিকার (মিরাস) সংক্রান্ত বিধান কী? কারণ এ বিষয়ে আমার মনে সংশয় রয়ে গেছে।”

এই কিতাবের লেখক বলেন: “গাদিরে খুমের দিনটি কারো জন্য কোনো অজুহাত বা ওজর বাকি রাখেনি। নারীজাতির নেত্রী ফাতেমা (আ)-ও এমনটিই বলেছিলেন যখন তাঁকে ফাদাক থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। তিনি যখন আনসারদের সম্বোধন করে কথা বলছিলেন, তখন তারা বলেছিল: ‘হে মুহাম্মদের কন্যা! আমরা যদি আবু বকরের বাইয়াত বা আনুগত্য করার আগে আপনার এই কথাগুলো শুনতাম, তবে আমরা আলীর সমান কাউকে মনে করতাম না (অর্থাৎ আলীর কাউকেই প্রাধান্য দিতাম না)।’

তখন ফাতেমা (আ) বলেছিলেন: ‘আমার পিতা কি গাদিরে খুমের দিনে কারো জন্য কোনো অজুহাত বাকি রেখেছেন?' (অর্থাৎ গদিরে খুমেই তো সবকিছু স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল)।”

قول عبد الله بن مسعود: علماء الأرض ثلاثة

(আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ এর বক্তব্য: পৃথিবীর আলেম তিন শ্রেণি)

————————————————————————

3: Hadith 229

حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد السكوني المزكي بالكوفة قال : حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال : حدثنا محمد بن مرزوق قال : حدثنا حسين قال : حدثنا يحيى بن سلمة بن كهيل ، عن أبيه ، عن أبي الزعراء قال : قال عبد الله بن مسعود : علماء الأرض ثلاثة : عالم بالشام ، وعالم بالحجاز ، وعالم بالعراق ، أما عالم الشام فأبو الدرداء ، وأما عالم الحجاز فهو علي ، وأما عالم العراق فهو أخ لكم بالكوفة ، وعالم الشام وعالم العراق محتاجان إلى عالم الحجاز ، وعالم الحجاز لا يحتاج إليهما.

আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ বলেন: পৃথিবীর (শ্রেষ্ঠ) আলেম হলেন তিনজন: একজন শামের আলেম, একজন হিজাজের আলেম এবং একজন ইরাকের আলেম। শামের আলেম হলেন আবু দারদা। হিজাজের আলেম হলেন আলী (আ)। আর ইরাকের আলেম হলেন তোমাদের এক ভাই (ইবনে মাসউদ নিজেকে বুঝিয়েছেন)।

জেনে রাখো, শামের আলেম এবং ইরাকের আলেম উভয়েই হিজাজের আলেমের মুখাপেক্ষী; কিন্তু হিজাজের আলেম তাঁদের কারো মুখাপেক্ষী নন।”

ثلاثة لم يكفروا بالوحي طرفة عين
(তিন ব্যক্তি যারা এক মুহূর্তও ওহী অস্বীকার করেননি)
————————————————————————

3: Hadith 230

حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب قال : حدثنا أحمد بن الفضل بن المغيرة قال : حدثنا أبو نصر منصور بن عبد الله بن إبراهيم الأصفهاني قال : حدثنا علي بن عبد الله قال : حدثنا محمد بن هارون بن حميد قال : حدثنا محمد بن المغيرة الشهرزوري قال : حدثنا يحيى بن الحسين المدايني قال : حدثنا ابن لهيعة ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ : ثلاثة لم يكفروا بالوحي طرفة عين : مؤمن آل ياسين ، وعلي بن أبي طالب ، وآسية امرأة فرعون.

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "তিনজন ব্যক্তি এক মুহূর্তের (চোখের পলক) জন্যও ওহীকে অস্বীকার করেননি। মুমিন আলে ইয়াসিন (হযরত হাবিব নাজ্জার)। আলী ইবনে আবু তালিব (আ) এবং ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া (আ)।"

ثواب من كن له ثلاث بنات فصبر عليهن
(যার তিন কন্যা সন্তান আছে এবং সে ধৈর্য ধরে তাদের লালন করে তার সওয়াব)
————————————————————————

3: Hadith 231

حدثنا أبو محمد محمد بن أبي عبد الله الشافعي الفرغاني بفرغانة قال : حدثنا أبو جعفر محمد بن جعفر بن الأشعث قال : حدثنا أبو حاتم قال : حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال : حدثني ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن عمر بن نبهان ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال : من كن له ثلاث بنات فصبر على لأوائهن وضرائهن وسرائهن كن له حجاباً يوم القيامة.

আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন: “যে ব্যক্তির তিনটি কন্যা সন্তান রয়েছে এবং সে তাদের দুঃখ-কষ্ট ও প্রতিকূলতায় ধৈর্য ধারণ করে, কিয়ামতের দিন তারা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে পর্দা বা ঢাল স্বরূপ হবে।”

ثلاثة يشكون إلى الله عز وجل يوم القيامة
(কিয়ামতের দিন তিনটি বিষয় আল্লাহর কাছে অভিযোগ করবে)
————————————————————————

3: Hadith 232

حدثنا محمد بن عمر الحافظ البغدادي المعروف بالجعابي قال : حدثنا عبدالله بن بشير قال : حدثنا الحسن بن الزبرقان المرادي قال : حدثنا أبو بكر ابن عياش ، عن الأجلح ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول: يجيء يوم القيامة ثلاثة يشكون إلى الله عز وجل : المصحف ، والمسجد ، والعترة. يقول المصحف : يارب حرقوني ومزقوني ، ويقول المسجد : يارب عطلوني وضيعوني، و تقول العترة : يارب قتلونا وطردونا وشردونا فأجئوا للركبتين للخصومة ، فيقول الله جل جلاله لي : . أنا أولى بذلك

জাবির থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি: “কিয়ামতের দিন তিনটি বিষয় উপস্থিত হয়ে মহান আল্লাহর কাছে অভিযোগ করবে: কুরআন (মুসহাফ), মসজিদ এবং নবী-বংশ (ইতরাত)।
কুরআন বলবে: ‘হে আমার রব! তারা আমাকে পুড়িয়েছে এবং ছিন্নভিন্ন করেছে।’ মসজিদ বলবে: ‘হে আমার রব! তারা আমাকে পরিত্যক্ত করেছে এবং আমার মর্যাদা নষ্ট করেছে।’
নবী-বংশ (ইতরাত) বলবে: ‘হে আমার রব! তারা আমাদের হত্যা করেছে, বিতাড়িত করেছে এবং গৃহহীন করেছে।’
এরপর আমি বিচারের জন্য হাঁটু গেড়ে বসব। তখন মহান আল্লাহ আমাকে বলবেন: ‘এ বিষয়ে বিচারের জন্য আমিই সবচেয়ে বেশি যোগ্য’”

رفع القلم عن ثلاثة
(তিন ব্যক্তির উপর থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে)
————————————————————

3: Hadith 233

حدثنا الحسن بن محمد السكوني المزكي بالكوفة قال : حدثنا محمد بن عبدالله الحضرمي قال : حدثنا إبراهيم بن أبي معاوية قال : حدثني أبي ، عن الأعمش ، عن أبي ظبيان قال : أتى عمر بامرأه مجنونة قد فجرت فأمر عمر برجمها ، فمروا بها على علي فقال : ما هذه؟ فقالوا : مجنونة قد فجرت ، فأمر بها عمر أن ترجم ، فقال : لا تعجلوا فأتى عمر فقال : أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم و عن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ .

আবু জিবইয়ান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: “উমরের কাছে একজন পাগল নারীকে আনা হলো যে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল। উমর তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যার (রজম) নির্দেশ দিলেন। পথিমধ্যে আলী (আ)-এর সাথে তাদের দেখা হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘বিষয়টি কী?’ তারা বলল, ‘এক পাগল নারী ব্যভিচার করেছে, উমর তাকে রজম করার আদেশ দিয়েছেন।’
আলী (আ) বললেন, ‘তাড়াহুড়ো করো না।’ এরপর তিনি উমরের কাছে গিয়ে বললেন, ‘আপনি কি জানেন না যে, তিন ব্যক্তির ওপর থেকে (হিসাবের) কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে?’ শিশু, যতক্ষণ না সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়। পাগল, যতক্ষণ না সে সুস্থ হয়। নিদ্রিত ব্যক্তি, যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয়”’

এ কিতাবের লেখক বলেন “হাদিসটি এভাবেই বর্ণিত হয়েছে। তবে আহলে বাইতের মূল অভিমত হলো: যদি কোনো পাগল পুরুষ ব্যভিচার করে তবে তার ওপর হদ (দণ্ড) কার্যকর হবে, কিন্তু পাগল নারী ব্যভিচার করলে তার ওপর হদ কার্যকর হবে না। কারণ পাগল পুরুষ সক্রিয়ভাবে লিপ্ত হয়, কিন্তু পাগল নারী পরিস্থিতির শিকার হয়"

الشح يولد ثلاث خصال مذمومة
(লোভ/কৃপণতা তিনটি নিকৃষ্ট গুণ জন্ম দেয়)
————————————————————

3: Hadith 234

حدثنا الخليل بن أحمد قال : حدثنا ابن صاعد قال : حدثنا الحسن بن عرفة قال : حدثنا عمر بن عبد الرحمن أبو حفص الأبار ، عن محمد بن جحادة عن بكير بن عبد الله المدني ، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي قال : إياكم والشح فانما هلك من كان قبلكم بالشح ، أمرهم بالكذب فكذبوا ، وأمرهم بالظلم فظلموا ، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا .

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন: “তোমরা কৃপণতা থেকে বেঁচে থাকো। কারণ তোমাদের পূর্ববর্তীরা এই কৃপণতার কারণেই ধ্বংস হয়েছে। এটি তাদের নির্দেশ দিয়েছিল: মিথ্যা বলতে, ফলে তারা মিথ্যাবাদী

হয়েছিল। জুলুম করতে, ফলে তারা জালেম হয়েছিল। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করতে, ফলে তারা সম্পর্ক ছিন্নকারী হয়েছিল।”

إياكم والفحش والظلم والشح
(অশ্লীলতা, জুলুম ও কৃপণতা থেকে সতর্কতা)
————————————————————————

3: Hadith 235

أخبرني الخليل بن أحمد قال : أخبرنا أبو العباس السراج قال : حدثنا قتيبة قال : حدثنا بكر بن عجلان ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : إياكم والفحش فإن الله عز وجل لا يحب الفاحش المتفحش ، وإياكم والظلم فإن الظلم عند الله هو الظلمات يوم القيامة ، وإياكم والشح فإنه أهلك الذين من قبلكم حتى سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم وانتهكوا محارمهم .

আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “তোমরা অশ্লীলতা ও কুরুচি থেকে বেঁচে থাকো; কারণ আল্লাহ তাআলা অশ্লীলভাষী ও কুরুচিপূর্ণ ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না। তোমরা জুলুম থেকে বেঁচে থাকো; কারণ আল্লাহর কাছে জুলুম হলো কিয়ামতের দিনের ঘনীভূত অন্ধকার। আর তোমরা কৃপণতা (শুহ্) থেকে বেঁচে থাকো; কারণ এটি তোমাদের পূর্ববর্তীদের প্ররোচিত করেছিল, যার ফলে তারা রক্তপাতে লিপ্ত হয়েছিল, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করেছিল এবং নিষিদ্ধ বিষয়গুলোকে বৈধ করে নিয়েছিল।”

بدء أمر النبي ﷺ من ثلاثة
(নবী ﷺ-এর নবুওয়তের সূচনা তিনটি বিষয়ের মাধ্যমে)
————————————————————————

3: Hadith 236

حدثنا أبو أحمد محمد بن جعفر البندار قال : حدثنا أبو العباس محمد بن جمهور الحمادي قال : حدثني أبو علي صالح بن محمد البغدادي قال : حدثنا سعيد بن سليمان ومحمد بن بكار وإسماعيل بن إبراهيم قالوا : حدثنا الفرج بن فضالة ، عن لقمان بن عامر ، عن أبي أمامة قال : قلت : يا رسول الله ما كان بدء أمرك ؟ قال : دعوة أبي إبراهيم ، وبشرى عيسى بن مريم ، ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام .

আবু উমামা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার নবুওয়াতের বিষয়ের সূচনা কী ছিল? তিনি বললেন: “আমি হলাম আমার পিতা ইব্রাহিমের দোয়া, ঈসা ইবনে মরিয়মের সুসংবাদ এবং আমার মায়ের দেখা সেই স্বপ্ন যা থেকে একটি নূর (আলো) বের হয়েছিল এবং তাতে শামের প্রাসাদগুলো আলোকিত হয়ে গিয়েছিল।”

من فعل ثلاث خصال فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم
(যে তিনটি কাজ করবে সে মুসলমানদের অধিকার ও দায়িত্ব পাবে)
————————————————————————

3: Hadith 237

حدثنا أبو أحمد محمد بن جعفر البندار قال : حدثنا أبو العباس محمد بن جمهور الحمادي قال : حدثنا صالح بن محمد البغدادي قال : حدثنا العباس بن الوليد النرسي قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال : حدثنا منصور بن سعد ، عن ميمون بن سياه ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ﷺ : من استقبل قبلتنا ، وصلى صلاتنا ، وأكل ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما علينا .

আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “যে ব্যক্তি আমাদের কিবলার দিকে মুখ করল, আমাদের মতো নামাজ আদায় করল এবং আমাদের (জবাই করা) জবাইকৃত পশু ভক্ষণ করল সে আমাদের মতোই অধিকার পাবে এবং আমাদের মতোই দায়িত্ব তার ওপর বর্তাবে (অর্থাৎ সে পূর্ণ মুসলিম হিসেবে গণ্য হবে)”

ثلاثة أشياء كل واحد منها جزء من خمسة وأربعين جزءاً من النبوة
(তিনটি বিষয় যা নবুওয়তের পঁচিশ ভাগের এক ভাগ)
————————————————————

3: Hadith 238

حدثنا أبو أحمد محمد بن جعفر البندار قال: حدثنا أبو العباس الحمادي قال : حدثنا صالح بن محمد البغدادي قال : حدثنا محمد بن بكار قال : حدثنا عبيدة ابن حميد قال : حدثنا قابوس بن أبي ظبيان ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : الهدى الصالح ، والسمت الصالح ، و الاقتصاد جزء من خمسة و أربعين جزءاً من النبوة .

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “উত্তম পথনির্দেশনা, উত্তম চরিত্র বা আচরণ এবং পরিমিতিবোধ নবুওয়াতের পঁচিশ ভাগের এক ভাগ।”

الإيمان ثلاثة أشياء
(ঈমান তিনটি জিনিসে গঠিত)
————————————————————

3: Hadith 239

حدثنا أبو أحمد محمد بن جعفر البندار قال : حدثنا أبو العباس الحمادي قال : حدثنا محمد بن عمر بن منصور البلخي بمكة قال : حدثنا أبو يونس أحمد بن محمد ابن يزيد بن عبدالله الجمحي قال : حدثنا عبد السلام بن صالح، عن علي بن موسى، عن أبيه موسى بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن محمد ، عن أبيه محمد بن علي ، عن علي بن الحسين ، عن الحسين بن علي ، عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله ﷺ : الايمان معرفة بالقلب و إقرار باللسان و عمل بالأركان .

আলী ইবনে আবু তালিব (আ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “ঈমান হলো তিনটি বিষয়ের সমষ্টি, অন্তরে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি (ইকরার), শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে আমল করা।”

3: Hadith 240

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بكر بن صالح الرازي ، عن أبي الصلت الهروي قال : سألت الرضا عن الإيمان فقال : الإيمان عقد بالقلب ولفظ باللسان وعمل بالجوارح ، لا يكون الإيمان إلا هكذا .

বর্ণনাকারী বলেন, আমি রিদা (আ) কে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন: “ঈমান হলো অন্তরের বিশ্বাস, মুখে উচ্চারণ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আমল করা। ঈমান এছাড়া আর কিছুই নয়।”

3: Hadith 241

أخبرنا سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي قال : حدثني علي بن عبد العزيز ، ومعاذ بن المثنى قالا : حدثنا عبد السلام بن صالح الهروي قال : حدثنا علي بن موسى الرضا ، عن أبيه موسى ، عن أبيه جعفر بن محمد ، عن أبيه محمد بن علي ، عن أبيه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي قال : قال رسول الله ﷺ : الإيمان معرفة بالقلب ، وإقرار باللسان ، وعمل بالأركان .

আলী (আ) বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “ঈমান হলো অন্তর দিয়ে চেনা (উপলব্ধি), মুখ দিয়ে স্বীকার করা এবং শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে কাজ করা।”

3: Hadith 242

حدثنا حمزة بن محمد بن أحمد العلوي رضي الله عنه قال : حدثنا أبو الحسن علي بن محمد البزاز قال : حدثنا أبو أحمد داود بن سليمان الغازي قال : حدثني علي بن موسى الرضا قال : حدثني أبي موسى بن جعفر قال : حدثني أبي جعفر بن محمد قال : حدثني أبي محمد بن علي الباقر قال : حدثني أبي علي بن الحسين قال : حدثني أبي الحسين بن علي قال : حدثني أبي أمير المؤمنين قال : قال رسول الله ﷺ : الإيمان إقرار باللسان ومعرفة بالقلب وعمل بالأركان .

قال حمزة بن محمد رضي الله عنه : وسمعت عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول : سمعت أبي يقول : وقد روي هذا الحديث عن أبي الصلت الهروي عبد السلام بن صالح ، عن علي بن موسى الرضا بإسناد مثله ، قال أبو حاتم : لو قرئ هذا الإسناد على مجنون لبرأ .

আমিরুল মুমিনীন (আ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “ঈমান হলো মুখে স্বীকারোক্তি, অন্তরের জ্ঞান (উপলব্ধি) এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা আমল।”

বর্ণনাকারীরা বলেন, “এই সনদটি যদি কোনো পাগলের ওপর পাঠ করা হয়, তবে সে সুস্থ হয়ে যাবে (এতই শক্তিশালী সনদ)।”

ثلاثة لا يدخلون الجنة
(তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না)
————————————————————————

3: Hadith 243

حدثنا أبو العباس محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي الله عنه قال : حدثنا أبو أحمد يحيى بن محمد بن صاعد بمدينة السلام قال : حدثنا إبراهيم بن جميل قال : حدثنا معتمر بن سليمان قال : قرأت على فضيل بن ميسرة ، عن أبي جرير أن أبا بردة حدثه ، عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله ﷺ : ثلاثة لا يدخلون الجنة : مدمن خمر ، ومدمن سحر ، وقاطع

رحم . ومن مات مدمن خمر سقاه الله عز وجل من نهر الغوطة ، قيل : وما نهر الغوطة ؟ قال : نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريحه .

আবু মূসা আল-আশআরি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “তিন প্রকার ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না: মদপানে আসক্ত ব্যক্তি, জাদুতে বিশ্বাসী ব্যক্তি এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি। যে ব্যক্তি মদপানে আসক্ত অবস্থায় মারা যাবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে ‘গুতাহ’ নদীর পানি পান করাবেন।” জিজ্ঞাসা করা হলো: হে আল্লাহর রাসুল! ‘গুতাহ’ নদী কী? তিনি বললেন: “এটি এমন একটি নদী যা ব্যভিচারিণী নারীদের লজ্জাস্থান থেকে প্রবাহিত হয়; এর দুর্গন্ধ জাহান্নামীদের কষ্ট দেবে।”

3: Hadith 244

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله قال : ثلاثة لا يدخلون الجنة : السفاك للدم ، وشارب الخمر ، ومشاء بنميمة .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন, “তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না: অন্যায়ভাবে রক্তপাতকারী, মদ্যপায়ী এবং চোগলখোর।”

من مات له ثلاثة أولاد فاحتسبهم وجبت له الجنة
(যার তিন সন্তান মারা যায় এবং সে সওয়াবের আশা রাখে, তার জন্য জান্নাত)
————————————————————

3: Hadith 245

أخبرنا الخليل بن أحمد قال : أخبرنا المخلدي قال : حدثنا ابن عبد الأعلى قال : حدثنا عبد الله بن وهب قال : حدثني عمرو بن الحارث أن أبا عشانة المعافري حدثه أنه سمع عقبة بن عامر يقول : قال رسول الله ﷺ : من مات له ثلاثة من صلبه فاحتسبهم على الله عز وجل وجبت له الجنة .

উকবা বিন আমির থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “যার নিজের ঔরসজাত তিনটি সন্তান মারা যায় এবং সে আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় ধৈর্য ধারণ করে, তবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।”

ثواب ثلاث خصال
(তিনটি গুণের সওয়াব)
————————————————————

3: Hadith 246

حدثنا أبو الحسن محمد بن عمرو بن علي البصري قال : حدثنا أبو عبد الله عبد السلام بن محمد بن هارون بن الفضل بن العباس بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد الله المأمون بن هارون الرشيد بن موسى الهادي بن محمد المهدي بن عبد الله المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس قال : حدثنا محمد بن محمد بن عقبة الشيباني قال : حدثنا أبو القاسم الخضر بن أبان ،

عن أبي هدية إبراهيم بن هدية البصري ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ﷺ يوماً : يا أنس أسبغ الوضوء تمر على الصراط مر السحاب ، وأفش السلام يكثر خير بيتك ، وأكثر من صدقة السر فإنها تطفئ غضب الرب عز وجل .

আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “হে আনাস পূর্ণাঙ্গরূপে অজু করো, তবে তুমি পুলসিরাত মেঘের গতির ন্যায় দ্রুত পার হবে। সালাম প্রচার করো, তবে তোমার ঘরের কল্যাণ বৃদ্ধি পাবে।বেশি বেশি গোপনে দান করো, কারণ তা মহান আল্লাহর ক্রোধকে প্রশমিত করে।”

ثلاثة إخوة بين كل واحد منهم عشر سنين
(তিন ভাই, প্রত্যেকের মধ্যে দশ বছরের ব্যবধান)
————————————————————

3: Hadith 247

حدثنا الحسن بن محمد بن يحيى العلوي رضي الله عنه قال : حدثني جدي قال : حدثنا الحسين بن محمد قال : حدثنا ابن أبي السري قال : حدثنا هشام بن محمد بن السائب ، عن أبيه ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس قال : كان بين طالب وعقيل عشر سنين ، وبين عقيل وجعفر عشر سنين ، وبين جعفر وعلي عشر سنين ، وكان علي أصغرهم .

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: “তালিব এবং আকিলের বয়সের ব্যবধান ছিল দশ বছর, আকিল এবং জাফরের বয়সের ব্যবধান ছিল দশ বছর এবং জাফর ও আলীর বয়সের ব্যবধান ছিল দশ বছর। আলী (আ) ছিলেন তাদের মধ্যে বয়সে সবার ছোট।”

ذل الناس بعد ثلاثة أشياء
(তিন ঘটনার পর মানুষের অপমান শুরু হয়)
————————————————————

3: Hadith 248

حدثنا الحسن بن محمد بن يحيى العلوي رضي الله عنه قال : حدثني جدي قال : حدثنا داود قال : حدثنا عيسى بن عبد الرحمن بن صالح قال : حدثنا أبو مالك الجنبي ، عن عمر بن بشر الهمداني قال : قلت لأبي إسحاق : متى ذل الناس ؟ قال : حين قُتل الحسين بن علي عليه السلام ، وادعى زياد ، وقُتل حجر بن عدي .

উমর বিন বিশর আল-হামদানি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আবু ইসহাককে জিজ্ঞাসা করলাম, “মানুষ কখন থেকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হলো?” তিনি উত্তরে বললেন: “যখন হুসাইন বিন আলী (আ) কে হত্যা করা হলো, যখন যিয়াদকে (অন্যায্যভাবে বংশীয়) দাবি করা হলো, এবং যখন হুজর বিন আদি (রা) কে হত্যা করা হলো।”

في السؤال ثلاث خصال، وشر الناس ثلاثة
(ভিক্ষা সংক্রান্ত তিনটি বিষয় এবং সবচেয়ে খারাপ তিন শ্রেণি)
————————————————————

3: Hadith 249

حدثنا محمد بن علي بن الشاه قال : حدثنا أبو حامد قال : حدثنا أبو يزيد أحمد بن خالد الخالدي قال : حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي ، عن أبيه قال : حدثنا محمد بن حاتم القطان ، عن حماد بن عمرو ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله ﷺ لأبي ذر رضي الله عنه : يا أبا ذر إياك والسؤال فإنه ذل حاضر وفقر تتعجله وفيه حساب طويل يوم القيامة. يا أبا ذر تعيش وحدك وتموت وحدك وتدخل الجنة وحدك، يسعد بك قوم من أهل العراق يتولون غسلك وتجهيزك ودفنك. يا أبا ذر لا تسأل بكفك وإن أتاك شيء فاقبله. ثم قال لأصحابه : ألا أخبركم بشراركم ؟ قالوا : بلى يا رسول الله. قال : المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب.

আলী ইবনে আবি তালিব (আ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ আবু যার (রা)-কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন: “হে আবু যর! মানুষের কাছে কিছু চাওয়া (ভিক্ষাবৃত্তি) থেকে বেঁচে থেকো। কারণ এটি উপস্থিত লাঞ্ছনা, এটি এমন এক দারিদ্র্য যা তুমি আগেই ডেকে আনলে এবং কিয়ামতের দিন এর জন্য দীর্ঘ হিসাব দিতে হবে।
হে আবু যার! তুমি একাকী জীবন অতিবাহিত করবে, একাকী মৃত্যুবরণ করবে এবং একাকী জান্নাতে প্রবেশ করবে। ইরাকের একদল লোক তোমার কারণে ভাগ্যবান হবে যারা তোমার গোসল, কাফন ও দাফনের ব্যবস্থা করবে। হে আবু যার! তুমি নিজে হাত পেতে কিছু চেয়ো না, তবে যদি তোমার কাছে যাচনা ছাড়াই কিছু আসে, তবে তা গ্রহণ করো।”
এরপর তিনি তাঁর সাহাবীদের বললেন: “আমি কি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তিদের সম্পর্কে জানাব না?’ তারা বললেন: “অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসুল!” তিনি বললেন: যারা চোগলখোরি করে বেড়ায়, যারা বন্ধুদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায় এবং যারা নির্দোষ মানুষের দোষ খুঁজে বেড়ায়”

لا هجرة فوق ثلاث
(তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন রাখা বৈধ নয়)
————————————————————

3: Hadith 250

حدثنا محمد بن جعفر البندار قال : حدثنا أبو العباس الحمادي قال : حدثنا محمد بن علي الصائغ قال : حدثنا القعنبي قال : حدثنا ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ﷺ : لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث .

আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “কোনো মুসলিমের জন্য তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন রাখা (কথা বন্ধ রাখা) হালাল নয়।”

استمرار الهجران فوق ثلاث
(তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন থাকলে অবস্থা)
————————————————————

3: Hadith 251

حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه قال : حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن حمران ، عن أبيه ، عن أبي جعفر الباقر قال : ما من مؤمنين اهتجرا فوق ثلاث إلا وبرئت منهما في الثالثة. فقيل

له : هذا حال الظالم فما بال المظلوم ؟ فقال : ما بال المظلوم لا يصير إلى الظالم فيقول أنا الظالم حتى يصطلحا.

আবু জাফর বাকির (আ) বলেন: “যখনই দুইজন মুমিন তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন রাখে, তৃতীয় দিনে আমি তাদের উভয়ের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করি”
তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো: “এটি তো জালেম বা অপরাধীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে, কিন্তু মজলুম বা নির্দোষ ব্যক্তির অপরাধ কী?” তিনি বললেন: “মজলুম কেন জালেমের নিকট গিয়ে বলে না যে 'আমিই অপরাধী (অন্যায় না করলেও)', যাতে তাদের মধ্যে সন্ধি হয়ে যায়?”

ثلاثة من سعادة المسلم
(মুসলিমের সৌভাগ্যের তিনটি বিষয়)
————————————————————

3: Hadith 252

أخبرني الخليل بن أحمد قال : أخبرني ابن خزيمة قال : حدثنا أبو موسى قال : حدثنا الضحاك بن مخلد ، عن سفيان ، عن حبيب ، عن جميل مولى عبد الحارث عن نافع بن عبد الحارث قال : قال رسول الله ﷺ : من سعادة المسلم سعة المسكن، والجار الصالح، والمركب الهنيء .

নাফে বিন আব্দুল হারিস থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "তিনটি বিষয় মুসলমানের সুখের অন্তর্ভুক্ত: প্রশস্ত বাসস্থান, নেককার বা সৎ প্রতিবেশী এবং আরামদায়ক বাহন”

ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل
(তিন শ্রেণি, আল্লাহ যাদের সাথে কথা বলবেন না)
————————————————————

3: Hadith 253

أخبرني الخليل بن أحمد قال : أخبرنا ابن خزيمة قال : حدثنا أبو موسى قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن سليمان بن مسهر ، عن خرشة بن الحرة ، عن أبي ذر ، عن النبي ﷺ قال : ثلاثة لا يكلمهم الله : المنان الذي لا يعطي شيئاً إلا بمَنٍّ، والمسبل إزاره، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر.

আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন: “তিন প্রকার ব্যক্তি এমন আছে যাদের সাথে আল্লাহ (কিয়ামতের দিন) কথা বলবেন না: খোটা দানকারী, যে ব্যক্তি কাউকে কিছু দান করার পর সেই দানের খোটা দেয়। কাপড় ঝুলিয়ে পরিধানকারী, যে ব্যক্তি দম্ভভরে পায়ের গোড়ালির নিচে কাপড় ঝুলিয়ে রাখে। মিথ্যা কসম খেয়ে পণ্য বিক্রয়কারী, যে ব্যক্তি নিজের ব্যবসার পণ্য বিক্রি করার জন্য মিথ্যা শপথ করে।”

الصديقون ثلاثة
(পরম সত্যনিষ্ঠ তিন ব্যক্তি)
————————————————————

3: Hadith 254

أخبرني محمد بن علي بن إسماعيل قال : حدثنا النعمان بن أبي الدليلات البلدي قال : حدثنا الحسين بن عبد الرحمن قال : حدثنا عبيد الله بن موسى ، عن محمد بن أبي ليلى قال : قال رسول الله ﷺ : الصديقون ثلاثة : علي بن أبي طالب، وحبيب النجار، ومؤمن آل فرعون.

মুহাম্মাদ ইবন আবু লাইলী বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: “পরম সত্যনিষ্ঠ তিনজন, আলী ইবন আবী তালিব (আ), হাবিব আন-নাজ্জার (সূরা ইয়াসিনে বর্ণিত ঈমানদার ব্যক্তি), মুমিন আলে ফেরাউন (ফেরাউনের বংশের সেই ব্যক্তি যে গোপনে ঈমান এনেছিল)

أصحاب الرقيم ثلاثة
(গুহায় আটকে পড়া তিনজন ব্যক্তি)
————————————————————

3: Hadith 255

أخبرني الخليل بن أحمد قال : أخبرنا محمد بن إسحاق السراج قال: حدثنا أبو همام - الوليد بن شجاع السكوني - قال : حدثنا علي بن مسهر قال : حدثنا عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله الله : بينا ثلاثة نفر فيمن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر فأووا إلى غار فانطبق عليهم فقال بعضهم لبعض : يا هؤلاء والله ما ينجيكم إلا الصدق فليدع كل رجل منكم بما يعلم الله عز وجل أنه قد صدق فيه ، فقال أحدهم : اللهم إن كنت تعلم أنه كان في أجير عمل لي عملاً على فرق من أرز فذهب و تركه فزرعته ، فصار من أمره أني اشتريت من ذلك الفرق بقراً ، ثم أتاني فطلب أجره فقلت : اعمد إلى تلك البقر فسقها فقال : إنما لي عندك فرق من أرز فقلت : اعمد إلى تلك البقر فسقها فانها من ذلك ، فساقها . فان كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا ، فانساحت الصخرة عنهم. وقال الآخر : اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي فأبطأت عليهما ذات ليلة فأتيتهما وقد رقدا ، وأهلي وعيالي يتضاعون من الجوع ، فكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي فكرهت أن أوقظهما من رقدتهما وكرهت أن أرجع فيستيقظا لشربهما ، فلم أزل أنتظرهما حتى طلع الفجر ، فان كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا ، فانساحت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء . وقال الآخر : اللهم إن كنت تعلم أنه كانت لي ابنة عم أحب الناس إلى ، و أني راودتها عن نفسها ، فأبت علي إلا أن آتيها بمائة دينار فطلبتها حتى قدرت عليها فجئت بها فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسها ، فلما قعدت بين رجليها قالت : اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقمت عنها وتركت لها المائة ، فان كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا ففرج الله عز و جل عنهم فخرجوا .

ইবনে উমর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:“তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের তিনজন ব্যক্তি কোথাও হেঁটে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তারা বৃষ্টির কবলে পড়লে একটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিলেন। হঠাৎ একটি বিশাল পাথর পাহাড় থেকে পড়ে গুহার মুখটি বন্ধ করে দিল। তখন তারা একে অপরকে বললেন, 'আল্লাহর কসম! সত্য কথা (সততা) ছাড়া আজ কোনো কিছুই তোমাদের মুক্তি দিতে পারবে না। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ জীবনের এমন একটি আমলের উসিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করো, যাতে সে সত্যনিষ্ঠ ছিল।'
তাদের একজন বললেন: 'হে আল্লাহ! আপনি জানেন যে, আমি একজন মজদুর নিয়োগ করেছিলাম যে এক 'ফারাক' চালের বিনিময়ে কাজ করেছিল। কিন্তু সে তার পাওনা না নিয়েই চলে গিয়েছিল। আমি সেই চাল চাষ করলাম এবং তা থেকে উপার্জিত অর্থ দিয়ে এক পাল গরু কিনলাম। অনেকদিন পর সে এসে তার মজুরি দাবি করল। আমি বললাম: ওই গরুর পালের কাছে যাও এবং সেগুলো নিয়ে নাও। সে বলল: আমি তো আপনার কাছে মাত্র এক ফারাক চাল পাই! আমি বললাম: ওই গরুর পালের কাছে যাও, কারণ ওগুলো ওই চাল থেকেই এসেছে। অতঃপর সে গরুগুলো নিয়ে চলে গেল। হে আল্লাহ! আপনি যদি জানেন যে, আমি কেবল আপনার ভয়েই এটি করেছি, তবে আমাদের বিপদ দূর করে দিন।' তখন পাথরটি কিছুটা সরে গেল।
দ্বিতীয় ব্যক্তি বললেন: 'হে আল্লাহ! আপনি জানেন যে, আমার বৃদ্ধ পিতা-মাতা ছিলেন। আমি প্রতিদিন রাতে আমার বকরির দুধ নিয়ে তাদের কাছে আসতাম। এক রাতে আমার আসতে দেরি হলো এবং এসে দেখলাম তারা ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমার স্ত্রী-সন্তানরা ক্ষুধার তাড়নায় আমার পায়ের কাছে চিৎকার করছিল, কিন্তু আমি তাদের আগে পান করানো পছন্দ করলাম না যতক্ষণ না আমার বাবা-মা পান করেন। আমি তাদের জাগিয়ে দেওয়াও অপছন্দ

করলাম, আবার ফিরে যাওয়াও ঠিক মনে করলাম না পাছে তারা দুধ পানের জন্য জেগে ওঠেন। আমি এভাবে দুধের পেয়ালা হাতে তাদের শিয়রে দাঁড়িয়ে ফজর পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। হে আল্লাহ! আপনি যদি জানেন যে, আমি কেবল আপনার ভয়েই এটি করেছি, তবে আমাদের মুক্তি দিন।' তখন পাথরটি আরও কিছুটা সরে গেল এবং তারা আকাশ দেখতে পেলেন।
তৃতীয় ব্যক্তি বললেন: 'হে আল্লাহ! আপনি জানেন যে, আমার এক চাচাতো বোন ছিল যে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় মানুষ ছিল। আমি তাকে কুপ্রস্তাব দিলাম কিন্তু সে অস্বীকার করল। এরপর এক দুর্ভিক্ষের সময় সে নিরুপায় হয়ে আমার কাছে আসলে আমি তাকে একশ দিনার দেওয়ার বিনিময়ে রাজি করালাম। আমি যখন দিনারগুলো জোগাড় করে তার কাছে গেলাম এবং তাকে পাওয়ার উপক্রম হলো, তখন সে বলল: আল্লাহকে ভয় করো! অন্যায়ভাবে (বিয়ে ছাড়া) এই মোহর (পবিত্রতা) নষ্ট করো না। তখন আমি সেখান থেকে উঠে দাঁড়ালাম এবং সেই একশ দিনারও তাকে দিয়ে দিলাম। হে আল্লাহ! আপনি যদি জানেন যে আমি কেবল আপনার ভয়েই এটি করেছি, তবে আমাদের মুক্তি দিন।'
অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্য পাথরটি পুরোপুরি সরিয়ে দিলেন এবং তারা গুহা থেকে বের হয়ে আসলেন।”

أحب الأعمال إلى الله عز وجل ثلاثة
(আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় তিনটি আমল)
————————————————————————

3: Hadith 256

أخبرني الخليل بن أحمد قال : أخبرنا أبو القاسم البغوي قال : حدثنا علي - يعني ابن الجعد - قال : حدثنا شعبة قال : أخبرنا الوليد بن العيزار بن حريث قال : سمعت أبا عمرو الشيباني قال : حدثني عبد الله بن مسعود ، عن النبي ﷺ : إن أحب الأعمال إلى الله الصلاة والبر والجهاد.

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: “আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় কাজ তিনটি, নামাজ, পিতামাতার সাথে সদাচরণ, আল্লাহর পথে জিহাদ।”

الناس ثلاثة
(তিন শ্রেণির মানুষ)
————————————————————————

3: Hadith 257

حدثنا أبو الحسن محمد بن على بن الشاه قال : حدثنا أبو إسحاق الخواص قال : حدثنا محمد بن يونس الكديمي ، عن سفيان بن وكيع عن أبيه ، عن سفيان الثوري ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن كميل بن زياد قال : خرج إلى علي بن -أبي طالب فأخذ بيدي وأخرجني إلى الجبان وجلس وجلست ، ثم رفع رأسه . إلى فقال : ياكميل احفظ عني ما أقول لك : الناس ثلاثة : عالم رباني ، و متعلم على سبيل نجاة ، وهمج رعاع ، أتباع كل ناعق ، يميلون مع كل ريح ، لم يستضيئوا بنور العلم ، ولم يلجئوا إلى ركن وثيق ؛ ياكميل العلم خير من المال ، العلم يحرسك و أنت تحرس المال ، و المال تنقصه النفقة ، و العلم يزكو على الانفاق ، باكميل محبة العالم دين بدان به تكسبه الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته فمنفعة المال تزول بزواله ، يا كميل مات خزان الأموال وهم أحياء و العلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة و أمثالهم في القلوب موجودة هاه [و] إن ههنا ـ و أشار بيده إلى العلماً جماً ، لو أصبت له حملة ، بلى أصبت لقناً غير مأمون ، يستعمل آلة الدين في الدنيا ويستظهر بحجج الله على خلقه وبنعمه على عباده ليتخذه الضعفاء وليجة من دون ولي الحق ، أو منقاداً لحملة العلم لا بصيرة له في أحنائه يقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة ، ألا لاذا ولا ذاك ، فمنهوم باللذات ، سلس القياد أو مغري بالجمع و الادخار ، ليسا من رعاة

الدين ، أقرب شبهاً بهما الأنعام السائمة ، كذلك يموت العلم بموت حامليه ، اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم بحجة ظاهر أو خاف مغمور لئلا تبطل حجج الله وبيناته ، وكم وأين ؟! أولئك الأقلون عدداً الأعظمون خطراً بهم يحفظ الله حججه حتى يودعوها نظراءهم ، ويزرعوها في قلوب أشباههم ، هجم بهم العلم على حقائق الأمور ، فباشروا روح اليقين، واستلانوا ما استوعره المترفون ، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون ، صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى ، ياكميل أولئك خلفاء الله و الدعاة إلى دينه ، هاي هاي شوقاً إلى رؤيتهم ، وأستغفر الله لي ولكم .

قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه : قد رويت هذا الخبر من طرق كثيرة ، قد أخرجتها في كتاب كمال الدين و تمام النعمة في إثبات الغيبة وكشف الحيرة .

কমিল বিন যিয়াদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আলী ইবনে আবি তালিব (আ) আমার হাত ধরে আমাকে জনমানবহীন প্রান্তরের দিকে নিয়ে গেলেন। সেখানে তিনি বসলেন এবং আমিও বসলাম। অতঃপর তিনি মাথা তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন: “হে কমিল! আমি তোমাকে যা বলছি তা মনে রেখো: মানুষ তিন শ্রেণির, আলিমে রব্বানি (আল্লাহওয়ালা তথা ঐশী জ্ঞানে সমৃদ্ধ আলেম), জ্ঞানান্বেষী (শিক্ষার্থী), যারা মুক্তির পথে ধাবমান এবং অজ্ঞ মূর্খ জনতা, যারা প্রতিটি চিৎকারকারীর পেছনে ছোটে এবং প্রতিটি বাতাসের দিকে হেলে পড়ে। তারা জ্ঞানের আলোয় আলোকিত নয় এবং কোনো সুদৃঢ় আশ্রয়ের শরণাপন্নও হয়নি।
হে কমিল! সম্পদ অপেক্ষা জ্ঞানই উত্তম। জ্ঞান তোমাকে পাহারা দেয়, আর সম্পদকে তোমার পাহারা দিতে হয়। ব্যয়ের ফলে সম্পদ কমে যায়, কিন্তু জ্ঞান ব্যয়ের ফলে বৃদ্ধি পায়।
হে কমিল! আলেমকে ভালোবাসা এমন এক দ্বীন (আদর্শ), যার মাধ্যমে আনুগত্য অর্জিত হয় যা জীবনের শেষ পর্যন্ত কর্মক্ষম রাখে এবং মৃত্যুর পর সুখ্যাতি দান করে। পক্ষান্তরে সম্পদের সুফল সম্পদ শেষ হওয়ার সাথেই শেষ হয়ে যায়।
হে কমিল! সম্পদ সঞ্চয়কারীরা জীবিত থাকলেও মৃত (হৃদয়হীন), কিন্তু আলেমগণ পৃথিবী যতদিন আছে ততদিন বেঁচে থাকবেন। তাঁদের দেহ হয়তো হারিয়ে যায়, কিন্তু তাঁদের আদর্শ ও প্রভাব মানুষের হৃদয়ে বিদ্যমান থাকে।
(অতঃপর তিনি তাঁর বুকের দিকে ইশারা করে বললেন—) ‘হায়! এখানে প্রচুর জ্ঞান পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। যদি আমি এর যোগ্য বাহক পেতাম! তবে আমি যা পেয়েছি তা হলো এমন লোক যে মেধাবী ঠিকই কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য নয়; সে দুনিয়ার স্বার্থে দ্বীনকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। সে আল্লাহর সৃষ্টি ও বান্দাদের ওপর তাঁর নিয়ামত ও হুজ্জাতসমূহ দিয়ে প্রাধান্য বিস্তার করতে চায়।
অথবা এমন লোক যে জ্ঞানীদের অনুগত ঠিকই, কিন্তু সত্যের গূঢ় রহস্য দেখার মতো প্রজ্ঞা (বাসীরাত) তার নেই। সামান্য সন্দেহের উদয় হলেই তার অন্তরে সংশয় সৃষ্টি হয়।
মনে রেখো! এরা কাউকেই (জ্ঞানের জন্য) পাওয়া যাবে না। আবার এমন লোকও আছে যে কেবল ভোগ-বিলাসে মত্ত এবং প্রবৃত্তির অনুসারী; অথবা এমন যে কেবল সম্পদ জমা করতে মত্ত। এরা দ্বীনের রক্ষক হওয়ার যোগ্য নয় এরা বরং চারণভূমিতে বিচরণকারী চতুষ্পদ জন্তুর সদৃশ। এভাবেই প্রকৃত জ্ঞানের মৃত্যু ঘটে যখন তার ধারক-বাহকদের মৃত্যু হয়।
হে আল্লাহ! তবে পৃথিবী কখনো এমন একজন ব্যক্তির থেকে শূন্য হবে না যিনি আপনার দলিল (হুজ্জাত) নিয়ে দণ্ডায়মান থাকবেন চাই তিনি প্রকাশ্য ও পরিচিত হন কিংবা লোকচক্ষুর অন্তরালে ও গুপ্ত হন। যাতে আল্লাহর দলিল ও নিদর্শনসমূহ বিলুপ্ত না হয়ে যায়।
তাঁরা সংখ্যায় কতজন আর কোথায় তাঁরা?! তাঁরা সংখ্যায় অতি সামান্য কিন্তু আল্লাহর নিকট তাঁদের মর্যাদা ও প্রভাব অপরিসীম। তাঁদের মাধ্যমেই আল্লাহ তাঁর দলিলসমূহ রক্ষা করেন, যতক্ষণ না তাঁরা তাঁদের উত্তরসূরিদের কাছে তা অর্পণ করেন এবং সমমনাদের হৃদয়ে তা বপন করেন। জ্ঞান তাঁদেরকে বিষয়বস্তুর প্রকৃত হাকিকত বা সত্যের মুখোমুখি করে দিয়েছে; ফলে তাঁরা একীন বা সুদৃঢ় বিশ্বাসের স্বাদ অনুভব করেছেন। বিলাসপ্রিয়রা যা কঠোর ও কঠিন মনে করে, তাঁরা তাকেই কোমল মনে করেন; আর অজ্ঞরা যাতে আতঙ্কিত হয়, তাঁরা তাতেই শান্তি খুঁজে পান। তাঁরা পার্থিব শরীরে দুনিয়াতে বিচরণ করেন ঠিকই, কিন্তু তাঁদের রূহসমূহ সর্বোচ্চ স্থানে (আরশে) ঝুলন্ত।
হে কমিল! তাঁরাই পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা এবং তাঁর দ্বীনের দিকে আহ্বানকারী। হায়! তাঁদের দেখার জন্য আমার হৃদয় কতই না ব্যাকুল!”
(অতঃপর তিনি বললেন) “আমি আমার এবং তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।”

[এই কিতাবের লেখক বলেন: আমি এই বর্ণনাটি বা হাদিসটি অনেক সূত্র থেকে বর্ণনা করেছি এবং আমার ‘কামালুদ্দিন ওয়া তামামুন নি’মাহ’ কিতাবে গায়বাত (ইমামের অন্তরাল) প্রমাণে এটি বিস্তারিত উল্লেখ করেছি।]

ذكر النور الذي جعل ثلاثة أثلاث
(নূরকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে)
————————————————————————————

3: Hadith 258

حدثنا أبو علي الحسن بن علي بن محمد العطار قال : حدثنا محمد بن علي بن إسماعيل بن الحسين بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب قال : حدثنا علي بن محمد بن عامر النهاوندي ، عن عمر بن عبدوس المهندس قال : حدثنا هاني بن المتوكل ، عن محمد بن علي بن عياض بن عبدالله بن أبي رافع ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبي أيوب الأنصاري قال : قال رسول الله ﷺ : لما خلق الله عز و جل الجنة خلقها من نور العرش ، ثم أخذ من ذلك النور فقذفه فأصابني ثلث النور ، وأصاب فاطمة ثلث النور ، وأصاب علياً وأهل بيته ثلث النور ، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى إلى ولاية آل محمد ، ومن لم يصبه من ذلك النور ضل عن ولاية آل محمد.

আবু আইয়ুব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “যখন মহান আল্লাহ জান্নাত সৃষ্টি করলেন, তখন তা আরশের নূর থেকে সৃষ্টি করলেন। অতঃপর তিনি সেই নূরের কিছু অংশ গ্রহণ করে নিক্ষেপ করলেন। ফলে সেই নূরের এক-তৃতীয়াংশ আমাকে স্পর্শ করল, এক-তৃতীয়াংশ ফাতিমাকে স্পর্শ করল এবং বাকি এক-তৃতীয়াংশ আলী ও তাঁর আহলে বাইতকে স্পর্শ করল।
সুতরাং, যাকেই সেই নূরের কিঞ্চিৎ অংশ স্পর্শ করেছে, সে মুহাম্মদ ﷺ-এর বংশধরদের (আহলে বাইত) ওয়ালায়াত বা নেতৃত্বের প্রতি হিদায়েত প্রাপ্ত হয়েছে। আর যাকে সেই নূরের কোনো অংশ স্পর্শ করেনি, সে আহলে বাইতের বিলায়াত থেকে বিচ্যুত হয়ে পথভ্রষ্ট হয়েছে।”

الناس يعبدون الله على ثلاثة أوجه
(মানুষ আল্লাহর ইবাদত করে তিন পদ্ধতিতে)
————————————————————————————

3: Hadith 259

حدثنا محمد بن أحمد السناني المكتب رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن -هارون الصوفي قال : حدثنا عبيد الله بن موسى الحبال الطبري قال : حدثنا محمد بن -الحسين الخشاب قال : حدثنا محمد بن محصن ، عن يونس بن ظبيان قال : قال الصادق جعفر بن محمد السلام : إن الناس يعبدون الله عز وجل على ثلاثة أوجه ، فطبقة يعبدونه رغبة في ثوابه فتلك عبادة الحرصاء وهو الطمع ، وآخرون يعبدونه فرقاً من النار فتلك عبادة العبيد وهي الرهبة ، ولكني أعبده حباً له عز وجل فتلك عبادة الكرام وهو الأمن لقوله عز وجل « وهم من فزع يومئذ آمنون » ولقوله عز وجل « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ، فمن أحب الله أحبه الله عز وجل ، ومن أحبه الله عز وجل كان من الآمنين .

জাফর ইবন মুহাম্মাদ (আ) বলেন, “নিশ্চয়ই মানুষ মহান আল্লাহর ইবাদত তিনভাবে করে থাকে: লোভীদের ইবাদত: একদল লোক আল্লাহর দেওয়া সওয়াব বা পুরস্কারের আশায় তাঁর ইবাদত করে; এটি মূলত লোভ ও লালসা থেকে উৎসারিত ইবাদত দাসদের ইবাদত: অন্য একদল লোক জাহান্নামের আগুনের ভয়ে আল্লাহর ইবাদত করে; এটি মূলত ভীতি বা আতঙ্কের ইবাদত। সম্মানিতদের ইবাদত: কিন্তু আমি আল্লাহর ইবাদত করি তাঁর প্রতি ভালোবাসার টানে। এটিই হলো সম্মানিত বা অভিজাতদের ইবাদত এবং এটিই হলো 'নিরাপত্তা'।
কেননা মহান আল্লাহ বলেছেন 'এবং সেদিন তারা সকল আতঙ্ক থেকে নিরাপদ থাকবে' (কুরআন 27: 89)। তিনি আরও বলেছেন 'বলুন! তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমার অনুসরণ করো; আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন' (কুরআন 3:31)।

সুতরাং, যে আল্লাহকে ভালোবাসে, আল্লাহও তাকে ভালোবাসেন। আর আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন, সে নিরাপদ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হয়।”

ضمن أمير المؤمنين (ع) من أضافه ثلاث خصال
(মেহমান হওয়ার ক্ষেত্রে আমিরুল মুমিনের তিনটি শর্ত)
————————————————————————

3: Hadith 260

حدثنا أبو منصور أحمد بن إبراهيم الجوزي قال : حدثنا زيد بن محمد البغدادي قال : حدثنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد الطائي بالبصرة قال : حدثنا علي بن موسى الرضا ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي بن أبي طالب أنه دعاه رجل فقال له علي : على أن تضمن لي ثلاث خصال ، قال : وما هي يا أمير المؤمنين ؟ قال : لا تدخل علينا شيئاً من خارج ، ولا تدخر عني شيئاً في البيت ، ولا تجحف بالعيال ، قال : ذلك لك ، فأجابه علي بن أبي طالب.

ইমাম আলী ইবনে মুসা আর-রিদা (আ) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন “এক ব্যক্তি আলী (আ)-কে খাবারের দাওয়াত দিল। আলী (আ) তাকে বললেন: ‘আমি তোমার দাওয়াত কবুল করব এই শর্তে যে, তুমি আমাকে তিনটি বিষয়ের নিশ্চয়তা দেবে।’ লোকটি বলল: ‘হে আমিরুল মুমিনিন! সেই তিনটি বিষয় কী?’
তিনি বললেন: বাইর থেকে (অতিরিক্ত খরচ করে) কোনো কিছু ঘরে আনবে না। ঘরে যা কিছু আছে তা আমার থেকে লুকিয়ে রাখবে না (অর্থাৎ যা আছে তাই পরিবেশন করবে)। তোমার পরিবারের ওপর (আমার মেহমানদারির জন্য) কোনো জুলুম বা চাপ সৃষ্টি করবে না।’
লোকটি বলল: ‘আমি এই শর্তগুলো মেনে নিলাম।’ অতঃপর আলী (আ) তার দাওয়াত কবুল করলেন।”

ثلاث كن في أمير المؤمنين (ع)
(আমীরুল মুমিনীন (আ)-এর মধ্যে তিনটি বিশেষ গুণ ছিল)
————————————————————————————

3: Hadith 261

حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي الله عنه قال : حدثنا الحسن بن علي العدوي ، عن عباد بن صهيب [بن عباد صهيب] عن أبيه ، عن جده عن جعفر بن محمد قال : سأل رجل أمير المؤمنين فقال له : أسألك عن ثلاث هن فيك : أسألك عن قصر خلقك ، وعن كبر بطنك ، وعن صلع رأسك فقال أمير المؤمنين عليه السلام : إنَّ الله تبارك و تعالى لم يخلقني طويلاً ، و لم يخلقني قصيراً ، و لكن خلقني معتدلاً ، أضرب القصير فأقده ، وأضرب الطويل فأقطه وأما كبر بطني فان رسول الله له علمني باباً من العلم ففتح لي ذلك الباب ألف باب فازدحم العلم في بطني فنفجت عند عضوي وأما صلع رأسي فمن إدمان لبس البيض ومجالدة الأقران.

জাফর ইবনে মুহাম্মদ (আ) বলেন:এক ব্যক্তি আমিরুল মুমিনীন (আ)-কে বললেন, “আমি আপনাকে আপনার তিনটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছি যা আপনার মধ্যে রয়েছে: আপনার খাটো গড়ন, আপনার স্থূল পেট এবং আপনার মাথার সামনের অংশের চুলহীনতা সম্পর্কে।”
অতঃপর আমিরুল মুমিনীন (আ) বললেন: “নিশ্চয়ই আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা আমাকে দীর্ঘদেহী হিসেবে সৃষ্টি করেননি এবং খাটো হিসেবেও সৃষ্টি করেননি, বরং তিনি আমাকে পরিমিত (মাঝারি) গড়নের সৃষ্টি করেছেন; আমি যখন কোনো খাটো ব্যক্তিকে আঘাত করি তখন তাকে লম্বালম্বিভাবে দ্বিখণ্ডিত করি, আর যখন কোনো দীর্ঘদেহী ব্যক্তিকে আঘাত করি তখন তাকে আড়াআড়িভাবে দ্বিখণ্ডিত করি। আর আমার স্থূল পেটের বিষয়টি হলো, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে জ্ঞানের একটি দরজা শিক্ষা দিয়েছেন যা আমার জন্য হাজারটি দরজা উন্মুক্ত করে দিয়েছে, ফলে সেই জ্ঞান আমার উদরে ভিড় জমিয়েছে এবং তা পাঁজরের হাড় পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। আর আমার মাথার চুলহীনতার কারণ হলো, অবিরাম রণশিরস্ত্রাণ পরিধান করা এবং বীর যোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধ করা।”

جرت في بريرة مولاة عائشة ثلاث من السنن
(হজরত আয়েশার মুক্তদাসী বারীরাহ্ এর প্রেক্ষিতে তিনটি সুন্নাহ জারি হয়েছিল)
————————————————————————————

3: Hadith 262

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد و عبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان الناب ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله أنه ذكر أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقتها فخيرها رسول الله (ص) : إن شاءت أن تقر عند زوجها و إن شاءت فارقته ، وكان مواليها الذين باعوها قد اشترطوا على عائشة أن لهم ولاءها فقال رسول الله الله : «الولاء لمن أعتق». و صدق على بريرة بلحم فأهدته إلى رسول الله الله فعلقته عائشة ، وقالت : إن رسول الله الله لا يأكل الصدقة ، فجاء رسول الله الله و اللحم معلق فقال : ما شأن هذا اللحم لم يطبخ ؟ قالت : يا رسول الله صدق به على بريرة فأهدته لنا ، وأنت لا تأكل الصدقة . فقال : «هو لها صدقة ولنا هدية ، ثم أمر بطبخه فجرت فيها ثلاث من السنن .

বর্ণনাকারী আবু আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন যে: তিনি উল্লেখ করেছেন যে, বারীরাহ্ যখন দাসী ছিলো তখন তিনি এক ব্যক্তির বিবাহাধীনে ছিলো। অতঃপর আয়েশা তাকে কিনে নিয়ে মুক্ত করে দিলেন। তখন রাসুলুল্লাহ (সা) তাকে ইখতিয়ার দিলেন: চাইলে সে স্বামীর সাথে থাকতে পারে অথবা তাঁকে ত্যাগ করতে পারেন।
বারীরার পূর্বতন মালিকরা যারা তাঁকে বিক্রি করেছিল, তারা আয়েশার ওপর শর্তারোপ করেছিল যে, বারীরার 'ওয়ালা' (উত্তরাধিকার) তাদেরই থাকবে। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন: 'ওয়ালা বা অভিভাবকত্ব কেবল তারই প্রাপ্য যে মুক্ত করে।'
অতঃপর বারীরাকে কেউ সদকা হিসেবে কিছু গোশত দান করেছিল, যা তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে উপহার দিলেন। আয়েশা তা ঝুলিয়ে রাখলেন এবং বললেন: 'রাসুলুল্লাহ ﷺ তো সদকার মাল খান না।' রাসুলুল্লাহ ﷺ ঘরে এসে ঝুলন্ত গোশত দেখে বললেন: 'এই গোশতের কী হলো যে রান্না করা হয়নি?' আয়েশা বললেন: 'হে আল্লাহর রাসুল! এটি বারীরাকে কেউ সদকা করেছিল, যা সে আমাদের উপহার দিয়েছে। আর আপনি তো সদকা খান না।'
রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন: 'এটি তার জন্য সদকা ছিল কিন্তু আমাদের জন্য উপহার (হাদিয়া)।' এরপর তিনি তা রান্না করার নির্দেশ দিলেন।
সুতরাং, বারীরার এই ঘটনার প্রেক্ষিতে তিনটি সুন্নাহ (বিধান) জারি হলো। (দাসী মুক্ত হলে স্বামীর সাথে থাকার বা না থাকার স্বাধীনতা, ওয়ালা বা অভিভাবকত্ব কেবল মুক্তকারীর প্রাপ্য হওয়া এবং সদকার মাল মালিকানা পরিবর্তনের পর হাদিয়া হিসেবে গণ্য হওয়া)।

ثلاثة كانوا يكذبون على رسول الله ﷺ
(তিনজন ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর উপর মিথ্যা আরোপ করত)
————————————————————————

3: Hadith 263

حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي الله عنه قال : حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال : حدثني محمد بن زكريا قال : حدثنا جعفر بن محمد بن عمارة عن أبيه قال : سمعت جعفر بن محمد عليه السلام يقول : ثلاثة كانوا يكذبون على رسول الله ﷺ : أبو هريرة ، وأنس بن مالك ، وامرأة.

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন, "তিনজন ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নামে মিথ্যা বলত: আবু হুরায়রা, আনাস ইবনে মালিক এবং এক নারী।"

ثلاثة ملعونون : قائد وسائق وراكب
(তিনজন অভিশপ্ত: আরোহী, চালক ও চালনাকারী)
————————————————————————

3: Hadith 264

حدثنا أحمد بن محمد بن الصفر الصايغ قال : حدثني أبو حصين محمد بن جعفر بن محمد بن زياد الزعفراني ، عن أبي الأحوص قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا أبو غسان قال : حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال : حدثنا الأعمش ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن الحارث ، عن عبد الله بن مالك الزبيدي ، عن عبد الله بن عمر ، أن أبا سفيان ركب بعيراً له ومعاوية يقوده ويزيد يسوق به فلعن رسول الله ﷺ الراكب والقائد والسائق

.
আব্দুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত: "একদা আবু সুফিয়ান তার একটি উটের পিঠে আরোহণ করল, আর মুয়াবিয়া সেটিকে সামনে থেকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল এবং ইয়াজিদ পেছন থেকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ

সেই তিনজনকেই লানত দিলেন।”

ثلاثة لا أدري أيهم أعظم جرماً
(তিনটি কাজ এমন যে আমি জানি না তাদের মধ্যে কোনটি বেশি অপরাধমূলক)
————————————————————————

3: Hadith 265

حدثنا محمد بن أحمد السناني المكتب رضي الله عنه قال : حدثنا أحمد بن يحيى بن زكريا القطان ، عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ثلاثة لا أدري أيهم أعظم جرماً : الذي يمشي خلف جنازة في مصيبة غيره بغير رداء ، أو الذي يضرب يده على فخذه عند المصيبة ، أو الذي يقول : ارفقوا به وترحموا عليه يرحمكم الله.

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “তিনটি কাজ এমন যে আমি জানি না তাদের মধ্যে কোনটি বেশি অপরাধমূলক: যে ব্যক্তি অন্যের জানাজায় চাদর বা উপরের পোশাক (রদাহ) ছাড়া অংশগ্রহণ করে। যে ব্যক্তি মুসিবতের সময় (বিলাপ করে) নিজের উরুতে হাত দিয়ে আঘাত করে এবং যে ব্যক্তি (জানাজা বহনের সময়) বলে: ‘তার প্রতি নরম হোন (আস্তে চলুন) এবং তার ওপর রহম করুন, আল্লাহ আপনাদের ওপর রহম করবেন’”
(জানাজার পেছনে উচ্চস্বরে কথা বলা বা কৃত্রিম বিলাপ অপছন্দনীয় বলে এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে।)

3: Hadith 266

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي قال : قال رسول الله ﷺ : ثلاثة لا أدري أيهم أعظم جرماً : الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء ، والذي يقول : ارفقوا به ، والذي يقول : استغفروا له غفر الله لكم.

আলী (আ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “তিনটি কাজ এমন যে আমি জানি না তাদের মধ্যে কোনটি বেশি অপরাধমূলক: যে ব্যক্তি চাদরছাড়া জানাজায় অংশগ্রহণ করে। যে ব্যক্তি বলে: 'তার (মৃতের) প্রতি নরম হও (আস্তে চলো)'। এবং যে ব্যক্তি বলে: 'তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করবেন'।”
(জানাজা বহনের সময় নীরবতা বজায় রাখার গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, কারণ জানাজার সময় উচ্চস্বরে জিকির বা দিকনির্দেশনা দেওয়াকে অনেক বর্ণনায় নিরুৎসাহিত করা হয়েছে যাতে মানুষ মৃত্যুর কথা স্মরণ করে নিস্তব্ধ থাকে)

جرت في البراء بن معرور الأنصاري ثلاث من السنن
(বারা বিন মারুর আনসারী (রা) মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত তিনটি সুন্নাহ)
————————————————————————

3: Hadith 267

حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه قال : حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن مصعب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : جرت في البراء بن معرور الأنصاري ثلاث من السنن ، أما أولاهن فإن الناس كانوا يستنجون بالأحجار فأكل البراء بن معرور الدباء فلان بطنه فاستنجى بالماء فأنزل الله عز وجل فيه : «إن الله

يحب التوابين ويحب المتطهرين» فجرت السنة في الاستنجاء بالماء ، فلما حضرته الوفاة كان غائباً عن المدينة فأمر أن يحول وجهه إلى رسول الله ، وأوصى بالثلث من ماله ، فنزل الكتاب بالقبلة ، وجرت السنة بالثلث.

আবু আবদুল্লাহ (আ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: “বারা বিন মারুর আনসারীর ক্ষেত্রে তিনটি সুন্না জারি হয়েছে। তৎকালীন মানুষ পাথর দিয়ে শৌচকার্য সম্পাদন করত। একদিন বারা বিন মারুর লাউ খেলেন এবং তাঁর পেটের সমস্যা হলো। ফলে তিনি পানি দিয়ে শৌচকার্য সম্পন্ন করলেন। তখন মহান আল্লাহ তাঁর স্মরণে এই আয়াত নাজিল করলেন: ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকে তাদেরও ভালোবাসেন’ (কুরআন 2:222)। এরপর থেকে পানি দিয়ে শৌচকার্য করার সুন্নাহ জারি হলো। তাঁর মৃত্যুর সময় তিনি মদিনায় উপস্থিত ছিলেন না। তখন তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন (মৃত্যুর সময়) তাঁর মুখ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এরপর কিবলা পরিবর্তনের বিধান সম্বলিত কিতাব (আয়াত) নাজিল হলো। তিনি তাঁর সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ অসিয়ত করে গিয়েছিলেন। ফলে (উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে) এক-তৃতীয়াংশ অসিয়ত করার সুন্নাহ জারি হলো।”

جرت في صفوان بن أمية الجمحي ثلاث من السنن
(সাফওয়ান বিন উমাইয়া জুমাহীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত তিনটি সুন্নাহ)
————————————————————————

3: Hadith 268

قال أبو عبد الله عليه السلام : جرت في صفوان بن أمية الجمحي ثلاث من السنن : استعار منه رسول الله ﷺ سبعين درعاً حطمية فقال : أغصباً يا محمد ؟ قال : بل عارية مؤداة ، فقال : يا رسول الله أقبل هجرتي ، فقال النبي ﷺ : «لا هجرة بعد الفتح» ، وكان راقداً في مسجد رسول الله ﷺ وتحت رأسه رداؤه فخرج يبول فجاء وقد سرق رداؤه ، فقال : من ذهب بردائي ؟ وخرج في طلبه فوجده في يد رجل فرفعه إلى النبي ﷺ ، فقال : اقطعوا يده ، فقال : أتقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله ؟ فأنا أهبه له ، فقال : «ألا كان هذا قبل أن تأتيني به» فقطعت يده.

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন, “সাফওয়ান বিন উমাইয়া জুমাহীর ক্ষেত্রে তিনটি সুন্নাহ জারি হয়েছে: ধার করা জিনিসের দায়ভার: রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর কাছ থেকে ৭০টি 'হাতামিয়া' বর্ম ধার চেয়েছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: ‘হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনি কি এগুলো জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিচ্ছেন?' নবীজী ﷺ বললেন: 'না, বরং এটি একটি ধার যা ফেরতযোগ্য’
তিনি বললেন: 'হে আল্লাহর রাসুল! আমার হিজরত কবুল করুন।' নবীজী ﷺ বললেন: ‘মক্কা বিজয়ের পর আর কোনো হিজরত নেই।’
তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর মসজিদে ঘুমাচ্ছিলেন এবং তাঁর মাথার নিচে তাঁর চাদরটি ছিল। তিনি প্রস্রাব করার জন্য বের হলেন এবং ফিরে এসে দেখলেন তাঁর চাদরটি চুরি হয়ে গেছে। তিনি চোরকে খুঁজতে বের হলেন এবং একজনের হাতে চাদরটি দেখে তাকে নবীজী ﷺ-এর কাছে নিয়ে আসলেন। নবীজী ﷺ বললেন: ‘তার হাত কেটে ফেলো।’ তখন সাফওয়ান বললেন: 'হে আল্লাহর রাসুল! আমার সামান্য চাদরের জন্য কি তার হাত কাটা হবে? আমি চাদরটি তাকে দান করে দিলাম।' নবীজী ﷺ বললেন: 'আমার কাছে নিয়ে আসার আগেই কেন এটি করলে না?' অতঃপর (আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাওয়ায়) তার হাত কাটা হলো।”

حملة العلم على ثلاثة أصناف
(জ্ঞান অর্জনকারীরা তিন শ্রেণির)
————————————————————————

3: Hadith 269

حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال : حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي قال : حدثنا أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود زياد بن المنذر ، عن سعيد بن علاقة قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : طلبة هذا العلم على ثلاثة أصناف ، ألا فاعرفوهم بصفاتهم وأعيانهم : صنف منهم يتعلمون العلم للمراء والجهل ، وصنف منهم يتعلمون للاستطالة والختل ، وصنف منهم يتعلمون للفقه والعقل ، فأما صاحب المراء والجهل تراه مؤذياً مماريا للرجال في أندية المقال ، وقد تسول بالتخشع وتحلى من الورع ، فدق الله من هذا خيشومه وقطع منه خرطومه ، وأما صاحب الاستطالة والختل فإنه يستطيل على أشباهه من أشكاله ويتواضع للأغنياء من دونهم ، فهو لحلوانهم هاضم ولدينه حاطم ، فأعمى الله من هذا بصره وقطع من آثار العلماء أثره ، وأما صاحب الفقه والعقل تراه ذا كآبة وحزن ، قد قام الليل في حندسه وقد انحنى في برنسه ، يعمل ويخشى خائفاً وجلاً من كل أحد إلا من كل فقيه من إخوانه ، فشد الله من هذا أركانه وأعطاه يوم القيامة أمانه.

আমিরুল মুমিনিন (আ) বলেছেন: “ইলম বা জ্ঞানের অন্বেষণকারীরা তিন শ্রেণির; তোমরা তাদের গুণাবলি ও পরিচয় দ্বারা তাদের চিনে নাও: একদল লোক জ্ঞান অর্জন করে কেবল বিতর্ক (তর্কাতর্কি) এবং মূর্খতা প্রদর্শনের জন্য।একদল লোক জ্ঞান অর্জন করে অন্যের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করতে এবং প্রতারণা করার জন্য।আর একদল লোক জ্ঞান অর্জন করে ফিকহ (গভীর উপলব্ধি) এবং বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষের জন্য।
বিতর্ক ও মূর্খতাপ্রিয় ব্যক্তি: তুমি তাকে দেখবে সে বিভিন্ন মজলিস বা সভায় মানুষকে কথার মাধ্যমে কষ্ট দেয় এবং বিতর্ক সৃষ্টি করে। সে মানুষের সামনে লোকদেখানো বিনয় প্রকাশ করে এবং নিজেকে পরহেজগার হিসেবে তুলে ধরে (আসলে তা নয়)। আল্লাহ যেন এই ধরনের ব্যক্তির মেরুদণ্ড ভেঙে দেন এবং তার নাক কর্তন করেন (অর্থাৎ তাকে লাঞ্ছিত করেন)।
শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রতারণাপ্রিয় ব্যক্তি: সে তার সমপর্যায়ের শিক্ষার্থীদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করে এবং ধনীদের কাছে গিয়ে (স্বার্থের লোভে) বিনয়ী সাজে। সে জ্ঞানকে নিজের উদরপূর্তির হাতিয়ার বানায় এবং নিজের দ্বীনকে ধ্বংস করে। আল্লাহ যেন এই ব্যক্তির অন্তর্দৃষ্টি অন্ধ করে দেন এবং জ্ঞানীদের তালিকা থেকে তার নাম মুছে দেন।
প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি: তুমি তাকে দেখবে সে সর্বদা চিন্তাক্লিষ্ট ও বিষণ্ন (আল্লাহর ভয়ে)। সে রাতের অন্ধকারে ইবাদতে মগ্ন থাকে এবং তার পোশাকের (আলখাল্লা) আড়ালে সে বিনত হয়ে থাকে। সে আমল করে এবং আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকে; নিজের দ্বীনি ভাই আলেমগণ ছাড়া সে বাকি সবার অনিষ্ট থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলে। আল্লাহ যেন এই ব্যক্তির ভিত্তি সুদৃঢ় করেন এবং কিয়ামতের দিন তাকে নিরাপত্তা দান করেন”

ثلاثة من الأعزاء لا يُهانوا
(তিন ব্যক্তির অবমাননা লাঞ্ছনার কারণ)
————————————————————————

3: Hadith 270

حدثنا أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي رضي الله عنه قال : حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى بن زكريا القطان قال : حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب قال : حدثنا تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن عبيد الله بن الفضل الهاشمي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ثلاثة من الأعزاء لا يُهانوا : الوالد ، والسلطان ، والعالم.

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “তিন ব্যক্তি এমন যে, যে কেউ তাদের অবমাননা বা তুচ্ছজ্ঞান করবে, সে নিজেই লাঞ্ছিত হবে: পিতা, শাসক, এবং ঋণী ব্যক্তি”

الناس في القدر على ثلاثة أوجه

(তাকদীর সম্পর্কে মানুষের তিনটি মতবাদ)
————————————————————————————

3: Hadith 271

حدثنا أحمد بن هارون الفامي ، وجعفر بن محمد بن مسرور رضي الله عنهما قالا : حدثنا محمد بن جعفر بن بطة قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ؛ و محمد بن علي بن محبوب و محمد بن الحسن بن عبد العزيز ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى الجهني ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الناس في القدر على ثلاثة أوجه : رجل يزعم أن الله عز وجل أجبر الناس على المعاصي فهذا قد ظلم الله عز وجل في حكمه فهو كافر ، ورجل يزعم أن الأمر مفوض إليهم فهذا قد وهن الله في سلطانه فهو كافر ، ورجل يقول : إن الله عز وجل كلف العباد ما يطيقون ولم يكلفهم ما لا يطيقون ، فإذا أحسن حمد الله ، وإذا أساء استغفر الله ، فهذا مسلم بالغ ، والله الموفق.

আবু আবদুল্লাহ (আ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: “তাকদির বিষয়ে মানুষ তিন শ্রেণিতে বিভক্ত: একদল মনে করে যে, মহান আল্লাহ মানুষকে পাপ কাজ করতে বাধ্য করেছেন; সে মূলত আল্লাহর বিচারিক ইনসাফের ওপর জুলুম করল। আর এমন ধারণা পোষণকারী ব্যক্তি কাফের।
একদল মনে করে যে, মানুষের সকল কাজ বা বিষয় সম্পূর্ণভাবে মানুষের ইখতিয়ারে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে (আল্লাহর সেখানে কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই); সে মূলত আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতাকে দুর্বল সাব্যস্ত করল। এমন ব্যক্তিও কাফের।
আরেকদল বিশ্বাস করে যে নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ বান্দাদের কেবল ততটুকুই দায়িত্ব দিয়েছেন যতটুকু পালন করার সামর্থ্য তাদের আছে, আর যা তাদের সামর্থ্যের বাইরে তা তিনি চাপিয়ে দেননি। ফলে সে যখন কোনো ভালো কাজ করে তখন আল্লাহর প্রশংসা করে, আর যখন কোনো মন্দ কাজ করে তখন আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা (ইস্তিগফার) করে। এই হলো প্রকৃত পরিপক্ক মুসলিম।”

চতুর্থ অধ্যায়: চার বিষয় সম্পর্কিত অধ্যায় (باب الأربعة)

قول النبي (ص) أربعة أنا الشفيع لهم يوم القيامة
(নবী ﷺ বলেন: চার শ্রেণীর মানুষের জন্য আমি কিয়ামতের দিন সুপারিশকারী)
——————————————————————

4: Hadith 1

حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب قال : حدثنا أبو نصر منصور بن عبد الله ابن إبراهيم الاصبهاني قال : حدثنا علي بن عبد الله قال : حدثنا داود بن سليمان ، عن علي بن موسى الرضا قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي قال : قال رسول الله ﷺ : أربعة أنا الشفيع لهم يوم القيامة ولو آتوني بذنوب أهل الأرض : معين أهل بيتي ، والقاضي لهم حوائجهم عندما اضطروا إليه ، والمحب لهم بقلبه ولسانه ، والدافع عنهم بيده .

আলী (আ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: “কিয়ামতের দিন আমি চার শ্রেণির মানুষের জন্য সুপারিশকারী হব, যদিও তারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের সমান গুনাহ নিয়ে উপস্থিত হয়: যে ব্যক্তি আমার আহলে বাইতকে সাহায্য করেছে। যে ব্যক্তি তাদের প্রয়োজনে (বিপদে) তাদের হাজত পূরণ করেছে। যে ব্যক্তি অন্তর ও জিহ্বা দিয়ে তাদের ভালোবেসেছে।
এবং যে ব্যক্তি নিজের হাত (শক্তি) দিয়ে তাদের পক্ষ হয়ে শত্রুকে প্রতিহত করেছে।”

عقوبة من أطاع امرأته في أربعة أشياء
(স্ত্রীর চার বিষয়ে আনুগত্যের শাস্তি)
——————————————————————

4: Hadith 2

حدثنا أبو الحسين محمد بن علي بن الشاء قال : حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسين قال : حدثنا أبو يزيد أحمد بن خالد الخالدي قال : حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي قال : حدثنا أبي قال : حدثنا أنس بن محمد أبو مالك ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في وصيته له : يا علي من أطاع امرأته أكبه الله على وجهه في النار ، فقال علي : وما تلك الطاعة ؟ قال : يأذن لها في الذهاب إلى الحمامات والعرسات والنياحات ، ولبس الثياب الرقاق .

আলী ইবন আবী তালিব (আ) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) আলীকে অসিয়তকালে বলেছেন: “হে আলী! যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর এই আনুগত্য করবে, আল্লাহ তাকে অধোমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।” আলী (আ) জিজ্ঞাসা করলেন: “সেই আনুগত্যগুলো কী কী?”
রাসূল (সা) বললেন: “স্ত্রীকে (বেপর্দায়) গণ-গোসলখানায় (হাম্মাম), বিয়েবাড়ির অনুষ্ঠানে, বিলাপের অনুষ্ঠানে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া এবং পাতলা ও স্বচ্ছ (অশালীন) পোশাক পরিধান করতে দেওয়া”

4: Hadith 3

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد ، عن العباس بن معروف ، عن أبي همام (إسماعيل بن همام) ، عن محمد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام قال : من أطاع امرأته في أربعة أشياء أكبه الله على منخريه في النار ، قيل : وماهي ؟ قال : في الثياب الرقاق ، والحمامات ، والعرسات ، والنياحات .

আলী (আ) বলেন, “যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর চারটি বিষয়ে আনুগত্য করবে, আল্লাহ তাকে উপুড় করে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবেন।” জিজ্ঞাসা করা হলো: “সেই বিষয়গুলো কী?” তিনি বললেন: “পাতলা ও স্বচ্ছ (অশালীন) পোশাক পরা, (প্রকাশ্য) গোসলখানায় যাওয়া, বিয়েবাড়ির জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে যাওয়া এবং বিলাপের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া।”

أربعة لا ترد لهم دعوة
(চার ব্যক্তির দো‘আ প্রত্যাখ্যাত হয় না)
————————————————————

4: Hadith 4

حدثنا أبو الحسين محمد بن علي بن الشاه قال : حدثنا أبو حامد أحمد بن الحسين قال : حدثنا أبو يزيد أحمد بن خالد الخالدي، عن محمد بن أحمد بن صالح التميمي قال : حدثنا أبي قال : حدثني أنس بن محمد أبو مالك ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ، عن النبي ﷺ أنه قال في وصيته له : يا علي أربعة لا ترد لهم دعوة : إمام عادل ، ووالد لولده ، والرجل يدعو لأخيه بظهر الغيب ، والمظلوم ، يقول الله جل جلاله : وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين .

আলী ইবন আবী তালিব (আ) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ আলীকে অসিয়তকালে বলেছেন: “হে আলী! চার শ্রেণির মানুষের দোয়া কখনো ফিরিয়ে দেওয়া হয় না: ন্যায়পরায়ণ শাসক, সন্তানের জন্য পিতার দোয়া,
এক ব্যক্তি যখন তার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দোয়া করে। এবং মজলুম।
মজলুমের দোয়া সম্পর্কে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন: ‘আমার মর্যাদা ও মহিমার কসম! আমি অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করব, যদিও তা কিছুকাল পরে হয়’”

قوام الدين بأربعة
(দীনের ভিত্তি চারটি স্তম্ভের ওপর)
————————————————————

4: Hadith 5

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : قوام الدين بأربعة : بعالم ناطق مستعمل لعلمه ، وبغني لا يبخل بفضله على أهل دين الله ، وبفقير لا يبيع آخرته بدنياه ، وبجاهل لا يتكبر عن طلب العلم . فإذا كتم العالم علمه ، وبخل الغني بماله ، وباع الفقير آخرته بدنياه ، واستكبر الجاهل عن طلب العلم رجعت الدنيا إلى ورائها القهقرى ، فلا تغرنكم كثرة المساجد وأجساد قوم مختلفة ، قيل : يا أمير المؤمنين كيف العيش في ذلك الزمان ؟ فقال : خالطوهم بالبرانية (يعني في الظاهر) وخالفوهم في الباطن ، للمرء ما اكتسب وهو مع من أحب ، وانتظروا مع ذلك الفرج من الله عز وجل .

আবু জাফর (আ) বলেন, আমিরুল মুমিনীন (আ) বলেছেন: “দীনের স্থায়িত্ব ও ভিত্তি চারটি জিনিসের ওপর নির্ভরশীল: এমন আলেম, যিনি তাঁর ইলম বা জ্ঞান অনুযায়ী কাজ করেন এবং তা প্রচার করেন।
এমন ধনী, যে আল্লাহর দ্বীনদার বান্দাদের জন্য নিজের অতিরিক্ত সম্পদ ব্যয়ে কৃপণতা করে না।
এমন দরিদ্র, যে দুনিয়ার বিনিময়ে নিজের আখিরাতকে বিক্রি করে দেয় না। এবং এমন অজ্ঞ ব্যক্তি, যে জ্ঞান অন্বেষণে অহংকার করে না।
কিন্তু যখন আলেম তার জ্ঞান গোপন করবে, ধনী তার সম্পদে কৃপণতা করবে, দরিদ্র ব্যক্তি দুনিয়ার লোভে আখিরাত বিক্রি করবে এবং মূর্খ ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনে অহংকার করবে তখন দুনিয়া পেছনে ফিরে যাবে (অর্থাৎ বিপর্যয়ে পড়বে)। সুতরাং মসজিদের আধিক্য এবং একদল মানুষের দৈহিক উপস্থিতি যেন তোমাদের ধোঁকায় না ফেলে।”
জিজ্ঞাসা করা হলো: “হে আমিরুল মুমিনীন! সেই সময়ে জীবনযাপন কেমন হবে?”
তিনি বললেন: “তোমরা বাহ্যিকভাবে তাদের সাথে মিলেমিশে থাকো কিন্তু অন্তরে তাদের (অনাচারী কাজের) বিরোধিতা করো। প্রতিটি মানুষ যা অর্জন করে তা-ই তার জন্য এবং সে (কিয়ামতে) তারই সাথে থাকবে যাকে সে ভালোবাসে। আর এমতাবস্থায় তোমরা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মুক্তির অপেক্ষা করো।”

غفر الله عز وجل لرجل كان سهلا في أربعة أحوال

(আল্লাহ এমন এক ব্যক্তিকে ক্ষমা করেছেন যিনি চার অবস্থায় সহজ-সরল ছিলেন)
————————————————————————

4: Hadith 6

حدثنا أبونصر محمد بن أحمد بن تميم السرخسي الفقيه بسرخس قال: حدثنا أبولوليد محمد بن إدريس الشامي قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: حدثنا عبدالوهاب بن عطاء قال: حدثنا إسرائيل بن يونس، عن زيد بن عطاء بن سائب، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: غفر الله عز وجل لرجل كان قبلكم كان سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا قضى، سهلا إذا اقتضى.

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “মহান আল্লাহ এমন এক ব্যক্তির গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন, যে তোমাদের পূর্ববর্তী যুগে ছিল এবং সে চারটি অবস্থায় অত্যন্ত সহজ ও নম্র ছিল: যখন সে কোনো কিছু বিক্রি করত, তখন সহজতা অবলম্বন করত। যখন সে কোনো কিছু ক্রয় করত, তখন সহজতা অবলম্বন করত। যখন সে কারো ঋণ পরিশোধ করত, তখন সহজতা (ও আন্তরিকতা) দেখাত।এবং যখন সে কারো কাছে নিজের পাওনা দাবি করত, তখনো সহজ ও দয়ালু আচরণ করত।”

مطلوبات الناس في الدنيا أربعة
(দুনিয়ায় মানুষের চারটি প্রয়োজনীয় গুণ)
————————————————————————————

4: Hadith 7

حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال: حدثنا الحسن بن علي السكري قال: حدثنا محمد بن زكريا الجوهري قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، قال: قال الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: مطلوبات الناس في الدنيا الفانية أربعة: الغنى والدعة وقلة الاهتمام والعز. فأما الغنى فموجود في القناعة، فمن طلبه في كثرة المال لم يجده، وأما الدعة فموجودة في خفة المحمل، فمن طلبها في ثقله لم يجدها. وأما قلة الاهتمام فموجودة في قلة الشغل، فمن طلبها مع كثرته لم يجدها. وأما العز فموجود في خدمة الخالق، فمن طلبه في خدمة المخلوق لم يجده.

জাফর ইবনে মুহাম্মদ আস-সাদিক (আ) বলেছেন: “দুনিয়াতে মানুষের কাঙ্ক্ষিত প্রধান বস্তু হলো চারটি: ধনী হওয়া (স্বচ্ছলতা), স্বস্তি বা আরাম, দুশ্চিন্তামুক্ত থাকা এবং সম্মান।
ধনী হওয়া বা স্বচ্ছলতা: এটি মূলত 'কানাআত' বা অল্পে তুষ্টির মধ্যে নিহিত। কিন্তু যে ব্যক্তি অধিক সম্পদের মধ্যে এটি খোঁজে, সে তা পায় না।
স্বস্তি বা আরাম: এটি নিহিত রয়েছে হালকা জীবনযাপনের মধ্যে। কিন্তু যে ব্যক্তি ভারী বোঝার মধ্যে এটি খোঁজে, সে তা পায় না।
দুশ্চিন্তামুক্ত থাকা: এটি নিহিত রয়েছে অল্প উপকরণের মধ্যে। কিন্তু যে ব্যক্তি অধিক উপকরণ বা ব্যস্ততার মাঝে এটি খোঁজে, সে তা পায় না।
সম্মান বা মর্যাদা: এটি নিহিত রয়েছে মহান স্রষ্টার আনুগত্য ও সেবার মধ্যে। কিন্তু যে ব্যক্তি সৃষ্টির (মানুষের) সেবার বা তোষামোদির মাধ্যমে এটি খোঁজে, সে তা পায় না।”

الإيمان بأربعة أشياء
(ঈমান চারটি বিষয়ে)
————————————————————————————

4: Hadith 8

أخبرني الخليل بن أحمد السجزي قال: حدثنا أبوبكر محمد بن إسحاق بن خزيمة قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا شريك، عن منصور بن المعتمر، عن ربعي بن خراش عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربعة: حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأني رسول الله، بعثني بالحق، وحتى يؤمن بالبعث بعد الموت، وحتى يؤمن بالقدر.

আলী (আ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “কোনো বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে চারটি বিষয়ের ওপর ঈমান আনে: সে সাক্ষ্য দেবে যে আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি একক এবং তাঁর কোনো শরিক নেই। সাক্ষ্য দেবে যে আমি (মুহাম্মাদ) আল্লাহর রাসূল এবং তিনি আমাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন। সে মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের ওপর বিশ্বাস রাখবে। এবং সে ভাগ্যের (তকদির) ভালো ও মন্দের ওপর বিশ্বাস রাখবে।”

كان لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَرْبَعَةُ خَوَاتِيمَ
(আমীরুল মুমিনিন আলী (আ)-এর চারটি আংটি ছিল)
————————————————————————————

4: Hadith 9

حدثنا أبوسعيد محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق المذكر قال: أخبرنا أبوجعفر محمد بن أحمد بن سعيد قال: حدثنا أبوعبد الله محمد بن مسلم ابن وارة الرازي قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال: حدثنا سفيان الثوري، عن إسماعيل السدي عن عبد خير قال: كان لعلي عليه السلام أربعة خواتيم يتختم بها: ياقوت لنبله، وفيروزج لنصرته، والحديد الصيني لقوته، وعقيق لحرزه. وكان نقش الياقوت "لا إله إلا الله الملك الحق المبين" ونقش الفيروزج "الله الملك الحق" ونقش الحديد الصيني "العزة لله جميعا" ونقش العقيق ثلاثة أسطر "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، أستغفر الله".

বর্ণনাকারী বলেন: আলী (আ) এর চারটি আংটি ছিল যা তিনি পরিধান করতেন: একটি ইয়াকুত (চুনী) যা তিনি তাঁর মর্যাদার জন্য পরতেন, একটি ফিরোজা তাঁর সাহায্যের (বিজয়ের) জন্য, একটি চীনা লোহা (হাদিদ সিনি) তাঁর শক্তির জন্য এবং একটি আকীক তাঁর নিরাপত্তার জন্য। ইয়াকুত আংটির খোদাইকৃত নকশা ছিল: “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল মালিকুল হাক্কুল মুবিন” (আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, যিনি সার্বভৌম রাজা, পরম সত্য ও সুস্পষ্ট)। ফিরোজা আংটির নকশা ছিল: “আল্লাহুল মালিকুল হাক্ক” (আল্লাহই সার্বভৌম রাজা ও পরম সত্য)। চীনা লোহার আংটির নকশা ছিল: “আল-ইজ্জাতু লিল্লাহি জামিয়া” (সমস্ত সম্মান ও প্রতাপ একমাত্র আল্লাহর জন্য)। আর আকীক আংটির নকশা ছিল তিনটি লাইনে: “মাশাআল্লাহ, লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ, আসতাগফিরুল্লাহ” (আল্লাহ যা চেয়েছেন তা-ই হয়েছে, আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো শক্তি নেই, আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি)

أَرْبَعُ سُوَرٍ شَيَّبَتِ النَّبِيَّ ﷺ
(চারটি সূরা নবী ﷺ-কে বার্ধক্যের ভাব এনে দিয়েছিল)
————————————————————————————

4: Hadith 10

حدثنا أبوالحسن محمد بن أحمد بن علي بن أسد الاسدي قال: حدثنا عبد الله بن زيدان وعلي بن العباس البجليان قالا: حدثنا أبوكريب قال: حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا شيبان، عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال أبوبكر: يا رسول الله أسرع إليك الشيب؟ قال: شيبتني هود، والواقعة، والمرسلات، وعم يتساءلون.

ইবন আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আবু বকর জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার চুল এত দ্রুত পেকে গেল কেন? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: আমাকে সূরা হূদ, আল-ওয়াকিয়া, আল-মুরসালাত এবং ‘আম্মা ইয়াতাসাআলুন’ (সূরা আন-নাবা) বৃদ্ধ করেছে।”

اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَرْبَعَ عُمَرَ

(নবী ﷺ চারটি উমরা পালন করেছেন)
————————————————————————————

4: Hadith 11

حدثنا أبوأحمد محمد بن جعفر البندار قال: حدثنا أبوالعباس الحمادي قال: حدثنا أحمد بن محمد الشافعي قال: حدثنا عمي قال: حدثنا داود بن عبدالرحمن، عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله: اعتمر أربع عمر: عمرة الحديبية، وعمرة القضاء من قابل، والثالثة من جعرانة والرابعة التي مع حجته.

ইবন আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: “নবী ﷺ চারটি উমরা পালন করেছেন, হুদাইবিয়ার উমরা, পরবর্তী বছরের কাযা উমরা, জি’ইরানা থেকে তৃতীয় উমরা, এবং চতুর্থটি তাঁর হজ্জের সাথে সম্পাদিত উমরা।”

يعرف الامام باربع خصال
(ইমাম চারটি গুণ দ্বারা পরিচিত হন)
————————————————————————————

4: Hadith 12

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن الوليد ، عن حماد بن عثمان ، عن الحارث بن المغيرة النصري قال : قلت لأبي عبد الله : بم يعرف صاحب هذا الأمر؟ قال: بالسكينة والوقار والعلم والوصية.

বর্ণনাকারী বলেন, “আমি আবু আবদুল্লাহ (আ) কে জিজ্ঞাসা করলাম, “এই বিষয়ের অধিকারী ব্যক্তিকে (অর্থাৎ ইমামকে) কীসের মাধ্যমে চেনা যাবে?” তিনি বললেন: “প্রশান্তি (সাকিনাহ), গাম্ভীর্য , জ্ঞান (ইলম) এবং অসিয়ত (পূর্ববর্তী ইমামের পক্ষ থেকে নিয়োগ) দ্বারা।”

4: Hadith 13

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا أحمد بن إدريس قال : حدثنا محمد بن أحمد بن عيسى عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر قال: قلت له : جعلت فداك إذا مضى عالمكم أهل البيت فبأي شيء يعرفون من يجيء بعده ؟ قال: بالهدى و الاطراق و إقرار آل محمد له بالفضل ، ولا يسأل عن شيء مما بين صدفيها إلا أجاب فيه.

বর্ণনাকারী বলেন: আমি আবু জাফর (আ) কে বললাম, “আপনার জন্য আমার প্রাণ উৎসর্গ হোক! যখন আপনাদের আহলে বাইতের কোনো আলিম (ইমাম) ইন্তেকাল করেন, তখন তাঁর পরবর্তী উত্তরসূরিকে কীসের মাধ্যমে চেনা যাবে?”
তিনি বললেন: “সঠিক পথপ্রদর্শন (হিদায়াত), বিনম্রতা (ইতরাক), তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে আলে মুহাম্মাদের স্বীকৃতি এবং তাঁর কাছে আসমান ও জমিনের (দুই দিগন্তের) মধ্যবর্তী যা কিছু আছে সে সম্পর্কে যা-ই জিজ্ঞাসা করা হোক না কেন, তিনি তার উত্তর দিতে পারবেন।”

قول النبي (ص) فضلت بأربع

(নবী ﷺ এর বানী: আমাকে চারটি বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে)
————————————————————————————

4: Hadith 14

حدثنا أبو أحمد محمد بن جعفر البندار قال : حدثنا مجاهد بن أعين أبو الحجاج قال : حدثنا أبو بكر بن أبي العوام قال : حدثنا يزيد قال : أخبرنا سليمان التميمي ، عن سيار ، عن أبي أمامة قال : قال رسول الله ﷺ : فضلت بأربع جعلت لأمتي الأرض مسجداً وطهوراً ، وأيما رجل من أمتي أراد الصلاة فلم يجد ماء ووجد الأرض فقد جعلت له مسجداً وطهوراً ، ونصرت بالرعب مسيرة شهر يسير بين يدي ، وأحلت لأمتي الغنائم ، وأرسلت إلى الناس كافة.

আবু উমামা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “আমাকে চারটি বিষয়ে (অন্যদের ওপর) শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে: আমার উম্মতের জন্য সমগ্র জমিনকে সিজদাহ করার স্থান (মসজিদ) এবং পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম (তায়াম্মুমের জন্য) করা হয়েছে। আমার উম্মতের কোনো ব্যক্তি যদি সালাতের ইচ্ছা করে আর পানি না পায়, তবে জমিনই তার জন্য মসজিদ ও পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম।
এক মাস দূরত্বের পথ পর্যন্ত শত্রুর মনে ত্রাস সৃষ্টি করে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে।
আমার উম্মতের জন্য গনিমতের মাল (যুদ্ধের লব্ধ সম্পদ) হালাল করা হয়েছে।
এবং আমাকে জগতের সমস্ত মানুষের জন্য (রাসূল হিসেবে) পাঠানো হয়েছে।”

خير الصحابة أربعة، وخير السرايا أربعمائة، وخير الجيوش أربعة آلاف
(সর্বোত্তম সাহাবী চারজন, সর্বোত্তম সারিবদ্ধ বাহিনী চারশত, এবং সর্বোত্তম সেনাবাহিনী চার হাজার)
————————————————————————————

4: Hadith 15

حدثنا أبوأحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد بن الحسن بن إسماعيل بن حكيم العسكري قال: حدثنا أبومسعود عبد الله بن محمد، عن عبدان العسكري قال: حدثنا محمد بن سليمان لوين قال: حدثنا حبان بن علي، عن عقيل، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خير الصحابة أربعة، وخير السرايا أربعمائة، وخير الجيوش أربعة آلاف، ولن يهزم اثنى عشر ألف من قلة إذا صبروا وصدقوا.

ইবন আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “সর্বোত্তম সাহাবী চারজন, সর্বোত্তম বাহিনী চারশত, এবং সর্বোত্তম সেনাবাহিনী চার হাজার। আর বারো হাজার (সৈন্য) কখনোই স্বল্পতার কারণে পরাজিত হবে না, যদি তারা ধৈর্য ধারণ করে এবং সত্যনিষ্ঠ থাকে।”

من اعطي أربعا لم يحرم أربعا
(যাকে চারটি জিনিস দেওয়া হয়, তাকে চারটি জিনিস থেকে বঞ্চিত করা হয় না)
————————————————————————————

4: Hadith 16

حدثنا أبوأحمد الحسن بن عبد الله العسكري قال: حدثنا أبوالقاسم بدر بن الهيثم القاضي قال: حدثنا علي بن منذر الكوفي قال: حدثنا محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال: قال جعفر بن محمد عليهما السلام: من اعطي أربعا لم يحرم أربعا: من اعطي

الدعاء لم يحرم الاجابة، ومن اعطي الاستغفار لم يحرم المغفرة، ومن اعطي الشكر لم يحرم الزيادة، ومن اعطي الصبر لم يحرم الاجر.

জাফর ইবনে মুহাম্মদ (আ) বলেছেন: “যাকে চারটি জিনিস দান করা হয়েছে, সে চারটি জিনিস থেকে কখনো বঞ্চিত হয় না: যাকে দো‘আ করার তৌফিক দেওয়া হয়েছে, সে কবুলিয়ত (দোয়া গ্রহণ) থেকে বঞ্চিত হয় না। যাকে ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করার তৌফিক দেওয়া হয়েছে, সে মাগফিরাত (ক্ষমা) থেকে বঞ্চিত হয় না। যাকে শুকরিয়া আদায়ের তৌফিক দেওয়া হয়েছে, সে (নিয়ামতের) বৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত হয় না। এবং যাকে ধৈর্য ধারণের তৌফিক দেওয়া হয়েছে, সে তার পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হয় না।”

أربعة أشياء اعطيت سمع الخلائق
(চারটি বিষয় এমন, যাদেরকে সৃষ্টিজগতের শোনার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে)
————————————————————————

4: Hadith 17

حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن عائذ الاحمسي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أربعة اوتوا سمع الخلائق: النبي صلى الله عليه وآله وحور العين والجنة والنار، فما من عبد يصلي على النبي صلى الله عليه وآله ويسلم عليه إلا بلغه ذلك وسمعه، وما من أحد قال: اللهم زوجني من الحور العين إلا سمعنه وقلن يا ربنا إن فلانا قد خطبنا إليك فزوجنا منه، وما من أحد يقول: اللهم ادخلني الجنة إلا قالت الجنة: اللهم أسكنه في، وما من أحد يستجير بالله من النار إلا قالت النار: يا رب أجره مني.

আবু আব্দুল্লাহ (আ) বলেন: “চারটি সত্তাকে সৃষ্টির সবকিছু শোনার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে: নবী ﷺ, হুরুল ঈন, জান্নাত এবং জাহান্নাম।
অতএব, কোনো বান্দা যখন নবীর ওপর দরুদ ও সালাম পাঠ করে, তখন তা তাঁর কাছে পৌঁছায় এবং তিনি তা শুনতে পান। কোনো ব্যক্তি যখন বলে ‘হে আল্লাহ! আমাকে হুরুল ঈনের সাথে বিবাহ দিন’, তখন তারা তা শুনতে পায় এবং বলে ‘হে আমাদের রব! অমুক ব্যক্তি আপনার কাছে আমাদের পাণিপ্রার্থনা করেছে, সুতরাং তার সাথে আমাদের বিবাহ দিন’।
কেউ যখন বলে ‘হে আল্লাহ! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান’, তখন জান্নাত বলে ‘হে আল্লাহ! তাকে আমার মাঝে বসবাস করতে দিন’। আর কেউ যখন জাহান্নাম থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায়, তখন জাহান্নাম বলে ‘হে রব! তাকে আমার থেকে মুক্তি দিন’।”

أربعة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة
(চার ব্যক্তির দিকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকাবেন না)
————————————————————————

4: Hadith 18

حدثنا أبوأحمد محمد بن جعفر البندار قال: حدثنا جعفر بن محمد بن نوح قال: حدثنا محمد بن عمرو، قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا بشر بن نمير، عن القاسم بن عبدالرحمن، عن أبي امامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أربعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: عاق ومنان، ومكذب بالقدر، ومدمن خمر.

আবু উমামা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “চার ব্যক্তির দিকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকাবেন না, পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, উপকার করে খোঁটা দেওয়া ব্যক্তি, তাকদিরকে অস্বীকারকারী, এবং মদে আসক্ত ব্যক্তি।”

الركبان يوم القيامة أربعة
(কিয়ামতের দিন আরোহী হবে চারজন)
————————————————————————

4: Hadith 19

أخبرني أبوبكر محمد بن علي بن إسماعيل قال: حدثنا أبومحمد عبد الله بن زيدان البلخي فيما قرأه عليه أبوالعباس بن عقدة قال: حدثني علي بن المثنى قال: حدثني زيد بن حباب قال: حدثني عبد الله بن لهيعة قال: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما في القيامة راكب غيرنا ونحن أربعة، فقام إليه العباس بن عبدالمطلب فقال: من هم يا رسول الله؟ فقال: أما أنا فعلى البراق ووجهها كوجه الانسان وخدها كخد الفرس وعرفها من لؤلؤ مسموط واذناها زبرجدتان خضراوان وعيناها مثل كوكب الزهرة، تتوقدان مثل النجمين المضيئين، لها شعاع مثل شعاع الشمس، ينحدر من نحرها الجمان مطوية الحلق طويلة اليدين والرجلين، لها نفس كنفس الآدميين، تسمع الكلام وتفهمه، وهي فوق الحمار ودون البغل.
قال العباس: ومن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله: وأخي صالح على ناقة الله عز وجل التي عقرها قومه، قال العباس: ومن يا رسول الله؟ قال: وعمي حمزة ابن عبدالمطلب أسد الله وأسد رسوله، سيد الشهداء على ناقتي العضباء، قال العباس: ومن يا رسول الله؟ قال: وأخي علي على ناقة من نوق الجنة، زمامها من لؤلؤ رطب عليها محمل من ياقوت أحمر، قضبانه من الدر الابيض على رأسه تاج من نور عليه حلتان خضراوان، بيده لواء الحمد وهو ينادي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا رسول الله. فيقول الخلائق ما هذا إلا نبي مرسل أو ملك مقرب، فينادي مناد من بطنان العرش: ليس هذا ملك مقرب، ولا نبي مرسل، ولا حامل عرش، هذا علي بن أبي طالب وصي رسول رب العالمين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين.
قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه: هذا حديث غريب لما فيه من ذكر البراق ووصفه، وذكر حمزة بن عبدالمطلب.

ইবন আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “কিয়ামতের দিন আমরা চারজন ব্যতীত আর কেউ আরোহী থাকবে না।”
তখন আব্বাস ইবন আব্দুল মুত্তালিব দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “হে আল্লাহর রাসূল! তারা কারা?” তিনি বললেন: “আমি (রাসূলুল্লাহ ﷺ): আমি থাকব ‘বুরাক’-এর ওপর। যার চেহারা মানুষের মতো, গাল ঘোড়ার মতো, ঘাড়ের পশম মোতি দিয়ে গাঁথা, কান দুটি সবুজ জবরজদ পাথরের মতো এবং চোখ দুটি শুকতারার মতো উজ্জ্বল। এর তেজ নক্ষত্রের মতো এবং দ্যুতি সূর্যের মতো। এর কণ্ঠ থেকে মুক্তো ঝরে পড়ে। এটি দীর্ঘ হাত-পা বিশিষ্ট এবং এর প্রাণ মানুষের প্রাণের মতো; সে কথা শোনে ও বোঝে। এর আকার গাধার চেয়ে বড় কিন্তু খচ্চরের চেয়ে ছোট।”
আব্বাস পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, “আর কে হে আল্লাহর রাসূল?” তিনি বললেন: “আমার ভাই সালেহ (আ): তিনি আল্লাহর সেই উষ্ট্রীর ওপর আরোহী থাকবেন যাকে তাঁর কওম হত্যা করেছিল।”
আব্বাস আবার জিজ্ঞেস করলেন, “আর কে হে আল্লাহর রাসূল?” তিনি বললেন: “আমার চাচা হামজা ইবন আব্দুল মুত্তালিব: আল্লাহর সিংহ এবং তাঁর রাসূলের সিংহ, শহীদদের সর্দার। তিনি আমার ‘আযবা’ নামক উষ্ট্রীর ওপর আরোহী থাকবেন।”
আব্বাস পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, “আর কে হে আল্লাহর রাসূল?” তিনি বললেন: “আমার ভাই আলী (আ): তিনি জান্নাতের একটি উষ্ট্রীর ওপর আরোহী থাকবেন। যার লাগাম হবে সিক্ত মুক্তোর, তার ওপর থাকবে লাল ইয়াকুতের হাওদা (আসন), যার খুঁটিগুলো হবে শ্বেত মোতির। আলীর মাথায় থাকবে নূরের তাজ (মুকুট), পরিধানে থাকবে দুটি সবুজ পোশাক। তাঁর হাতে থাকবে ‘লিওয়াউল হামদ’ (প্রশংসার পতাকা) এবং তিনি উচ্চস্বরে ঘোষণা করবেন ‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল’। তখন সমস্ত সৃষ্টিজগত বলবে ‘ইনি নিশ্চয়ই কোনো প্রেরিত নবী অথবা কোনো নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা’। তখন আরশের গভীর থেকে এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করবেন ‘ইনি কোনো নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা নন, কোনো প্রেরিত নবী নন, এমনকি আরশ বহনকারীও নন;

ইনি হলেন আলী ইবন আবী তালিব, বিশ্বজাহানের রবের রাসূলের স্থলাভিষিক্ত (ওয়াসি), মুত্তাকীদের ইমাম এবং উজ্জ্বল মুখমণ্ডল ও হাত-পা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নেতা'।"

এই গ্রন্থের লেখক বলেছেন: "এই হাদিসটি বুরাকের বর্ণনা এবং হামজা ইবন আব্দুল মুত্তালিবের বর্ণনার কারণে একটি 'গারীব' (غريب) হিসেবে গণ্য।"

4: Hadith 20

حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار قال : حدثنا سعد بن عبدالله قال : حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن عبد الله البطل ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم وهو آخذ بيد علي وهو يقول : يا معشر الأنصار، يا معشر بني هاشم ، يا معشر بني عبد المطلب أنا محمد ، أنا رسول الله إلا أني خلقت من طينة مرحومة في أربعة من أهل بيتي أنا وعلي و حمزة وجعفر ، فقال قائل : يا رسول الله هؤلاء معك ركبان يوم القيامة ؟ فقال : تكلتك أمك إنه لن يركب يومئذ إلا أربعة أنا وعلي وفاطمة وصالح نبي الله ، فأما أنا فعلى البراق وأما فاطمة ابنتي فعلى ناقتي العضباء و أما صالح فعلى ناقة الله التي عقرت ، وأما علي فعلى ناقة من نوق الجنة ، زمامها من ياقوت ، عليه حلتان خضراوان ، فيقف بين الجنة والنار وقد ألجم الناس من العرق يومئذ فتهب ريح من قبل العرش فتنشف عنهم عرقهم فيقول الملائكة والأنبياء والصديقون ما هذا إلا ملك مقرب أو نبي مرسل فينادي مناد ما هذا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولكنه علي بن أبي طالب أخو رسول الله في الدنيا والآخرة.

ইবন আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী (আ) এ র হাত ধরে বের হলেন। তিনি বলছিলেন: "হে আনসারগণ! হে বনি হাশিম! হে বনি আবদুল মুত্তালিব! আমি মুহাম্মাদ, আমি আল্লাহর রাসূল। তবে আমি ও আমার আহলে বাইতের চারজন আমি, আলী, হামযা ও জাফর এক পবিত্র মাটি থেকে সৃষ্টি হয়েছি।"
তখন এক ব্যক্তি বলল: হে আল্লাহর রাসূল! তারা কি কিয়ামতের দিন আপনার সাথে আরোহী হবে?
তিনি বললেন: "তোমার মা তোমাকে হারাক (আরব প্রবাদ) ! সেদিন আরোহী হবে কেবল চারজন আমি, আলী, ফাতিমা এবং আল্লাহর নবী সালেহ। আমি বুরাকে আরোহণ করব; আমার কন্যা ফাতিমা আমার উটনী 'আদবা'-এর ওপর আরোহণ করবে; সালেহ (আ) আল্লাহর সেই উটনির ওপর আরোহণ করবেন, যাকে তার কওম জবাই করেছিল; আর আলী (আ) জান্নাতের একটি উটনির ওপর আরোহণ করবে, যার লাগাম হবে ইয়াকূতের। তার পরনে থাকবে দুটি সবুজ পোশাক।
সে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে অবস্থান করবে, আর সেদিন মানুষ ঘামে নিমজ্জিত থাকবে। তখন আরশের দিক থেকে একটি বাতাস প্রবাহিত হবে, যা তাদের ঘাম শুকিয়ে দেবে। তখন ফেরেশতারা, নবীগণ ও সিদ্দীকগণ বলবে: 'এ তো কোনো নিকটবর্তী ফেরেশতা অথবা প্রেরিত নবী!'
তখন এক ঘোষক ঘোষণা করবে: 'এ কোনো নিকটবর্তী ফেরেশতা নয়, কোনো প্রেরিত নবীও নয়; বরং এ হলো আলী ইবনে আবি তালিব যিনি দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর রাসূলের ভাই।'"

اربع خصال سالت عجوز بني اسرائيل موسى عليه السلام
(বনী ইসরাঈলের এক বৃদ্ধা মূসা (আ)-এর কাছে চারটি বিষয় চেয়েছিল)
————————————————————————————

4: Hadith 21

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي الحسن أنه قال : احتبس القمر عن بني إسرائيل فأوحى الله جل جلاله إلى موسى أن أخرج عظام يوسف من مصر ، ووعده طلوع القمر إذا أخرج عظامه، فسأل موسى عمن يعلم موضعه، فقيل له : ههنا عجوز تعلم علمه، فبعث إليها فأتي بعجوز مقعدة عمياء، فقال لها : أتعرفين موضع قبر يوسف؟ قالت : نعم، قال : فأخبريني به، قالت : لا حتى تعطيني أربع خصال : تطلق لي رجلي، وتعيد إلى شبابي، وتعيد إلى بصري، وتجعلني معك في الجنة، قال : فكبر ذلك على موسى فأوحى الله جل جلاله إليه : يا موسى أعطها ما سألت فإنما تعطي علي، ففعل فدلته عليه فاستخرجه من شاطئ النيل في صندوق مرمر، فلما أخرجه طلع القمر، فحمله إلى الشام فلذلك يحمل أهل الكتاب موتاهم إلى الشام.

আবু হাসান (আ) বলেন: একবার বনী ইসরায়েলের জন্য চাঁদ অদৃশ্য হয়ে গেল (রাত অন্ধকারে ছেয়ে গেল)। তখন মহান আল্লাহ মূসা (আ)-এর প্রতি ওহি পাঠালেন যে, “তুমি মিশর থেকে ইউসুফ (আ)-এর হাড় বের করো। যদি তুমি তাঁর হাড়গুলো বের করতে পারো, তবেই চাঁদ উদিত হবে বলে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন।”
মূসা (আ) খোঁজ নিতে লাগলেন ইউসুফ (আ) এর কবরের সঠিক অবস্থান কার জানা আছে? তাঁকে বলা হলো, “এখানে একজন বৃদ্ধা আছেন যিনি এই বিষয়ে জানেন।” মূসা (আ) তাঁর কাছে লোক পাঠালেন। তাঁর কাছে একজন পঙ্গু ও অন্ধ বৃদ্ধাকে নিয়ে আসা হলো। মূসা (আ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কি ইউসুফ (আ)-এর কবরের স্থান জানো?” বৃদ্ধা উত্তর দিলেন, “হ্যাঁ, জানি।” মূসা (আ) বললেন, “তবে আমাকে তা বলে দাও।”
বৃদ্ধা বললেন, “না, ততক্ষণ পর্যন্ত বলব না যতক্ষণ না আপনি আমাকে চারটি বিষয় দান করবেন (অর্থাৎ আল্লাহর কাছে দু’আ করে কবুল করাবেন)। আপনি আমার পা দুটির পঙ্গুত্ব দূর করে সচল করে দেবেন। আপনি আমার যৌবন ফিরিয়ে দেবেন। আপনি আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেবেন এবং আপনি আমাকে জান্নাতে আপনার সাথে রাখবেন।”
মূসা (আ) এর কাছে এই আবদারগুলো অনেক বড় মনে হলো। তখন মহান আল্লাহ মূসা (আ) এর প্রতি ওহি পাঠালেন: “হে মূসা! সে যা চেয়েছে তাকে তা দিয়ে দাও। কারণ তুমি তো আমার পক্ষ থেকেই তাকে দিচ্ছ ।” তখন মূসা (আ) তাই করলেন (তাঁর জন্য দু’আ করলেন)। বৃদ্ধা সুস্থ হয়ে তাঁকে সেই কবরের সন্ধান দিলেন। মূসা (আ) নীল নদের তীর থেকে মার্বেল পাথরের একটি সিন্দুকের ভেতর থেকে ইউসুফ (আ)-কে বের করলেন। যখনই তিনি সিন্দুকটি বের করলেন, তখনই আকাশে চাঁদ উদিত হলো। মূসা (আ) সেই কফিনটি শামে (সিরিয়ায়) নিয়ে গেলেন। এ কারণেই আহলে কিতাবগণ তাদের মৃতদেহগুলোকে শামে নিয়ে গিয়ে দাফন করে।

أفضل نساء أهل الجنة أربع
(জান্নাতবাসীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নারীগণ চারজন)
————————————————————————

4: Hadith 22

أخبرني محمد بن علي بن إسماعيل قال: أخبرنا أبوالعباس ابن منيع قال: حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا داود بن أبي الفرات قال: حدثنا علباء بن أحمر قال: حدثنا عكرمة، عن ابن عباس قال: خط رسول الله صلى الله عليه وآله أربع خطط في الارض وقال: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أفضل نساء أهل الجنة أربع: خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون.

ইবন আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ মাটিতে চারটি দাগ টানলেন এবং বললেন: “তোমরা কি জানো এটি কী?” আমরা বললাম: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন: “জান্নাতের নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চারজন, খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ, ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ, মারইয়াম বিনতে ইমরান এবং ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া বিনতে মুযাহিম।”

4: Hadith 23

أخبرنا سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي قال: حدثنا علي بن عبدالعزيز قال: حدثنا حجاج بن المنهال قال: حدثنا داود بن أبي الفرات الكندي عن علباء بن أحمر، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: خط رسول الله صلى الله عليه وآله أربع خطط ثم قال: خير نساء الجنة مريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون.

ইবন আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ চারটি দাগ টানলেন, তারপর বললেন: “জান্নাতের শ্রেষ্ঠ নারীগণ মারইয়াম বিনতে ইমরান, খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ, ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ এবং ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া বিনতে মুযাহিম।”

أربعة اشياء من قواصم الظهر
(চারটি জিনিস পিঠ ভেঙে দেওয়ার মতো)
————————————————————

4: Hadith 24

حدثنا محمد بن علي بن الشاه قال: حدثنا أبوحامد قال: حدثنا أبويزيد قال: حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي، عن أبيه قال: حدثني أنس بن محمد أبومالك، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في وصيته لي: يا علي أربعة من قواصم الظهر: إمام يعصي الله ويطاع أمره، وزوجة يحفظها زوجها وهي تخونه، وفقر لا يجد صاحبه له مداويا، وجار سوء في دار مقام.

আলী ইবনে আবী তালিব (আ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে অসিয়তকালে বলেছেন: “হে আলী! চারটি বিষয় মানুষের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার মতো: এমন শাসক, যে আল্লাহর নাফরমানি করে অথচ লোকে তার আদেশ মেনে চলে। এমন স্ত্রী, যাকে তার স্বামী সযত্নে আগলে রাখে, কিন্তু সে স্বামীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। এমন দারিদ্র্য, যার কোনো সমাধান সেই দরিদ্র ব্যক্তি খুঁজে পায় না। এমন প্রতিবেশী, যে স্থায়ী বসবাসের স্থানে অত্যন্ত দুশ্চরিত্র বা অনিষ্টকারী।”

الاطلاعات الاربع من الله عز وجل إلى الدنيا
(আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে দুনিয়ার প্রতি চারবার দৃষ্টি)
————————————————————

4: Hadith 25

حدثنا أبوالحسن محمد بن علي بن الشاه قال: حدثنا أبوحامد قال: حدثنا أبويزيد أحمد بن خالد الخالدي قال: حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي، عن أبيه قال: حدثنا محمد بن حاتم القطان، عن حماد بن عمرو، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن جده، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في وصيته له: يا علي إن الله عز وجل أشرف على الدنيا فاختارني منها على رجال العالمين، ثم اطلع الثانية فاختارك على رجال العالمين بعدي، ثم اطلع الثالثة فاختار الائمة من ولدك على رجال العالمين بعدك، ثم اطلع الرابعة فاختار فاطمة على نساء العالمين.

আলী ইবনে আবী তালিব (আ) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ অসিয়তকালে বলেছেন: “হে আলী! মহান আল্লাহ দুনিয়ার ওপর দৃষ্টিপাত করলেন এবং বিশ্বের সমস্ত পুরুষের মধ্য থেকে আমাকে মনোনীত করলেন। অতঃপর তিনি দ্বিতীয়বার দৃষ্টিপাত করলেন এবং আমার পরে বিশ্বের সমস্ত পুরুষের মধ্য থেকে তোমাকে (ওয়াসি হিসেবে) মনোনীত করলেন। এরপর তিনি তৃতীয়বার দৃষ্টিপাত করলেন এবং তোমার পরে তোমার সন্তানদের মধ্য থেকে ইমামদেরকে মনোনীত করলেন। অতঃপর তিনি চতুর্থবার দৃষ্টিপাত করলেন এবং ফাতিমাকে বিশ্বের সমস্ত নারীর মধ্য থেকে মনোনীত করলেন।”

قول النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام اني رأيت اسمك مقرونا إلى اسمي في أربعة مواطن
(নবী ﷺ আলী (আ)-কে বলেছেন: আমি চারটি স্থানে তোমার নামকে আমার নামের সাথে সংযুক্ত দেখেছি)
————————————————————————

4: Hadith 26

حدثنا أبوالحسن محمد بن علي بن الشاه قال: حدثنا أبوحامد قال: حدثنا أبويزيد أحمد بن خالد الخالدي قال: حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي عن أبيه قال: حدثنا محمد بن حاتم القطان، عن حماد بن عمرو، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في وصيته لي: يا علي إني رأيت اسمك مقرونا باسمي في أربعة مواطن، فآنست بالنظر إليه: إني لما بلغت بيت المقدس في معراجي إلى السماء وجدت على صخرتها مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، أيدته بوزيره ونصرته بوزيره، فقلت لجبرئيل: من وزيري؟ فقال: علي بن أبي طالب، فلما انتهيت إلى سدرة المنتهى وجدت مكتوبا عليها: إني أنا الله لا إله أنا وحدي، محمد صفوتي من خلقي، أيدته بوزيره ونصرته بوزيره. فقلت لجبرئيل: من وزيري؟ فقال علي بن أبي طالب، فلما جاوزت السدرة انتهيت إلى عرش رب العالمين جل جلاله فوجدت مكتوبا على قوائمه أنا الله لا إله إلا أنا وحدي محمد حبيبي أيدته بوزيره ونصرته بوزيره، فلما رفعت رأسي وجدت على بطنان العرش مكتوبا أنا الله لا إله إلا أنا وحدي، محمد عبدي ورسولي أيدته بوزيره ونصرته بوزيره.

আলী ইবনে আবী তালিব (আ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে অসিয়তকালে বলেছেন: “হে আলী! আমি চারটি স্থানে আমার নামের সাথে তোমার নাম যুক্ত থাকতে দেখেছি এবং তা দেখে আমি প্রশান্তি লাভ করেছি: যখন আমি আমার মি'রাজ ভ্রমণে বাইতুল মুকাদ্দাসে পৌঁছালাম, তখন সেখানকার শিলালিপিত লেখা পেলাম ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ; আমি তাঁকে তাঁর উজিরের মাধ্যমে শক্তিশালী করেছি এবং তাঁর উজিরের মাধ্যমে তাঁকে সাহায্য করেছি’। আমি জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করলাম, আমার উজির কে? তিনি বললেন, ‘আলী ইবনে আবী তালিব’।
যখন আমি সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছালাম, তখন সেখানে লেখা পেলাম ‘নিশ্চয়ই আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই; মুহাম্মদ আমার সৃষ্টির মধ্য থেকে মনোনীত প্রিয়তম বান্দা, আমি তাঁকে তাঁর উজিরের মাধ্যমে শক্তিশালী করেছি এবং তাঁর উজিরের মাধ্যমে তাঁকে সাহায্য করেছি’। আমি জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করলাম, আমার উজির কে? তিনি বললেন, ‘আলী ইবনে আবী তালিব’।
যখন আমি সিদরাতুল মুনতাহা অতিক্রম করে রাব্বুল আলামীনের আরশের কাছে পৌঁছালাম, তখন আরশের স্তম্ভগুলোতে লেখা পেলাম ‘আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই; মুহাম্মাদ আমার হাবিব, আমি তাঁকে তাঁর উজিরের মাধ্যমে শক্তিশালী করেছি এবং তাঁর উজিরের মাধ্যমে তাঁকে সাহায্য করেছি’।
যখন আমি মাথা তুললাম, তখন আরশের মধ্যস্থলে (বুতনাল আরশ) লেখা দেখলাম ‘আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই; মুহাম্মদ আমার বান্দা ও রাসূল, আমি তাঁকে তাঁর উজিরের মাধ্যমে শক্তিশালী করেছি এবং তাঁর উজিরের মাধ্যমে তাঁকে সাহায্য করেছি’”

لا يحتمل حديث اهل البيت الا أربعة

(আহলে বাইতের হাদীস চার শ্রেণি ছাড়া কেউ ধারণ করতে পারে না)
————————————————————————————

4: Hadith 27

حدثنا علي بن الحسين بن سفيان بن يعقوب بن الحارث بن إبراهيم الهمداني في منزله بالكوفة قال: حدثنا أبوعبد الله جعفر بن أحمد بن يوسف الازدي قال: حدثنا علي بن بزرج الحناط قال: حدثنا عمرو بن اليسع، عن شعيب الحداد قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن حديثنا صعب مستصعب، لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل، أو عبد امتحن الله قلبه للايمان أو مدينة حصينة. قال عمرو: فقلت لشعيب: يا أبا الحسن وأي شيء المدينة الحصينة؟ قال: فقال: سألت الصادق عليه السلام عنها فقال لي: القلب المجتمع.

শুআইব আল-হাদ্দাদ থেকে বর্ণিত, , আমি আস-সাদিক জাফর ইবনে মুহাম্মাদ (আ) কে বলতে শুনেছি: “নিশ্চয়ই আমাদের কথা অত্যন্ত কঠিন ও দুরূহ। এটি চারজন ব্যতীত আর কেউ বহন করতে পারে না: নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা, প্রেরিত নবী, এমন বান্দা যার অন্তরকে আল্লাহ ঈমানের জন্য পরীক্ষা করেছেন অথবা সুরক্ষিত কোনো নগরী।” বর্ণনাকারী আমর বলেন, আমি শুআইবকে জিজ্ঞেস করলাম, “হে আবুল হাসান! ‘সুরক্ষিত নগরী’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?” তিনি বললেন, আমি এ বিষয়ে সাদিক (আ) কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি উত্তরে বলেছিলেন: “একনিষ্ঠ ও সমাহিত অন্তর (আল-কালবুল মুজতামি‘)।”

من عامل الناس مجتنبا لثلاث خصال وجبت له عليهم أربع خصال
(যে ব্যক্তি মানুষের সাথে তিনটি গুণ পরিহার করে আচরণ করে, তার জন্য চারটি অধিকার আবশ্যক হয়ে যায়)
————————————————————————————

4: Hadith 28

حدثنا أبومنصور أحمد بن إبراهيم بن بكر قال: حدثنا أبومحمد زيد بن محمد البغدادي قال: حدثنا أبوالقاسم عبد الله بن أحمد بن عامر بن سليمان الطائي بالبصرة قال: حدثنا أبي قال: حدثنا علي بن موسى الرضا، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت اخوته وحرمت غيبته.

আলী (আ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “যে ব্যক্তি মানুষের সাথে লেনদেন বা মেলামেশা করার সময় তাদের প্রতি জুলুম করে না, কথা বলার সময় মিথ্যা বলে না এবং প্রতিশ্রুতি দিলে তা ভঙ্গ করে না সে এমন একজন ব্যক্তি যার মনুষ্যত্ব (মুরূয়াত) পূর্ণতা পেয়েছে, যার ন্যায়পরায়ণতা প্রকাশ পেয়েছে, যার সাথে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করা ওয়াজিব এবং যার গিবত করা হারাম।”

4: Hadith 29

حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن موسى بن جعفر بن أبي جعفر الكميداني، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاث من كن فيه أوجبن له أربعا على الناس: من إذا حدثهم لم يكذبهم وإذا خالطهم لم يظلمهم وإذا وعدهم لم يخلفهم، وجب أن تظهر في الناس عدالته، وتظهر فيهم مروءته، وأن تحرم عليهم غيبته، وأن تجب عليهم اخوته.

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন, “যার মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে মানুষের ওপর তার জন্য চারটি অধিকার পালন করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। সেই গুণগুলো হলো যখন সে মানুষের সাথে কথা বলে তখন মিথ্যা বলে না, যখন তাদের সাথে মেলামেশা বা লেনদেন করে তখন তাদের প্রতি জুলুম করে না এবং যখন সে কাউকে কোনো প্রতিশ্রুতি দেয় তখন তা ভঙ্গ করে না। এই গুণগুলো যার মধ্যে থাকবে, মানুষের মধ্যে তার ন্যায়পরায়ণতা প্রকাশ পাওয়া ও তার মুরুওয়াত বা মনুষ্যত্ব জাহির হওয়া অবধারিত হয় এবং মানুষের জন্য তার গীবত করা হারাম ও তার সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন অটুট রাখা ওয়াজিব হয়ে যায়।”

اربع ابيات شعر لا بليس أجاب بها آدم (ع) عن بيتين
(ইবলিস যে দুই পঙক্তির উত্তরে আদম (আ) কে চারটি কবিতার পঙক্তি বলেছিল)
————————————————————————————

4: Hadith 30

حدثنا أبو الحسن محمد بن عمرو بن علي بن عبد الله البصري بايلاق قال : حد ثني أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن جبلة الواعظ قال : حدثني أبو القاسم عبدالله ابن أحمد بن عامر الطائي قال : حدثنا أبي قال : حدثنا علي بن موسى الرضا قال : حدثنا موسى بن جعفر قال : حدثنا جعفر بن محمد قال : حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا علي بن الحسين قال : حدثنا الحسين بن علي بن أبي طالب قال : كان علي بن أبي طالب بالكوفة في الجامع إذقام إليه رجل من أهل الشام فقال : يا أمير المؤمنين إني أسألك عن أشياء فقال : سل تفقهاً ولا تسأل تعنتا فسأله عن أشياء ، فكان فيما سأله أن قال له : أخبرني عن أول من قال الشعر ؟ فقال : آدم ، فقال : و ما كان [من] شعره قال : لما انزل إلى الأرض من السماء فرأى تربتها وسعتها وهوائها وقتل قابيل هابيل فقال آدم :تغيرت البلاد ومن عليها تغير كل ذي لون و طعم، فوجه الأرض مغبر قبيحو قل بشاشة الوجه المليح فأجابه إبليس : تنح عن البلاد و ساكنيها و كنت بها وزوجك في قرار فلم تنفك من كيدي ومكري فلولا رحمة الجبار أضحت فبي في الخلد ضاق بك الفسيحوقلبك من أذى الدنيا مريحإلى أن فاتك الثمن الربيح ، بكفك من جنان الخلد ريح،

হুসাইন ইবনে আলী (আ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:
একবার আলী ইবনে আবী তালিব (আ) কুফার মসজিদে অবস্থান করছিলেন। এমতাবস্থায় সিরিয়ার এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে দাঁড়ালেন এবং বললেন, “হে আমিরুল মুমিনীন! আমি আপনাকে কিছু বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে চাই।” আলী (আ) বললেন, “জিজ্ঞাসা করো জ্ঞান অর্জনের জন্য, তর্কের খাতিরে বা কাউকে বিপদে ফেলার জন্য নয়।”
লোকটি বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করলেন। তাঁর করা প্রশ্নগুলোর মধ্যে একটি ছিল: “আমাকে বলুন, সর্ব প্রথম কে কবিতা পাঠ করেছিলেন?”
আলী (আ) বললেন: “আদম (আ)।” লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, “তাঁর সেই কবিতাটি কী ছিল?”
আলী (আ) বললেন: “যখন তিনি জান্নাত থেকে জমিনে অবতীর্ণ হলেন এবং জমিনের ধুলোবালি, এর বিশালতা ও পরিবেশ দেখলেন এবং যখন কাবিল হাবিলকে হত্যা করল, তখন আদম (আ) আক্ষেপ করে বললেন, দেশসমূহ এবং তার অধিবাসীরা সব বদলে গেছে; আজ স্বাদ ও বর্ণযুক্ত সবকিছুই পরিবর্তিত। আজ জমিনের মুখমণ্ডল ধূলিধূসরিত ও কদর্য; আর লাবণ্যময় সুন্দর চেহারার সেই উজ্জ্বলতা আজ অতি সামান্য।”
তখন ইবলিস তাঁকে উত্তর দিলো: এই দেশ এবং এর বাসিন্দাদের থেকে তুমি দূরে সরে যাও; কারণ জান্নাতে তোমার জন্য যে প্রশস্ততা ছিল, তা আমার কারণেই আজ তোমার জন্য সংকীর্ণ। তুমি সেখানে তোমার সঙ্গিনীসহ শান্তিতে অবস্থান করছিলে; আর তোমার হৃদয় দুনিয়ার সকল কষ্ট থেকে ছিল বিমুক্ত। আমার কৌশল আর প্রতারণা থেকে তুমি রেহাই পাওনি;
শেষ পর্যন্ত তোমার সেই মহামূল্যবান প্রাপ্তি (জান্নাত) হাতছাড়া হয়েছে। যদি দয়াময় আল্লাহর করুণা না থাকত; তবে জান্নাতের সেই সুবাতাসটুকুও আজ তোমার হাতে থাকত না।”

إن الله تبارك وتعالى أخفى أربعة في أربعة
(নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা চারটি বিষয় চারটির মধ্যে গোপন রেখেছেন)
————————————————————————————

4: Hadith 31

حدثنا محمد بن علي ما جيلويه رضي الله عنه قال : حدثنا عمي محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عبد بن علي الباقر ، عن أبيه علي بن الحسين ، عن أبيه الحسين بن علي ، عن أبيه أمير المؤمنين قال : إن الله تبارك و تعالى أخفى أربعة في أربعة : أخفى رضاء في طاعته فلا نستصغرن شيئاً من طاعته ، فربما وافق رضاه وأنت لا تعلم. وأخفى سخطه في معصيته فلا تستصغرن شيئاً من معصيته ، فربما وافق سخطه معصيته وأنت لا تعلم ، وأخفى إجابته في دعوته فلا تستصغرن شيئاً من دعائه ، فربما وافق إجابته وأنت لا تعلم . وأخفى وليه في عباده فلا تستصغرن عبداً من عبيد الله ، فربما يكون وليه وأنت لا تعلم.

আমিরুল মুমিনীন (আ) বলেন: “নিশ্চয়ই আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা চারটি বিষয়কে চারটির মাঝে লুকিয়ে রেখেছেন: তিনি নিজের সন্তুষ্টিকে লুকিয়ে রেখেছেন তাঁর আনুগত্যের (ইবাদতের) মাঝে। সুতরাং তাঁর কোনো আনুগত্যকেই তোমরা তুচ্ছ জ্ঞান করো না; কারণ হতে পারে তাঁর সন্তুষ্টি সেই আমলেই নিহিত যা তুমি জানো না।
তিনি নিজের অসন্তুষ্টিকে লুকিয়ে রেখেছেন তাঁর নাফরমানির (পাপের) মাঝে। সুতরাং তাঁর কোনো নাফরমানিকেই তোমরা ছোট মনে করো না; কারণ হতে পারে সেই পাপেই তাঁর অসন্তুষ্টি নিহিত যা তুমি জানো না।
তিনি নিজের কবুলিয়তকে (দোয়া গ্রহণ) লুকিয়ে রেখেছেন তাঁর কাছে প্রার্থনার (দোয়া) মাঝে। সুতরাং তাঁর কাছে কোনো দোয়াই তুচ্ছ মনে করো না; কারণ হতে পারে সেই দোয়াই কবুল হয়ে যাবে যা তুমি জানো না।
এবং তিনি নিজের ওয়ালীকে লুকিয়ে রেখেছেন তাঁর বান্দাদের মাঝে। সুতরাং আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কাউকে তুচ্ছজ্ঞান করো না; কারণ হতে পারে সে-ই আল্লাহর ওলী আর তুমি তা জানো না”

قول النبي صلى الله عليه وآله لا تكرهوا أربعة فانها لأربعة
(নবী ﷺ বলেছেন: চারটি জিনিস অপছন্দ করো না, কারণ তা চারটি উপকারের জন্য)
————————————————————————————

4: Hadith 32

حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه قال : حدثني علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي قال : قال رسول الله ﷺ : لا تكرهوا أربعة فانها لأربعة : لا تكرهوا الزكام فانه أمان من الجذام ، ولا تكرهوا الدماميل فانها أمان من البرص ، ولا تكرهوا الرمد فانه أمان من العمى ، ولا تكرهوا السعال فانه أمان من الفالج..

আলী (আ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:
“তোমরা চারটি বিষয়কে অপছন্দ করো না, কারণ সেগুলো (আরও বড়) চারটি বিষয় থেকে রক্ষাকবচ: সর্দিকে অপছন্দ করো না; কারণ তা কুষ্ঠরোগ থেকে নিরাপত্তা দেয়। ফোঁড়াকে (দামামিল) অপছন্দ করো না; কারণ তা শ্বেতী রোগ (বারাস) থেকে নিরাপত্তা দেয়। চোখ ওঠাকে (রামাদ) অপছন্দ করো না; কারণ তা অন্ধত্ব থেকে নিরাপত্তা দেয় এবং কাশিকে অপছন্দ করো না; কারণ তা পক্ষাঘাত থেকে নিরাপত্তা দেয়।”

لأمير المؤمنين عليه السلام أربع مناقب لم يسبقه إليها عربي

(আমীরুল মুমিনীন (আ)-এর চারটি মর্যাদা আছে, যেগুলোতে কোনো আরব তাঁর আগে অগ্রগামী হয়নি)
————————————————————————————

4: Hadith 33

حدثنا أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري القاضي قال : أخبرني محمد بن عبد الحميد الفرغاني قال : حدثنا أحمد بن بديل قال : حدثنا مفضل بن صالح الأسدي عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : كان لعلي أربع مناقب لم يسبقه إليها عربي : كان أول من صلى مع رسول الله ﷺ، وكان صاحب رايته في كل زحف، وانهزم الناس يوم المهراس وثبت، وغسله وأدخله قبره.

ইবনে আব্বাস বলেন: আলী (আ) এর এমন চারটি মর্যাদা (মানাকিব) ছিল যা অন্য কোনো আরবের মাঝে ছিল না: তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করেছেন। প্রতিটি সম্মুখ যুদ্ধে তিনিই ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পতাকাবাহী। উহুদের যুদ্ধের দিন যখন মানুষ পিছু হটেছিল, তখন তিনি দৃঢ়ভাবে অটল ছিলেন। এবং তিনিই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে গোসল দিয়েছেন ও কবরে শায়িত করেছেন।

4: Hadith 34

حدثنا أحمد بن محمد بن إسحاق قال : حدثنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال : حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن أبي نجيح عن أبيه ، عن ربيعة الجرشي أنه ذكر عليا عند معاوية وعنده سعد بن أبي وقاص فقال له سعد : تذكر علياً ، أما إن له مناقب أربع لأن تكون لي واحدة منها أحب إلي من كذا وكذا وذكر حمر النعم : قوله «لأعطين الراية غداً» وقوله «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» وقوله له «من كنت مولاه فعلي مولاه» ونسي سعد الرابعة.

রাবী'আ আল-জুরশী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একবার মু'আবিয়ার নিকট আলী (আ)-এর আলোচনা চলছিল, আর সেখানে সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস উপস্থিত ছিলেন। তখন সা'দ বললেন: "তুমি কি আলীকে স্মরণ করছ? তাঁর এমন চারটি মর্যাদা আছে, যার একটি যদি আমার জন্য হতো, তবে তা আমার কাছে লাল উটের চেয়েও বেশি প্রিয় হতো।" তারপর তিনি তিনটি মর্যাদা উল্লেখ করলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী: "আমি আগামীকাল পতাকা এমন একজনকে দেব..."
"তুমি আমার কাছে সেই অবস্থানে, যেমন হারুন মূসার কাছে ছিলেন" "যার আমি মাওলা, আলীও তার মাওলা"

قول معاوية لابن عباس أنى لاحبك لخصال أربع مع مغفرتى لك خصالا أربعا
(ইবনে আব্বাসের প্রতি মুআবিয়ার উক্তি: আমি তোমাকে চারটি কারণে ভালোবাসি, পাশাপাশি তোমার চারটি ভুলকে ক্ষমা করে দিয়েছি)
————————————————————————————

4: Hadith 35

حدثنا علي بن أحمد بن موسى رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد بن يحيى ابن زكريا القطان قال: حدثنا أبومحمد بكر بن عبد الله بن حبيب قال: حدثنا العباس ابن الفرج قال: حدثنا أبوسلمة الغفاري قال: حدثني عبد الله بن إبراهيم بن أبي فروة عن عبدالملك بن مروان قال: كنا عند معاوية ذات يوم وقد اجتمع عنده جماعة من قريش وفيهم عدة من بني هاشم، فقال معاوية: يا بني هاشم بم تفخرون علينا؟ أليس الاب والام واحدا؟ والدار والمولد واحدا؟ فقال ابن عباس: نفخر عليكم بما أصبحت تفخر به على سائر قريش، وتفخر به قريش على [سائر] الانصار، وتفخز به الانصار على سائر العرب، وتفخر به العرب على [سائر] العجم: برسول الله صلى الله عليه وآله وبما لا تستطيع له إنكارا ولا منه فرارا، فقال معاوية: يا ابن عباس لقد اعطيت لسانا ذلقا،

تكاد تغلب بباطلك حق سواك، فقال ابن عباس: مه فان الباطل لا يغلب الحق، ودع عنك الحسد فلبائس الشعار الحسد، فقال معاوية: صدقت أما والله إني لاحبك لخصال أربع مع ضمني لك خصالا أربعا، فأما إني احبك فلقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وآله وأما الثانية فانك رجل من اسرتي وأهل بيتي ومن مصاص عبد مناف. وأما الثالثة فأبي كان خلا لابيك، وأما الرابعة فانك لسان قريش وزعيمها وفقيهها. وأما الاربع التي غفرت لك: فعدوك علي بصفين فيمن عدا، وإساءتك في خذلان عثمان فيمن أساء، وسعيك على عائشة أم المؤمنين فيمن سعى، ونفيك عني زيادا فيمن نفى، فضربت أنف هذا الامر وعينه حتى استخرجت عذرك من كتاب الله عز وجل وقول الشعراء، أما ما وافق كتاب الله عز وجل فقوله "... خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً ..." وأما ما قالت الشعراء فقول أخي بني ذبيان:

ولست بمستبق أخا لا تلمه

على شعث أي الرجال المهذب

فاعلم أني قد قبلت فيك الاربع الاولى، وغفرت لك الاربع الاخرى، وكنت في ذلك كما قال الاول:

سأقبل ممن قد احب جميله

وأغفر ما قد كان من غير ذلكا

ثم أنصت فتكلم ابن عباس فقال بعد حمد الله والثناء عليه: وأما ما ذكرت أنك تحبني لقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله فذلك الواجب عليك وعلى كل مسلم آمن بالله وبرسوله، لانه الاجر الذي سألكم رسول الله صلى الله عليه وآله على ما آتاكم به من الضياء والبرهان المبين، فقال عز وجل: " قل لا أسئلكم عليه أجرا إلا المودة في القربى" فمن لم يجب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ما سأله خاب وخزي وكبا في جهنم، وأما ما ذكرت أني رجل من اسرتك وأهل بيتك، فذلك كذلك وإنما أردت به صلة الرحم ولعمري إنك اليوم وصول مما قد كان منك مما لا تثريب عليك فيه اليوم.

وأما قولك إن أبي كان خلا لابيك فقد كان ذلك، وقد سبق فيه قول الاول:

سأحفظ من آخى أبي في حياته

وأحفظه من بعده في الاقارب

ولست لمن لا يحفظ العهد وامقا

ولا هو عند النائبات بصاحب

وأما ما ذكرت من أني لسان قريش وزعيمها وفقيهها فاني لم اعط من ذلك شيئا إلا وقد اوتيته غير أنك قد أبيت بشرفك وكرمك إلا أن تفضلني، وقد سبق في ذلك قول الاول:

وكل كريم للكرام مفضل

يراه له أهلا وإن كان فاضلا

وأما ما ذكرت من عدوي عليك بصفين فوالله لو لم أفعل ذلك لكنت من ألام العالمين، أكانت نفسك تحدثك يا معاوية أني أخذل ابن عمي أمير المؤمنين وسيد المسلمين وقد حشد له المهاجرون والانصار والمصطفون الاخيار.ولم يا معاوية!! أشك في ديني؟ أم حيرة في سجيتي؟ أم ضن بنفسي؟.

وأما ما ذكرت من خذلان عثمان، فقد خذله من كان أمس رحما به مني ولي في الاقربين والابعدين اسوة، وإني لم أعد عليه فيمن عدا بل كففت عنه كما كف أهل المروات والحجى.

وأما ما ذكرت من سعيي على عائشة فان الله تعالى أمرها أن تقر في بيتها وتحتجب بسترها فلما كشفت جلباب الحياء وخالفت نبيها صلى الله عليه وآله، وسعنا ما كان منا إليها.
وأما ما ذكرت من نفي زياد، فاني لم أنفه بل نفاه رسول الله صلى الله عليه وآله إذ قال: "الولد للفراش وللعاهر الحجر." وإني من بعد هذا لاحب ما سرك في جميع امورك.

فتكلم عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين والله ما أحبك ساعة قط غير أنه قد اعطي لسانا ذربا فقلبه كيف شاء، وإن مثلك ومثله كما قال الاول وذكر بيت شعر فقال ابن عباس إن عمرا داخل بين العظم واللحم والعصا واللحاء وقد تكلم فليستمع فقد وافق قرنا. أما والله يا عمرو إني لابغضك في الله وما أعتذر منه، إنك قمت خطيبا فقلت: أنا شانئ محمد، فأنزل الله عز وجل "إن شانئك هو الابتر" فأنت أبتر الدين والدنيا، وأنت شانئ محمد في الجاهلية والاسلام، وقد قال الله تبارك وتعالى: "لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله" وقد حاددت الله ورسوله قديما وحديثا ولقد جهدت على رسول الله جهدك، وأجلبت عليه بخيلك ورجلك حتى إذا غلبك الله على أمرك ورد كيدك في نحرك وأوهن قوتك وأكذب احدوثتك، نزعت وأنت حسير، ثم كدت بجهدك لعداوة أهل بيت نبيه من بعده ليس بك في [ذلك] حب معاوية ولا آل معاوية إلا العداوة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله مع بغضك وحسدك القديم لابناء عبد مناف ومثلك في ذلك كما قال الاول:

تعرض لي عمرو وعمرو خزاية

تعرض ضبع القفر للاسد الورد

فما هو لي ند فأشتم عرضه

ولا هو لي عبد فأبطش بالعبد

فتكلم عمرو بن العاص، فقطع عليه معاوية، وقال: أما والله يا عمرو ما أنت من رجاله فان شئت فقل وإن شئت فدع.
فاغتنمها عمرو وسكت، فقال ابن عباس: دعه يا معاوية فوالله لاسمنه بميسم يبقى عليه عاره وشناره إلى يوم القيامه تتحدث به الاماء والعبيد ويتغنى به في المجالس ويتحدث به في المحافل، ثم قال ابن عباس: يا عمرو وابتدأ في الكلام، فمد معاوية يده فوضعها على في ابن عباس، وقال له: أقسمت عليك يا ابن عباس إلا أمسكت، وكره أن يسمع أهل الشام ما يقول ابن عباس، وكان آخر كلامه: اخسأ أيها العبد وأنت مذموم، وافترقو

তিনি আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান বলেন: আমরা একদিন মু'আবিয়ার নিকট ছিলাম, তখন কুরাইশের একদল লোক তাঁর কাছে একত্রিত ছিল, তাদের মধ্যে বনু হাশিমের কয়েকজনও ছিল।
তখন মু'আবিয়া বললেন: "হে বনু হাশিম! তোমরা আমাদের উপর কী নিয়ে গর্ব করো? কি পিতা ও মাতা কি একই নয়? ঘর ও জন্মস্থান কি একই নয়?"
তখন ইবনে আব্বাস বললেন: "আমরা তোমাদের উপর সেই জিনিসের মাধ্যমে গর্ব করি, যার মাধ্যমে কুরাইশ পুরো আরবের উপর গর্ব করে, আর আরব অন্যান্য জাতির উপর গর্ব করে, আর অন্যান্য জাতি আরবের উপর গর্ব করে তা হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং এমন কিছু যা তুমি অস্বীকার করতে পারবে না এবং তা থেকে পালাতে পারবে না।"
তখন মু'আবিয়া বললেন: "হে ইবনে আব্বাস! তোমাকে তো আমি দেখছি খুব তীক্ষ্ণ জিহ্বার অধিকারী, তুমি তোমার বাতিল দ্বারা অন্যের সত্যকে প্রায় পরাজিত করে ফেলো।"
তখন ইবনে আব্বাস বললেন: "থামো! কারণ বাতিল কখনো সত্যকে পরাজিত করতে পারে না। আর হিংসা থেকে দূরে থাকো, কারণ হিংসা খুবই নিকৃষ্ট স্বভাব।"
তখন মু'আবিয়া বললেন: "তুমি সত্য বলেছ। আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে চারটি কারণে ভালোবাসি, এবং তোমার চারটি বিষয় আমি ক্ষমা করি।"

তিনি বললেন: “যে চার কারণে আমি তোমাকে ভালোবাসি। প্রথমত, তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আত্মীয়। দ্বিতীয়ত, তুমি আমার বংশ ও আহলে বায়েতের একজন, এবং বনু আবদে মানাফের মূল অংশ। তৃতীয়ত, আমার পিতা তোমার পিতার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ ছিলেন। চতুর্থত, তুমি কুরাইশের জিহ্বা, নেতা ও ফকীহ।”
আর যে চারটি বিষয় আমি তোমাকে ক্ষমা করি। সিফফিন যুদ্ধে তুমি আলীর পক্ষ নেওয়া, যাদের মধ্যে তুমি ছিলে। উসমান এর বিষয়ে তোমার ভূমিকা ও সমালোচনা। উম্মুল মুমিনীন আয়েশার বিরুদ্ধে তোমার প্রচেষ্টা। আমার বিরুদ্ধে যিয়াদকে অস্বীকার করা।”
তারপর তিনি বলেন: তুমি এই বিষয়গুলোকে এমনভাবে তুলে ধরেছ যে তুমি কুরআনের আয়াত ও কবিদের কথার মাধ্যমে নিজের অজুহাত বের করে এনেছ। যে কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে তুমি যুক্তি দিয়েছ, তা হলো আল্লাহর বাণী: “তারা মিশ্রিত করেছে সৎকর্ম ও অসৎকর্ম।” (কুরআন 9:102)
আর কবিদের কথা হলো বনু যোবইয়ানের এক কবির কথা:
“আমি এমন ভাইকে অপমান করি না, যে দোষমুক্ত নয়
মানুষের মধ্যে কে-ই বা সম্পূর্ণ পরিশুদ্ধ?”

অতঃপর তিনি বলেন: আমি তোমার চারটি ভালো দিক গ্রহণ করেছি, এবং চারটি বিষয় ক্ষমা করেছি, আর এ বিষয়ে আমি সেই ব্যক্তির মতোই, যিনি বলেছেন:
“আমি যার ভালোবাসি তার সুন্দর গুণ গ্রহণ করি
আর তার অন্য সব দোষ ক্ষমা করে দিই।”

এরপর ইবনে আব্বাস কথা বললেন। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করার পর বললেন:
“তুমি যে বললে আমি রাসূল ﷺ-এর আত্মীয় বলে আমাকে ভালোবাসো এটা তোমার ও প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে। কারণ এটি সেই প্রতিদান, যা রাসূল ﷺ তোমাদের কাছে চেয়েছিলেন তাঁর আনীত আলো ও সুস্পষ্ট প্রমাণের জন্য।”
আল্লাহ বলেছেন: “বল, আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোনো পারিশ্রমিক চাই না, শুধু আত্মীয়দের প্রতি ভালোবাসা চাই।” (কুরআন 42: 23)
অতএব যে ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর এই দাবিকে গ্রহণ না করবে, সে ধ্বংসপ্রাপ্ত ও লজ্জিত হবে।
আর তুমি যে বললে আমি তোমার বংশের লোক তা ঠিক, তবে তুমি এটি আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে বলেছ, এবং আজ তুমি তা মেনে নিচ্ছ, যদিও পূর্বে তোমার মধ্যে এমন কিছু ছিল।
আর তুমি যে বললে আমার পিতা তোমার পিতার বন্ধু ছিলেন তা সত্য, এবং এ বিষয়ে পূর্বসূরীদের কথা রয়েছে।
আর তুমি যে বললে আমি কুরাইশের নেতা ও জ্ঞানী, তা এমন কিছু নয় যা আমাকে বিশেষ করে তোলে, কারণ এটি আল্লাহর দান।
আর তুমি যে বললে আমি সিফফিনে তোমার বিরুদ্ধে ছিলাম—আল্লাহর কসম! যদি আমি তা না করতাম, তবে আমি সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। তুমি কি মনে করো আমি আমার চাচাতো ভাই (আলী) এবং মুসলমানদের নেতা ও সর্দারের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতাম, যার পক্ষে মুহাজির ও আনসাররা একত্রিত ছিল?
হে মু‘আবিয়া! তুমি কি মনে করো আমি আমার ধর্ম নিয়ে সন্দেহে ছিলাম? না কি আমি আমার স্বভাব নিয়ে বিভ্রান্ত ছিলাম? না কি আমি নিজের প্রতি কৃপণ ছিলাম?
আর তুমি যে বললে আমি উসমানকে সাহায্য করিনি, তাকে এমন লোকও সাহায্য করেনি যারা আমার থেকেও বেশি আত্মীয় ছিল। আর আমি তার বিরুদ্ধে যাইনি, বরং আমি তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছি।
আর তুমি যে বললে আমি আয়েশার বিরুদ্ধে ছিলাম, আল্লাহ তাকে ঘরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন, পর্দা বজায় রাখতে বলেছেন। যখন তিনি সেই নির্দেশ অমান্য করলেন, তখন যা ঘটেছে তা ঘটেছে।
আর তুমি যে বললে আমি যিয়াদকে অস্বীকার করেছি, আমি তাকে অস্বীকার করিনি, বরং রাসূল ﷺ বলেছেন: “সন্তান বিছানার অধিকারী, আর ব্যভিচারীর জন্য পাথর।” আর এরপরও আমি তোমার সব বিষয়ে ভালোবাসা বজায় রাখি।
এরপর আমর ইবনুল আস কথা বললেন, তখন মু‘আবিয়া তাকে থামিয়ে দিলেন। তখন তিনি বললেন: “হে আমর! আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে কখনোই পছন্দ করিনি, তবে তুমি তীক্ষ্ণ জিহ্বার অধিকারী।”
তখন ইবনে আব্বাস বললেন: “আমর এমন যে সে হাড় ও মাংসের মাঝখানে ঢুকে পড়ে কথা বলে।”
এরপর তিনি আমরের কঠোর সমালোচনা করেন এবং বলেন সে রাসূল ﷺ-এর শত্রু ছিল এবং তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে।
তখন আমর কিছু বলতে চাইলে মু‘আবিয়া তাকে থামিয়ে দেন এবং বলেন: “আল্লাহর কসম, হে আমর! তুমি আমাদের লোকদের মধ্যে নও, চাইলে বলো, না চাইলে থেমে যাও।” তখন আমর চুপ হয়ে যান। ইবনে আব্বাস

বলেন: “তাকে ছেড়ে দাও, হে মু'আবিয়া! আল্লাহর কসম, আমি তাকে এমন দাগ দেবো যা কিয়ামত পর্যন্ত তার অপমান হয়ে থাকবে।” তখন মু'আবিয়া ইবনে আব্বাসের মুখে হাত রাখলেন এবং বললেন: “আমি তোমাকে কসম দিয়ে বলছি, হে ইবনে আব্বাস, থামো।” তিনি চাইলেন না যে সিরিয়ার লোকেরা ইবনে আব্বাসের কথা শুনুক।।আর ইবনে আব্বাসের শেষ কথা ছিল: “হে অপমানিত ব্যক্তি, তুমি ঘৃণিত।”এরপর সবাই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

وجوه الذنوب أربعة
(গুনাহের মূল উৎস চারটি)
————————————————————————————

4: Hadith 36

حدثنا محمد بن علي ما جيلويه رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير قال : ما سمعت ولا استفدت من هشام بن الحكم في طول صحبتي له شيئاً أحسن من هذا الكلام في عصمة الإمام ، فإني سألته يوماً عن الإمام أهو معصوم؟ فقال : نعم ، فقلت : فما صفة العصمة فيه؟ وبأي شيء يعرف؟ فقال : إن جميع الذنوب لها أربعة أوجه لا خامس لها : الحرص والحسد والغضب والشهوة ، فهذه منفية عنه ؛ لا يجوز أن يكون حريصاً على هذه الدنيا وهي تحت خاتمه لأنه خازن المسلمين فعلى ماذا يحرص ، ولا يجوز أن يكون حسوداً لأن الإنسان إنما يحسد من فوقه وليس فوقه أحد فكيف يحسد من هو دونه ، ولا يجوز أن يغضب لشيء من أمور الدنيا إلا أن يكون غضبه لله عز وجل ، فإن الله عز وجل قد فرض عليه إقامة الحدود وأن لا تأخذه في الله لومة لائم ولا رأفة في دينه حتى يقيم حدود الله عز وجل ، ولا يجوز له أن يتبع الشهوات ويؤثر الدنيا على الآخرة لأن الله عز وجل حبب إليه الآخرة كما حبب إلينا الدنيا فهو ينظر إلى الآخرة كما ننظر إلى الدنيا ، فهل رأيت أحداً ترك وجهاً حسناً لوجه قبيح وطعاماً طيباً لطعام مر ، وثوباً ليناً لثوب خشن ، ونعمة دائمة باقية لدنيا زائلة فانية.

মুহাম্মদ ইবনে আবি উমাইর বলেন: আমি দীর্ঘ সঙ্গ সত্ত্বেও হিশাম ইবনে হাকামের কাছ থেকে ইমামের নিষ্পাপত্ব সম্পর্কে এর চেয়ে উত্তম কথা আর শুনিনি। একদিন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম: “ইমাম কি নিষ্পাপ?” তিনি বললেন: “হ্যাঁ।” আমি বললাম: “তাঁর এই নিষ্পাপত্বের বৈশিষ্ট্য কী? এবং কীভাবে তা জানা যায়?” তিনি বললেন: “নিশ্চয় সকল গুনাহের মূল চারটি। এর বাইরে পঞ্চম কিছু নেই: লোভ, হিংসা, ক্রোধ এবং প্রবৃত্তি । আর এইগুলো ইমামের ক্ষেত্রে বিদ্যমান নয়। তিনি দুনিয়ার প্রতি লোভী হতে পারেন না, অথচ দুনিয়া তাঁর কর্তৃত্বাধীন; কারণ তিনি মুসলমানদের খাজাঞ্চি, তাহলে তিনি কিসের লোভ করবেন?
তিনি হিংসুক হতে পারেন না; কারণ মানুষ সাধারণত তার ঊর্ধ্বতনকে হিংসা করে, অথচ তাঁর উপরে কেউ নেই। তাহলে তিনি কাকে হিংসা করবেন?
তিনি দুনিয়ার কোনো বিষয়ে ক্রোধ করেন না, তবে যদি ক্রোধ করেন, তা কেবল আল্লাহর জন্যই করেন; কারণ আল্লাহ তাঁর উপর শরীয়তের হুকুম বাস্তবায়ন ফরজ করেছেন এবং এ ক্ষেত্রে কারো নিন্দা বা করুণায় প্রভাবিত হওয়া তাঁর জন্য বৈধ নয়।
আর তিনি প্রবৃত্তির অনুসরণ করেন না এবং দুনিয়াকে আখিরাতের ওপর প্রাধান্য দেন না; কারণ আল্লাহ তাঁর কাছে আখিরাতকে তেমনই প্রিয় করে দিয়েছেন, যেমন আমাদের কাছে দুনিয়া প্রিয়।
তিনি আখিরাতকে এমনভাবে দেখেন, যেমন আমরা দুনিয়াকে দেখি। তুমি কি কখনো দেখেছ কেউ সুন্দর জিনিস ছেড়ে কুৎসিত জিনিস গ্রহণ করে? সুস্বাদু খাদ্য ছেড়ে তিক্ত খাদ্য গ্রহণ করে? নরম বস্ত্র ছেড়ে রুক্ষ বস্ত্র গ্রহণ করে? কিংবা চিরস্থায়ী নিয়ামত ছেড়ে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াকে বেছে নেয়?”

ثواب من حج أربع حجج
(যে ব্যক্তি চারবার হজ করে তার সওয়াব)

————————————————————————————

4: Hadith 37

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن حج أربع حجج ماله من الثواب ، قال : يا منصور من حج أربع حجج لم تصبه ضغطة القبر أبداً ، وإذا مات صور الله الحج الذي حج في صورة حسنة من أحسن ما يكون من الصور بين عينيه ، تصلي في جوف قبره حتى يبعثه الله من قبره ويكون ثواب تلك الصلاة له ، واعلم أن صلاة من تلك الصلاة تعدل ألف ركعة من صلاة الآدميين.

মানসুর ইবনে হাযিম বলেন: আমি আবু আব্দুল্লাহ (আ) কে জিজ্ঞেস করলাম, যে ব্যক্তি চারটি হজ্জ সম্পন্ন করেছে তার সওয়াব কী? তিনি বললেন: “হে মানসুর! যে ব্যক্তি চারটি হজ্জ করেছে, তাকে কখনোই কবরের চাপ স্পর্শ করবে না। আর সে যখন মৃত্যুবরণ করবে, তখন আল্লাহ তার হজ্জসমূহকে অত্যন্ত সুন্দর এক অবয়বে তার চোখের সামনে মূর্ত করবেন। সেই আকৃতিটি তার কবরের ভেতর সালাত আদায় করতে থাকবে যতক্ষণ না আল্লাহ তাকে কবর থেকে পুনরুত্থিত করেন এবং সেই সালাতের সওয়াব ওই ব্যক্তির আমলনামায় যুক্ত হবে। জেনে রেখো, সেই সালাতের একটি রাকাত মানুষের সাধারণ সালাতের এক হাজার রাকাতের সমান।”

أربع لا يجزن في أربعة
(চারটি বিষয় চারটি কাজে গ্রহণযোগ্য নয়)
————————————————————————————

4: Hadith 38

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله قال : حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن أبان بن عثمان الأحمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أربع لا يجزن في أربع : الخيانة والغلول والسرقة والربا ، لا يجزن في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة.

আবু আব্দুল্লাহ (আ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: “চারটি বিষয় অন্য চারটি কাজে কোনো ফল দেয় না: খিয়ানত (বিশ্বাসঘাতকতা), গনিমতের খিয়ানত, চুরি এবং সুদ। এই চার উপায়ে অর্জিত সম্পদ হজ্জ, উমরাহ, জিহাদ এবং সদকার ক্ষেত্রে কোনো কাজে আসে না।”

الطعام إذا جمع أربع خصال فقد تم
(খাবার চারটি গুণ একত্র হলে তা পূর্ণতা পায়)
————————————————————————————

4: Hadith 39

حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال : حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن مسلم السكوني عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :

إذا جمع للطعام أربع خصال فقد تم : إذا كان من حلال ، وكثرت الأيدي عليه ، وسمى الله تبارك وتعالى في أوله ، وحمد في آخره.

আলী (আ) বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “যখন খাবারের মাঝে চারটি গুণের সমন্বয় ঘটে, তখন তা পূর্ণতা পায়: যদি তা হালাল উৎস থেকে হয়। যদি সেই খাবারে অংশগ্রহণকারী হাতের সংখ্যা বেশি হয়। যদি খাওয়ার শুরুতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়। এবং খাওয়ার শেষে আল্লাহর প্রশংসা করা হয়।”

لولد الزنا أربع علامات
(অবৈধ সন্তানের চারটি লক্ষণ)
————————————————————

4: Hadith 40

حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور رضي الله عنه قال: حدثنا الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبدالله بن عامر ، عن محمد بن زياد ، عن سيف بن عميرة قال : قال الصادق جعفر بن محمد عليه السلام : من لم يبال ما قال وما قيل فيه فهو شرك شيطان، ومن لم يبال أن يراه الناس مسيئاً فهو شرك شيطان، ومن اغتاب أخاه المؤمن من غير ترة بينهما فهو شرك شيطان، ومن شغف بمحبة الحرام وشهوة الزنا فهو شرك شيطان، ثم قال : إن لولد الزنا علامات أحدها بغضنا أهل البيت ، وثانيها أنه يحن إلى الحرام الذي ولد منه ، وثالثها الاستخفاف بالدين ، ورابعها سوء المحضر للناس ، ولا يسيء محضر خلقه من إخوانه إلا من ولد على غير فراش أبيه أو حملت به أمه في حيضها.

আস-সাদিক জাফর ইবনে মুহাম্মদ (আ) বলেন: “যে ব্যক্তি নিজে কী বলছে এবং লোকে তাকে নিয়ে কী বলছে এসবের কোনো পরোয়া করে না, সে শয়তানের অংশীদার । যে ব্যক্তি মানুষ তাকে পাপাচারী অবস্থায় দেখুক এতে লজ্জিত হয় না, সে শয়তানের অংশীদার। যে ব্যক্তি তার মুমিন ভাইকে কোনো পূর্বশত্রুতা ছাড়াই গীবত বা পরনিন্দা করে, সে শয়তানের অংশীদার। আর যে ব্যক্তি হারামের প্রতি আসক্ত এবং ব্যভিচারের কামনায় মত্ত থাকে, সে শয়তানের অংশীদার।”
অতঃপর তিনি বলেন: “অবৈধ সন্তানের বিশেষ কিছু লক্ষণ রয়েছে: আমাদের অর্থাৎ আহলে বাইতের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা। সেই হারামের (জিনা) প্রতি লালায়িত হওয়া যার মাধ্যমে সে সৃষ্টি হয়েছে। দ্বীন বা ধর্মকে অবজ্ঞা করা। মানুষের সাথে নিকৃষ্ট আচরণ করা।
আর যে ব্যক্তি তার ভাইদের সাথে অসদাচরণ করে, সে মূলত পিতার বৈধ শয্যা ব্যতীত অন্যভাবে অথবা মায়ের ঋতুকালীন অবস্থায় গর্ভধারণের ফলে জন্ম নিয়েছে।”

أوصى الله عز وجل موسى (ع) بأربعة أشياء
(আল্লাহ তাআলা মূসা (আ) কে চারটি বিষয়ের উপদেশ দিয়েছেন)
————————————————————

4: Hadith 41

حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال : حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني قال : حدثنا علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن ثابت بن أبي صفية ، عن سعد الخفاف ، عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : قال الله تبارك وتعالى لموسى : يا موسى احفظ وصيتي لك بأربعة أشياء : أولهن مادمت لا ترى ذنوبك تغفر فلا تشتغل بعيوب غيرك ، والثانية مادمت لا ترى كنوزي قد نفدت فلا تغتم بسبب رزقك ، والثالثة مادمت لا ترى زوال ملكي فلا ترج أحداً غيري ، والرابعة مادمت لا ترى الشيطان ميتاً فلا تأمن مكره.

আমীরুল মুমিনীন আলী (আ) বলেন: মহান আল্লাহ মুসা (আ) কে বলেছেন: “হে মুসা! আমার চারটি অসিয়ত বা উপদেশ সযত্নে মনে রেখো: যতক্ষণ তুমি না দেখছ যে তোমার গুনাহ মাফ হয়ে গেছে, ততক্ষণ অন্যের দোষ তালাশ করো না। যতক্ষণ তুমি না দেখছ যে আমার ভাণ্ডার ফুরিয়ে গেছে, ততক্ষণ তোমার রিযিকের জন্য দুশ্চিন্তা করো না। যতক্ষণ তুমি না দেখছ যে আমার রাজত্বের অবসান ঘটেছে, ততক্ষণ আমি ছাড়া অন্য কারো কাছে আশা রেখো না। এবং যতক্ষণ তুমি না দেখছ যে শয়তান মারা গেছে, ততক্ষণ তার ধোঁকা বা কূটকৌশল থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করো না।”

كان أمير المؤمنين (ع) إذا توجه في سرية أربع خصال
(আমীরুল মুমিনীন (আ) যখন কোনো অভিযানে যেতেন, তখন চারটি বিষয় থাকত)
————————————————————————

4: Hadith 42

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله قال : حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن أبي الزبير المكي ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : قال رسول الله ﷺ : والذي نفسي بيده ما وجهت علياً قط في سرية إلا ونظرت إلى جبرئيل عليه السلام في سبعين ألفاً من الملائكة عن يمينه ، وإلى ميكائيل عن يساره في سبعين ألفاً من الملائكة ، وإلى ملك الموت أمامه ، وإلى سحابة تظله حتى يرزق حسن الظفر.

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ আনসারী বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি যখনই আলীকে কোনো বিশেষ অভিযানে পাঠিয়েছি, আমি দেখেছি, তাঁর ডানপাশে সত্তর হাজার ফেরেশতাসহ জিবরাঈল (আ)। তাঁর বামপাশে সত্তর হাজার ফেরেশতাসহ মিকাঈল (আ)। তাঁর সামনে মালাকুল মউত (আ)। এবং একটি মেঘমালা তাঁকে ছায়া দিচ্ছে, যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁকে মহান বিজয় দান করেন।”

العجب لمن يفزع من أربعة كيف لا يفزع إلى أربعة
(বিস্ময় তাদের প্রতি, যারা চারটি বিপদে এই চারটির আশ্রয় নেয় না)
————————————————————————

4: Hadith 43

حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور رضي الله عنه قال : حدثنا الحسين بن محمد بن عامر ، عن عمه عبد الله بن عامر ، عن محمد بن أبي عمير قال : حدثنا جماعة من مشايخنا منهم أبان بن عثمان ، وهشام بن سالم ، ومحمد بن حمران ، عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام قال : عجبت لمن فزع من أربع كيف لا يفزع إلى أربع : عجبت لمن خاف كيف لا يفزع إلى قوله عز وجل : « حسبنا الله ونعم الوكيل » فإني سمعت الله جل جلاله يقول بعقبها : « فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء » ، وعجبت لمن اغتم كيف لا يفزع إلى قوله عز وجل : « لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين » فإني سمعت الله عز وجل يقول بعقبها : « فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين » ، وعجبت لمن مكر به كيف لا يفزع إلى قوله : « وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد » فإني سمعت الله جل وتقدس يقول بعقبها : « فوقاه الله سيئات ما مكروا » ، وعجبت لمن أراد الدنيا وزينتها كيف لا يفزع إلى قوله تبارك وتعالى : « ما شاء الله لا قوة إلا بالله » فإني سمعت الله عز اسمه يقول بعقبها : « إن ترن أنا أقل منك مالاً وولداً فعسى ربي أن يؤتيني خيراً من جنتك ».

আস-সাদিক জাফর ইবনে মুহাম্মদ (আ) বলেন: “আমি সেই ব্যক্তির জন্য বিস্মিত হই, যে চারটি জিনিসের সম্মুখীন হয়েও অন্য চারটি জিনিসের আশ্রয় নেয় না: আমি বিস্মিত হই সেই ব্যক্তির জন্য, যে ভীত, সে কেন আল্লাহর এই বাণীর আশ্রয় নেয় না ‘হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি’মাল ওয়াকীল’ (আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক)[কুরআন 3:173] কারণ আমি মহান আল্লাহকে এর পরপরই বলতে শুনেছি: ‘অতঃপর তারা আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহসহ ফিরে এল, কোনো অনিষ্টই তাদের স্পর্শ করল না।’ (কুরআন 3:174)।
আমি বিস্মিত হই সেই ব্যক্তির জন্য যে চিন্তাগ্রস্ত বা দুঃখিত, সে কেন আল্লাহর এই বাণীর আশ্রয় নেয় না, ‘লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনায যালিমীন’ (আপনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, আপনি পবিত্র, নিশ্চয়ই আমি পাপিষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম [কুরআন 21:87]। কারণ আমি মহান আল্লাহকে এর পরপরই বলতে শুনেছি: ‘অতঃপর আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম এবং তাকে দুঃখ-চিন্তা থেকে মুক্তি দিলাম; আর এভাবেই আমি মুমিনদের মুক্তি দিয়ে থাকি।’ (কুরআন 21:88)
আমি বিস্মিত হই সেই ব্যক্তির জন্য যার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বা চক্রান্ত করা হচ্ছে, সে কেন আল্লাহর এই বাণীর আশ্রয় নেয় না ‘ওয়া উফাওয়িদু আমরি ইলাল্লাহ, ইন্নাল্লাহা বাসীরুম বিল ইবাদ’ (আমি আমার বিষয় আল্লাহর ওপর সমর্পণ করছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি সম্যক দৃষ্টি রাখেন)[কুরআন 40:44]। কারণ আমি মহান আল্লাহকে এর পরপরই বলতে শুনেছি: ‘অতঃপর তারা যে চক্রান্ত করেছিল, আল্লাহ তাকে তার অকল্যাণ থেকে রক্ষা করলেন।’ (কুরআন 40:45)
আমি বিস্মিত হই সেই ব্যক্তির জন্য যে দুনিয়া ও তার শোভা কামনা করে, সে কেন আল্লাহর এই বাণীর আশ্রয় নেয় না ‘মাশাআল্লাহু লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’ (আল্লাহ যা চেয়েছেন তাই হয়, আল্লাহ ছাড়া কোনো শক্তি নেই) [কুরআন 18:39]। কারণ আমি মহান আল্লাহকে এর পরপরই বলতে শুনেছি: ‘তুমি যদি আমাকে ধনে ও সন্তানে তোমার চেয়ে কম দেখ, তবে আশা করা যায় আমার রব আমাকে তোমার বাগানের চেয়েও উৎকৃষ্ট কিছু দান করবেন।’ (কুরআন 18:40)। আর (আল্লাহর বাণীতে) ‘আশা করা যায়’ শব্দটি আল্লাহর পক্ষ থেকে অবধারিত প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতিস্বরূপ।”

أربعة كتموا الشهادة لأمير المؤمنين (ع) بالولاية فاستجاب الله عز وجل دعاءه عليهم
(চার ব্যক্তি আমিরুল মুমিনীন (আ) এর ওয়ালায়াতের সাক্ষ্য গোপন করেছিল, ফলে আল্লাহ তাঁর দোয়া তাদের ওপর কার্যকর করেন)
————————————————————————

4: Hadith 44

حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال : حدثنا علي بن الحسين السعدآبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي الجارود زياد بن المنذر ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : خطبنا علي بن أبي طالب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس إن قدام منبركم هذا أربعة رهط من أصحاب محمد منهم أنس بن مالك ، والبراء بن عازب ، والأشعث بن قيس الكندي ، وخالد بن يزيد البجلي ، ثم أقبل على أنس فقال : يا أنس إن كنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : من كنت مولاه فهذا علي مولاه ، ثم لم تشهد لي اليوم بالولاية فلا أماتك الله حتى يبتليك ببرص لا تغطيه العمامة ، وأما أنت يا أشعث فإن كنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : من كنت مولاه فهذا علي مولاه ثم لم تشهد لي اليوم بالولاية فلا أماتك الله حتى يذهب بكريمتيك ، وأما أنت يا خالد بن يزيد فإن كنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ثم لم تشهد لي اليوم بالولاية فلا أماتك الله إلا ميتة جاهلية ، وأما أنت يا براء بن عازب فإن كنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ثم لم تشهد لي اليوم بالولاية فلا أماتك الله إلا حيث هاجرت منه.

قال جابر بن عبد الله الأنصاري : والله لقد رأيت أنس بن مالك وقد ابتلي ببرص يغطيه بالعمامة فما تستره، ولقد رأيت الأشعث بن قيس وقد ذهبت كريمتاه وهو يقول: الحمد لله الذي جعل دعاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليّ بالعمى في الدنيا ولم يدع علي بالعذاب في الآخرة فأعذب، وأما خالد بن يزيد فمات ميتة جاهلية، وأما البراء بن عازب فمات في اليمن.

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ আনসারী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একবার আলী ইবনে আবী তালিব (আ) আমাদের সামনে খুতবা দিলেন। তিনি আল্লাহর প্রশংসা করার পর বললেন: “হে লোকসকল! এই মিম্বরের সামনে মুহাম্মদ ﷺ এর সাহাবীদের মধ্য থেকে চারজন ব্যক্তি উপস্থিত আছে; তারা হলো, আনাস ইবনে মালিক, বারা ইবনে আযিব, আশ'আস ইবনে কাইস আল-কিন্দি এবং খালিদ ইবনে ইয়াযিদ আল-বাজালি।”
অতঃপর তিনি আনাসের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন: “হে আনাস! তুমি যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনে থাকো যে ‘যার মাওলা আমি, এই আলীও তার মাওলা’, আর তার পরেও আজ আমার ওয়ালায়াত (কর্তৃত্ব) এর সাক্ষ্য না দাও, তবে আল্লাহ যেন তোমাকে এমন শ্বেতী রোগে (কুষ্ঠ) আক্রান্ত না করে মৃত্যু না দেন, যা তোমার পাগড়িও ঢাকতে পারবে না।”
এরপর তিনি আশ'আসের দিকে তাকিয়ে বললেন: “হে আশ'আস! তুমি যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনে থাকো যে ‘যার মাওলা আমি, এই আলীও তার মাওলা’, আর তার পরেও আজ আমার ওয়ালায়াতের সাক্ষ্য না দাও, তবে আল্লাহ যেন তোমার দৃষ্টিশক্তি কেড়ে না নিয়ে তোমাকে মৃত্যু না দেন।”
অতঃপর তিনি খালিদ ইবনে ইয়াযিদের দিকে তাকিয়ে বললেন: “হে খালিদ! তুমি যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনে থাকো যে ‘যার মাওলা আমি, এই আলীও তার মাওলা; হে আল্লাহ! যে তাকে ভালোবাসে আপনি তাকে ভালোবাসুন এবং যে তার সাথে শত্রুতা করে আপনি তার সাথে শত্রুতা করুন’, আর তার পরেও আজ আমার ওয়ালায়াতের সাক্ষ্য না দাও, তবে আল্লাহ যেন তোমাকে জাহেলিয়াতের মৃত্যু ছাড়া মৃত্যু না দেন।”
সবশেষে তিনি বারা ইবনে আযিবের দিকে তাকিয়ে বললেন: “হে বারা! তুমি যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনে থাকো যে ‘যার মাওলা আমি, এই আলীও তার মাওলা; হে আল্লাহ! যে তাকে ভালোবাসে আপনি তাকে ভালোবাসুন এবং যে তার সাথে শত্রুতা করে আপনি তার সাথে শত্রুতা করুন’, আর তার পরেও আজ আমার ওয়ালায়াতের সাক্ষ্য না দাও, তবে আল্লাহ যেন তোমাকে সেখানেই মৃত্যু না দেন যেখান থেকে তুমি (মদিনায়) হিজরত করে এসেছিলে।”

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ আনসারী বলেন: “আল্লাহর কসম! আমি আনাস ইবনে মালিককে দেখেছি যে তিনি শ্বেতী রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং পাগড়ি দিয়ে তা ঢাকার চেষ্টা করতেন কিন্তু তা ঢাকা যেত না। আমি আশ'আস ইবনে কাইসকে দেখেছি যে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এবং তিনি বলতেন: ‘সেই আল্লাহর প্রশংসা যিনি আমিরুল মুমিনীন আলীর দোয়াকে আমার ওপর দুনিয়াতেই কার্যকর করেছেন এবং আখিরাতের আজাবের দোয়া করেননি, অন্যথায় আমি আজাব ভোগ করতাম।’
আর খালিদ ইবনে ইয়াযিদ যখন মারা গেল, তার পরিবারের লোক তাকে তার ঘরের ভেতরেই দাফন করার জন্য কবর খুঁড়ল। কিন্তু তার গোত্র ‘কিনদাহ’ এই খবর শুনে ঘোড়া ও উট নিয়ে এলো এবং তার দরজার সামনে সেগুলো জবেহ করল (জাহেলিয়াতের প্রথা অনুযায়ী); এভাবে সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল। আর বারা ইবনে আযিবের ক্ষেত্রে, মুআবিয়া তাকে ইয়েমেনের গভর্নর নিযুক্ত করেছিল এবং সে সেখানেই মৃত্যুবরণ করল, অথচ ইয়েমেন থেকেই সে (মদিনায়) হিজরত করেছিল।”

ما فيه الأمان من أربع خصال في الدنيا والكلمات الأربع للآخرة
(দুনিয়ায় চারটি বিপদ থেকে নিরাপত্তা এবং আখিরাতের চারটি বাক্য)
————————————————————————————

4: Hadith 45

حدثنا أبو عيد عبدوس بن علي بن العباس الجرجاني بسمرقند في منزله قال : حدثنا أبو محمد بندار بن إبراهيم بن عيسى قال : حدثنا عمار بن رجاء قال : حدثنا داود بن داود قال : حدثنا أبو هرمز نافع بن عبد الله الخراساني قال : سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث ، عن عبد الله بن عباس قال : قدم قبيصة بن مخارق الهلالي على رسول الله صلى الله عليه وآله فسلم عليه ورحب به ثم قال : ما جاء بك يا قبيصة ؟ قال : يا رسول الله كبرت سني وضعفت قوتي ووهنت على أهلي وعجزت عن أشياء قد كنت أحملها فعلمني كلمات ينفعني الله بهن وأوجز فإني رجل نسي ، فقال له : كيف قلت يا قبيصة ؟ فأعاده ، ثم قال له : كيف قلت ؟ فأعاده ، ثم قال له : كيف قلت ؟ فأعاده ، فقال : ما بقي حولك حجر ولا شجر ولا مدر إلا وقد بكى رحمة لك.

يا قبيصة احفظ عني: أما لدنياك فقل ثلاث مرات إذا صليت الغداة: «سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا بالله» فإنك إذا قلتهن أمنت من عمى وجذام وبرص وفالج.

وأما لآخرتك فقل: «اللهم اهدني من عندك، وأفض علي من فضلك، وانشر علي من رحمتك، وأنزل علي من بركاتك».

قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله يقولهن وقبيصة يعقد عليهن أصابعه. فقال أبو بكر وعمر: إن خالك هذا يا رسول الله لشديد ما عقد عليهن أصابعه - يعني على الكلمات الأربع - فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن وافي بهن يوم القيامة لم يدعهن متعمداً فتح له أربعة أبواب من الجنة يدخل من أيها شاء.

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদা কাবিছাহ ইবনে মুখারিক আল-হিলালী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলেন। রাসূল ﷺ তাঁকে সালাম দিলেন এবং সাদর সম্ভাষণ জানালেন। অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন: “হে কাবিছাহ! কোন উদ্দেশ্যে তোমার আগমন?”
কাবিছাহ বললেন: “হে আল্লাহর রাসূল! আমার বয়স হয়েছে, শক্তি কমে গেছে, পরিবারের কাছেও আমি গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছি এবং আগে যে কাজগুলো করতে পারতাম এখন আর পারছি না। সুতরাং আমাকে এমন কিছু শব্দ (আমল) শিখিয়ে দিন যা দ্বারা আল্লাহ আমাকে উপকৃত করবেন। তবে আমলটি সংক্ষিপ্ত করবেন, কারণ আমি একজন বিস্মৃতিপরায়ণ মানুষ (সহজেই ভুলে যাই)।”
রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: “তুমি কী বললে, কাবিছাহ?” তিনি কথাটি পুনরায় বললেন। রাসূল ﷺ আবার জিজ্ঞেস করলেন: “তুমি কী বললে?” তিনি আবারও বললেন। রাসূল ﷺ তৃতীয়বার একই প্রশ্ন করলেন এবং তিনি আবারও উত্তর দিলেন।
অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: “হে কাবিছাহ! তোমার এই অবস্থার প্রতি দয়া পরবশ হয়ে তোমার চারপাশের পাথর, গাছপালা এমনকি মাটির ঢেলা পর্যন্ত কেঁদেছে। শোনো, মনে রেখো তোমার দুনিয়ার (নিরাপত্তার) জন্য: ফজরের সালাত শেষ করে এই জিকিরটি তিনবার বলবে (সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযীমি ওয়া বিহামদিহি, ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ)
যদি তুমি এটি বলো, তবে তুমি অন্ধত্ব, কুষ্ঠরোগ (জুযাম), শ্বেতী রোগ (বারাস) এবং পক্ষাঘাত (ফালিজ) থেকে নিরাপদ থাকবে।

আর তোমার আখিরাতের (কল্যাণের) জন্য বলবে:
(আল্লাহুম্মাহদিনী মিন ইনদিকা, ওয়া আফিদ্ব আলাইয়্যা মিন ফাদ্বলিকা, ওয়ানশুর আলাইয়্যা মিন রাহমাতিকা, ওয়া আনযিল আলাইয়্যা মিন বারাকাতিকা)

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনার পক্ষ থেকে আমাকে হেদায়েত দিন, আপনার অনুগ্রহ থেকে আমার ওপর বর্ষণ করুন, আপনার রহমত আমার ওপর ছড়িয়ে দিন এবং আপনার পক্ষ থেকে বরকত নাজিল করুন।”

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন শব্দগুলো বলছিলেন, কাবিছাহ তখন তাঁর হাতের আঙুলগুলো একটি একটি করে ভাঁজ করে ধরছিলেন। আবু বকর ও উমর তা দেখে বললেন: “হে আল্লাহর রাসূল! আপনার মামা (কাবিছাহ) তো দেখছি আঙ্গুলের গাঁট দিয়ে আমলটি খুব শক্তভাবে ধরেছেন!”
রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: “যদি তিনি কিয়ামতের দিন এই চারটি শব্দ নিয়ে উপস্থিত হন এবং ইচ্ছাকৃতভাবে তা ছেড়ে না দেন, তবে তাঁর জন্য জান্নাতের চারটি দরজা খুলে দেওয়া হবে, তিনি যে দরজা দিয়ে খুশি প্রবেশ করতে পারবেন।”
নাফে' (বর্ণনাকারী) বলেন: আমি যখন এই হাদিসটি হাসান বসরী (রহ) এর এক প্রতিবেশীকে শুনালাম, তিনি তা হাসান বসরীকে জানালেন। হাসান বসরী আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং হাদিসটি শুনে বললেন: “হে খাসানী! আমার কাছে তোমার এই হাদিসটি কতই না দামি, আর তোমার কাছে (হয়তো) তা তুচ্ছ! আল্লাহর কসম, আগেকার দিনে মানুষ কেবল এই হাদিসটির জন্য সওয়ারিতে চড়ে মিশরের গভর্নরের কাছে যেতেন (যেহেতু তিনি এর বর্ণনাকারী ছিলেন) এবং বলতেন ‘আমি আপনার কাছে আপনার পদের কোনো সুযোগ-সুবিধার জন্য আসিনি, কেবল এই হাদিসটি শুনতে এসেছি’। অতঃপর তিনি হাদিসটি শুনেই ফিরে যেতেন।”

أربعة من الوسواس
(চারটি বিষয় শয়তানি কুমন্ত্রণা থেকে)
————————————————————————————

4: Hadith 46

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان ، عن درست بن أبي منصور الواسطي ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن الأول قال : أربعة من الوسواس : أكل الطين، وفت الطين، وتقليم الأظفار بالأسنان، وأكل اللحية.

আবুল হাসান আল-আউয়াল (আ) বলেন: “চারটি কাজ ওয়াসওয়াসা থেকে তৈরি হয়: মাটি খাওয়া, মাটি খুঁটখুঁট করা, দাঁত দিয়ে নখ কাটা এবং দাড়ি চিবানো।”

أربعة لا يشبعن من أربعة
(চারটি জিনিস চারটি থেকে তৃপ্ত হয় না)
————————————————————————————

4: Hadith 47

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن جعفر بن محمد بن عبيد الله ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن أبي عبد الله قال : أربعة لا يشبعن من أربعة : الأرض من المطر، والعين من النظر، والأنثى من الذكر، والعالم من العلم.

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “চারটি জিনিস কখনো চারটি থেকে তৃপ্ত হয় না: জমিন বৃষ্টির থেকে, চোখ দেখার থেকে, নারী পুরুষের থেকে, এবং আলিম জ্ঞানের থেকে।”

4: Hadith 48

حدثنا أبو الحسن محمد بن عمرو البصري قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد بن جبلة الواعظ قال : حدثنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي قال : حدثنا أبي قال : حدثنا علي بن موسى الرضا قال : حدثنا موسى بن جعفر قال : حدثنا جعفر بن محمد قال : حدثنا محمد بن علي قال : حدثنا علي بن الحسين قال : حدثنا الحسين بن علي قال : قال أمير المؤمنين للشامي الذي سأله في جامع الكوفة : أربعة لا يشبعن من أربعة : أرض من مطر، وأنثى من ذكر، وعين من نظر، وعالم من علم.

আমিরুল মুমিনীন আলী (আ) বলেছেন: চারটি জিনিস কখনো চারটি থেকে তৃপ্ত হয় না। জমিন বৃষ্টি থেকে, নারী পুরুষ থেকে, চোখ দেখা থেকে, এবং আলিম জ্ঞান থেকে।

أربع خصال من كن فيه كان في نور الله الأعظم

(চারটি গুণ যার মধ্যে থাকবে সে আল্লাহর মহা নূরের মধ্যে থাকবে)
————————————————————————————

4: Hadith 49

حدثنا أحمد بن عبد الله بن يحيى العطار رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أربع من كن فيه كان في نور الله الأعظم : من كانت عصمة أمره شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ومن إذا أصابته مصيبة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ومن إذا أصاب خيراً قال: الحمد لله رب العالمين، ومن إذا أصاب خطيئة قال: أستغفر الله وأتوب إليه.

আবু আবদুল্লাহ (আ) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “যার মধ্যে চারটি গুণ থাকবে সে আল্লাহর মহান নূরের (আশ্রয়ের) মধ্যে থাকবে: যার জীবনের মূল ভিত্তি বা সুরক্ষা হবে এই সাক্ষ্য দেওয়া যে , ‘আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং আমি (মুহাম্মাদ) আল্লাহর রাসূল’। যে কোনো বিপদে পড়লে বলে ‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন’। যে কোনো কল্যাণ বা নিয়ামত লাভ করলে বলে— ‘আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন’ এবং যে কোনো ভুল বা গুনাহ করে ফেললে বলে ‘আস্তাগফিরুল্লাহি ওয়া আতুবু ইলাইহি’।”

أربع خصال من كن فيه كمل إسلامه
(চারটি গুণ যার মধ্যে থাকবে তার ইসলাম পূর্ণ হবে)
————————————————————————————

4: Hadith 50

حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور رضي الله عنه قال : حدثنا الحسين بن محمد بن عامر ، عن عمه عبد الله بن عامر ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر قال : قال علي بن الحسين عليه السلام : أربع من كن فيه كمل إسلامه ومحصت عنه ذنوبه ولقى ربه وهو عنه راض : من وفى الله عز وجل بما جعل على نفسه للناس، وصدق لسانه مع الناس، واستحيا من كل قبيح عند الله وعند الناس، وحسن خلقه مع أهله.

আলী ইবনুল হুসাইন (আ) বলেন: “চারটি গুণ যার মধ্যে থাকবে তার ইসলাম পূর্ণতা পাবে, তার গুনাহসমূহ ধুয়ে-মুছে যাবে এবং সে তার মহান রবের সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে আল্লাহ তার ওপর সন্তুষ্ট থাকবেন: যে ব্যক্তি মানুষের কাছে নিজের দেওয়া প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গীকার আল্লাহর ওয়াস্তে পূর্ণ করে। যে মানুষের সাথে সর্বদা সত্য কথা বলে। যে আল্লাহ এবং মানুষের সামনে যাবতীয় মন্দ বা অশ্লীল কাজ থেকে লজ্জা পায়। এবং যে তার পরিবারের সাথে উত্তম আচরণ করে।”

اربع كلمات حكم
(চারটি জ্ঞানগর্ভ বাণী)
————————————————————————————

4: Hadith 51

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن جعفر باسناده قال: قال أبو عبد الله عليه السلام : ليس للبحر جار ، ولا للملك صديق ، ولا للعافية ثمن ، وكم من منعم عليه وهو لا يعلم .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “সমুদ্রের কোনো প্রতিবেশী নেই, রাজার কোনো প্রকৃত বন্ধু নেই, সুস্থতার কোনো মূল্য নেই এবং এমন অনেক নেয়ামতপ্রাপ্ত ব্যক্তি আছে যে নিজেই জানে না সে নেয়ামতের মধ্যে আছে।”

اربع خصال بأربعة ابيات في الجنة
(চারটি গুণের বিনিময়ে জান্নাতে চারটি ঘর)
————————————————————

4: Hadith 52

حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن سنان ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله قال : من يضمن لي أربعة بأربعة أبيات في الجنة ؟ من أنفق ولم يخف فقراً ، و أنصف الناس من نفسه ، و أفشى السلام في العالم ، و ترك المراء و إن كان محقاً .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “কে আছ যে আমার কাছে চারটি কাজের জিম্মাদার হবে, আর আমি তার জন্য জান্নাতে চারটি গৃহের জিম্মাদার হবো? যে ব্যক্তি দান করে কিন্তু দারিদ্র্যের ভয় করে না। যে নিজের নফসের বিরুদ্ধে মানুষের প্রতি ইনসাফ বা ন্যায়বিচার করে। যে দুনিয়াতে সালামের প্রসার ঘটায়। এবং যে তর্ক-বিতর্ক বর্জন করে, যদিও সে সত্যের ওপর থাকে।”

أربع خصال من كن فيه بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة
(চারটি গুণ যার মধ্যে থাকবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন)
————————————————————

4: Hadith 53

حدثنا محمد بن علي ما جيلويه رضي الله عنه قال : حدثني عمي محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر قال : أربع من كن فيه بنى الله له بيتاً في الجنة : من أوى اليتيم ، و رحم الضعيف ، و أشفق على والديه ، و رفق بمملوكه .

আবু জাফর (আ) বলেন: “যার মধ্যে চারটি গুণ থাকবে আল্লাহ জান্নাতে তার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করবেন: যে এতিমকে আশ্রয় দেয়। যে দুর্বলের প্রতি দয়া করে। যে তার পিতা-মাতার প্রতি মমতাশীল হয়। এবং যে তার অধীনস্থদের (ভৃত্য বা দাস) সাথে নম্র আচরণ করে।”

من سلم من أربع خصال فله الجنة

(চারটি বিষয় থেকে নিরাপদ থাকলে তার জন্য জান্নাত)
————————————————————————————

4: Hadith 54

حدثنا أحمد بن هارون الفامي رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسن بن أبي الحسن الفارسي ، عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من سلم من أمتي من أربع خصال فله الجنة : من حب الدنيا ، و اتباع الهوى ، و شهوة البطن ، و شهوة الفرج . ومن سلم من نساء أمتي من أربع خصال فلها الجنة : إذا حفظت ما بين رجليها ، وأطاعت زوجها ، ووصلت خمسها ، وصامت شهرها .

হুসাইন ইবনে যায়িদ ইবনে আলী তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি চারটি বিষয় থেকে নিরাপদ থাকবে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত: দুনিয়ায় (মোহে) নিমজ্জিত হওয়া থেকে। প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে। পেটের ক্ষুধা বা লালসা থেকে। এবং লজ্জাস্থানের কামনাবাসনা থেকে।
আর আমার উম্মতের নারীদের মধ্যে যারা চারটি বিষয় মেনে চলবে, তাদের জন্য জান্নাত: যদি সে তার লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। তার স্বামীর আনুগত্য করে। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে। এবং রমজান মাসের রোজা পালন করে।"

أربعة ينظر الله عز وجل اليهم يوم القيامة
(কিয়ামতের দিন চার ব্যক্তির দিকে আল্লাহ দৃষ্টি দেবেন)
————————————————————————————

4: Hadith 55

حدثنا حمزة بن محمد بن أحمد العلوي رضي الله عنه قال : أخبرني علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أربعة ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة : من أقال نادماً، أو أغاث لهفان ، أو أعتق نسمة، أو زوج عزباً .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: "কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ চার শ্রেণির ব্যক্তির দিকে দৃষ্টি দিবেন: যে ব্যক্তি কোনো অনুতপ্ত ব্যক্তির ভুল বা চুক্তি ক্ষমা করে দেয়। যে কোনো বিপদগ্রস্ত বা আর্তনাদকারী ব্যক্তিকে সাহায্য করে। যে কোনো দাসকে মুক্ত করে। এবং যে কোনো অবিবাহিত ব্যক্তির বিবাহের ব্যবস্থা করে দেয়।"

أربع خصال لا تبتلى الشيعة بها
(চারটি বৈশিষ্ট্য দ্বারা শিয়ারা পরীক্ষিত হবে না)
————————————————————————————

4: Hadith 56

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن عدة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما ابتلى الله به شيعتنا فلن يبتليهم بأربع : بأن يكونوا لغير رشدة، أو أن يسألوا بأكفهم، أو أن يؤتوا في أدبارهم، أو أن يكون فيهم أخضر أزرق .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “আল্লাহ আমাদের শিয়াদের (অনুসারীদের) অনেক কিছু দিয়েই পরীক্ষা করেন, কিন্তু চারটি বিষয় দিয়ে কখনোই তাদের পরীক্ষা করেন না:।তারা অবৈধ সন্তান হবে না। তারা মানুষের কাছে হাত পেতে ভিক্ষা করবে না। তারা সমকামিতার মতো জঘন্য পাপে লিপ্ত হবে না। এবং তাদের মধ্যে কেউ 'আখদার-আজরাক' (অর্থাৎ এমন কোনো শারীরিক বা চারিত্রিক বিকৃতি যা চরম ধূর্ততার প্রতীক) হবে না”

أربع خصال من كن فيه كان في كنف الله عز وجل
(চারটি গুণ যার মধ্যে থাকবে, সে আল্লাহর আশ্রয়ে থাকবে)
————————————————————————

4: Hadith 57

حدثنا أحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه ، عن جده، عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال رسول الله ﷺ : أربع من كن فيه نشر الله عليه كنفه وأدخله الجنة في رحمته : حسن خلق يعيش به في الناس ، ورفق بالمكروب ، وشفقة على الوالدين ، وإحسان إلى المملوك .

জাফর ইবন মুহাম্মাদ (আ) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “চারটি গুণ যার মধ্যে থাকবে, আল্লাহ তার উপর তাঁর (রহমতের) ছায়া বিস্তার করবেন এবং তাঁকে তাঁর রহমতের মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন: যে মানুষের সাথে উত্তম চরিত্রে জীবনযাপন করে, বিপদগ্রস্তদের প্রতি কোমল আচরণ করে, পিতা-মাতার প্রতি দয়া প্রদর্শন করে এবং অধীনস্থদের প্রতি সদাচরণ করে।”

ان الله عز وجل اختار من كل شيء أربعة
(নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক জিনিস থেকে চারটি নির্বাচন করেছেন)
————————————————————————

4: Hadith 58

حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس رضي الله عنه قال : حدثني أبي قال: حدثني محمد بن أحمد قال : حدثني أبو عبد الله الرازي ، عن الحسن بن علي بن أبي عثمان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن الأول قال : قال رسول الله ﷺ: إن الله تبارك و تعالى اختار من كل شيء أربعة : اختار من الملائكة جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل و ملك الموت ، واختار من الأنبياء أربعة للسيف إبراهيم و داود و موسى وأنا ، واختار من البيوتات أربعة ، فقال : « إنَّ الله اصطفى آدم و نوحاً و آل إبراهيم و آل عمران على العالمين » . و اختار من البلدان أربعة فقال عز وجل والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين ، فالتين المدينة والزيتون بيت المقدس و طور سينين الكوفة ، وهذا البلد الأمين مكة ، واختار من النساء أربعاً : مريم وآسية و خديجة و فاطمة ، و اختار من الحج أربعة: الثج والعج والإحرام والطواف ، فأما الثج فالنحر ، والعج ضجيج الناس بالتلبية . واختار من الأشهر أربعة : رجب وشوال و ذو القعدة و ذو الحجة ، واختار من الأيام أربعة : يوم الجمعة ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، و يوم النحر .

আবুল হাসান আল আওয়াল (আ) বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক জিনিস থেকে চারটি নির্বাচন করেছেন। তিনি ফেরেশতাদের মধ্য থেকে নির্বাচন করেছেন: জিবরাইল, মিকাইল, ইস্রাফিল এবং মালাকুল মউতকে।
নবীদের মধ্য থেকে চারজনকে ‘তলোয়ারের (সংগ্রামের)’ জন্য নির্বাচন করেছেন: ইবরাহীম, দাউদ, মূসা এবং আমি।

বংশসমূহের মধ্য থেকে চারটি নির্বাচন করেছেন, যেমন আল্লাহ বলেছেন: 'নিশ্চয়ই আল্লাহ আদম, নূহ, ইবরাহীমের পরিবার এবং ইমরানের পরিবারকে বিশ্বজগতের উপর নির্বাচিত করেছেন।'(কুরআন 3:33)
তিনি স্থানসমূহ থেকেও চারটি নির্বাচন করেছেন যার কসম খেয়ে তিনি বলেছেন, 'কসম তীন ও যায়তুনের, কসম সিনাই পর্বতের এবং কসম এই নিরাপদ নগরীর।' এখানে 'তীন' দ্বারা মদিনা, 'যাইতুন' দ্বারা বায়তুল মুকাদ্দাস (জেরুজালেম), 'তূর সিনীন' দ্বারা কুফা এবং 'এই নিরাপদ নগর' দ্বারা মক্কাকে বোঝানো হয়েছে।
নারীদের মধ্য থেকে চারজনকে নির্বাচন করেছেন: মারইয়াম, আসিয়া, খাদিজা এবং ফাতিমা।
হজ্জের আমলসমূহ থেকে চারটি নির্বাচন করেছেন: 'সজ, আজ, ইহরাম এবং তাওয়াফ। এখানে 'সজ' হলো পশু জবেহ করা এবং 'আজ' হলো সমস্বরে তালবিয়া পাঠের ধ্বনি।'
মাসসমূহ থেকে চারটি নির্বাচন করেছেন: রজব, শাওয়াল, যিলকদ এবং যিলহজ।
দিনসমূহ থেকেও চারটি নির্বাচন করেছেন: জুমার দিন, ইয়াওমুত তারওয়িয়া (৮ই যিলহজ), ইয়াওমে আরাফা (৯ই যিলহজ এবং ইয়াওমুন নাহর (১০ই যিলহজ)।"

اربع خصال يتولد منها الغم
(চারটি বিষয় থেকে দুঃখের উৎপত্তি হয়)
————————————————————

4: Hadith 59

حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس جميعاً ، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري بإسناده يرفعه إلى أبي عبد الله قال : اغتم أمير المؤمنين يوماً فقال : من أين أتيت فما أعلم أني جلست على عتبة باب، ولا شققت بين غنم ، ولا لبست سراويلي من قيام ، ولا مسحت يدي ووجهي بذيلي .

আবু আবদুল্লাহ (আ) থেকে বর্ণিত (মারফু সূত্রে), তিনি বলেন: "একদিন আমিরুল মুমিনীন (আ) দুঃখিত হলেন তখন তিনি (এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে) বললেন: "এই বিষণ্নতা কোত্থেকে এলো? অথচ আমার জানা মতে, আমি কখনো ঘরের চৌকাঠে বসিনি। আমি কখনো ভেড়ার পালের মাঝখান দিয়ে হেঁটে যাইনি। আমি কখনো দাঁড়িয়ে পাজামা পরিনি এবং আমি কখনো নিজের পরিহিত কাপড় দিয়ে হাত ও মুখ মুছিনি।"

أربع خصال لا تزال في أمة محمد صلى الله عليه وآله
(চারটি বৈশিষ্ট্য কিয়ামত পর্যন্ত মুহাম্মাদ (সা) এর উম্মতে থাকবে)
————————————————————

4: Hadith 60

حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي ، عن سليمان بن حفص البصري ، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام قال : قال رسول الله ﷺ : أربعة لا تزال في أمتي إلى يوم القيامة : الفخر بالأحساب ، والطعن في الأنساب ، والاستسقاء بالنجوم ، والنياحة ، وإن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب .

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “চারটি স্বভাব কিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মতের মধ্যে থেকে যাবে: বংশ গৌরব করা। মানুষের বংশ নিয়ে কটাক্ষ করা। নক্ষত্র দেখে বৃষ্টি প্রার্থনা করা। এবং মৃতের শোকে উচ্চস্বরে বিলাপ করা। আর নিশ্চয়ই বিলাপকারী নারী যদি মৃত্যুর আগে তওবা না করে, তবে কিয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় দাঁড়াবে যে তার পরনে থাকবে আলকাতরার তৈরি পোশাক এবং খোস-পাঁচড়া বা চর্মরোগের বর্ম।”

[অর্থাৎ, অন্যায়ভাবে বিলাপ করা বা গান গেয়ে উচ্চস্বরে মৃত ব্যক্তির জন্য শোক প্রকাশ করা, তার গুণাবলি বর্ণনা করা এবং এমন মজলিস বা সভার আয়োজন করা যেখানে সকলে সমবেত হয়ে মৃত ব্যক্তির জন্য কান্নাকাটি বা নূহা (বিলাপ) করে। তবে এটি বর্তমানে প্রচলিত 'মজলিস-এ-তারহিম' বা শোকসভার মতো নয়, যেখানে মানুষ শোকাতুর পরিবারকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য একত্রিত হয়। ওই ধরণের সান্ত্বনা সভা আয়োজন করা মুস্তাহাব (পছন্দনীয়), যেমনটি বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায়]

بنى الجسد على أربعة أشياء
(মানবদেহ চারটি বিষয়ের উপর নির্মিত)
————————————————————————

4: Hadith 61

حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد، عن درست، عن أبي الأصبغ ، عن أبي عبد الله قال : بني الجسد على أربعة أشياء : الروح والعقل ، والدم والنفس ، فإذا خرج الروح تبعه العقل ، وإذا رأى الروح شيئاً حفظه عليه العقل وبقي الدم والنفس .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “মানবদেহ চারটি বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত: রূহ, আকল (বুদ্ধি), রক্ত এবং নফস। যখন রূহ বের হয়ে যায়, তখন বুদ্ধিও তার অনুসরণ করে। আর রূহ যখন কোনো কিছু উপলব্ধি করে, তখন বুদ্ধি তা সংরক্ষণ করে রাখে। আর রক্ত ও নফস (শরীরে) অবশিষ্ট থাকে।”

قوام الانسان و بقاؤه بأربعة ، والنيران أربعة
(মানুষের স্থায়িত্ব চারটির উপর, আর আগুনের চার প্রকার)
————————————————————————

4: Hadith 62

حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال : حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبد الله قال : قوام الانسان و بقاؤه بأربعة : بالنار والنور والريح والماء، فبالنار يأكل ويشرب ، وبالنور يبصر ويعقل، وبالريح يسمع ويشم ، وبالماء يجد لذة الطعام والشراب ، فلولا النار في معدته لما هضمت الطعام والشراب ، ولولا أن النور في بصره لما أبصر ولا عقل ، و لولا الريح لما التهيت نار المعدة ، ولولا الماء لم يجد لذة الطعام والشراب ، قال : وسألته عن النيران ، فقال : النيران أربعة : نار تأكل وتشرب ، و نار تأكل ولا تشرب ، ونار تشرب ولا تأكل ، و نار لا تأكل ولا تشرب . فالنار التي تأكل و تشرب فنار ابن آدم وجميع الحيوان، والتي تأكل ولا تشرب فنار الوقود ، والتي تشرب ولا تأكل فنار الشجرة ، والتي لا تأكل ولا تشرب فنار القداحة والحباحب .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “মানুষের গঠন ও স্থায়িত্ব চারটি জিনিসের ওপর নির্ভরশীল: আগুন, আলো (নূর), বাতাস এবং পানি। সে আগুনের সাহায্যে পানাহার করে। আলোর সাহায্যে সে দেখতে পায় এবং চিন্তা করে।

বাতাসের সাহায্যে সে শুনতে পায় এবং ঘ্রাণ নেয়। আর পানির সাহায্যে সে পানাহারের স্বাদ আস্বাদন করে। যদি তার পাকস্থলীতে আগুন না থাকত, তবে খাবার ও পানীয় হজম হতো না। যদি তার দৃষ্টিতে আলো না থাকত, তবে সে দেখতে পেত না এবং চিন্তাও করতে পারত না। যদি বাতাস না থাকত, তবে পাকস্থলীর আগুন প্রজ্জ্বলিত হতো না। আর যদি পানি না থাকত, তবে সে খাবারের স্বাদ পেত না।"
অতঃপর আমি তাঁকে আগুনের প্রকারভেদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন: "আগুন চার প্রকার: এমন আগুন যা আহার করে এবং পানও করে: এটি হলো মানুষ ও প্রাণীকুলের (পাকস্থলীর) আগুন। এমন আগুন যা আহার করে কিন্তু পান করে না: এটি হলো জ্বালানি কাঠ বা আগুনের শিখা। এমন আগুন যা পান করে কিন্তু আহার করে না: এটি হলো গাছপালার মধ্যস্থিত তাপ বা আগুন। এমন আগুন যা আহারও করে না, পানও করে না: এটি হলো (জোনাকি) থেকে নির্গত আগুন।"

أربع خصال يفسدن القلب وينبتن النفاق
(চারটি কাজ যা হৃদয়কে কলুষিত করে এবং নিফাক সৃষ্টি করে)
————————————————————————

4: Hadith 63

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد قال : روى الحسن بن علي بن أبي عثمان ، عن موسى المروزي ، عن أبي الحسن الأول قال : قال رسول الله ﷺ : أربع يفسدن القلب وينبتن النفاق في القلب كما ينبت الماء الشجر : استماع اللهو ، والبذاء ، و اتيان باب السلطان ، و طلب الصيد .

আবুল হাসান আল আওয়াল (আ) বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "চারটি কাজ অন্তরকে নষ্ট করে দেয় এবং হৃদয়ে নিফাক সৃষ্টি করে, যেমনিভাবে পানি গাছকে সজীব করে তোলে: অনর্থক আমোদ-প্রমোদ বা গান-বাজনা শোনা। অশ্লীল বা মন্দ কথা বলা। শাসকের দ্বারে (স্বার্থের উদ্দেশ্যে) যাতায়াত করা। এবং শখের বশে শিকার করতে যাওয়া।"

كان رسول الله (ص) يحب أربع قبائل ويبغض أربع قبائل
(রাসূলুল্লাহ ﷺ চারটি গোত্রকে ভালোবাসতেন এবং চারটি গোত্রকে অপছন্দ করতেন)
————————————————————————

4: Hadith 64

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله قال : حدثني محمد بن عيسى بن عبيد ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن الرضا ، عن أبيه ، عن جده ، عن آبائه أن رسول الله ﷺ كان يحب أربع قبائل : كان يحب الأنصار ، و عبد القيس ، وأسلم ، وبني تميم ، وكان يبغض بني أمية ، و بني حنيف و بني ثقيف و بني هذيل وكان يقول : لم تلدني أمي بكرية ولا تثقفية ، وكان يقول : في كل حي نجيب إلا في بني أمية .

আল রিদা (আ) তাঁর পূর্বপুরুষদের সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ চারটি গোত্রকে ভালোবাসতেন: আনসার, আবদুল কাইস, আসলাম এবং বনি তামীম।
আর তিনি অপছন্দ করতেন: বনি উমাইয়া, বনি হানিফা, বনি সাকীফ এবং বনি হুযাইল।
তিনি বলতেন: "আমার মা আমাকে বকরী বা সাকীফ গোত্রে জন্ম দেননি।"
এবং তিনি আরও বলতেন: "প্রত্যেক গোত্রেই উত্তম ব্যক্তি আছে, তবে বনি উমাইয়ার মধ্যে নেই।"

أربع خصال يمتن القلب
(চারটি কাজ হৃদয়কে মরে যেতে বাধ্য করে)
————————————————————————————

4: Hadith 65

حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال : حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليه السلام قال : قال رسول الله ﷺ : أربع يمتن القلب : الذنب على الذنب ، وكثرة مناقشة النساء - يعني محادثتهن - و مماراة الأحمق تقول و يقول ولا يرجع إلى خير أبداً ، و مجالسة الموتى ، فقيل له : يا رسول الله وما الموتى ؟ قال : كل غني مترف .

জাফর ইবন মুহাম্মাদ (আ) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “চারটি বিষয় অন্তরকে মৃত করে দেয়: পাপের ওপর পাপ করা (অর্থাৎ তওবা না করে ক্রমাগত গুনাহে লিপ্ত থাকা)। নারীদের সাথে অত্যাধিক অনর্থক আলাপচারিতা বা সময় কাটানো। মূর্খ বা নির্বোধের সাথে তর্ক করা, যেখানে তুমি কিছু বলবে আর সে কিছু বলবে, কিন্তু সে কখনোই কল্যাণের পথে ফিরে আসবে না। এবং মৃতদের সাথে উঠবস করা।”
জিজ্ঞেস করা হলো: “হে আল্লাহর রাসূল! মৃত কারা?” তিনি বললেন: “বিলাসী ও দাম্ভিক ধনী ব্যক্তিরা।”

لا تخلو الأرض من أربعة من المؤمنين
(পৃথিবী কখনো চারজন মুমিন থেকে শূন্য থাকে না)
————————————————————————————

4: Hadith 66

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح ، عن أحدهما عليهما السلام قال : ليس تخلو الأرض من أربعة من المؤمنين ، وقد يكونون أكثر ، ولا يكونون أقل من أربعة ، وذلك أن الفسطاط لا يقوم إلا بأربعة أطناب ، والعمود في وسطه .

[বাকির (আ) অথবা সাদিক (আ) থেকে] বর্ণিত হয়েছে: “পৃথিবী কখনোই চারজন মুমিন থেকে খালি থাকে না। তাঁরা সংখ্যায় এর চেয়ে বেশি হতে পারেন কিন্তু চারজনের কম কখনোই হবেন না। এর কারণ হলো, একটি তাবু যেমন চারটি খুঁটি ছাড়া দাঁড়াতে পারে না এবং এর মূল স্তম্ভটি থাকে ঠিক মাঝখানে।”

أربع خصال يستغنى بها عن الطب
(চারটি অভ্যাস যার মাধ্যমে চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা কমে যায়)
————————————————————————————

4: Hadith 67

حدثنا علي بن أحمد بن موسى رضي الله عنه قال : حدثنا أحمد بن يحيى بن زكريا القطان قال : حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب قال : حدثنا عثمان بن عبيد قال : حدثنا هدبة بن خالد الفيسي قال : حدثنا مبارك بن فضالة ، عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للحسن ابنه : يا بني ألا أعلمك أربع خصال تستغني بها عن الطب ، فقال : بلى يا أمير المؤمنين ، قال : لا تجلس على الطعام إلا و أنت جائع ، ولا تقم عن الطعام إلا وأنت تشتهيه ، وجود المضغ ، وإذا نمت فاعرض نفسك على الخلاء ، فإذا استعملت هذا استغنيت عن الطب .

আমিরুল মুমিনীন আলী ইবনে আবি তালিব (আ) তাঁর পুত্র হাসান (আ) কে বললেন: “হে বৎস! আমি কি তোমাকে এমন চারটি অভ্যাসের কথা শিখিয়ে দেব না, যা পালন করলে তোমার আর চিকিৎসকের প্রয়োজন হবে না?” হাসান (আ) বললেন: “অবশ্যই, হে আমিরুল মুমিনীন!” তিনি বললেন: ক্ষুধা না লাগলে খাবার খেতে বসো না। খাবারের রুচি থাকতে থাকতেই (পেট পুরোপুরি ভরার আগেই) দস্তরখান থেকে উঠে পড়ো। খাবার খুব ভালোভাবে চিবিয়ে খাও। ঘুমানোর আগে অবশ্যই শৌচাগার থেকে ঘুরে আসো (প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে নাও)। যদি তুমি এগুলো মেনে চলো, তবে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া থেকে বেঁচে যাবে।”

أربع خصال لا تكون في مؤمن
(চারটি গুণ কোনো মুমিনের মধ্যে থাকে না)
————————————————————

4: Hadith 68

حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن أحمد بن محمد قال : حدثني أبو عبد الله الرازي ، عن الحسن بن علي بن أبي عثمان عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله قال : أربع خصال لا تكون في مؤمن : لا يكون مجنوناً ، ولا يسأل عن أبواب الناس ، ولا يولد من الزنا ، ولا ينكح في دبره .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “চারটি বৈশিষ্ট্য একজন মুমিনের মধ্যে দেওয়া হয় না: সে পাগল বা মানসিক ভারসাম্যহীন হবে না। সে মানুষের দোরে দোরে হাত পেতে ভিক্ষা করবে না। সে অবৈধ সন্তান (যিনার সন্তান) হবে না। এবং সে সমকামিতার মতো জঘন্য পাপে লিপ্ত হবে না।”

أخذ الله عز وجل ميثاق المؤمن على أربعة
(আল্লাহ তাআলা মুমিনের কাছ থেকে চারটি বিষয়ে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন)
————————————————————

4: Hadith 69

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن سنان يرفعه إلى أبي عبد الله قال : أخذ الله عز وجل ميثاق المؤمن على أن لا يقبل قوله ، ولا يصدق حديثه ، ولا ينتصف من عدوه ، ولا يشفي غيظه إلا بفضيحة نفسه لأن كل مؤمن ملجم .

আবু আবদুল্লাহ (আ) থেকে বর্ণিত (মারফু সূত্রে), তিনি বলেন: “মহান আল্লাহ মুমিনের কাছ থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে: (দুনিয়ায়) তার কথা গ্রহণ করা হবে না (মানুষ তাকে অবমূল্যায়ন করবে)। তার সত্য কথাকে বিশ্বাস করা হবে না। সে তার শত্রুর কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে পারবে না। এবং সে নিজের মান-সম্মান বিসর্জন দেওয়া ছাড়া নিজের ক্রোধ মেটাতে পারবে না। কেননা, প্রতিটি মুমিনই (আল্লাহর ভয়ে) বল্গাবদ্ধ।”

ينفك المؤمن من أربع خصال
(মুমিন কখনো চারটি অবস্থা থেকে মুক্ত থাকে না)
————————————————————————————

4: Hadith 70

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله قال : حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن علي بن أسباط ، عن مالك ، عن مسمع بن مالك ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله أنه قال : يا سماعة لا ينفك المؤمن من خصال أربع: من جارٍ يؤذيه ، وشيطان يغويه ، و منافق يقفو أثره ، و مؤمن يحسده ، ثم قال : يا سماعة أما إنه أشدهم عليه ، قلت : كيف ذاك ؟ قال : إنه يقول فيه القول فيصدق عليه .

সামাআহ থেকে বর্ণিত, আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “হে সামাআহ! একজন মুমিন চারটি বিষয় থেকে কখনো আলাদা (মুক্ত) থাকতে পারে না: এমন একজন প্রতিবেশী যে তাকে কষ্ট দেয়। এমন একজন শয়তান যে তাকে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করে। এমন একজন মুনাফিক যে তার পিছু নেয় (তার ভুল খোঁজে)। এবং এমন একজন মুমিন যে তাকে হিংসা করে।”
অতঃপর তিনি বললেন: “হে সামাআহ! জেনে রাখো, এদের মধ্যে এই (হিংসুক মুমিনই) তার জন্য সবচেয়ে কঠিন।”
আমি জিজ্ঞেস করলাম: “সেটি কীভাবে?” তিনি বললেন: “কেননা সে (মুমিন হওয়ার কারণে) তার সম্পর্কে এমন কোনো (মিথ্যা) কথা বলে যা অন্যরা সহজেই বিশ্বাস করে নেয়।”

أربعة أسرع شيء عقوبة
(চারটি কাজ দ্রুত শাস্তির কারণ হয়)
————————————————————————————

4: Hadith 71

حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسين بن سعيد ، عن سعيد بن الحسن بن الحصين ، عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر قال : أربعة أسرع شيء عقوبة : رجل أحسنت إليه ويكافيك بالإحسان إساءة ، ورجل لا تبغي عليه وهو يبغي عليك ، ورجل عاهدته على أمر فمنك الوفاء ومنه الغدر بك ، ورجل يصل قرابته ويقطعونه .

আবু জাফর (আ) বলেছেন: “চারটি কাজ সবচেয়ে দ্রুত শাস্তির দিকে নিয়ে যায়: যে উপকারের বদলে অপকার দেয়, যে তোমার প্রতি জুলুম করে অথচ তুমি তার প্রতি জুলুম করো না, যার সাথে তুমি অঙ্গীকার করো অথচ তুমি তা রক্ষা করো আর সে বিশ্বাসঘাতকতা করে, এবং যে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে অথচ তারা তা ছিন্ন করে।”

4: Hadith 72

حدثنا أبو الحسين محمد بن علي بن الشاه قال : حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسين قال : حدثنا أبو يزيد أحمد بن خالد الخالدي قال : حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي قال : حدثنا أبي قال : حدثنا أنس بن محمد أبو مالك ، عن أبيه ، عن

جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب عن النبي ﷺ أنه قال في وصيته له : يا علي أربعة أسرع شيء عقوبة : رجل أحسنت إليه فكافأك بالإحسان إساءة ، ورجل لا تبغي عليه وهو يبغي عليك ، ورجل عاهدته على أمر فوفيت له وغدر بك ، ورجل وصل قرابته فقطعوه ، ثم قال : يا علي من استولى عليه الضجر رحلت عنه الراحة .

আলী ইবন আবী তালিব (আ) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ আলী (আ) কে উপদেশ দিয়ে বলেন: “হে আলী! চারটি কাজ দ্রুত শাস্তি নিয়ে আসে: যাকে তুমি উপকার করো অথচ সে তোমাকে কষ্ট দেয়, যে তোমার প্রতি অন্যায় করে অথচ তুমি তার প্রতি অন্যায় করো না, যার সাথে তুমি অঙ্গীকার করো আর তুমি তা পূর্ণ করো অথচ সে বিশ্বাসঘাতকতা করে, এবং যে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে অথচ তারা তা ছিন্ন করে।”
অতঃপর তিনি বলেন: “হে আলী! যার ওপর বিরক্তি (অস্থিরতা) প্রভাব বিস্তার করে, তার থেকে শান্তি দূরে সরে যায়।”

أربعة لا تدخل واحدة منهن بيتاً إلا خرب
(চারটি জিনিস, যার কোন একটি যদি কোনো ঘরে প্রবেশ করে, তবে সেই ঘর ধ্বংস হয়ে যায়)
————————————————————————

4: Hadith 73

حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس رضي الله عنه قال : حدثنا أبي ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن الحصين ، عن موسى بن القاسم البجلي بإسناده يرفعه إلى علي قال : أربعة لا تدخل واحدة منهن بيتاً إلا خرب ولم يعمر : الخيانة ، والسرقة ، وشرب الخمر ، والزنا .

আলী (আ) থেকে বর্ণিত (মারফু সূত্রে), তিনি বলেন: “চারটি বিষয় এমন যে, এর কোনো একটি যদি কোনো ঘরে প্রবেশ করে, তবে সেই ঘর ধ্বংস হয়ে যায় এবং আর কখনো আবাদ থাকে না: বিশ্বাসঘাতকতা (খেয়ানত), চুরি, মদ্যপান এবং ব্যভিচার।”

الاشياء التي كل واحدة منها على أربعة
(যেসব বিষয় রয়েছে, যেগুলোর প্রত্যেকটি চারটি শাখার উপর ভিত্তি করে গঠিত)
————————————————————————

4: Hadith 74

حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال جميعا، عن علي بن أسباط عن الحسن بن زيد قال: حدثني محمد بن سالم، عن سعد بن طريف، عن الاصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الايمان على أربع دعائم: على الصبر واليقين والعدل والجهاد. والصبر على أربع شعب: على الشوق، والاشفاق، والزهد، والترقب. فمن اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات ومن أشفق من النار رجع عن المحرمات، ومن زهد في الدنيا تهاون بالمصيبات، ومن ارتقب الموت سارع في الخيرات.

واليقين على أربع شعب: على تبصرة الفطنة وتأول الحكمة، وموعظة العبرة، وسنة الاولين، فمن تبصر في الفطنة تأول الحكمة، ومن تأول الحكمة عرف العبرة ومن عرف العبرة فكأنما عاش في الاولين.

والعدل على أربع شعب: على غائص الفهم، وغمرة العلم، وزهرة الحكمة، وروضة الحلم، فمن فهم فسر جمل العلم، ومن علم شرح غرائب الحكم، ومن كان حليما لم يفرط في أمر يلبسه في الناس.

والجهاد على أربع شعب: على الامر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والصدق في المواطن وشنآن الفاسقين فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمن، ومن نهى عن المنكر أرغم أنف المنافق ومن صدق في المواطن قضى الذي عليه، ومن شنأ الفاسقين وغضب لله عز وجل غضب الله له، فذلك الايمان ودعائمه وشعبه.

والكفر على أربع دعائم: على الفسق، والعتو، والشك، والشبهة.

والفسق على أربع شعب: على الجفاء، والعمى، والغفلة، والعتو.

فمن جفا حقر الحق، ومقت الفقهاء، وأصر على الحنث العظيم، ومن عمى نسي الذكر واتبع الظن، وألح عليه الشيطان، ومن غفل غرته الاماني، وأخذته الحسرة إذا انكشف الغطاء، وبدا له من الله مالم يكن يحتسب،ومن عتا عن أمر الله تعالى الله عليه. ثم أذله بسلطانه، وصغره بجلاله كما فرط في جنبه، وعتا عن أمر ربه الكريم.

والعتو على أربع شعب: على التعمق، والتنازع، والزيغ، والشقاق. فمن تعمق لم ينب إلى الحق ولم يزدد إلا غرقا في الغمرات، فلم تحتبس عنه فتنة إلا غشيته اخرى، وانخرق دينه، فهو يهيم في أمر مريج

ومن نازع وخاصم قطع بينهم الفشل وذاقوا وبال أمرهم، وساءت عنده الحسنة، وحسنت عنده السيئة، ومن ساءت عليه الحسنة أعورت عليه طرقه واعترض عليه أمره وضاق [عليه] مخرجه، وحري أن ترجع من دينه، ويتبع غير سبيل المؤمنين. والشك على أربع شعب: على الهول، والريب، والتردد، والاستسلام [فمن جعل المراء ديدنا لم يصبح ليله] "فبأي آلاء ربك يتمارى" المتمارون فمن هاله ما بين يديه نكص على عقبيه، ومن تردد في الريب سبقه الاولون، وأدركه الآخرون، وقطعته سنابك الشياطين، ومن استسلم لهلكة الدنيا والآخرة هلك فيما بينهما ومن نجا فباليقين. والشبهة على أربع شعب على الاعجاب بالزينة وتسويل النفس، وتأول الفرج وتلبس الحق بالباطل، وذلك بأن الزينة تزيل على البينة وأن تسويل النفس يقحم على الشهوة، وإن الفرج يميل ميلا عظيما،

وإن التلبس ظلمات بعضها فوق بعض، فذلك الكفر ودعائمه وشعبه.

والنفاق على أربع دعائم: على الهوى، والهوينا، والحفيظة، والطمع.

والهوى على أربع شعب: على البغي، والعدوان، والشهوة، والطغيان، فمن بغي كثرت غوائله وعلاته، ومن اعتدى لم تؤمن بوائقه، ولم يسلم قلبه، ومن لم يعزل نفسه عن الشهوات خاض في الخبيثات، ومن طغى ضل على غير يقين ولا حجة له وشعب الهوينا الهيبة، والغرة، والمماطلة والامل، وذلك لان الهيبة ترد على دين الحق، وتفرط المماطلة في العمل حتى يقدم الاجل، ولولا الامل علم الانسان حسب ما هو فيه، ولو علم حسب ما هو فيه مات من الهول والوجل.

وشعب الحفيظة: الكبر، والفخر، والحمية، والعصبية، فمن استكبر أدبر، ومن فخر فجر، ومن حمى أضر، ومن أخذته العصبية جار، فبئس الامر أمر بين الاستكبار والادبار، وفجور وجور.

وشعب الطمع أربع: الفرح، والمرح، واللجاجة، والتكاثر، فالفرح مكروه عند الله عز وجل، والمرح خيلاء، واللجاجة بلاء لمن اضطرته إلى حبائل الآثام، والتكاثر لهو وشغل واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير، فذلك النفاق ودعائمه وشعبه.

আমিরুল মুমিনিন (আ) বলেছেন: ঈমান চারটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ধৈর্য, দৃঢ় বিশ্বাস (ইয়াকীন), ন্যায়বিচার এবং জিহাদ।
ধৈর্য আবার চারটি শাখায় বিভক্ত: আকাঙ্ক্ষা (শওক), ভয়-আশঙ্কা (ইশফাক), দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি (যুহদ), এবং মৃত্যুর অপেক্ষা। যে ব্যক্তি জান্নাতের আকাঙ্ক্ষা রাখে, সে প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা থেকে দূরে থাকে। যে জাহান্নামের

ভয় করে, সে হারাম কাজ থেকে ফিরে আসে। যে দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত হয়, সে বিপদ-আপদকে তুচ্ছ মনে করে। আর যে মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকে, সে কল্যাণকর কাজে দ্রুত অগ্রসর হয়।
ইয়াকীন (দৃঢ় বিশ্বাস) চারটি শাখায় বিভক্ত: অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বোধ, প্রজ্ঞার ব্যাখ্যা, উপদেশ থেকে শিক্ষা গ্রহণ, এবং পূর্ববর্তীদের জীবনধারা। যে ব্যক্তি অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করে, সে প্রজ্ঞার অর্থ বুঝতে পারে। যে প্রজ্ঞা বুঝে, সে শিক্ষা গ্রহণ করে। আর যে শিক্ষা গ্রহণ করে, সে যেন পূর্ববর্তী মানুষের মতোই জীবন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে।
ন্যায়বিচার (আদল) চারটি শাখায় বিভক্ত: গভীর বোধশক্তি, জ্ঞানের বিস্তার, প্রজ্ঞার সৌন্দর্য এবং সহনশীলতার উদ্যান। যে ব্যক্তি গভীরভাবে বোঝে, সে জ্ঞানের সারমর্ম ব্যাখ্যা করতে পারে। যে জ্ঞান অর্জন করে, সে প্রজ্ঞার বিস্ময়কর দিকগুলো বুঝতে পারে। আর যে সহনশীল হয়, সে মানুষের মাঝে বিভ্রান্তি ও ভুল বোঝাবুঝির ক্ষেত্রে অযথা কঠোরতা করে না।

আর জিহাদ চারটি শাখায় বিভক্ত: সৎকাজের নির্দেশ দেওয়া, অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা, পরিস্থিতিতে সত্য কথা বলা, এবং পাপিষ্ঠদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা।
যে ব্যক্তি সৎকাজের নির্দেশ দেয়, সে মুমিনের পিঠকে শক্তিশালী করে। যে অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে, সে মুনাফিকের নাক মাটিতে ঘষে দেয় (অর্থাৎ তাকে অপমানিত করে)। যে সত্য কথা বলে, সে নিজের দায়িত্ব পূর্ণ করে। আর যে পাপীদের ঘৃণা করে এবং আল্লাহর জন্য রাগান্বিত হয়, আল্লাহও তার জন্য রাগান্বিত হন। এটাই ঈমান এবং তার ভিত্তি ও শাখাসমূহ।
আর কুফর চারটি ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে: পাপাচার (ফিসক), অবাধ্যতা/অহংকার (আতু), সন্দেহ (শাক), এবং সংশয় (শুবহা)।
ফিসক আবার চারটি শাখায় বিভক্ত: কঠোরতা (জাফা), অন্ধত্ব, গাফলত (অবহেলা), এবং অহংকার (আতু)।
যে কঠোর হয়, সে সত্যকে তুচ্ছ মনে করে, আলেমদের ঘৃণা করে, এবং বড় পাপে স্থির থাকে।
যে অন্ধ হয়, সে আল্লাহর স্মরণ ভুলে যায়, অনুমানের অনুসরণ করে এবং শয়তান তাকে ঘিরে ধরে।
যে গাফেল হয়, দুনিয়ার ভ্রান্ত আশায় প্রতারিত হয়, আর পর্দা উঠলে আফসোস করে, যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কিছু প্রকাশ পায় যা সে ধারণাও করেনি।
আর যে আল্লাহর নির্দেশ থেকে অহংকার করে, আল্লাহ তাকে নিজের ক্ষমতার মাধ্যমে অপমানিত করেন এবং তাঁর মহিমার মাধ্যমে তাকে ছোট করে দেন, যেমন সে আল্লাহর নির্দেশ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল।
আর অহংকার (আতু) চারটি শাখায় বিভক্ত: অতিরিক্ত অতিরঞ্জন, বিরোধ, বিভ্রান্তি (বক্রতা), এবং বিভেদ।
যে অতিরিক্ত গভীরতায় যায়, সে সত্যের দিকে ফিরে আসে না; বরং আরও বেশি বিভ্রান্তিতে ডুবে যায়। একটি ফিতনা থেকে সে মুক্ত হয় না, আরেকটি তাকে গ্রাস করে নেয়; তার দীন ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় এবং সে অস্থির অবস্থায় ঘুরে বেড়ায়।
যে ঝগড়া-বিতর্ক করে ও বিরোধে লিপ্ত হয়, তাদের মধ্যে ব্যর্থতা নেমে আসে, তারা তাদের কর্মের পরিণতি ভোগ করে। তার কাছে ভালো কাজও খারাপ মনে হয়, আর খারাপ কাজও ভালো মনে হয়।
যার কাছে ভালো কাজও খারাপ মনে হয়, তার পথ বিকৃত হয়ে যায়, তার কাজ জটিল হয়ে পড়ে, তার বের হওয়ার পথ সংকীর্ণ হয়ে যায়, এবং তার দীন থেকে ফিরে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয় সে মুমিনদের পথ ছেড়ে অন্য পথে চলে যায়।
আর সন্দেহ (শাক) চারটি শাখায় বিভক্ত: ভয়, সন্দেহ-সংশয়, দ্বিধা, এবং আত্মসমর্পণ।
যে সন্দেহকে অভ্যাসে পরিণত করে, তার রাতও স্থির হয় না। যেমন বলা হয়েছে: “তোমার রবের কোন অনুগ্রহকে তোমরা অস্বীকার করবে?” সন্দেহকারীরা এমনই।
যে সামনে থাকা বিষয়গুলোকে ভয় করে, সে পিছিয়ে যায়।
যে সন্দেহে দ্বিধাগ্রস্ত থাকে, তাকে আগের লোকেরা অতিক্রম করে যায়, পরের লোকেরা তাকে ধরে ফেলে, আর শয়তানের পদচিহ্ন তাকে ধ্বংসের দিকে টেনে নেয়।
আর যে দুনিয়া ও আখিরাতের ধ্বংসে নিজেকে সোপর্দ করে দেয়, সে মাঝপথেই ধ্বংস হয়ে যায়। আর যে বেঁচে থাকে, সে থাকে ইয়াকীনের (দৃঢ় বিশ্বাসের) মাধ্যমে।

আর সংশয় (শুবহা) চারটি শাখায় বিভক্ত: আত্মপ্রবৃত্তি, যৌন কামনায় প্রবৃত্ত হওয়া, সত্যকে বাতিলের সাথে মিশিয়ে ফেলা, এবং ভেতরের প্রলোভন।
এটি এমন যে, বাহ্যিক সৌন্দর্য সত্যের স্পষ্টতাকে আড়াল করে ফেলে, নফসের প্ররোচনা মানুষকে কামনার দিকে ঠেলে দেয়, আর কামনা প্রবলভাবে ঝুঁকে পড়ে।
এবং যখন সত্য ও মিথ্যা মিশে যায়, তখন তা এমন অন্ধকার হয়ে যায়, এক স্তরের উপর আরেক স্তর অন্ধকার, এটাই কুফর এবং তার ভিত্তি ও শাখাসমূহ।
আর মুনাফিকি চারটি ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে: প্রবৃত্তি, অবহেলা (হুয়াইনাহ), ক্রোধ/অভিমান (হাফিজাহ), এবং লোভ (তামা’)।

প্রবৃত্তি আবার চারটি শাখায় বিভক্ত: অন্যায়, আগ্রাসন, কামনা, এবং সীমালঙ্ঘন।
যে অন্যায় করে, তার বিপদ ও অপরাধ বৃদ্ধি পায়।
যে আগ্রাসী হয়, তার অনিষ্ট থেকে নিরাপত্তা থাকে না এবং তার হৃদয় শান্ত থাকে না।
যে নিজেকে কামনা-বাসনা থেকে আলাদা করে না, সে খারাপ কাজের মধ্যে ডুবে যায়।
আর যে সীমালঙ্ঘন করে, সে সন্দেহ ও প্রমাণহীনভাবে পথভ্রষ্ট হয়।
আর অবহেলা (হুয়াইনাহ)-এর শাখাসমূহ: ভয়, আত্মপ্রবঞ্চনা, কাজ ফেলে রাখা (দেরি করা), এবং দীর্ঘ আশা।
ভয় সত্য দীন থেকে মানুষকে ফিরিয়ে দেয়।
অবহেলা কাজকে বিলম্বিত করে, এমনকি মৃত্যু এসে যাওয়ার আগ পর্যন্ত।
যদি দীর্ঘ আশা না থাকত, মানুষ নিজের বাস্তব অবস্থাকে বুঝত। আর যদি সে নিজের অবস্থা বুঝত, তবে ভীতি ও কাঁপুনিতে ধ্বংস হয়ে যেত।
আর ক্রোধ/অভিমান (হাফিজাহ)-এর শাখাসমূহ: অহংকার, গর্ব, আত্মসম্মানবোধের অতি বাড়াবাড়ি, এবং গোত্রপ্রীতি/পক্ষপাত।
যে অহংকার করে, সে পিছিয়ে পড়ে।
যে গর্ব করে, সে সীমালঙ্ঘন করে।
যে অতিরিক্ত আত্মসম্মানবোধে পড়ে, সে ক্ষতি করে।
আর যে পক্ষপাত দ্বারা চালিত হয়, সে অন্যায় করে।
এ এক ভয়ংকর অবস্থা—যেখানে রয়েছে অহংকার, পাপাচার এবং অন্যায়।
আর লোভ (তামা')-এর শাখাসমূহ চারটি: আনন্দে মেতে ওঠা, উল্লাস/উন্মত্ততা, জেদ ধরে থাকা, এবং সম্পদ বাড়ানোর প্রতিযোগিতা।
আনন্দ আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয়।
উল্লাস অহংকারের দিকে নিয়ে যায়।
জেদ মানুষকে পাপের ফাঁদে আটকায়।
আর সম্পদ বাড়ানোর প্রতিযোগিতা মানুষকে খেল-তামাশায় ব্যস্ত করে দেয় এবং উত্তম জিনিসের বদলে নিম্নতর জিনিস গ্রহণে বাধ্য করে। এটাই মুনাফিকি এবং তার ভিত্তি ও শাখাসমূহ।

كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن أربعة أشياء
(নাজদাহ আল-হারূরি ইবন আব্বাস এর কাছে চারটি বিষয়ে প্রশ্ন লিখলেন)
————————————————————————————

4: Hadith 75

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد ، وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان الناب ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن أربعة أشياء : هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغزو بالنساء ؟ وهل كان يقسم لهن شيئاً ؟ وعن موضع الخمس ، وعن اليتيم متى ينقطع يتمه ؟ وعن قتل الذراري. فكتب إليه ابن عباس : أما النساء فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحذيهن ولا يقسم لهن شيئاً، وأما الخمس فنحن نزعم أنه لنا، وزعم قوم أنه ليس لنا فصبرنا، وأما اليتيم فانقطاع يتمه بالاحتلام إلا أن لا يؤنس منه رشداً فيكون سفيهاً أو ضعيفاً فيمسك عليه وليه، وأما الذراري فلم يكن النبي صلى الله عليه وآله يقتلها، وكان الخضر يقتل كافرهم ويترك مؤمنهم، فإن كنت تعلم منهم ما يعلم الخضر فأنت أعلم.

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন : নাজদাহ আল-হারূরী ইবনে আব্বাসের কাছে একটি পত্র লিখে চারটি বিষয়ে জানতে চাইলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ কি যুদ্ধক্ষেত্রে নারীদের নিয়ে যেতেন? তিনি কি নারীদের জন্য গনিমতের মালের অংশ নির্ধারণ করতেন? খুমুস (এক-পঞ্চমাংশ) কাদের প্রাপ্য? এতিমের এতিম দশা কখন শেষ হয়? এবং তিনি কি (শত্রুপক্ষের) শিশুদের হত্যা করতেন?

ইবনে আব্বাস উত্তরে লিখলেন: নারীদের বিষয়ে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের যুদ্ধে নিয়ে যেতেন (সেবা ও চিকিৎসার জন্য), তিনি তাঁদের কিছু উপঢৌকন (বখশিশ) দিতেন, কিন্তু গনিমতের মালের কোনো নির্দিষ্ট অংশ (হিস্যা) তাঁদের জন্য বরাদ্দ করতেন না।
খুমুসের বিষয়ে, আমরা মনে করি এটি আমাদের (আহলে বাইতের) প্রাপ্য। কিন্তু একদল লোক মনে করে এটি আমাদের নয়; আমরা তাতে ধৈর্য ধারণ করেছি।
এতিমের বিষয়ে, এতিম অবস্থা শেষ হয় তার পূর্ণ শক্তি অর্জনে অর্থাৎ সাবালক (স্বপ্নদোষ) হওয়ার মাধ্যমে। তবে যদি তার মধ্যে সুস্থ বিচারবুদ্ধি দেখা না যায় এবং সে নির্বোধ বা দুর্বল থেকে যায়, তবে তার অভিভাবক তার সম্পদ আটকে রাখবে (যতক্ষণ না সে বুদ্ধিমান হয়)।
শিশুদের বিষয়ে, রাসূলুল্লাহ ﷺ শিশুদের হত্যা করতেন না। তবে খিজির (আ) কাফের শিশুকে হত্যা করেছিলেন এবং মুমিন শিশুকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। তুমি যদি খিজিরের মতো (ভবিষ্যৎ সম্পর্কে) নিশ্চিত হতে পারো, তবে তুমি হত্যা করতে পারো (অর্থাৎ এটি সাধারণ মানুষের জন্য জায়েজ নয়)।

العلامات في الشيب في أربعة مواضع
(পাকা চুলের চারটি লক্ষণ)
————————————————————————

4: Hadith 76

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن علي بن محمد ، عن أبي أيوب المديني ، عن سليمان الجعفري ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الشيب في مقدم الرأس يمن، وفي العارضين سخاء، وفي الذوائب شجاعة، وفي القفا شوم.

আলী (আ) বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “শরীরের বিভিন্ন স্থানে পাকা চুলের আলাদা আলাদা অর্থ বা চিহ্ন রয়েছে: মাথার সামনের অংশে চুল পাকা শুভ বা বরকতময় হওয়ার চিহ্ন। গালের দু’পাশে চুল পাকা দানশীলতার চিহ্ন। ঝুলফিতে (কানের দু’পাশের লম্বা চুলে) চুল পাকা সাহসিকতার চিহ্ন। এবং ঘাড়ের পিছন দিকে চুল পাকা অশুভ বা দুঃখের চিহ্ন।”

الناس أربعة
(মানুষ চার প্রকার)
————————————————————————

4: Hadith 77

حدثني أبي ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما قالا : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي بإسناده يرفعه إلى الحسن بن علي عليهما السلام قال : الناس أربعة : فمنهم من له خُلُق ولا خَلْق له، ومنهم من له خُلُق ولا خُلْق له، ومنهم من لا خُلُق له ولا خُلْق له، وذلك شر الناس، ومنهم من له خُلُق وخُلْق فذلك خير الناس.

বর্ণনাকারী মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন, হাসান ইবন আলী (আ) বলেছেন: মানুষ চার প্রকার: যাদের উত্তম চরিত্র (খুলক) আছে কিন্তু পরকালের কোনো অংশ (খালাক) নেই। যাদের পরকালের অংশ আছে কিন্তু উত্তম চরিত্র নেই।

যাদের উত্তম চরিত্রও নেই এবং পরকালের অংশও নেই, আর এরাই হলো নিকৃষ্টতম মানুষ। এবং যাদের উত্তম চরিত্রও আছে এবং পরকালের অংশও আছে, এরাই হলো শ্রেষ্ঠ মানুষ।”

بين الحق والباطل أربع أصابع
(সত্য ও মিথ্যার মাঝে দূরত্ব চার আঙুল)
————————————————————

4: Hadith 78

حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن السندي ، عن محمد بن عمرو بن سعيد ، عن كرام ، عن ميسر بن عبدالعزيز قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام وهو يقول : سئل أمير المؤمنين عليه السلام : كم بين الحق والباطل ؟ فقال : أربع أصابع، ووضع يده على أذنه وعينيه فقال : ما رأته عيناك فهو الحق، وما سمعته أذناك فأكثره باطل.

আবু জাফর (আ) বলেন, একদা আমিরুল মুমিনীন (আ) কে জিজ্ঞেস করা হলো: “সত্য ও মিথ্যার মধ্যে দূরত্ব কতটুকু?”
তিনি তাঁর হাত নিজের কান ও চোখের মাঝখানে রাখলেন (অর্থাৎ চোখ ও কানের ব্যবধান দেখালেন) এবং বললেন: “চার আঙুল। যা তোমার চোখ দেখেছে তা-ই সত্য, আর যা তোমার কান শুনেছে তার অধিকাংশই মিথ্যা।”

كنز اليتيمين أربع كلمات
(দুই এতিম বালকের সেই গুপ্তধন ছিল চারটি বাক্য)
————————————————————

4: Hadith 79

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عبد الحميد العطار ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم الثقفي ، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: «وكان تحته كنز لهما» قال: والله ما كان من ذهب ولا فضة، وما كان إلا لوحاً فيه كلمات أربع:
إني أنا الله لا إله إلا أنا، ومحمد رسولي،
عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح قلبه،
وعجبت لمن أيقن بالحساب كيف يضحك سنه،
وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف يستبطئ الله في رزقه،
وعجبت لمن يرى النشأة الأولى كيف ينكر النشأة الأخرى.

আবু জাফর (আ) বলেন: আল্লাহ তাআলার বানী: “এবং তার (প্রাচীরের) নিচে তাদের জন্য একটি গুপ্তধন ছিল” (কুরআন 18: 82)
“আল্লাহর কসম! সেই গুপ্তধন সোনা বা রুপার ছিল না। সেটি ছিল একটি ফলক, যাতে এই চারটি বাক্য লেখা ছিল:
‘নিশ্চয়ই আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আমার রাসূল।’
‘আমি সেই ব্যক্তির জন্য বিস্মিত হই যে মৃত্যুর ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, তবুও তার হৃদয় কীভাবে (দুনিয়ার মোহে) আনন্দিত হয়!’

‘আমি সেই ব্যক্তির জন্য বিস্মিত হই যে বিচার দিবসের হিসাবের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, তবুও সে কীভাবে (গাফিল হয়ে) অট্টহাসি হাসে!’
‘আমি সেই ব্যক্তির জন্য বিস্মিত হই যে তাকদীরের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, তবুও সে রিযিকের ক্ষেত্রে আল্লাহর ফয়সালায় কীভাবে ধীরতা বা অসন্তুষ্টি অনুভব করে! এবং আমি তার জন্য বিস্মিত হই যে প্রথম সৃষ্টি (জন্ম) দেখেও পুনরায় সৃষ্টিকে (পরকাল) অস্বীকার করে!’”

أربعة لا يُسلَّم عليهم
(চার শ্রেণির মানুষের ওপর সালাম দেওয়া নিষেধ)
————————————————————

4: Hadith 80

حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال : حدثنا أحمد بن إدريس ، عن تماد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري بإسناده رفعه إلى أمير المؤمنين قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يُسلَّم على أربعة : على السكران في سكره، وعلى من يعمل التماثيل، وعلى من يلعب بالنرد، وعلى من يلعب بالأربعة عشر، وأزيدكم الخامسة: أنهى أن يُسلَّم على أصحاب الشطرنج.

আমিরুল মুমিনীন (আ) থেকে বর্ণিত (মারফু সূত্রে), তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ চার প্রকার ব্যক্তিকে সালাম দিতে নিষেধ করেছেন: মাতাল ব্যক্তি, যতক্ষণ সে মাতাল অবস্থায় থাকে। যে ব্যক্তি মূর্তি বা প্রতিকৃতি তৈরি করে। যে ব্যক্তি পাশা খেলায় লিপ্ত থাকে। এবং যে ব্যক্তি ‘চৌদ্দ’ নামক জুয়া বা খেলায় লিপ্ত থাকে।
অতঃপর আলী (আ) বললেন: “আমি তোমাদের জন্য পঞ্চম আর একটি বিষয় যোগ করছি আমি তোমাদের দাবা খেলোয়াড়দের সালাম দিতেও নিষেধ করছি।”

أربعة يضئن الوجه
(চারটি কাজ মুখ উজ্জ্বল করে)
————————————————————

4: Hadith 81

حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه قال : حدثني أبي ، عن محمد بن أحمد ، عن حمدان بن سليمان ، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، ومحمد بن أحمد الأدمي، عن أحمد بن محمد بن مسلمة، عن زياد بن بندار، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : أربع يضئن الوجه : النظر إلى الوجه الحسن، والنظر إلى الماء، والنظر إلى الخضرة، والكحل عند النوم.

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “চারটি জিনিস মানুষের মুখে নূর ও উজ্জ্বলতা আনে। সুন্দর চেহারার দিকে তাকানো, পানির দিকে তাকানো, সবুজ প্রকৃতির দিকে তাকানো, ঘুমানোর আগে সুরমা লাগানো।”

أحب الصحابة إلى الله عز وجل أربعة

(আল্লাহর কাছে সাহাবীদের মধ্যে প্রিয় চারজন)
————————————————————————————

4: Hadith 82

حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسين بن سيف ، عن أخيه علي بن سيف ، عن أبيه سيف بن عميرة ، عن محمد بن موسى ، عن رجل من بني نوفل بن المطلب ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أحب الصحابة إلى الله عز وجل أربعة ، وما زاد قوم على سبعة إلا زاد لغطهم.

আবু জাফর (আ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “আল্লাহ তাআলার কাছে সাহাবীদের মধ্যে চারজন সবচেয়ে বেশি প্রিয়। আর কোনো দলের সংখ্যা সাতের অধিক হয়ে গেলে তাদের মাঝে শোরগোল ও বিভ্রান্তি বেড়ে যায়।”

تحرم النار على أربعة يوم القيامة
(কিয়ামতের দিন চার শ্রেণির মানুষের ওপর জাহান্নাম হারাম হবে)
————————————————————————————

4: Hadith 83

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار غداً؟ قيل : بلى يا رسول الله ، قال : الهين اللين القريب السهل.

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “আমি কি তোমাদের সংবাদ দেব না যে কিয়ামতের দিন কার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেওয়া হয়েছে?” বলা হলো: “অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল!”
তিনি বললেন: হায়্যিন (নম্র), লায়্যিন (কোমল স্বভাবের), কারীব (আন্তরিক), সাহল (সহজ সরল)।”

أربعة القليل منها كثير
(চারটি জিনিস, অল্প হলেও অনেক)
————————————————————————————

4: Hadith 84

حدثنا محمد بن علي ما جيلويه رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، عن صالح يرفعه بإسناده قال : أربعة القليل منها كثير : النار القليل منها كثير ، والنوم القليل منه كثير ، والمرض القليل منه كثير ، والعداوة القليل منها كثير.

মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে: চারটি জিনিস, অল্প হলেও তা অনেক বলে গণ্য হয়: আগুন সামান্য হলেও তা অনেক (ক্ষতিকর), ঘুম সামান্য হলেও তা অনেক (প্রভাবশালী), রোগ সামান্য হলেও তা অনেক (কষ্টদায়ক), শত্রুতা সামান্য হলেও তা অনেক (বিপজ্জনক)।

المبادرة بأربع قبل أربع
(চারটির আগে চারটি কাজে এগিয়ে যাও)
————————————————————————————

4: Hadith 85

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله قال : حدثني يعقوب بن يزيد ، عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن سعيد بن غزوان ، عن إسماعيل بن مسلم السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : بادر بأربع قبل أربع : بشبابك قبل هرمك ، وصحتك قبل سقمك ، وغناك قبل فقرك ، وحياتك قبل مماتك.

আলী (আ) বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “চারটি অবস্থা আসার আগেই চারটি বিষয়কে দ্রুত কাজে লাগাও: বার্ধক্যের আগে যৌবনকে। অসুস্থতার আগে সুস্থতাকে। দরিদ্রতার আগে সচ্ছলতাকে। মৃত্যুর আগে জীবনকে।”

4: Hadith 86

حدثنا محمد بن علي بن الشاه قال : حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسين ، قال حدثنا أبو يزيد أحمد بن خالد الخالدي قال : حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي قال : حدثنا أبي قال : حدثني أنس بن محمد أبو مالك ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في وصيته له : يا علي بادر بأربع قبل أربع : بشبابك قبل هرمك ، وصحتك قبل سقمك ، وغناك قبل فقرك ، وحياتك قبل موتك.

রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী (আ) কে উপদেশ দিয়ে বলেছেন: “হে আলী! চারটি অবস্থা আসার আগেই চারটি বিষয়কে দ্রুত কাজে লাগাও: তোমার বার্ধক্যের আগে যৌবনকে। তোমার অসুস্থতার আগে সুস্থতাকে। তোমার দরিদ্রতার আগে সচ্ছলতাকে এবং তোমার মৃত্যুর আগে জীবনকে।”

علم الناس كلهم موجود في أربع
(সমস্ত মানুষের জ্ঞান চারটি বিষয়ে রয়েছে)
————————————————————————————

4: Hadith 87

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن القاسم بن محمد الأصبهاني ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن سفيان بن عيينة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : وجدت علم الناس كلهم في أربع : أولها أن تعرف ربك، والثاني أن تعرف ما صنع بك، والثالث أن تعرف ما أراد منك، والرابع أن تعرف ما يخرجك من دينك.

বর্ণনাকারী বলেন, আমি আবু আবদুল্লাহ (আ) কে বলতে শুনেছি: “আমি মানবজাতির যাবতীয় জ্ঞানকে চারটি বিষয়ের মধ্যে পেয়েছি: তোমার প্রভুকে চেনা। তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহগুলো চেনা। তোমার কাছে তাঁর চাওয়া কী

তা জানা এবং কোন বিষয়টি তোমাকে তোমার ধর্ম থেকে বের করে দেয় তা জানা”

يلزم الحق للأمة في أربع
(উম্মতের ওপর চারটি হক)
————————————————————

4: Hadith 88

حدثنا حمزة بن محمد بن أحمد العلوي رضي الله عنه قال : أخبرني علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : يلزم الحق لأمتي في أربع : يحبون التائب، ويرحمون الضعيف، ويعينون المحسن، ويستغفرون للمذنب.

আবু আবদুল্লাহ (আ) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন: “আমার উম্মতের ওপর চারটি বিষয়ে হক বা দায়িত্ব পালন করা আবশ্যক: তারা তওবাকারীকে ভালোবাসবে। তারা অসহায় ও দুর্বলের প্রতি দয়া করবে। তারা সৎকর্মশীল ও পরোপকারীকে সাহায্য করবে এবং তারা পাপীর জন্য (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করবে।”

الجهاد على أربعة أوجه
(জিহাদ চার প্রকার)
————————————————————

4: Hadith 89

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن القاسم بن محمد الإصبهاني ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن فضيل بن عياض، عن أبي عبد الله قال ، سألته عن الجهاد أسنة هو أم فريضة ؟ فقال : الجهاد على أربعة أوجه : فجهادان فرض ، و جهاد سنة لا يقام إلا مع فرض ، و جهاد سنة ، فأما أحد الفرضين فمجاهدة الرجل نفسه عن معاصى الله عز وجل، وهو من أعظم الجهاد ومجاهدة الذين يلونكم من الكفار فرض ، و أما الجهاد الذي هو سنة لا يقام إلا مع فرض : فإن مجاهدة العدو الأمة ولو تركوا الجهاد لأتاهم العذاب ، و هذا هو من عذاب الأمة فرض على جميع و هو سنة على الإمام أن يأتي العدو مع الأمة فيجاهدهم . وأما الجهاد الذي هوسنة فكل سنة أقامها الرجل وجاهد في إقامتها و بلوغها وإحيائها فالعمل والسعي فيها من أفضل الأعمال لأنه أحيا سنة قال النبي الله : من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينتقص من أجورهم شيء .

আবু আবদুল্লাহ (আ) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, জিহাদ কি সুন্নত নাকি ফরজ? তিনি উত্তরে বললেন:
“জিহাদ চার প্রকার; দুটি ফরজ জিহাদ: মানুষ কর্তৃক তার নিজের নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করা যাতে সে আল্লাহর নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকতে পারে। এটিই হলো সবচেয়ে বড় জিহাদ (জিহাদে আকবর) এবং তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করা (যখন তারা আক্রমণ করে)।
সুন্নত জিহাদ যা ফরজের সাথে সম্পৃক্ত: এটি হলো শত্রু মোকাবিলায় উম্মতের সম্মিলিত জিহাদ। যদি উম্মত এই জিহাদ ত্যাগ করে, তবে তাদের ওপর আল্লাহর আজাব নেমে আসবে। এটি উম্মতের ওপর ফরজ হলেও ইমামের জন্য সুন্নত যে, তিনি উম্মতকে নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করবেন।
স্বতন্ত্র সুন্নত জিহাদ: কোনো ব্যক্তি যদি কোনো মৃতপ্রায় সুন্নতকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত বা জীবিত করার জন্য সংগ্রাম ও প্রচেষ্টা চালায়, তবে তার সেই প্রচেষ্টা শ্রেষ্ঠ আমলগুলোর অন্তর্ভুক্ত। কারণ সে একটি সুন্নতকে পুনর্জীবিত করেছে।

নবী ﷺ বলেছেন: ‘যে ব্যক্তি কোনো ভালো সুন্নতের প্রচলন করে, সে তার সওয়াব পাবে এবং যারা তা আমল করবে তাদের সওয়াবও সে পাবে, অথচ তাদের সওয়াব থেকে কিছুই কমানো হবে না’।”

للعبد أربع أعين
(বান্দার চারটি চোখ আছে)
————————————————————————

4: Hadith 90

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن القاسم بن محمد الأصبهاني ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليه السلام قال في حديث طويل : ألا إن للعبد أربع أعين: عينان يبصر بهما أمر دينه ودنياه، وعينان يبصر بهما أمر آخرته. فإذا أراد الله بعبد خيراً فتح له العينين اللتين في قلبه فأبصر بهما الغيب في أمر آخرته، وإذا أراد به غير ذلك ترك القلب بما فيه.

আলী ইবনুল হুসাইন (আ) একটি দীর্ঘ হাদিসে বলেছেন: “জেনে রেখো! প্রতিটি বান্দার চারটি চোখ রয়েছে: দুটি চোখ, যা দিয়ে সে তার দুনিয়া ও দ্বীনের (বাহ্যিক) বিষয়গুলো দেখে। বাকি দুটি চোখ, যা দিয়ে সে তার আখেরাতের বিষয়গুলো দেখে।
আল্লাহ যখন কোনো বান্দার কল্যাণ চান, তখন তিনি তার অন্তরের সেই দুটি চোখ খুলে দেন। ফলে সে তার আখেরাতের গায়বি বা অদৃশ্য বিষয়গুলো দেখতে পায়। আর আল্লাহ যদি তার কল্যাণ না চান, তবে তিনি তার অন্তরকে সেভাবেই ছেড়ে দেন (ফলে সে অন্ধ থাকে)।”

أربع خصال افضل من كل شيء
(চারটি গুণ সবকিছুর চেয়ে উত্তম)
————————————————————————

4: Hadith 91

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد الاصبهاني، عن سليمان بن داود، عن سفيان بن نجيح، عن أبي جعفر قال: قال سليمان بن داود: أوتينا ما أوتي الناس وما لم يؤتوا، وعلمنا ما علم الناس وما لم يعلموا، فلم نجد شيئاً أفضل من خشية الله في الغيب والمشهد، والقصد في الغنى والفقر، وكلمة الحق في الرضا والغضب، والتضرع إلى الله عز وجل في كل حال.

আবু জাফর (আ) থেকে বর্ণিত, সুলাইমান ইবনে দাউদ (আ) বলেছেন: “মানুষকে যা দেওয়া হয়েছে এবং যা দেওয়া হয়নি তার সবই আমাদের দেওয়া হয়েছে। মানুষ যা জানে এবং যা জানে না তার সবই আমাদের শেখানো হয়েছে। (এত কিছু পাওয়ার পর) আমরা এই চারটি গুণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই খুঁজে পাইনি: গোপনে এবং প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করা। সচ্ছলতা এবং দারিদ্র্য উভয় অবস্থায় মিতব্যয়ী হওয়া। তুষ্টি এবং ক্রোধ উভয় অবস্থায় সত্য কথা বলা। এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার দরবারে কাকুতি-মিনতি করা।”

النساء أربع
(নারীরা চার প্রকার)
————————————————————————————

4: Hadith 92

حدثنا جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة الكوفي رضي الله عنه، عن جده الحسن بن علي، عن جده عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي قال: قال رسول الله ﷺ: النساء أربع: جامع مجمع، وربيع مربع، وكرب مقمع، وغل قمل.

قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه : (جامع مجمع ، أي كثير الخير مخصبة. و «ربيع مربع ، التي في حجرها ولد وفي بطنها آخر . و « كرب مقمع ، أي سيئة الخلق مع زوجها ، و « غل قمل ، أي هي عند زوجها كالغل القمل ، و هو غل من جلد يقع فيه القمل فيأكله فلا يتهيأ أن يحل منه شيء ، وهو مثل للعرب .

আলী (আ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “নারীদের চার ভাগে ভাগ করা যায়: জামে’ মুজমে’, রাবি’ মুরবি’, কারাবুন মুকাম্মা, গুল্লুন কামিল।

এই কিতাবের লেখক বলেছেন: জামি’ মুজমি’ অর্থাৎ অত্যন্ত কল্যাণময়ী এবং সন্তানবতীনারী। রাবি’ মুরবি’ অর্থাৎ এমন নারী যার কোলে একটি সন্তান এবং গর্ভে আরেকটি সন্তান রয়েছে। কারাবুন মুকাম্মা’ অর্থাৎ স্বামীর সাথে অত্যন্ত দুর্ব্যবহারকারী বা বদমেজাজি নারী। গিল্লুন কামিল অর্থাৎ স্বামীর কাছে সেই নারীটি একটি 'জুন উকুন ধরা জোয়ালের' মতো। এটি চামড়ার তৈরি এমন এক ধরণের বেড়ি বা জোয়াল যা (ঘাম বা আর্দ্রতার কারণে) উকুনে ভরে যায় এবং সেগুলো চামড়া খেতে থাকে; ফলে সেটি খোলা বা আলগা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এটি আরবদের মাঝে প্রচলিত একটি প্রবাদ (যা অত্যন্ত কষ্টদায়ক ও দুঃসহ সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়)।

أربع خصال من سنن المرسلين
(চারটি অভ্যাস যা রাসূলগণের সুন্নাহ)
————————————————————————————

4: Hadith 93

حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال: حدثني علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: أربع من سنن المرسلين: العطر، والنساء، والسواك، والحناء.

আলী (আ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “চারটি অভ্যাস যা রাসূলগণের সুন্নাহ: সুগন্ধি ব্যবহার করা। বিবাহ করা। মিসওয়াক করা। এবং মেহেদি (হেনা) ব্যবহার করা।”

أربعة لا تقبل لهم صلاة
(চারজনের সালাত কবুল হয় না)
————————————————————————————

4: Hadith 94

حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال: حدثني عمي محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن محمد بن علي الكوفي، عن ابن بقاح، عن زكريا بن محمد، عن عبد الملك بن أبي عمير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أربعة لا تقبل لهم صلاة: الإمام الجائر، والرجل يؤم القوم وهم له كارهون، والعبد الآبق من مواليه من غير ضرورة، والمرأة تخرج من بيت زوجها بغير إذنه.

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “চার শ্রেণির মানুষের সালাত কবুল হয় না: অত্যাচারী শাসক। এমন ব্যক্তি, যে কোনো জনসমষ্টির ইমামতি করে অথচ তারা তাকে অপছন্দ করে (তার অযোগ্যতা বা অন্যায়ের কারণে)। এমন দাস, যে কোনো বিশেষ প্রয়োজন বা জুলুম ছাড়াই তার মালিকের কাছ থেকে পালিয়ে গেছে। এবং এমন নারী, যে তার স্বামীর অনুমতি ছাড়াই ঘর থেকে বের হয়।”

اذا فشت أربعة ظهرت أربعة
(যখন চারটি ছড়িয়ে পড়ে, তখন চারটি প্রকাশ পায়)
————————————————————

4: Hadith 95

حدثنا جعفر بن علي بن الحسن الكوفي رضي الله عنه، عن جده الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة، عن علي بن حسان، عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فشت أربعة ظهرت أربعة: إذا فشا الزنا ظهرت الزلازل، وإذا أمسكت الزكاة هلكت الماشية، وإذا جار الحاكم في القضاء أمسكت القطر من السماء، وإذا حفرت الذمة نصر المشركون على المسلمين.

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “যখন চারটি বিষয় ছড়িয়ে পড়ে, তখন তার পরিণামে চারটি দুর্যোগ দেখা দেয়: যখন ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়ে, তখন ভূমিকম্প দেখা দেয়। যখন যাকাত বন্ধ করা হয়, তখন গবাদিপশু ধ্বংস হয় (উৎপাদন ও পশুসম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়)। যখন বিচারক বিচারে জুলুম বা অবিচার করেন, তখন আকাশ থেকে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়। এবং যখন অঙ্গীকার বা জিম্মা ভঙ্গ করা হয়, তখন মুসলিমদের ওপর মুশরিকরা জয়ী হয়।”

أربع من علامات الشقاء
(দুর্ভাগ্যের চারটি লক্ষণ)
————————————————————

4: Hadith 96

حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: من علامات الشقاء جمود العين، وقسوة القلب، وشدة الحرص في طلب الرزق، والإصرار على الذنب.

আলী (আ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “দুর্ভাগ্যের লক্ষণ চারটি: চোখের শুষ্কতা (আল্লাহর ভয়ে বা অন্যের দুঃখে চোখ দিয়ে অশ্রু না আসা)। হৃদয়ের কঠোরতা (অনুভূতিহীন মন)। রিযিক অন্বেষণে প্রচণ্ড লালসা বা লোভ। এবং পাপের ওপর অটল থাকা (তওবা না করে বারবার একই গুনাহ করা)।”

4: Hadith 97

حدثنا محمد بن علي بن الشاه قال: حدثنا أبو حامد قال: حدثنا أبو يزيد قال: حدثنا محمد بن أحمد بن الصالح التميمي، عن أبيه قال: حدثني أنس بن محمد أبو مالك، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي عن النبي ﷺ أنه قال: يا علي أربع خصال من الشقاء: جمود العين، وقساوة القلب، وبعد الأمل، وحب البقاء.

জাফর ইবন মুহাম্মাদ (আ) তাঁর পূর্বপুরুষদের সূত্রে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ আলী (আ) কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন: “হে আলী! চারটি বৈশিষ্ট্য দুর্ভাগ্যের অন্তর্ভুক্ত: চোখের শুষ্কতা। হৃদয়ের কঠোরতা। দীর্ঘ আশা। এবং দুনিয়ায় চিরকাল বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা।”

جمع الله عز وجل الكلام لآدم عليه السلام في أربع كلمات
(আল্লাহ আদম (আ)-এর জন্য বাণীকে চারটি কথায় সংক্ষেপ করেছেন)
————————————————————————————

4: Hadith 98

حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن أحمد بن علي بن الصلت، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن يوسف بن عمران، عن ميثم بن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أوحى الله عز وجل إلى آدم أني سأجمع لك الكلام في أربع كلمات، قال: يا رب وما هن؟ قال: واحدة لي، وواحدة لك، وواحدة فيما بيني وبينك، وواحدة فيما بينك وبين الناس. فقال: يا رب بينهن لي حتى أعلمهن، فقال: أما التي لي فتعبدني ولا تشرك بي شيئاً، وأما التي لك فأجزيك بعملك أحوج ما تكون إليه، وأما التي بيني وبينك فعليك الدعاء وعلى الإجابة، وأما التي بينك وبين الناس فترضى للناس ما ترضاه لنفسك.

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: আল্লাহ তাআলা আদম (আ) এর কাছে ওহী পাঠালেন যে, “আমি তোমার জন্য সমস্ত জ্ঞান ও কথাকে চারটি বাক্যে একত্র করব।”
আদম (আ) বললেন: “হে পালনকর্তা! সেই কথাগুলো কী?” আল্লাহ বললেন: একটি আমার জন্য। একটি তোমার জন্য। একটি আমার ও তোমার মাঝে (সম্পর্কিত)। এবং একটি তোমার ও মানুষের মাঝে (সম্পর্কিত)।” আদম (আ) আরজ করলেন: “হে প্রভু! এগুলো আমার কাছে পরিষ্কার করে বর্ণনা করুন যাতে আমি বুঝতে পারি।”
আল্লাহ বললেন: যেটি আমার জন্য: তা হলো তুমি কেবল আমারই ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরিক করবে না।
যেটি তোমার জন্য: তা হলো তোমার আমলের প্রতিদান আমি তোমাকে এমন সময় দেব যখন তুমি তার জন্য সবচেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী থাকবে (অর্থাৎ কিয়ামতের কঠিন দিনে)।
যেটি আমার ও তোমার মাঝে: তা হলো, তোমার কাজ হলো দোয়া করা, আর আমার কাজ হলো তা কবুল করা।
যেটি তোমার ও মানুষের মাঝে: তা হলো, তুমি নিজের জন্য যা পছন্দ করো, অন্য মানুষের জন্যও তা-ই পছন্দ করবে।”

4: Hadith 99

حدثنا أحمد بن الحسن القطان ، وأحمد بن محمد بن الهيثم العجلي ، ومحمد ابن أحمد السناني رضي الله عنهم قالوا : حدثنا أحمد بن يحيى بن زكريا الفطان قال: حدثنا موسى بن إسحاق قال : حدثنا أبو إبراهيم الترجماني قال : حدثنا صالح بن -بشير أبو بشر المري قال : سمعت الحسن يحدث عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله فيما يروي عن ربه جل جلاله أنه قال : أربع خصال واحدة لي ، وواحدة لك وواحدة فيما بيني وبينك ، و واحدة فيما بينك و بين عبادي ؛ فأما التي لي فتعبدني [و] لا تشرك بي شيئاً ، و أما التي لك فما عملت من خير جزيتك به ، و أما التي بيني و بينك فمنك الدعاء و على الإجابة ، و أما التي بينك و بين عبادي فأن ترضى لهم ما ترضى لنفسك . ولم يذكر آدم في هذا الحديث .

আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর রবের পক্ষ থেকে (হাদিসে কুদসি) বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা বলেছেন: “চারটি বৈশিষ্ট্য; একটি আমার জন্য, একটি তোমার জন্য, একটি আমার ও তোমার মাঝে এবং একটি তোমার ও আমার বান্দাদের মাঝে।
যেটি আমার জন্য: তুমি আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরিক করবে না।
যেটি তোমার জন্য: তুমি যে নেক আমলই করো না কেন, আমি তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাকে দেব।
যেটি আমার ও তোমার মাঝে: তোমার পক্ষ থেকে থাকবে দোয়া এবং আমার পক্ষ থেকে থাকবে তা কবুল করা।
যেটি তোমার ও আমার বান্দাদের মাঝে: তা হলো, তুমি তাদের জন্য তা-ই পছন্দ করবে যা নিজের জন্য পছন্দ করো।”

النهي عن مصادقة أربعة و مؤاخاتهم
(চার শ্রেণির মানুষের সাথে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব করতে নিষেধ)
————————————————————————————

4: Hadith 100

حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن القاسم بن يوسف أخي أحمد بن يوسف بن القاسم الكاتب، عن حنان بن سدير الصيرفي، عن سدير الصيرفي قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لا تقارن ولا تواخ أربعة: الأحمق والبخيل والجبان والكذاب، أما الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وأما البخيل فإنه يأخذ منك ولا يعطيك، وأما الجبان فإنه يهرب عنك وعن والديه، وأما الكذاب فإنه يصدق ولا يصدق.

আবু জাফর (আ) বলেছেন: “চার শ্রেণির মানুষের সাথে ঘনিষ্ঠতা বা ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করো না: নির্বোধ, কৃপণ, ভীরু এবং মিথ্যাবাদী।
কারণ নির্বোধ তোমার উপকার করতে চাইলেও তোমার ক্ষতি করে ফেলবে। কৃপণ তোমার কাছ থেকে কেবল নিতেই থাকবে, কিন্তু তোমাকে কিছু দেবে না। ভীরু বিপদের সময় তোমাকে এবং এমনকি তার পিতামাতাকে ফেলে পালিয়ে যাবে। আর মিথ্যাবাদী সত্য বললেও তাকে বিশ্বাস করা যায় না (বা তার কথার কোনো নিশ্চয়তা নেই)।”

يؤجر في العلم أربعة
(জ্ঞানের ক্ষেত্রে চারজন প্রতিদান পায়)
————————————————————————————

4: Hadith 101

حدثنا جعفر بن علي بن الحسن الكوفي رضي الله عنه قال: حدثني جدي الحسن بن علي، عن جده عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليه السلام قال: العلم خزائن والمفاتيح السؤال فاسألوا يرحمكم الله، فإنه يؤجر في العلم أربعة: السائل، والمتكلم، والمستمع، والمحب لهم.

আবু আবদুল্লাহ (আ) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন: “জ্ঞান হলো ভাণ্ডারস্বরূপ এবং প্রশ্ন হলো তার চাবিকাঠি। অতএব তোমরা প্রশ্ন করো, আল্লাহ তোমাদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন। কারণ জ্ঞানের এই প্রক্রিয়ায় চারজন ব্যক্তি প্রতিদান পায়: প্রশ্নকারী, বক্তা, শ্রোতা এবং তাদেরকে যে ভালোবাসে।”

لا يماكس في أربعة أشياء
(চারটি বিষয়ে দরকষাকষি করা উচিত নয়)
————————————————————————————

4: Hadith 102

حدثنا أبي، ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما قالا: حدثنا محمد بن يحيى العطار، وأحمد بن إدريس جميعاً، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى بإسناده يرفعه إلى أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لا يماكس في أربعة أشياء: في الأضحية، والكفن، وثمن النسمة، والكرى إلى مكة.

আবু জাফর (আ) বলেছেন: “চারটি বিষয়ে দরকষাকষি করা উচিত নয়: কুরবানির পশু ক্রয়ের সময়। কাফনের কাপড় ক্রয়ের সময়। দাস মুক্ত করার সময়। এবং মক্কার পথে সওয়ারি বা যানবাহনের ভাড়া নির্ধারণে।”

حديث آخر بنفس المعنى
(একই বিষয়ের অন্য বর্ণনা)
————————————————————————————

4: Hadith 103

حدثنا أبو الحسين محمد بن علي بن الشاه قال: حدثنا أبو حامد قال: حدثنا أبو يزيد أحمد بن خالد الخالدي قال: حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي، عن أبيه قال: حدثنا محمد بن حاتم القطان، عن حماد بن عمرو، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: يا علي لا تماكس في أربعة أشياء: في شراء الأضحية، والكفن، والنسمة، والكرى إلى مكة.

আলী (আ) বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “হে আলী! চারটি বিষয়ে দরকষাকষি করো না: কুরবানির পশু কেনা, কাফন, দাস/মানুষ মুক্ত করা, এবং মক্কার পথে সফরের ভাড়া।”

أربع خصال تحدث في الرقيق خيار سنة
(ক্রীতদাসের ক্ষেত্রে চারটি কারণে এক বছর পর্যন্ত (ফেরত দেওয়ার) সুযোগ থাকে)
————————————————————————————

4: Hadith 104

حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار قال: حدثني محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى قال: كان ابن فضال يروي عن أبي الحسن الثاني في أربعة أشياء خيار سنة: الجنون، والجذام، والبرص، والقرن.

আবু হাসান আস-সানি (আ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, “চারটি বিষয় যদি ক্রীতদাসের মধ্যে দেখা যায়, তবে তা এক বছর পর্যন্ত খিয়ার বা চুক্তি বাতিলের সুযোগ দেয় : পাগলামি, কুষ্ঠরোগ, ধবল বা শ্বেতী রোগ এবং শারীরিক বিশেষ জন্মগত ত্রুটি।”

خير المال أربعة أشياء
(শ্রেষ্ঠ সম্পদ চার প্রকার)
————————————————————————————

4: Hadith 105

حدثنا محمد بن علي ما جيلويه رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار قال : حدثني محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن مسلم السكوني، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي قال : سئل رسول الله : أي المال خير ؟ قال : زرع زرعه صاحبه وأصلحه وأدى حقه يوم حصاده ، قيل : فأي المال بعد الزرع خير ؟ قال : رجل في غنمه قد تبع بها مواضع القطر يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ، قيل : فأي المال بعد الغنم خير ؟ قال : البقر تغدو بخير وتروح بخير ، قيل : فأي المال بعد البقر خير ؟ قال : الراسيات في الوحل والمطعمات في المحل ، نعم الشيء النخل من باعه فائما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهقة اشتدت به الريح في يوم عاصف إلا أن يخلف مكانها ، قيل : يا رسول الله فأي المال بعد النخل خير ؟ فسكت فقال له رجل : فأين الا بل؟ قال : فيها الشقاء والجفاء والعناء وبعد الدار ، تغدو مدبرة وتروح مديرة ، لا يأتي خيرها إلا من جانبها الأشام أما إنها لا تعدم الأشقياء الفجرة .

আলী (আ) বলেছেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞেস করা হলো “কোন ধরনের সম্পদ সবচেয়ে উৎকৃষ্ট?”
তিনি বললেন: কৃষিজমি: “এমন ফসল যা তার মালিক নিজে রোপণ করেছে, তার পরিচর্যা করেছে এবং ফসল কাটার দিনে তার হক আদায় করেছে।”
জিজ্ঞেস করা হলো “ফসলের পর কোন সম্পদ শ্রেষ্ঠ?”
তিনি বললেন , ভেড়া বা ছাগল: “এমন ব্যক্তি যে তার মেষপাল নিয়ে বৃষ্টির সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়, ঠিকমতো সালাত কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে।”
জিজ্ঞেস করা হলো “মেষপালের পর কোন সম্পদ শ্রেষ্ঠ?”
তিনি বললেন, গরু: “যা সকালে কল্যাণ নিয়ে বের হয় এবং সন্ধ্যায় কল্যাণ নিয়ে ফিরে আসে।”
আবার জিজ্ঞেস করা হলো “গরুর পর কোন সম্পদ শ্রেষ্ঠ?”
তিনি বললেন: খেজুর গাছ: “সেই বৃক্ষ যা কাদা বা জলাভূমিতে শিকড় গেড়ে দাঁড়িয়ে থাকে এবং দুর্ভিক্ষের সময়ও খাবার দেয়। খেজুর গাছ কতই না চমৎকার সম্পদ! যে ব্যক্তি খেজুর বাগান বিক্রি করে দেয়, তার সেই অর্থের অবস্থা পাহাড়ের চূড়ায় থাকা সেই ছাইয়ের মতো যার ওপর দিয়ে ঝোড়ো দিনে প্রচণ্ড বাতাস বয়ে যায় (অর্থাৎ তা দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যায়); যদি না সে সেই অর্থ দিয়ে পুনরায় গাছ বা বাগান না কেনে।”
অতঃপর জিজ্ঞেস করা হলো “হে আল্লাহর রাসূল! খেজুরের পর কোন সম্পদ শ্রেষ্ঠ?”
রাসূলুল্লাহ ﷺ চুপ থাকলেন। তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল “উটের ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?”

তিনি বললেন: “উটের মধ্যে রয়েছে কষ্ট, রূঢ়তা এবং ক্লান্তি। এটি মানুষের ঘরবাড়ি থেকে দূরে নিয়ে যায়। এটি পিঠ ফিরিয়ে চলে যায় আবার পিঠ ফিরিয়েই ফিরে আসে। এর কল্যাণ কেবল এর বাঁ দিক থেকেই আসে (দোহন ও আরোহণের সময়)। জেনে রেখো, এটি পাপিষ্ঠ ও দুর্ভাগা ব্যক্তিদের থেকে মুক্ত থাকে না (অর্থাৎ উট নিয়ে ব্যস্ততা মানুষকে অনেক সময় কঠোর হৃদয় করে তোলে)।”

4: Hadith 106

حدثنا علي بن أحمد بن موسى رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن صالح بن أبي حماد قال: حدثنا إسماعيل بن مهران، عن أبيه، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: الغنم إذا أقبلت أقبلت وإذا أدبرت أقبلت، والبقر إذا أقبلت أقبلت وإذا أدبرت أدبرت، والإبل أعنان الشياطين إذا أقبلت أدبرت وإذا أدبرت أدبرت، ولا يجيء خيرها إلا من الجانب الأشأم. قيل: يا رسول الله فمن يتخذها بعد ذا؟ قال: فأين الأشقياء الفجرة. قال صالح: وأنشد إسماعيل بن مهران: هي المال لولا قلة الخفض حولها فمن شاء داراها ومن شاء باعها.

আলী (আ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “ভেড়া বা ছাগল যখন এগিয়ে আসে তখন সে সম্পদ নিয়ে আসে, আর যখন পিঠ ফিরিয়ে চলে যায় (অর্থাৎ সংখ্যায় কমে বা বিক্রি হয়) তখনও সে কল্যাণই দিয়ে যায়।
গরু যখন এগিয়ে আসে তখন সে কল্যাণ আনে, কিন্তু যখন সে পিঠ ফিরিয়ে চলে যায় (অর্থাৎ মারা যায় বা হারিয়ে যায়) তখন সে তার সাথেই সম্পদ নিয়ে যায়।
আর উট হলো শয়তানের লাগাম বা দড়িস্বরূপ; এটি যখন সামনে আসে তখনও বিরক্তি ও ক্লান্তি নিয়ে আসে, আর যখন চলে যায় তখনও দুর্দশা দিয়ে যায়। এর কল্যাণ কেবল এর বাঁ দিক থেকেই আসে (দোহন ও আরোহণের সময়)।
জিজ্ঞেস করা হলো ‘হে আল্লাহর রাসূল! এরপরও কারা উট পালন করবে?’
তিনি বললেন ‘পাপিষ্ঠ ও দুর্ভাগা ব্যক্তিরা’।”
(বর্ণনাকারী সালিহ বলেন: ইসমাঈল ইবনে মিহরান এই কবিতাটি আবৃত্তি করেছেন: উট সম্পদ হতো যদি না এর চারপাশের জীবন এত কঠোর ও অশান্তিপূর্ণ হতো; ফলে যার ইচ্ছা সে একে আগলে রাখে আর যার ইচ্ছা সে একে বিক্রি করে দেয়)

أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة
(যেকোনো সময় আদায় করা যায় এমন চার সালাত)
——————————————————————

4: Hadith 107

حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة: صلاة فاتته فمتى ذكرها أداها، وصلاة ركعتي طواف الفريضة، وصلاة الكسوف، والصلاة على الميت، هؤلاء يصليهن الرجل في الساعات كلها.

আবু জাফর (আ) বলেছেন: “চারটি সালাত এমন যা একজন মানুষ যেকোনো সময় আদায় করতে পারে: কাযা সালাত: যে সালাতটি তোমার ছুটে গেছে, যখনই তোমার মনে পড়বে তখনই তা আদায় করবে। ফরজ তাওয়াফের দুই রাকাত সালাত (হজ বা উমরার সময়)। সালাতুল কুসুফ বা সূর্যগ্রহণ/চন্দ্রগ্রহণের সালাত। এবং জানাজার সালাত।
এই সালাতগুলো মানুষ দিনের যেকোনো সময় ও মুহূর্তে আদায় করতে পারে।”

القضاة أربعة
(বিচারক চার প্রকার)
————————————————————————————

4: Hadith 108

حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي قال: حدثنا أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: القضاة أربعة: قاض قضى بالحق وهو لا يعلم أنه حق فهو في النار، وقاض قضى بالباطل وهو لا يعلم أنه باطل فهو في النار، وقاض قضى بالباطل وهو يعلم أنه باطل فهو في النار، وقاض قضى بالحق وهو يعلم أنه حق فهو في الجنة.

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “বিচারক চার প্রকার:
সেই বিচারক, যে সঠিক বিচার করেছে কিন্তু সে জানত না যে এটিই সঠিক (অর্থাৎ সে অনুমানের ভিত্তিতে রায় দিয়েছে); সে জাহান্নামি।
সেই বিচারক, যে ভুল বা অন্যায় বিচার করেছে এবং সে জানত না যে এটি ভুল (অজ্ঞতা সত্ত্বেও সে বিচারকের আসনে বসেছে); সে জাহান্নামি।
সেই বিচারক, যে ভুল বা অন্যায় বিচার করেছে এবং সে জানত যে এটি ভুল (ইচ্ছাকৃতভাবে জুলুম করেছে); সে জাহান্নামি।
এবং সেই বিচারক, যে সঠিক বিচার করেছে এবং সে জানত যে এটিই সঠিক (জ্ঞান ও ইনসাফের সাথে রায় দিয়েছে); কেবল সে-ই জান্নাতি।”

يجبر الرجل على نفقة أربعة
(যার ভরণপোষণ করা বাধ্যতামূলক)
————————————————————————————

4: Hadith 109

حدثنا أبي ؛ ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما قالا : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، وأحمد بن إدريس جميعاً ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حريز ، عن أبي عبد الله قال : قلت : من الذي أجبر عليه وتلزمني نفقته؟ قال : الوالدان ، والولد ، والزوجة .

আবু আবদুল্লাহ (আ) থেকে বর্ণিত, বর্ণনাকারী বলেন: আমি জিজ্ঞেস করলাম “কার কার ভরণপোষণ করতে আমি বাধ্য এবং কার দায়িত্ব আমার ওপর বর্তায়?” তিনি বললেন: পিতা, মাতা, সন্তান, এবং স্ত্রী।”

ملوك الأنبياء في الأرض أربعة
(পৃথিবীতে চারজন নবী রাজা ছিলেন)

————————————————————————————

4: Hadith 110

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي جعفر قال : إن الله تبارك وتعالى لم يبعث الأنبياء ملوكاً في الأرض إلا أربعة بعد نوح : ذو القرنين واسمه عباش ، وداود ، وسليمان ، ويوسف. فأما ذو القرنين فملك ما بين المشرق والمغرب، وأما داود فملك ما بين الشامات إلى بلاد اصطخر، وكذلك كان ملك سليمان، وأما يوسف فملك مصر وبراريها ولم يجاوزها إلى غيرها. قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه : جاء هذا الخبر هكذا ، و الصحيح الذي أعتقده في ذي القرنين أنه لم يكن نبياً وإنما كان عبداً صالحاً أحب الله فأحبه الله و نصح الله فنصحه الله ، قال أمير المؤمنين : وفيكم مثله ، وذو القرنين ملك مبعوث وليس برسول و لا نبي كما كان طالوت [ملكاً] قال الله عز وجل : « وقال لهم نبيهم إنَّ الله قد بعث لكم طالوت ملكاً». وقد يجوز أن يذكر في جملة الأنبياء من ليس بنبي كما يجوز أن يذكر في جملة الملائكة من ليس بملك قال الله عز و جل ثناؤه ، وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن.

আবু জাফর (আ) বলেছেন: “নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ নূহ (আ) এর পর পৃথিবীতে চারজন ব্যতীত আর কোনো নবীকে বাদশাহ হিসেবে পাঠাননি। তাঁরা হলেন: যুল-কারনায়ন, তাঁর নাম ছিল আইয়্যাশ, দাউদ, সুলাইমান এবং ইউসুফ । যুল-কারনায়ন (আইয়্যাশ) পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবী শাসন করেছিলেন। দাউদ (আ) এবং সুলাইমান (আ) শাম (সিরিয়া) থেকে ইস্তাখর (পারস্য) পর্যন্ত শাসন করেছিলেন। আর ইউসুফ (আ) মিশর ও তার আশেপাশের মরু অঞ্চল শাসন করেছিলেন, এর বাইরে তাঁর শাসন বিস্তৃত ছিল না।”

[এই কিতাবের লেখক বলেছেন: এই হাদিসটি এভাবেই বর্ণিত হয়েছে । তবে আমি যা সঠিক মনে করি তা হলো যুল-কারনায়ন নবী ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন আল্লাহর এক নেক বান্দা। তিনি আল্লাহকে ভালোবেসেছিলেন, তাই আল্লাহও তাঁকে ভালোবেসেছিলেন। আমিরুল মুমিনীন আলী (আ.) তাঁর সম্পর্কে বলেছেন: “তোমাদের মাঝেও তাঁর মতো একজন (আলী স্বয়ং) রয়েছে।” যুল-কারনায়ন ছিলেন একজন প্রেরিত বাদশাহ, কিন্তু তিনি রাসূল বা নবী ছিলেন না, ঠিক যেমন তালুত বাদশাহ ছিলেন (নবী ছিলেন না)।
পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন: “তাদের নবী তাদের বললেন, আল্লাহ তোমাদের জন্য তালুতকে বাদশাহ হিসেবে পাঠিয়েছেন।” (কুরআন 2:247)। অনেক সময় নবীদের তালিকায় এমন কাউকে উল্লেখ করা হয় যিনি মূলত নবী নন (বরং তাঁর গুরুত্ব বোঝাতে), ঠিক যেমন ফেরেশতাদের তালিকায় ইবলিসের কথা বলা হয়েছে, অথচ সে জিন ছিল]

في الشمس أربع خصال
(সূর্যের মধ্যে চারটি বৈশিষ্ট্য)
————————————————————————————

4: Hadith 111

حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر بن وهب البغدادي ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن موسى بن إبراهيم المروزي ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر قال : قال رسول الله ﷺ : في الشمس أربع خصال : تغير اللون ، وتنقن الريح ، وتخلق الثياب ، وتورث الداء .

আবুল হাসান মুসা ইবনে জাফর (আ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “সূর্যের মধ্যে চারটি বৈশিষ্ট্য বা প্রভাব রয়েছে: এটি গায়ের রঙ পরিবর্তন করে দেয়, দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে, পোশাক জীর্ণ করে ফেলে এবং রোগ সৃষ্টি করে।"

الدواء أربعة
(প্রধান চারটি ঔষধ)
————————————————————————————

4: Hadith 112

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله قال : الدواء أربعة : الحجامة ، والسعوط ، والحقنة ، والقيء .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “ঔষধ মূলত চারটি: হিজামা , নাকে ওষুধ দেওয়া, এনিমা এবং বমি।”

أربعة يعدلن الطبايع
(মেজাজ বা শারীরিক প্রকৃতি ভারসাম্যকারী চারটি বস্তু)
————————————————————————————

4: Hadith 113

حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال : حدثنا أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن السياري ، عن محمد بن أسلم ، عن نوح بن شعيب النيسابوري ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، يرفعه إلى أبي عبد الله قال : أربعة يعدلن الطبايع : الرمان السوراني ، والبسر المطبوخ ، والبنفسج ، والهندباء .

বর্ণনাকারী মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন, আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “চারটি জিনিস শরীরের মেজাজ বা প্রকৃতিকে ভারসাম্যপূর্ণ করে: সুরানি ডালিম, রান্না করা আধা-পাকা খেজুর, বনফশা ফুল এবং কাসনি শাক।”

في الكراث أربع خصال
(পেঁয়াজপাতায় চারটি উপকারিতা)
————————————————————————————

4: Hadith 114

حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن علي الهمداني ، عن عمر بن عيسى ، عن فرات بن أحنف قال : سئل أبو عبد الله عن الكراث فقال : كله فإن فيه أربع خصال : يطيب النكهة ، ويطرد الرياح ، ويقطع البواسير ، وهو أمان من الجذام لمن أدمن عليه .

আবু আবদুল্লাহ (আ) কে পেঁয়াজপাতা (Leek) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: “এটি খাও, কারণ এতে চারটি গুণ রয়েছে: এটি মুখের ঘ্রাণ সুন্দর করে, পেটের বায়ু দূর করে, অর্শ্ব রোগ নির্মূল করে এবং যে ব্যক্তি নিয়মিত এটি খায় তার জন্য এটি কুষ্ঠ রোগ থেকে সুরক্ষা স্বরূপ।”

علامات الدم أربع
(রক্তের সমস্যার চারটি লক্ষণ)
————————————————————————————

4: Hadith 115

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن قال : علامات الدم أربع : الحكة ، والبشرة ، والنعاس ، والدوران .

আবুল হাসান (আ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: “রক্তের (সমস্যার) লক্ষণ চারটি: চুলকানি, চর্মরোগ, তন্দ্রাচ্ছন্নতা (অতিরিক্ত ঘুম ঘুম ভাব) এবং মাথা ঘোরা।”

أربعة أنهار من الجنة
(জান্নাতের চারটি নদী)
————————————————————————————

4: Hadith 116

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله قال : حدثني أحمد بن هلال ، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي ، عن أبيه ، عن جده ، عن آبائه ، عن علي قال : قال رسول الله ﷺ : أربعة أنهار من الجنة : الفرات ، والنيل ، وسيحان ، وجيحان ، فالفرات الماء في الدنيا والآخرة ، والنيل العسل ، وسيحان الخمر ، وجيحان اللبن .

আলী (আ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “দুনিয়ার চারটি নদী জান্নাতের উৎস: ফুরাত, নীল, সাইহান ও জাইহান। দুনিয়া ও আখেরাতে ফুরাত হলো পানির নদী, নীল হলো মধুর নদী, সাইহান হলো শরাবের নদী এবং জাইহান হলো দুধের নদী”

النهي عن أربع كنى
(চারটি কুনিয়া ব্যবহার করতে নিষেধ)
————————————————————————————

4: Hadith 117

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي أن النبي ﷺ نهى عن أربع كنى : عن أبي عيسى ، وعن أبي الحكم ، وعن أبي مالك ، وعن أبي القاسم إذا كان الاسم محمداً .

আলী (আ) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ চারটি কুনিয়া রাখতে নিষেধ করেছেন: আবু ঈসা, আবু হাকাম, আবু মালিক, আবুল কাসিম।”

خير الأسماء أربعة ، وشر الأسماء أربعة
(চারটি নাম উত্তম এবং চারটি নাম নিকৃষ্ট)
————————————————————————————

4: Hadith 118

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر قال : قال رسول الله ﷺ على منبره : ألا إن خير الأسماء عبد الله ، وعبد الرحمن ، وحارثة ، وهمام ، وشر الأسماء ضرار ، ومرة ، وحرب ، وظالم .

আবু জাফর (আ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলেছেন: “জেনে রেখো, সবচেয়ে উত্তম নাম হলো: আবদুল্লাহ, আবদুর রহমান, হারিসাহ এবং হাম্মাম। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট নাম হলো: দ্বীরার, মুররাহ, হারব এবং যালিম।”

النهي عن أربعة أشياء ، وعن أربعة ظروف
(চারটি বিষয় এবং চার ধরনের পাত্র থেকে নিষেধ)
————————————————————————————

4: Hadith 119

حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال : حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله قال : سئل عن الشطرنج والنرد قال : لا تقربوهما ، قلت : فالغناء ؟ قال : لا خير فيه لا تفعلوا ، قلت : فالنبيذ ؟ قال : نهى رسول الله ﷺ عن كل مسكر ، وكل مسكر حرام ، قلت : فالظروف التي تصنع فيها؟ قال : نهى رسول الله ﷺ عن الدباء والمزفت والحنتم والنقير ، قلت : وما ذاك؟ قال : الدباء القرع ، والمزفت الدنان ، والحنتم جرار خضر ، والنقير خشبة كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى تصير أجوافاً ينبذون فيها.

আবু আবদুল্লাহ (আ) থেকে বর্ণিত: তাঁকে দাবা এবং নার্দ (এক প্রকার খেলা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: “তোমরা এগুলোর কাছেও যেয়ো না।” আমি জিজ্ঞাসা করলাম: গান সম্পর্কে কী বলেন? তিনি বললেন: “এতে কোনো কল্যাণ নেই, এটা করো না।” আমি জিজ্ঞাসা করলাম: নাবীজ (মদ বিশেষ) সম্পর্কে কী বলেন? তিনি বললেন: “রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতিটি নেশাজাতীয় দ্রব্য নিষেধ করেছেন এবং প্রতিটি নেশাজাতীয় দ্রব্যই হারাম।”
আমি জিজ্ঞাসা করলাম: যেসব পাত্রে এগুলো তৈরি করা হয় সেগুলো সম্পর্কে কী হুকুম? তিনি বললেন: “রাসূলুল্লাহ ﷺ আদ-দুব্বা, আল-মুজাফফাত, আল-হানতাম এবং আন-নাকীর ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।”
জিজ্ঞেস করা হলো: এগুলো কী? তিনি বললেন: “দুব্বা হলো লাউয়ের খোসার পাত্র, মাজফাত হলো আলকাতরা বা পিচ দিয়ে প্রলেপ দেওয়া পাত্র, হানতাম হলো সবুজ মাটির কলস, আর নাকীর হলো কাঠ খোদাই করে তৈরি পাত্র। (যাতে জাহেলিয়াত যুগে পানীয় রাখা হতো)।”

الأمر بدفن أربعة أشياء
(চারটি জিনিস দাফন করার নির্দেশ)
————————————————————————————

4: Hadith 120

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد ، عن أبي إسحاق إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي قال : أمرنا رسول الله ﷺ بدفن أربعة : الشعر ، والسن ، والظفر ، والدم .

আলী (আ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: “রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের চারটি জিনিস (মাটির নিচে) দাফন করার আদেশ দিয়েছেন: চুল, দাঁত, নখ এবং রক্ত।”

أربع خصال من أخلاق الأنبياء
(চারটি গুণ নবীদের চরিত্রের অংশ)
————————————————————

4: Hadith 121

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله قال : إن الصبر ، والبر ، والحلم ، وحسن الخلق من أخلاق الأنبياء .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “"নিশ্চয়ই ধৈর্য, সততা, সহনশীলতা এবং সচ্চরিত্র এই চারটি হলো নবীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।”

أربعة يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو في حضر
(চার ব্যক্তির জন্য সফর ও অবস্থান, উভয় অবস্থায় নামাজ পূর্ণ পড়া ওয়াজিব)
————————————————————

4: Hadith 122

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا علي بن موسى بن جعفر بن أبي جعفر الكميداني ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر قال : أربعة يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو في حضر : المكاري ، والكري ، والاشتقان ، والراعي لأنه عملهم .
قال مصنف هذا الكتاب : الاشتقان : البريد .

আবু জাফর (আ) বলেন: “চার শ্রেণির ব্যক্তির জন্য সফর বা আবাসস্থল উভয় অবস্থাতেই নামাজ পূর্ণ করা আবশ্যক: মুকারি (যিনি পশুপাখি বা যানবাহন ভাড়া দেন), কিরি (ভাড়াটে চালক/শ্রমিক), ইশতিকান (বার্তা বাহক) এবং রাখাল; কারণ এটিই তাদের পেশা।”

[এই কিতাবের লেখক বলেন, এখানে “ইশতিকান” বলতে ডাকবাহক (Postman) বোঝানো হয়েছে]

من مخزون علم الله عز وجل الاتمام في أربعة مواطن
(আল্লাহর ইলমের ভাণ্ডার থেকে বিশেষ চার স্থানে নামাজ পূর্ণ করা)
————————————————————————————

4: Hadith 123

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال : حدثني الحسن بن علي بن النعمان ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن علي بن مهزيار ، وأبي علي بن راشد ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله قال : من مخزون علم الله عز وجل الاتمام في أربعة مواطن : حرم الله عز وجل ، وحرم رسوله ، وحرم أمير المؤمنين ، وحرم الحسين بن علي .
قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه : يعني أن ينوي الإنسان في حرمهم مقام عشرة أيام و يتم ولا ينوي مقام دون عشرة أيام فيقصر وليس ما يقوله غير أهل الاستبصار بشيء : أنه يتم في هذه المواضع على كل حال .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “আল্লাহ তাআলার গোপন ইলমের ভাণ্ডার অনুযায়ী চারটি স্থানে নামাজ পূর্ণ পড়তে হয়: আল্লাহর হারাম (মক্কা), রাসূলের হারাম (মদিনা), আমীরুল মুমিনীনের হারাম (নাজাফ) এবং হুসাইন বিন আলীর হারাম (কারবালা)”

[এই কিতাবের লেখক বলেন, এর অর্থ হলো, মানুষ যখন তাদের হারাম (পবিত্র স্থানসমূহ) এলাকায় অবস্থান করবে, তখন সে যেন সেখানে দশ দিন অবস্থানের নিয়ত করে এবং নামাজ পূর্ণ আদায় করে। আর যদি দশ দিনের কম অবস্থানের নিয়ত থাকে, তবে সে নামাজ কসর করবে। আর যারা সঠিক অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন (আহলুল ইস্তিবসার) নয়, তাদের এই কথাটি সঠিক নয় যে ‘এই বিশেষ স্থানগুলোতে সব অবস্থাতেই নামাজ পূর্ণ পড়তে হবে’”]

العزائم التي يسجد فيها أربع سور
(চারটি সূরা যেখানে সিজদা ওয়াজিব)
————————————————————————————

4: Hadith 124

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله قال : إن العزائم أربع : اقرأ باسم ربك الذي خلق ، والنجم ، وتنزيل السجدة ، و حم السجدة .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “নিশ্চয়ই 'আযাইম' (যেসব সূরা পাঠ করলে সিজদাহ করা ওয়াজিব) হলো চারটি: সূরা আল-আলাক (ইকরা বিসমি রাব্বিকা), সূরা আন-নাজম, সূরা আস-সাজদাহ (তানজিলুস সাজদাহ) এবং সূরা ফুসসিলাত (হা-মীম আস-সাজদাহ)”

لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع
(কিয়ামতের দিন বান্দার পা সরবে না, যতক্ষণ না চারটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে)

————————————————————————————

4: Hadith 125

حدثنا محمد بن أحمد بن علي الأسدي : قال : حدثتنا رقية بنت إسحاق ابن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قالت : حدثني أبي إسحاق بن موسى بن جعفر قال : حدثني أبي موسى بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن محمد ، عن أبيه محمد بن علي ، عن أبيه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين قال : قال رسول الله ﷺ : لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع ، عن عمره فيما أفناه ، و [عن] شبابه فيما أبلاه ، و عن ماله من أين اكتسبه و فيما أنفقه ، و عن حبنا أهل البيت .

আমিরুল মুমিনীন (আ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “কিয়ামতের দিন কোনো বান্দার পা সরবে না, যতক্ষণ না তাকে চারটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে: তার জীবন কোথায় ব্যয় করেছে, তার যৌবন কোথায় ক্ষয় করেছে, তার সম্পদ কোথা থেকে উপার্জন করেছে এবং ব্যয় করেছে, এবং আহলে বাইতের প্রতি তার ভালোবাসা সম্পর্কে।”

أمر النبي صلى الله عليه وآله بحب أربعة
(নবী ﷺ চারজনকে ভালোবাসার নির্দেশ দিয়েছেন)
————————————————————————————

4: Hadith 126

حدثنا علي بن محمد بن الحسن المعروف بابن مقبرة القزويني قال : حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن واقد ببغداد قال : حدثنا إسماعيل بن موسى قال : حدثنا شريك ، عن أبي ربيعة الأيادي عن ابن بريدة ، عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال : إنَّ الله عز وجل أمرني بحب أربعة ، فقلنا : يا رسول الله من هم سمهم لنا ، فقال : علي منهم و سلمان وأبوذر والمقداد ، وأمرني بحبهم ، وأخبرني أنه يحبهم .

বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ আমাকে চারজনকে ভালোবাসার নির্দেশ দিয়েছেন।” সাহাবারা বললেন: “হে আল্লাহর রাসূল! তারা কারা? আমাদের নাম বলে দিন।” তিনি বললেন: “তাদের একজন হলেন আলী, আর (অন্যরা হলেন) সালমান, আবু যার এবং মিকদাদ। আল্লাহ আমাকে তাদের ভালোবাসতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং আমাকে জানিয়েছেন যে তিনিও তাদের ভালোবাসেন।”

4: Hadith 127

حدثنا أبو عبد الله الحسين بن محمد الأشناني العدل قال : أخبرني جدي قال : حدثنا إبراهيم بن نصر قال : حدثنا محمد بن سعيد قال : أخبرنا شريك ، عن أبي ربيعة الأيادي ، عن ابن بريدة ، عن أبيه قال : قال رسول الله ﷺ : إن الله عز وجل أمرني بحب أربعة من أصحابي ، و أخبرني أنه يحبهم ، قلنا : يا رسول الله فمن هم فكلنا نحب أن نكون منهم فقال : ألا إن علياً منهم ، ثم سكت ، ثم قال : ألا إن علياً منهم و أبوذر ، وسلمان الفارسي ، والمقداد بن الأسود الكندي .

বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ আমাকে আমার সাহাবীদের মধ্য থেকে চারজনকে ভালোবাসার নির্দেশ দিয়েছেন এবং আমাকে জানিয়েছেন যে তিনিও তাঁদের ভালোবাসেন।”
আমরা বললাম: “হে আল্লাহর রাসূল! তাঁরা কারা? আমরা সবাই চাই তাঁদের অন্তর্ভুক্ত হতে।”

তিনি বললেন: “জেনে রেখো, আলী তাঁদের অন্তর্ভুক্ত।” অতঃপর তিনি কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন এবং পুনরায় বললেন: “জেনে রেখো, আলী তাঁদের অন্তর্ভুক্ত এবং (বাকিরা হলেন) আবু যার, সালমান আল-ফারসি এবং মিকদাদ বিন আসওয়াদ আল-কিন্দি।”

أول أربعة يدخلون الجنة
(সর্বপ্রথম চারজন জান্নাতে প্রবেশ করবেন)
————————————————————————

4: Hadith 128

حدثنا علي بن محمد بن الحسن القزويني قال : أخبرنا عبد الله بن زيدان قال : حدثنا الحسن بن محمد قال : حدثنا حسن بن حسين قال : حدثنا يحيى بن مساور عن أبي خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي قال : شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله حسد من يحسدني فقال : يا علي أما ترضى أن أول أربعة يدخلون الجنة أنا وأنت ، و ذرارينا خلف ظهورنا ، و شيعتنا عن أيماننا و شمائلنا .

আলী (আ) বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আমার প্রতি মানুষের হিংসার ব্যাপারে অভিযোগ করলাম। তখন তিনি বললেন: ‘হে আলী! তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, সর্বপ্রথম যে চারজন জান্নাতে প্রবেশ করবে তারা হলাম আমি, তুমি, আমাদের সন্তানরা (হাসান ও হুসাইন) যারা আমাদের পেছনে থাকবে এবং আমাদের শিয়ারা (অনুসারী) যারা আমাদের ডানে ও বামে থাকবে?’”

أربع من كن فيه فهو منافق
(যার মধ্যে চারটি বৈশিষ্ট্য থাকবে, সে মুনাফিক)
————————————————————————

4: Hadith 129

حدثنا الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري قال : حدثنا محمد بن موسى بن الوليد العدل قال : حدثنا يحيى بن حاتم قال : حدثنا يزيد بن هارون قال : حدثنا شعبة ، عن الأعمش ، عن عبد الله بن مرة ، عن مسروق ، عن عبد الله بن مسعود ، عن النبي ﷺ قال : أربع من كن فيه فهو منافق ، وإن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : من إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر .

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন: “যার মধ্যে চারটি বৈশিষ্ট্য থাকবে সে খাঁটি মুনাফিক। আর যার মধ্যে এগুলোর কোনো একটি থাকবে, তার মধ্যে মুনাফেকির একটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকবে যতক্ষণ না সে তা ত্যাগ করে: যখন সে কথা বলে, মিথ্যা বলে। যখন সে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা ভঙ্গ করে। যখন সে অঙ্গীকার করে, তার খেয়ানত করে। যখন সে ঝগড়া বা বিবাদে লিপ্ত হয়, তখন সীমা লঙ্ঘন করে।”

ملك الأرض كلها أربعة : مؤمنان وكافران
(সমগ্র পৃথিবীর শাসন করেছেন চারজন: দু’জন মুমিন ও দু’জন কাফির)
————————————————————————————

4: Hadith 130

حدثنا علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي قال : حدثنا أبي ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه محمد بن خالد بإسناده رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : ملك الأرض كلها أربعة مؤمنان وكافران فأما المؤمنان فسليمان بن داود عليهما السلام وذو القرنين ، و الكافران نمرود و بختنصر ، واسم ذي القرنين عبد الله بن ضحاك بن معد .

বর্ণনাকারী মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “সমগ্র পৃথিবীর উপর চারজন শাসন করেছেন দু’জন মুমিন এবং দু’জন কাফির। মুমিন দু’জন হলেন: সুলাইমান ইবন দাউদ (আ) এবং যুল-কারনায়ন। আর কাফির দু’জন হল: নমরুদ এবং বুখতানাস্‌সার। যুল-কারনায়নের নাম ছিল আবদুল্লাহ ইবন দাহ্‌হাক ইবন মা‘দ।”

أتى الناس الحديث من رسول الله صلى الله عليه وآله من أربعة ليس لهم خامس
(মানুষের কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হাদিস এসেছে চার প্রকার মানুষের মাধ্যমে, এদের বাইরে পঞ্চম কেউ নেই)
————————————————————————————

4: Hadith 131

حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، وعمر بن اذينة، عن أبان بن أبي عياش، عن سليم بن قيس الهلالي قال: قلت لامير المؤمنين عليه السلام:يا أمير المؤمنين أني سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذر شيئا من تفسير القرآن وأحاديث عن نبي الله صلى الله عليه وآله غير ما في أيدي الناس، ثم سمعت منك تصديق ما سمعت منهم ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن ومن الاحاديث عن نبي الله صلى الله عليه وآله أنتم تخالفونهم فيها وتزعمون أن ذلك كله باطل، أفترى الناس يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله متعمدين ويفسرون القرآن بآرائهم، قال: فأقبل علي عليه السلام فقال: قد سألت فافهم الجواب إن في أيدي الناس حقا وباطلا، وصدقا وكذبا، وناسخا ومنسوخا، وعاما وخاصا، ومحكما ومتشابها، وحفظا ووهما. وقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله على عهده حتى قام خطيبا فقال:أيها الناس قد كثرت على الكذابة، فمن كذب على متعمدا فليتبوء مقعده من النار، ثم كذب عليه من بعده، إنما أتاكم الحديث من أربعة ليس لهم خامس: رجل منافق يظهر الايمان متصنع بالاسلام لا يتأثم ولا يتحرج أن يكذب على رسول الله متعمدا فلو علم الناس أنه منافق كذاب لم يقبلوا منه ولم يصدقوه ولكنهم قالوا: هذا قد صحب رسول الله صلى الله عليه وآله ورآه وسمع منه فأخذوا عنه، وهم لا يعرفون حاله وقد أخبره الله عن المنافقين بما أخبره ووصفهم بما وصفهم فقال عز وجل: "وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ."

সুলাইম ইবনে কাইস আল-হিলালি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আমীরুল মুমিনীন (আ) কে বললাম: হে আমীরুল মুমিনীন! আমি সালমান, মিকদাদ এবং আবু যার থেকে কুরআনের তাফসীর ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কিছু হাদিস শুনেছি, যা মানুষের হাতে প্রচলিত বিষয়গুলোর থেকে ভিন্ন। এরপর আমি আপনার কাছ থেকেও শুনেছি, যা তাদের বক্তব্যকে সত্যায়ন করে। কিন্তু আমি মানুষের হাতে কুরআনের অনেক তাফসীর ও রাসূল ﷺ-এর হাদিস দেখেছি, যেগুলোর ব্যাপারে আপনারা তাদের বিরোধিতা করেন এবং বলেন যে সেগুলো সবই বাতিল। তাহলে কি আপনি মনে করেন, মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর মিথ্যা আরোপ করে এবং নিজেদের মত অনুযায়ী কুরআনের ব্যাখ্যা করে?
তখন আলী (আ) আমার দিকে মনোযোগ দিয়ে বললেন: তুমি প্রশ্ন করেছো, এখন উত্তরটি ভালোভাবে বুঝে নাও।

মানুষের হাতে যা আছে, তার মধ্যে সত্যও আছে, মিথ্যাও আছে; সত্যবাদিতাও আছে, মিথ্যাচারও আছে; নাসিখ ও মানসুখ আছে; সাধারণ ও বিশেষ আছে; সুস্পষ্ট (মুহকাম) ও অস্পষ্ট (মুতাশাবিহ) আছে; সংরক্ষিত (সঠিকভাবে মুখস্থ) ও ভুল (ভ্রম) রয়েছে।
আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর তার জীবদ্দশাতেই মিথ্যা আরোপ করা হয়েছে। এমনকি তিনি একবার খুতবা দিয়ে বলেছিলেন: "হে মানুষ! আমার ওপর মিথ্যাচারকারী অনেক বেড়ে গেছে। অতএব যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার ওপর মিথ্যা আরোপ করবে, সে যেন জাহান্নামে নিজের ঠিকানা বানিয়ে নেয়।"
এরপর তার মৃত্যুর পরও তার ওপর মিথ্যা বলা হয়েছে।
নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে হাদিস এসেছে চার প্রকার মানুষের মাধ্যমে,এদের বাইরে পঞ্চম কেউ নেই:
প্রথমত, এমন একজন মুনাফিক ব্যক্তি, যে ঈমান প্রকাশ করে কিন্তু ইসলামকে ভান হিসেবে গ্রহণ করে। সে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা সংকোচ বোধ করে না যে সে ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর মিথ্যা বলবে। যদি মানুষ জানত যে সে মুনাফিক ও মিথ্যাবাদী, তাহলে তারা তার থেকে কিছুই গ্রহণ করত না এবং তাকে বিশ্বাস করত না। কিন্তু তারা বলে: "এ ব্যক্তি তো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গ লাভ করেছে, তাকে দেখেছে এবং তার থেকে শুনেছে" তাই তারা তার থেকে গ্রহণ করে। অথচ তারা তার প্রকৃত অবস্থা জানে না।
অথচ আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের সম্পর্কে যা জানিয়েছেন এবং যেভাবে তাদের বর্ণনা করেছেন তা স্পষ্ট। তিনি বলেন:
"আর যখন তুমি তাদেরকে দেখো, তাদের দেহ তোমাকে মুগ্ধ করে; আর তারা কথা বললে তুমি তাদের কথায় কান দাও।" (কুরআন 63:4)

এরপর তারা (সে মুনাফিকরা) রাসূল ﷺ-এর পর জীবিত থাকল এবং মিথ্যা, জালিয়াতি ও অপবাদ দ্বারা পথভ্রষ্ট নেতাদের ও জাহান্নামের দিকে আহ্বানকারীদের নিকটবর্তী হলো। তারা তাদেরকে বিভিন্ন পদে বসালো, মানুষের ঘাড়ের ওপর চাপিয়ে দিল এবং তাদের মাধ্যমে দুনিয়া ভোগ করতে লাগল। আর সাধারণ মানুষ তো রাজা-বাদশাহ ও দুনিয়ার সাথেই থাকে, তবে যাদের আল্লাহ রক্ষা করেন তারা ব্যতিক্রম। এটাই চার শ্রেণির প্রথমটি।
দ্বিতীয় ব্যক্তি হলো, যে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কিছু শুনেছে, কিন্তু তা সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে পারেনি; এতে তার ভুল হয়েছে, যদিও সে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলেনি। সে নিজের কাছে যা আছে তাই বলে, সে অনুযায়ী আমল করে এবং বর্ণনা করে, আর বলে: "আমি এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি।" যদি মুসলমানরা জানত যে এতে ভুল হয়েছে, তাহলে তারা তা গ্রহণ করত না। আর যদি সে নিজে জানত যে সে ভুল করেছে, তাহলে সে নিজেই তা পরিত্যাগ করত।
তৃতীয় ব্যক্তি হলো, যে রাসূল ﷺ থেকে এমন কিছু শুনেছে যা তিনি আদেশ করেছিলেন, পরে তা নিষেধ করেছেন, কিন্তু সে তা জানে না। অথবা সে নিষেধের কথা শুনেছে, পরে আদেশ দিয়েছেন, এটাও সে জানে না। ফলে সে 'মানসুখ' (বাতিল হয়ে যাওয়া) বিষয়টি সংরক্ষণ করেছে, কিন্তু 'নাসিখ' (যা তা রহিত করেছে) তা সংরক্ষণ করেনি। যদি সে জানত যে তা রহিত হয়েছে, তাহলে তা ছেড়ে দিত; আর মুসলমানরাও যদি জানত, তাহলে তারাও তা গ্রহণ করত না।
চতুর্থ ব্যক্তি হলো, যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর কখনো মিথ্যা আরোপ করেনি। সে মিথ্যাকে ঘৃণা করে, আল্লাহর ভয়ে এবং রাসূল ﷺ-এর প্রতি সম্মান দেখিয়ে। সে ভুলও করেনি; বরং যা শুনেছে তা হুবহু সংরক্ষণ করেছে এবং যেমন শুনেছে তেমনই বর্ণনা করেছে, কোনো কিছু বাড়ায়নি, কমায়নি। সে 'নাসিখ' ও 'মানসুখ' চিনেছে, তাই 'নাসিখ' অনুযায়ী আমল করেছে এবং 'মানসুখ' পরিত্যাগ করেছে।
নবী ﷺ-এর নির্দেশনাও কুরআনের মতো, এর মধ্যে নাসিখ-মানসুখ, সাধারণ-নির্দিষ্ট, সুস্পষ্ট-অস্পষ্ট রয়েছে। কখনো রাসূল ﷺ এমন কথা বলেছেন যার একাধিক অর্থ হতে পারে; কখনো সাধারণভাবে বলেছেন, কখনো বিশেষভাবে, যেমন কুরআনেও আছে। আল্লাহ তাআলা বলেন:
"রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ করো, আর যা থেকে তিনি তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো।" (কুরআন 59:7)
যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্য বোঝে না, তাদের কাছে বিষয়টি বিভ্রান্তিকর হয়ে যায়। আর রাসূল ﷺ-এর সকল সাহাবীই এমন ছিলেন না যে তারা সব বিষয়ে জিজ্ঞেস করে বুঝে নিতেন। কেউ কেউ প্রশ্ন করতেন, কিন্তু গভীরভাবে বুঝে নিতেন না। এমনকি তারা পছন্দ করতেন, কোনো বেদুইন বা আগন্তুক এসে প্রশ্ন করুক, যাতে তারা (উত্তর) শুনতে পারে।
আর আমি প্রতিদিন একবার এবং প্রতি রাতেও একবার রাসূল ﷺ-এর কাছে প্রবেশ করতাম। তিনি আমাকে একান্তে সময় দিতেন, আমি তাঁর সাথে যেখানে যেতেন সেখানে ঘুরতাম। রাসূল ﷺ-এর সাহাবীগণ জানতেন যে

তিনি আমার সাথে যেমন করতেন, তেমন আর কারো সাথে করতেন না। অনেক সময় তা আমার ঘরেই হতো, রাসূল ﷺ অধিকাংশ সময় আমার ঘরেই আসতেন।
আমি যখন তাঁর কোনো ঘরে প্রবেশ করতাম, তিনি আমাকে একান্তে রাখতেন এবং তাঁর স্ত্রীদের সরিয়ে দিতেন। আমার ছাড়া সেখানে আর কেউ থাকত না। আর যখন তিনি আমার ঘরে একান্তে আসতেন, তখন ফাতিমা (আ) বা আমার পরিবারের কেউই সরে যেত না।
আমি যখন তাঁকে প্রশ্ন করতাম, তিনি আমাকে উত্তর দিতেন। আর যখন আমি নীরব থাকতাম এবং আমার প্রশ্ন শেষ হয়ে যেত, তখন তিনি নিজ থেকেই আমাকে শিক্ষা দিতেন। কুরআনের কোনো আয়াতই রাসূল ﷺ-এর ওপর নাযিল হয়নি, যা তিনি আমাকে পড়ে শোনাননি এবং আমাকে লিখিয়ে দেননি; আমি তা নিজ হাতে লিখেছি।
তিনি আমাকে এর তাওয়ীল, তাফসীর, নাসিখ-মানসুখ, মুহকাম-মুতাশাবিহ, সাধারণ-নির্দিষ্ট, সবকিছু শিক্ষা দিয়েছেন। আর তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন যাতে আমাকে এর যথাযথ বোঝাপড়া ও সংরক্ষণ ক্ষমতা দান করা হয়। এরপর থেকে আমি আল্লাহর কিতাবের কোনো আয়াত বা তিনি আমাকে যা শিখিয়েছেন, তার কিছুই ভুলিনি।
তিনি আল্লাহ যা তাকে শিখিয়েছেন হালাল-হারাম, আদেশ-নিষেধ, অতীত ও ভবিষ্যতের সব বিষয় সবই আমাকে শিখিয়েছেন। আর আমি তা সংরক্ষণ করেছি; একটি অক্ষরও ভুলিনি।
এরপর তিনি (আ) তাঁর হাত আমার বুকে রেখে দোয়া করলেন যেন আল্লাহ আমার অন্তরকে জ্ঞান, বোধ, প্রজ্ঞা ও আলো দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেন।
তখন আমি বললাম: হে আল্লাহর নবী! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক, আপনি যখন থেকে আমার জন্য এই দোয়া করেছেন, আমি কিছুই ভুলিনি এবং যা লিখিনি তাও বাদ পড়েনি। তাহলে কি আপনি আমার ভবিষ্যতে ভুলে যাওয়ার আশঙ্কা করেন?
তিনি বললেন: না, আমি তোমার জন্য ভুলে যাওয়া বা অজ্ঞতার কোনো আশঙ্কা করি না।”

4: Hadith 132

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا أحمد بن إدريس قال: حدثنا أبو سعيد سهل بن زياد الآدمي قال : حدثني جعفر بن بشار الواسطي قال : حدثنا عبيد الله بن عبد الله الدهقان ، عن درست بن أبي منصور الواسطي ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من صنع مثل ما صنع إليه فقد كافأ ، ومن أضعف كان شكوراً ، ومن شكر كان كريماً ، ومن علم أن ما صنع إنما صنع لنفسه لم يستبط الناس في برهم ، ولم يستزدهم في مودتهم ، فلا تطلبن غيرك شكر ما أتيته إلى نفسك ووقيت به عرضك ، واعلم أن طالب الحاجة إليك لم يكرم وجهه عن وجهك ، فأكرم وجهك عن رده .

আমিরুল মুমিনীন আলী (আ) বলেছেন: “যে ব্যক্তি তার প্রতি করা উপকারের সমপরিমাণ প্রতিদান দিল, সে মূলত বিনিময় আদায় করল। আর যে ব্যক্তি তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি প্রতিদান দিল, সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। যে ব্যক্তি (উপকারের জন্য) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে-ই প্রকৃত দানশীল বা সম্মানিত।
আর যে ব্যক্তি জানে যে, সে যা (উপকার) করেছে তা আসলে নিজের (আখেরাতের) জন্যই করেছে, তবে সে মানুষের কাছে তার প্রতিদানের জন্য অপেক্ষা করে না এবং তাদের ভালোবাসার প্রত্যাশাও বাড়িয়ে দেয় না। সুতরাং তুমি নিজের প্রতি করা উপকারের জন্য অন্যের কাছে কৃতজ্ঞতা খুঁজো না, যা দিয়ে তুমি আসলে তোমার নিজের মর্যাদা বা সম্মান রক্ষা করেছ।
আর মনে রেখো, যে ব্যক্তি তোমার কাছে কোনো হাজত বা প্রয়োজন নিয়ে এসেছে, সে কিন্তু তোমার সামনে তার আত্মসম্মানকে বিলিয়ে দিতে দ্বিধাবোধ করেনি; সুতরাং তুমিও তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিয়ে নিজের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করো না।”

4: Hadith 133

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال : حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن علي بن أسباط عن سليم مولى طربال ، عن رجل ، عن أبي جعفر قال : سمعته يقول : الدنيا دول ، فما كان لك فيها أتاك على ضعفك ، وما كان منها عليك أتاك ولم تمتنع منه بقوة . ثم أتبع هذا الكلام بأن قال : من بئس مما فات أراح بدنه ، ومن قنع بما أوتي قرت عينه .

আবু জাফর (আ) বলেছেন: “দুনিয়া হলো পরিবর্তনশীল (হাতে হাতে ঘোরে)। এতে তোমার জন্য যা বরাদ্দ আছে, তা তোমার দুর্বলতা সত্ত্বেও তোমার কাছে পৌঁছাবে। আর যা তোমার বিপক্ষে যাওয়ার আছে, তা তুমি তোমার শক্তি দিয়েও রুখতে পারবে না।”
অতঃপর তিনি এই কথার অনুসরণে বললেন: “যে ব্যক্তি না পাওয়া জিনিসের আশা ছেড়ে দেয়, সে তার শরীরকে বিশ্রাম দেয়। আর যে ব্যক্তি নিজের প্রাপ্ত সম্পদে সন্তুষ্ট (কানা’আত) থাকে, তার চোখ শীতল বা শান্ত থাকে।”

4: Hadith 134

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبدالله قال : حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن رجل من خزاعة ، عن أسلمي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تعلموا العربية فإنها كلام الله الذي تكلم به خلقه ، ونظفوا الماضغين ، وبلغوا بالخواتيم .
قال محمد بن علي بن الحسين مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه : قد روى هذا الحديث أبو سعيد الآدمي وقال في آخره : بلغوا بالخواتيم ، أي اجعلوا الخواتيم في آخر الأصابع ولا تجعلوها في أطرافها فإنه يروى أنه من عمل قوم لوط.

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “তোমরা আরবি ভাষা শেখো; কেননা এটি আল্লাহর কালাম , যা দিয়ে তিনি তাঁর সৃষ্টির সাথে কথা বলেছেন। আর তোমরা মাযাগাইন (দাঁত বা চিবুকের অংশ) পরিষ্কার রাখো এবং আংটিগুলো গোড়া পর্যন্ত পৌঁছাও (অর্থাৎ আঙুলের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পরো)।”
এই কিতাবের লেখক বলেন: “এই হাদিসটি আবু সাঈদ আল-আদামিও বর্ণনা করেছেন এবং শেষাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন: আংটি আঙুলের গোড়ার দিকে (শেষ প্রান্তে) পরো, আঙুলের ডগায় বা অগ্রভাগে রেখো না; কেননা বর্ণিত আছে যে, আংটি আঙুলের ডগায় রাখা লুত (আ) এর কওমের স্বভাব ছিল।”

أربع خصال لا غنى للناس عنها في شهر رمضان

(রমজান মাসে মানুষের চারটি অপরিহার্য বিষয়)
————————————————————————————

4: Hadith 135

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي الورد ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : خطب رسول الله صلى الله عليه وآله الناس في آخر جمعة من شعبان فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أيها الناس إنه قد أظلكم شهر فيه ليلة خير من ألف شهر ، وهو شهر رمضان ، فرض الله صيامه ، وجعل قيام ليلة فيه بتطوع صلاة كمن تطوع بصلاة سبعين ليلة فيما سواه من الشهور ، وجعل لمن تطوع فيه بخصلة من خصال الخير والبر كأجر من أدى فريضة من فرائض الله ، ومن أدى فيه فريضة من فرائض الله كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه ، وهو شهر الصبر وإن الصبر ثوابه الجنة ، وهو شهر المواساة ، وهو شهر يزيد الله فيه في رزق المؤمن ، ومن فطر فيه مؤمناً صائماً كان له بذلك عند الله عتق رقبة ومغفرة لذنوبه فيما مضى.
فقيل له : يا رسول الله ليس كلنا يقدر على أن يفطر صائماً؟ فقال : إن الله تبارك وتعالى كريم يعطي هذا الثواب لمن لا يقدر إلا على مذقة من لبن يفطر بها صائماً أو شربة من ماء عذب أو تميرات لا يقدر على أكثر من ذلك ، ومن خفف فيه عن مملوكه خفف الله عنه حسابه ، وهو شهر أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره إجابة والعتق من النار ، ولا غنى بكم فيه عن أربع خصال: خصلتين ترضون الله بهما وخصلتين لا غنى بكم عنهما، فأما اللتان ترضون الله بهما فشهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وأما اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله فيه حوائجكم والجنة، وتسألون الله فيه العافية، وتتعوذون به من النار.

আবু জাফর (আ) বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ শাবান মাসের শেষ জুমায় মানুষের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করার পর তিনি বললেন: “হে মানুষ! তোমাদের ওপর এমন এক মাস ছায়া বিস্তার করছে যাতে এমন এক রাত রয়েছে যা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম; আর তা হলো রমজান মাস। আল্লাহ এই মাসে রোজা রাখা ফরজ করেছেন। এতে নফল নামাজের সওয়াব অন্য মাসের সত্তরটি নফল নামাজের সমান। যে ব্যক্তি এই মাসে কোনো একটি সৎ কাজ বা নেক আমল করবে, সে যেন অন্য মাসে একটি ফরজ আদায় করল। আর যে একটি ফরজ আদায় করবে, সে অন্য মাসের সত্তরটি ফরজ আদায়ের সমান সওয়াব পাবে।
এটি ধৈর্যের মাস, আর ধৈর্যের প্রতিদান হলো জান্নাত। এটি সহমর্মিতার মাস। এটি এমন মাস যাতে মুমিনের রিজিক বাড়িয়ে দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি এই মাসে কোনো রোজাদারকে ইফতার করাবে, তা তার জন্য একজন দাস মুক্ত করার সমান সওয়াব এবং অতীতের গুনাহের মাফ হিসেবে গণ্য হবে।”
জিজ্ঞেস করা হলো: “হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের সবার তো রোজাদারকে ইফতার করানোর সামর্থ্য নেই।” তিনি বললেন: “আল্লাহ অত্যন্ত দয়ালু; তিনি এই সওয়াব তাকেও দেবেন যে এক চুমুক দুধ, এক ঢোক মিষ্টি পানি বা সামান্য কয়েকটি খেজুর দিয়েও ইফতার করায়। আর যে এই মাসে নিজের অধীনস্থ (শ্রমিক/দাস)দের কাজ সহজ করে দেবে, আল্লাহ তার হিসাব সহজ করে দেবেন।
এই মাসের প্রথম অংশ রহমত, মধ্যভাগ মাগফিরাত এবং শেষ ভাগ দোয়া কবুল ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির। এই মাসে চারটি বৈশিষ্ট্য তোমাদের জন্য অপরিহার্য; যার মধ্যে দুটি দিয়ে তোমরা তোমাদের রবকে সন্তুষ্ট করবে, আর বাকি দুটি ছাড়া তোমাদের কোনো উপায় নেই।
যে দুটি দিয়ে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করবে, তা হলো: এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং আমি (মুহাম্মাদ) আল্লাহর রাসূল।
আর যে দুটি তোমাদের জন্য একান্ত প্রয়োজন, তা হলো: এই মাসে আল্লাহর কাছে তোমাদের হাজত (প্রয়োজন) ও জান্নাত প্রার্থনা করা এবং আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা চাওয়া ও জাহান্নাম থেকে পানাহ চাওয়া।”

لم تبهم البهائم عن أربعة
(প্রাণীরা চারটি বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ নয়)
————————————————————————

4: Hadith 136

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي حمزة عن علي بن الحسين عليه السلام أنه كان يقول : ما بهمت البهائم عنه فلم تبهم عن أربعة : معرفتها بالرب تبارك وتعالى ، و معرفتها بالموت ، و معرفتها بالأنثى من الذكر ، و معرفتها بالمرعى الخصب .

আলী ইবনুল হুসাইন (আ) বলেছেন: চতুষ্পদ জন্তুরা (পশুরা) যাই হোক না কেন, তারা চারটি বিষয় সম্পর্কে মোটেও অজ্ঞ নয়: তাদের প্রভু সম্পর্কে পরিচিতি। মৃত্যু সম্পর্কে সচেতনতা। পুরুষ ও স্ত্রী শনাক্ত করার জ্ঞান। উর্বর ও ভালো চারণভূমি চিনে নেওয়ার ক্ষমতা।”

خلق الله عز وجل الخيل من أربعة أشياء
(আল্লাহ ঘোড়াকে চারটি উপাদান থেকে সৃষ্টি করেছেন)
————————————————————————

4: Hadith 137

حدثنا أبي؛ ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما قالا : حدثنا أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى العطار جميعاً قالا : حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى قال : حدثني محمد بن الحسين ، عن أحمد بن علي ، عن أبي خالد زيد بن مهران قال : حدثنا محمد بن عبد الجبار عن الحسين بن زيد قال : بلغني أنَّ الله عز وجل خلق الخيل من أربعة أشياء : من البحر الأعظم المحدق بالدنيا ، ومن النار ، ومن دموع ملك يقال له إبراهيم ، ومن بئر طيبة والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة .

হুসাইন বিন যায়িদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: ”আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, মহান আল্লাহ চারটি জিনিস থেকে ঘোড়া সৃষ্টি করেছেন: দুনিয়াকে পরিবেষ্টিত করে রাখা বিশাল সমুদ্র থেকে, আগুন থেকে, 'ইব্রাহিম' নামক এক ফেরেশতার অশ্রু থেকে এবং একটি পবিত্র কূপ (বি’রে তয়্যেবাহ) থেকে।”

الرياح الأربع
(চার ধরনের বাতাস)
————————————————————————

4: Hadith 138

حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ؛ و هشام بن سالم عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عن الرياح الأربع : الشمال ، والجنوب ، والدبور ، والصبا .

وقلت له : إن الناس يذكرون أن الشمال من الجنة ، والجنوب من النار ، فقال : إن الله عز وجل جنوداً من رياح يعذب بها من يشاء ممن عصاء ، و لكل ريح منها ملك موكل بها ، فإذا أراد الله عز وجل أن يعذب قوماً بنوع من العذاب أوحى إلى الملك الموكل بذلك النوع من الريح التي يريد أن يعد بهم بها قال : فأمرها الملك فتهيج كما يهيج ا الأسد المغضب ، ولكل ريح منها اسم أما تسمع قوله عز وجل : « كذبت عاد فكيف كان عذابي و نذر ، و ذكر رياحاً في العذاب ، ثم قال فريح الشمال ، وريح الصبا ، وريح الجنوب ، و ريح الدبور أيضاً تضاف إلى الملائكة الموكلين بها .

আবু বাসীর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আবু জাফর (আ)-কে চার প্রকার বায়ু, উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিম এবং পূর্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। আমি বললাম: “লোকেরা বলে শুমাল (উত্তুরে হাওয়া) জান্নাত থেকে আসে আর জানুব (দক্ষিণা হাওয়া) জাহান্নাম থেকে আসে।"
তিনি বললেন: “নিশ্চয়ই মহান আল্লাহর বাতাসের এমন কিছু সৈন্য রয়েছে যার মাধ্যমে তিনি তাঁর অবাধ্যদের শাস্তি দেন। প্রতিটি বাতাসের জন্য একজন নির্দিষ্ট ফেরেশতা নিয়োজিত আছেন। যখন আল্লাহ কোনো সম্প্রদায়কে বিশেষ কোনো আজাব দেওয়ার ইচ্ছা করেন, তখন তিনি সেই বাতাসের ফেরেশতাকে নির্দেশ দেন। তখন সেই বাতাস ক্রুদ্ধ সিংহের মতো গর্জে ওঠে। প্রতিটি বাতাসের আলাদা নাম রয়েছে। তুমি কি আল্লাহর বাণী শোনোনি, “আদ সম্প্রদায় প্রত্যাখ্যান করেছিল, ফলে কেমন ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী” (কুরআন 54:18)। সুতরাং পশ্চিম, পূর্ব, দক্ষিণ এবং উত্তর, এই বায়ুগুলো তাদের নির্দিষ্ট ফেরেশতাদের সাথে সম্পর্কিত।”

الناس على أربعة أصناف
(মানুষ চার প্রকার)
————————————————————

4: Hadith 139

حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الرحمن المقرىء قال : حدثنا أبو عمرو عمل بن جعفر المقرىء الجرجاني قال : حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن الموصلي ببغداد قال : حدثنا محمد بن عاصم الطريفي قال : حدثنا أبو زيد عياش بن زيد بن الحسن ابن علي الكحال مولى زيد بن علي قال : أخبرني زيد بن الحسن قال : حدثني موسى بن جعفر ، عن أبيه الصادق جعفر بن محمد قال : الناس على أربعة أصناف : جاهل متردي معانق لهواه ، وعابد متقوي كلما ازداد عبادة ازداد كبراً ، وعالم يريد أن يوطأ عقباه ويحب محمدة الناس ، وعارف على طريق الحق يحب القيام به فهو عاجز أو مغلوب، فهذا أمثل أهل زمانك وأرجحهم عقلاً.

আস সাদিক জাফর ইবন মুহাম্মাদ (আ) বলেন: মানুষ চার শ্রেণির, অজ্ঞ : যে পতনোন্মুখ এবং নিজ খেয়ালখুশির (প্রবৃত্তি) আলিঙ্গনে মত্ত।
ইবাদতকারী (আবিদ): যে ইবাদতের মাধ্যমে নিজেকে শক্তিশালী করতে চায়; কিন্তু তার ইবাদত যত বৃদ্ধি পায়, তার অহংকারও তত বৃদ্ধি পায়।
জ্ঞানী (আলিম): যে চায় মানুষ তার পদাঙ্ক অনুসরণ করুক এবং সে মানুষের প্রশংসা ও খ্যাতি পছন্দ করে।
মারেফত অর্জনকারী : যে সত্যের পথে চলে এবং সত্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়; কিন্তু সে (পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে) অক্ষম অথবা পরাভূত। সে-ই তোমার সময়ের শ্রেষ্ঠ মানুষ এবং বুদ্ধিতে সবচেয়ে পরিপক্ক।”

النوم على أربعة وجوه
(ঘুম চার প্রকার)
————————————————————

4: Hadith 140

حدثنا أبو الحسن محمد بن عمرو بن علي بن عبد الله البصري بايلاق قال : حدثنا أبو عبدالله محمد بن عبد الله بن أحمد بن جبلة الواعظ قال : حدثنا أبو القاسم عبدالله ابن أحمد بن عامر الطائي قال : حدثنا علي بن م بن موسى الرضا قال : حدثنا موسى بن جعفر قال : حدثنا جعفر بن محمد قال : حدثنا محمد بن علي قال : حدثنا علي بن الحسين قال : حدثنا الحسين بن علي قال : كان علي بن أبي طالب بالكوفة في الجامع إذ قام إليه رجل من أهل الشام فسأله عن مسائل ، فكان فيما سأله أن قال له : أخبرني عن النوم على كم وجه هو ؟ فقال : النوم على أربعة أوجه : الأنبياء تنام على أقفيتهم ، مستلقين ، و أعينهم لا تنام متوقعة لوحي الله عز وجل ، والمؤمن ينام على يمينه مستقبل القبلة ، والملوك وأبناؤها تنام على شمائلها ليستمرثوا ما يأكلون و ابليس و إخوانه وكل مجنون و نوعاهة ينام على وجهه منبطحاً.

হুসাইন ইবনে আলী (আ) বলেন, আলী ইবন আবী তালিব (আ) কুফার জামে মসজিদে ছিলেন, এমতাবস্থায় সিরিয়ার এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে তাঁকে কিছু প্রশ্ন করলেন। তার মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল “আমাকে ঘুম বা নিদ্রার ধরণ সম্পর্কে বলুন।”
তিনি উত্তরে বললেন: “নিদ্রা চার প্রকার:
নবীদের ঘুম: তাঁরা চিত হয়ে পিঠের ওপর ভর দিয়ে ঘুমান; তাঁদের চোখ ঘুমালেও অন্তর ঘুমায় না, তাঁরা আল্লাহর ওহীর অপেক্ষায় থাকেন।
মুমিনদের ঘুম: মুমিন ব্যক্তি ডান কাত হয়ে কিবলামুখী হয়ে ঘুমায়।
রাজা ও রাজপুত্রদের ঘুম: তারা বাম কাত হয়ে ঘুমায়, যাতে তাদের ভুক্ত খাবারগুলো সহজে হজম হয়।
ইবলিস, তার ভাই ও পাগলদের ঘুম: তারা উপুড় হয়ে পেটের ওপর ভর দিয়ে ঘুমায়।”

رن إبليس لعنه الله أربع رنات
(শয়তান ইবলিস চারবার আর্তনাদ করেছে)
————————————————————————

4: Hadith 141

حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله قال : رن إبليس أربع رنات : أولهن يوم لُعن، وحين أُهبط إلى الأرض، وحين بُعث محمد صلى الله عليه وآله على فترة من الرسل، وحين أُنزلت أم الكتاب. ونخر نخرتين : حين أكل آدم من الشجرة، وحين أُهبط من الجنة.

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: ইবলিস চারবার উচ্চৈঃস্বরে আর্তনাদ করেছে: যখন সে লানতপ্রাপ্ত হলো, যখন পৃথিবীতে নামানো হলো, যখন মুহাম্মাদ ﷺ নবী হিসেবে প্রেরিত হলেন, যখন “উম্মুল কিতাব” (সূরা ফাতিহা) নাযিল হলো।

আর সে দুইবার আনন্দধ্বনি করেছে: যখন আদম (আ) গাছ থেকে খাওয়ার সময় এবং জান্নাত থেকে নামানোর সময়।

أربعة يذهبن ضياعاً

(চারটি বিষয় যা বৃথা যায়)
————————————————————————————

4: Hadith 142

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا علي بن موسى بن جعفر بن أبي جعفر الكميداني ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم بإسناده يرفعه إلى أبي عبد الله قال : أربعة يذهبن ضياعاً : البذر في السبخة ، والسراج في القمر ، والأكل على الشبع ، والمعروف إلى من ليس بأهله.

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: চারটি জিনিস অপচয় হয়ে যায়, অনুপযুক্ত জমিতে বীজ বপন করা, চাঁদের আলোতে প্রদীপ জ্বালানো, পেট ভরা অবস্থায় খাওয়া, এবং এমন মানুষের প্রতি উপকার করা যে তার উপযুক্ত নয়।”

4: Hadith 143

حدثنا محمد بن علي بن الشاه قال : حدثنا أبو حامد قال : حدثنا أبو يزيد أحمد بن خالد الخالدي قال : حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي ، عن أبيه قال : حدثنا محمد بن حاتم القطان ، عن حماد بن عمرو ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب عن النبي : أنه قال في وصيته له : يا على أربعة يذهبن ضياعاً : الأكل بعد الشبع ، والسراج في القمر ، والزرع في السبخة ، والصنيعة عند غير أهلها .

আলী ইবন আবী তালিব (আ) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) অসিয়তে বলেছেন: “হে আলী! চারটি কাজ বৃথা নষ্ট হয়: তৃপ্তির পর খাওয়া, চাঁদের আলোতে বাতি জ্বালানো, অনুপযুক্ত জমিতে চাষ করা, এবং অযোগ্য মানুষের ওপর উপকার করা।

4: Hadith 144

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان ، عن درست بن أبي منصور الواسطي ، عن أبي عبد الله قال : أربعة يذهبن ضياعاً : مودة تمنحها من لا وفاء له ، ومعروف عند من لا يشكر له ، وعلم عند من لا استماع له ، وسر تودعه عند من لا حصانة له.

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “চারটি জিনিস ব্যর্থ হয়ে যায়, এমন ব্যক্তিকে তুমি ভালোবাসা দাও কিন্তু সে ওফাদার নয়, যার প্রতি তুমি উপকার করো কিন্তু সে কৃতজ্ঞ নয়, যে জ্ঞান শোনার যোগ্য না তার কাছে জ্ঞান দেওয়া, এবং এমন কারও কাছে গোপন কথা রাখা যে তা রক্ষা করতে পারে না।”

قول الصادق عليه السلام للمسلمين أربعة أعياد
(সাদিক (আ) বলেন, মুসলিমদের চারটি ঈদ)
————————————————————————————

4: Hadith 145

حدثنا علي بن أحمد بن موسى رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن أبي . عبد الله الكوفي قال : حدثني الحسين بن عبيد الله الأشعري قال : حدثني محمد بن عيسى ابن عبيد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن المفضل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله الله : كم للمسلمين من عيد ؟ فقال : أربعة أعياد ، قال : قلت : قد عرفت العيدين و الجمعة ، فقال لي : أعظمها وأشرفها يوم الثامن عشر من ذي الحجة و هو اليوم الذي أقام فيه رسول الله الله الله أمير المؤمنين و نصبه للناس علماً ، قال : قلت : ما يجب علينا في ذلك اليوم ؟ قال : يجب عليكم صيامه شكراً الله وحمداً له مع أنه أهل أن يشكر كل ساعة ، و كذلك أمرت الأنبياء أوصياءها أن يصوموا اليوم الذي يقام فيه الوصى يتخذونه عيداً ، و من صامه كان أفضل من عمل ستين سنة .

মুফাদদাল বিন উমর বলেন: আমি আবু আবদুল্লাহ (আ) কে জিজ্ঞেস করলাম, “মুসলিমদের জন্য কতটি ঈদ রয়েছে?”
তিনি বললেন: “চারটি ঈদ।” আমি বললাম: “আমি দুই ঈদ (ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা) এবং জুমার দিন সম্পর্কে জানি।”
তখন তিনি আমাকে বললেন: “এই সবগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মহান এবং সম্মানিত ঈদ হলো ১৮ই জিলহজ। এটি সেই দিন যেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমিরুল মুমিনীন (আ) কে স্থলাভিষিক্ত হিসেবে দাঁড় করিয়েছিলেন এবং মানুষের জন্য দিকনির্দেশনার ঝাণ্ডা হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন।”
আমি জিজ্ঞেস করলাম: “সেই দিনে আমাদের করণীয় কী?”
তিনি বললেন: “আল্লাহর কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসাস্বরূপ তোমাদের ওপর সেই দিন রোজা রাখা কর্তব্য; যদিও আল্লাহ প্রতি মুহূর্তে শুকরিয়া পাওয়ার যোগ্য। আর এভাবেই পূর্ববর্তী নবীগণ তাঁদের উত্তরসূরিদের নির্দেশ দিয়ে গেছেন যে, যেদিন তাঁদের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করা হবে, সেই দিনটি যেন তাঁরা রোজা রাখেন এবং ঈদ হিসেবে পালন করেন। আর যে ব্যক্তি এই দিনে রোজা রাখবে, তা ষাট বছরের আমলের চেয়েও উত্তম হবে।”

قول الله عز وجل لا براهيم (ع) فخذ أربعة من الطير فصر هن اليك - الآية :
(আল্লাহ তাআলা ইব্রাহিম (আ)-কে লক্ষ্য করে বলেছেন: “অতঃপর তুমি চারটি পাখি নাও এবং তাদেরকে তোমার অনুগত করো...”)
————————————————————————————

4: Hadith 146

حدثنا محمد بن علي ما جيلويه رضي الله عنه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم قال : حدثني أبو سمينة محمد بن علي الكوفي، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن صالح بن سهل ، عن أبي عبد الله في قول الله عز وجل : « فخذ أربعة من الطير فصر هن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً الآية، قال : أخذ الهدهد والسرد والطاووس والغراب ، فذبحهن وعزل رؤوسهن، ثم نحر أبدانين في المنحاز بريشين و لحومهن و عظامهن حتى اختلطت ، ثم جزء أهن عشرة أجزاء على عشرة ، ثم جعل مناقير هن بين أصابعه ، ثم قال : آتين سعياً تم وضع عنده حباً وماء ، ثم . باذن الله عز وجل، فتطاير بعضها إلى بعض اللحوم والريش والعظام حتى استوت الأبدان كما كانت وجاء كل بدن حتى التزق برقبته التي فيها رأسه والمنقار ، فخلى إبراهيم عن مناقير هن فوقعن وشر بن من ذلك الماء ، والتقطن من ذلك الحب ، ثم قلن : يا نبي الله أحييتنا أحياك الله ، فقال إبراهيم : بل الله يحيى ويميت ، فهذا تفسير الظاهر : قال وتفسيره [في] الباطن خذ أربعة ممن يحتمل الكلام فاستودعهم علمك ثم ابعثهم في أطراف الأرضين حججاً لك على الناس وإذا أردت أن يأتوك دعوتهم بالاسم الأكبر يأتونك سعياً باذن الله عز وجل.

قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه: الذي عندي في ذلك أنه أمر بالأمرين جميعاً ، وروي أن الطيور التي أمر بأخذها الطاووس والنسر والديك والبط ، وسمعت محمد بن عبد الله بن محمد بن طيفور يقول في قول إبراهيم ، رب أرني كيف تحيى الموتى الآية ، إن الله عز وجل أمر إبراهيم أن يزور عبداً من عباده الصالحين فزاره فلما كلمه قال : إن الله تبارك وتعالى في الدنيا عبداً يقال له إبراهيم اتخذه خليلاً قال إبراهيم : وما علامة ذلك العبد ؟ قال: يحيى له الموتى فوقع لا براهيم أنه هو فسأله أن يحيي له الموتى « قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ، يعني على الخلة و يقال : إنه أراد أن يكون له في ذلك معجزة كما كانت للرسل ، وإن إبراهيم سأل ربه أن يحيي له الميت فأمره الله عز وجل أن يميت لأجله الحي سواء بسواء ، وهو أنه لما أمره

بذبح ابنه إسماعيل وإن الله عز وجل أمر إبراهيم أن يذبح أربعة من الطير طاووساً ونسراً وديكاً وبطاً ، فالطاووس يريد به زينة الدنيا ، والنسر يريد به الأمل الطويل ، والبط يريد به الحرص ، والديك يريد به الشهوة . يقول الله عز وجل إن أحببت أن يحيى قلبك ويطمئن معي فاخرج عن هذه الأشياء الأربعة فانه إذا كانت هذه الأشياء في قلب فانه لا يطمئن معي . وسألته كيف قال : « أولم تؤمن » مع علمه بسره وحاله ، فقال : إنه لما قال رب أرني كيف تحيى الموتى ، كان ظاهر هذه اللفظة توهيماً أنه لم يكن يتيقن ، فقرره الله عز وجل بسؤاله عنه إسقاطاً للتهمة عنه وتنزيهاً له من الشك .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন, “আল্লাহর বাণী, “তুমি চারটি পাখি গ্রহণ করো, তাদেরকে তোমার কাছে বশীভূত করো, তারপর তাদের অংশ করে প্রতিটি পাহাড়ে এক একটি অংশ রাখো...(কুরআন 2: 260)”এর অর্থ হলো: ইবরাহিম (আ) হুদহুদ, সরদ, ময়ূর এবং দাঁড়কাক গ্রহণ করেন। এরপর তিনি এগুলো জবাই করেন এবং তাদের মাথাগুলো আলাদা করে রাখেন। তারপর তাদের দেহগুলোকে কাটা অবস্থায় একত্র করে মাংস, হাড় ও পালকসহ এমনভাবে মিশিয়ে দেন যে সবকিছু একাকার হয়ে যায়। এরপর তিনি সেগুলোকে দশটি অংশে ভাগ করে দশটি পাহাড়ের ওপর রাখেন।
তারপর তিনি নিজের কাছে পানি ও খাদ্য রাখেন। এরপর পাখিগুলোর মাথা নিজের আঙুলের মাঝে ধরে বলেন: “আল্লাহর অনুমতিতে আমার দিকে আসো।”
তখন সেই মিশ্রিত দেহের অংশগুলো, মাংস, পালক ও হাড় একটি আরেকটির দিকে ছুটে যায় এবং পুনরায় একত্রিত হয়ে আগের মতো দেহে পরিণত হয়। প্রতিটি দেহ নিজের মাথার সাথে যুক্ত হয়ে যায়। এরপর ইবরাহিম (আ) তাদের ছেড়ে দেন।
তারা এসে পানি পান করে এবং খাদ্য গ্রহণ করে। এরপর তারা বলে: “হে আল্লাহর নবী! আপনি আমাদের জীবন দিয়েছেন, আল্লাহ আপনাকে জীবন দান করুন।” তখন ইবরাহিম (আ) বলেন: “বরং আল্লাহই জীবন দেন এবং মৃত্যু দেন।” এটাই ছিল বাহ্যিক ব্যাখ্যা।
এরপর ইমাম (আ) বলেন, এর একটি অন্তর্নিহিত (বাতিনী) ব্যাখ্যাও আছে। তা হলো “চারজন এমন ব্যক্তিকে গ্রহণ করো যারা কথা বোঝে এবং তোমার জ্ঞান তাদের কাছে আমানত রাখো। তারপর তাদের পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে পাঠাও, যাতে তারা মানুষের ওপর তোমার প্রমাণ (হুজ্জত) হয়ে থাকে। আর যখন তুমি চাইবে তারা তোমার কাছে আসুক, তখন মহান নাম (ইসমে আ’যম) দ্বারা তাদের ডাক দেবে, তারা আল্লাহর অনুমতিতে দ্রুত তোমার কাছে উপস্থিত হবে।”

[এই কিতাবের লেখক বলেন: আমার নিকট এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হলো এই যে, তিনি (ইব্রাহিম আ)-কে উভয় বিষয়েরই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। বর্ণিত আছে যে, যে চারটি পাখি নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সেগুলো হলো: ময়ূর, শকুন, মোরগ এবং হাঁস।
আমি মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন তাইফুরকে ইব্রাহিম (আ) এর বাণী “হে আমার রব! আমাকে দেখান আপনি কীভাবে মৃতকে জীবিত করেন” (কুরআন 2:260) প্রসঙ্গে বলতে শুনেছি যে:
আল্লাহ তাআলা ইব্রাহিম (আ) কে তাঁর নেক বান্দাদের মধ্য থেকে একজনের সাথে সাক্ষাৎ করার নির্দেশ দেন। ইব্রাহিম (আ) যখন তাঁর সাথে দেখা করে কথা বললেন, তখন সেই বান্দা বললেন: “নিশ্চয়ই দুনিয়াতে আল্লাহর এমন একজন বান্দা আছেন যাকে 'ইব্রাহিম' বলা হয়, আল্লাহ তাকে নিজের 'খলিল' (বন্ধু) হিসেবে গ্রহণ করেছেন।”
ইব্রাহিম (আ) জিজ্ঞাসা করলেন: “সেই বান্দার নিদর্শন কী?” তিনি উত্তর দিলেন: “আল্লাহ তাঁর জন্য মৃতকে জীবিত করেন।” তখন ইব্রাহিম (আ) এর মনে হলো যে তিনিই সেই ব্যক্তি। তাই তিনি আল্লাহর কাছে মৃতকে জীবিত করার দৃশ্য দেখার প্রার্থনা করলেন, যাতে নিশ্চিত হতে পারেন যে তিনিই সেই ‘খলিল’। আল্লাহ বললেন: “তবে কি তুমি বিশ্বাস করোনি?” তিনি বললেন: “অবশ্যই (বিশ্বাস করি), কিন্তু আমার হৃদয় যেন প্রশান্ত হয়” (কুরআন 2:260) অর্থাৎ তাঁর 'খলিল' হওয়ার ব্যাপারে যেন তিনি নিশ্চিত হতে পারেন।
অন্যমতে বলা হয়: তিনি চেয়েছিলেন যেন রাসূলদের মতো তাঁরও একটি মুজিজা (অলৌকিক ক্ষমতা) থাকে। ইব্রাহিম (আ) যখন তাঁর রবের কাছে মৃতকে জীবিত করার দৃশ্য দেখার আবেদন করলেন, তখন আল্লাহ বিনিময়ে তাঁকে একটি জীবিত প্রাণকে মৃত করার (কুরবানি) নির্দেশ দিলেন। আর এটি ছিল তাঁর পুত্র ইসমাইল (আ) কে যবেহ করার নির্দেশের অনুরূপ]

(যে চারটি গুণ যার মধ্যে থাকে, আল্লাহ তাকে অপছন্দ করেন)
————————————————————————————

4: Hadith 147

حدثني الخليل بن أحمد السجزي القاضي قال : أخبرنا ابن صاعد قال : حدثنا حمزة بن العباس المروزي قال : حدثنا يحيى بن نصر بن حاجب قال : حدثنا ورقاء بن عمر ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : إنَّ الله عز وجل يبغض الفاحش البذي السائل الملحف.

আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ ঘৃণা করেন এমন ব্যক্তিকে যার মধ্যে এই চারটি বৈশিষ্ট্য আছে: ফাহিশ (অশ্লীল ব্যক্তি), বাযি (কটুভাষী), সায়িল (যে সব সময় মানুষের কাছে চেয়ে বেড়ায়) এবং মুলহিফ (জেদি) বা অত্যধিক পীড়াপীড়ি করে চায়।”

পঞ্চম অধ্যায়: পাঁচ বিষয় সম্পর্কিত অধ্যায় (باب الخمسة)

خمس ما أثقلهن في الميزان
(মিযানে সবচেয়ে ভারী পাঁচটি বিষয়)
————————————————————

5: Hadith 1

حدثنا أبو أحمد محمد بن جعفر البندار قال : حدثنا أبو العباس الحمادي قال: حدثنا محمد بن علي الصائغ قال : حدثنا عمرو بن سهل بن زنجلة الرازي قال: حدثنا الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، عن أبي سلام الأسود ، عن أبي سالم راعي رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : سمعت رسول الله يقول: خمس ما أثقلهن في الميزان سبحان الله و الحمد لله ولا إله إلا الله و الله أكبر ، و الولد الصالح يتوفى المسلم فيصبر و يحتسب .

আবু সালিম থেকে বর্ণিত, যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর খেদমতকারী ছিলেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি: "পাঁচটি বিষয় মিজানের পাল্লায় কতই না ভারী! 'সুবহানাল্লাহ', 'আলহামদুলিল্লাহ', 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', 'আল্লাহু আকবার', এবং সেই নেক সন্তান যে মুসলিম অবস্থায় মারা যায় এবং তার পিতা-মাতা (তাতে) ধৈর্য ধারণ করে ও সওয়াবের আশা রাখে"

خمسة أشياء أمر الله عز وجل فيها نبياً من أنبيائه بخمسة أشياء مختلفة
(আল্লাহ তাআলা তাঁর এক নবীকে পাঁচটি ভিন্ন নির্দেশ দিয়েছেন)
————————————————————

5: Hadith 2

حدثنا أبو الفضل تميم بن عبدالله بن تميم القرشي الحيري قال: أخبرنا أبو علي أحمد بن علي الأنصاري بنيسابور قال : حدثني أبي قال : حدثنا أبو الصلت عبد السلام بن صالح الهروي قال : سمعت علي بن موسى الرضا الام يقول : أوحى الله عز وجل إلى نبي من أنبيائه : إذا أصبحت فأول شيء يستقبلك فكله ، والثاني فاكتمه و الثالث فاقبله ، و الرابع فلا تؤيسه ، و الخامس فاهرب منه ، قال : فلما أصبح مضى فاستقبله جبل أسود عظيم فوقف فقال : أمرني ربي عز وجل : أن آكل هذا و بقي متحيراً ، ثم رجع إلى نفسه فقال : إن ربي جل جلاله لا يأمرني إلا بما أطيق، فمشى إليه ليأكله فلمادنى منه صغر حتى انتهى إليه فوجده لقمة فأكلها فوجدها أطيب شيء أكله ، ثم مضى فوجد طستاً من ذهب فقال : أمرني ربي عز وجل أن أكتم هذا، فحفر له وجعله فيه وألقى عليه التراب ، ثم مضى فالتفت فاذا الطست قد ظهر، فقال : قد فعلت ما أمرني ربي عز وجل ، فمضى فإذا هو بطير وخلفه بازي فطاف الطير حوله ، فقال: أمرني ربي عز وجل أن أقبل هذا ، ففتح كمه فدخل الطير فيه ، فقال له البازي: أخذت مني صيدي ، وأنا خلفه منذ أيام ، فقال : أمرني ربي عز وجل أن لا أويس هذا فقطع من فخذه قطعة فألقاها إليه ، ثم مضى فلما مضى] فإذا هو بلحم ميتة منتن مدود فقال : أمرني ربي عز وجل أن أهرب من هذا ، فهرب منه ورجع ، فرأى في المنام كأنه قد قيل له : إنك قد فعلت ما أمرت به فهل تدري ماذا كان ؟ قال : لا ، قيل له : أما الجبل فهو الغضب إن العبد إذا غضب لم ير نفسه وجهل قدره من عظم الغضب فاذا حفظ نفسه وعرف قدره و سكن غضبه كانت عاقبته كاللقمة الطيبة التي أكلتها ، و أما الطست فهو العمل الصالح إذا كتمه العبد وأخفاء أبى الله عز وجل إلا أن يظهره ليزينه به مع ما بدخر له من نواب الآخرة ، وأما الطير

فهو الرجل الذي يأتيك بنصيحة فاقبله واقبل نصيحته ، و أما البازي فهو الرجل الذي يأتيك في حاجة فلا تؤيسه ، وأما اللحم المنقن فهي الغيبة قاهرب منها .

আবু সালত আব্দুস সালাম বিন সালেহ আল-হারাভী বলেন: আমি আলী বিন মুসা আর-রিদা (আ) কে বলতে শুনেছি: আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীদের মধ্যে জনৈক নবীকে ওহী পাঠালেন যে: "যখন তোমার সকাল হবে, তখন প্রথম যা তোমার সামনে আসবে তা তুমি আহার করবে; দ্বিতীয় যা পাবে তা গোপন করবে; তৃতীয় যা আসবে তা গ্রহণ করবে; চতুর্থ যা আসবে তাকে নিরাশ করবে না; এবং পঞ্চম যা আসবে তা থেকে পালাবে।"
তিনি বললেন : যখন সকাল হলো, তিনি চলতে লাগলেন। তাঁর সামনে একটি বিশাল কালো পাহাড় উপস্থিত হলো। তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন: "আমার প্রতিপালক আমাকে এটি আহার করার নির্দেশ দিয়েছেন" তিনি বিস্মিত হয়ে রইলেন। অতঃপর তিনি মনে মনে বললেন: "নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক আমাকে এমন কিছুর নির্দেশ দেবেন না যা আমার সাধ্যের বাইরে।" অতঃপর তিনি সেটি আহার করার জন্য সেদিকে অগ্রসর হলেন। যখন তিনি পাহাড়টির নিকটবর্তী হলেন, সেটি ছোট হতে লাগল। যখন তিনি সেটির কাছে পৌঁছালেন, দেখলেন সেটি একটি লোকমা (এক গ্রাস খাবার) হয়ে গেছে। তিনি তা আহার করলেন এবং পেলেন যে এটি তাঁর খাওয়া সবচেয়ে সুস্বাদু জিনিস।
অতঃপর তিনি চলতে লাগলেন এবং একটি স্বর্ণের তশত (পাত্র) পেলেন। তিনি বললেন: "আমার মহান প্রতিপালক আমাকে এটি গোপন করার নির্দেশ দিয়েছেন।" তিনি একটি গর্ত খুঁড়ে সেটি তাতে রাখলেন এবং তার ওপর মাটি চাপা দিলেন। এরপর তিনি চলতে লাগলেন, কিন্তু পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলেন তশতটি বেরিয়ে এসেছে। তিনি বললেন: "আমার মহান প্রতিপালক যা নির্দেশ দিয়েছেন আমি তা পালন করেছি।"
অতঃপর তিনি চলতে লাগলেন। হঠাৎ একটি পাখি দেখতে পেলেন যার পেছনে একটি বাজপাখি ধাওয়া করছিল। পাখিটি তাঁর চারদিকে ঘুরতে লাগল। তিনি বললেন: "আমার মহান প্রতিপালক আমাকে এটি গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।" তিনি তাঁর জামার হাতা খুলে দিলেন এবং পাখিটি তাতে ঢুকে পড়ল। তখন বাজপাখিটি তাঁকে বলল: "আপনি আমার শিকার কেড়ে নিলেন, অথচ আমি কয়েকদিন ধরে এর পেছনে ছুটছি।" তিনি বললেন: "আমার মহান প্রতিপালক আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যাতে আমি একে (বাজপাখিটিকে) নিরাশ না করি।" অতঃপর তিনি তাঁর উরু থেকে এক টুকরো মাংস কেটে সেটির দিকে ছুড়ে দিলেন।
অতঃপর তিনি সামনে এগিয়ে গেলেন এবং পচা, দুর্গন্ধযুক্ত ও পোকা ধরা মৃত পশুর মাংস দেখতে পেলেন। তিনি বললেন: "আমার মহান প্রতিপালক আমাকে এটি থেকে পালানোর নির্দেশ দিয়েছেন।" তিনি সেখান থেকে পালিয়ে গেলেন এবং ফিরে এলেন।
অতঃপর তিনি স্বপ্নে দেখলেন যেন তাঁকে বলা হচ্ছে: "তোমাকে যা আদেশ করা হয়েছিল তুমি তা পালন করেছ। তুমি কি জানো সেগুলো কী ছিল?" তিনি বললেন: "না।" তাঁকে বলা হলো: "পাহাড়টি হলো রাগ। বান্দা যখন রাগান্বিত হয়, তখন রাগের আধিক্যে সে নিজেকে দেখতে পায় না এবং নিজের অবস্থান ভুলে যায়। কিন্তু সে যখন নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে, নিজের মর্যাদা বুঝে এবং তার রাগ প্রশমিত হয়, তখন তার পরিণাম হয় সেই সুস্বাদু লোকমার মতো যা তুমি আহার করেছ।
তশতটি হলো নেক আমল। বান্দা যখন তা গোপন ও আড়াল করে রাখে, আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিতে চান যাতে আখেরাতের সওয়াবের পাশাপাশি এর মাধ্যমে তাকে দুনিয়াতেও সৌন্দর্যমণ্ডিত করা যায়।
পাখিটি হলো সেই ব্যক্তি যে তোমার কাছে উপদেশ নিয়ে আসে; সুতরাং তাকে গ্রহণ করো এবং তার উপদেশ মেনে নাও।
বাজপাখিটি হলো সেই ব্যক্তি যে কোনো প্রয়োজন বা সাহায্য নিয়ে তোমার কাছে আসে; সুতরাং তাকে নিরাশ করো না।
আর দুর্গন্ধযুক্ত মাংস হলো গীবত (পরনিন্দা); সুতরাং তা থেকে পালিয়ে থাকো।"

في المشط خمس خصال
(চিরুনি ব্যবহারে পাঁচটি উপকার)
————————————————————————————

5: Hadith 3

حدثنا إسماعيل بن منصور بن أحمد القصار بفرغانة قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن القاسم بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب قال: حدثنا أحمد بن علي الأنصاري أبو علي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن خالد البرقي قال: حدثنا الحسن بن علي بن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ قال: المشط، فإن المشط يجلب الرزق، ويحسن الشعر، وينجح الحاجة، ويزيد في ماء الصلب، ويقطع البلغم، وكان رسول الله ﷺ يسرح تحت لحيته أربعين مرة، ومن فوقها سبع مرات، ويقول: إنه يزيد في الذهن ويقطع البلغم.

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন, আল্লাহর বাণী: “প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা তোমাদের সাজসজ্জা গ্রহণ করো” (কুরআন 7:31)
এখানে “সাজসজ্জা” হলো চিরুনি। চিরুনি ব্যবহারে রিজিক বৃদ্ধি হয়, চুল সুন্দর হয়, প্রয়োজন পূরণে সহায়তা করে, বীর্যের শক্তি বৃদ্ধি করে এবং কফ দূর করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ দাড়ির নিচে চল্লিশবার এবং ওপর থেকে সাতবার চিরুনি করতেন এবং বলতেন: “এটি বুদ্ধি বাড়ায় এবং কফ দূর করে”

علامات المؤمن خمس
(মুমিনের পাঁচটি নিদর্শন)
————————————————————

5: Hadith 4

حدثنا عبد الله بن النضر بن سمعان التميمي رضي الله عنه قال: حدثنا أبو القاسم جعفر بن محمد المكي قال: حدثنا أبو الحسن عبد الله بن محمد عمر الخراني عن صالح بن زياد، عن أبي عثمان عبد بن ميمون السكوني، عن عبد الله بن معن الأزدي، عن عمران بن سليمان، عن طاووس بن اليمان قال: سمعت علي بن الحسين عليه السلام يقول: علامات المؤمن خمس. قلت: وما هن يا ابن رسول الله؟ قال: الورع في الخلوة، والصدقة في القلة، والصبر عند المصيبة، والحلم عند الغضب، والصدق عند الخوف.

বর্ণনাকারী বলেন: আমি আলী ইবন হুসাইন (আ) কে বলতে শুনেছি: “মুমিনের পাঁচটি নিদর্শন আছে।” আমি জিজ্ঞেস করলাম: “ হে আল্লাহর রাসূলের সন্তান! সেগুলো কী কী?” তিনি বললেন: “নির্জনতায় খোদাভীতি, অল্প সম্পদেও দান, বিপদে ধৈর্য, রাগের সময় সহনশীলতা, এবং ভয়-ভীতির সময় সত্যবাদিতা।”

خمس من خمسة محال
(পাঁচ ব্যক্তির কাছে পাঁচটি বিষয় অসম্ভব)
————————————————————

5: Hadith 5

حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن الحسين السعدآبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه بإسناده يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: خمس من خمسة محال: النصيحة من الحاسد محال، والشفقة من العدو محال، والحرمة من الفاسق محال، والوفاء من المرأة محال، والهيبة من الفقير محال.

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: পাঁচ ব্যক্তির কাছে পাঁচটি বিষয় অসম্ভব: হিংসুকের থেকে নসিহত, শত্রুর নিকট থেকে দয়া, পাপিষ্ঠের থেকে সম্মান, নারীর থেকে পূর্ণ বিশ্বস্ততা এবং দরিদ্র ব্যক্তির থেকে প্রতিপত্তি”

خمس بخمسين
(পাঁচ পঞ্চাশের সমান)
————————————————————————————

5: Hadith 6

حدثنا أبو أحمد محمد بن جعفر البندار قال: حدثني أبو القاسم سعيد بن أحمد بن أبي سالم قال: حدثنا أبو زكريا يحيى بن الفضل الوراق قال: حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أنس قال: فرضت على النبي صلى الله عليه وآله ليلة أُسري به الصلاة خمسين، ثم خُفِّفت فجعلت خمساً، ثم نودي: يا محمد إنه لا يبدل القول لدي، إن لك بهذه الخمس خمسين.

আনাস বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিরাজের রাতে প্রথমে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করা হয়েছিল,অতঃপর তা কমিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত করা হয়। এরপর ঘোষণা করা হলো: ‘হে মুহাম্মদ! আমার কথার কোনো পরিবর্তন নেই; আপনার জন্য এই পাঁচ ওয়াক্তের বিনিময়ে পঞ্চাশ ওয়াক্তেরই সওয়াব নির্ধারিত রইল।’

5: Hadith 7

حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري، عن معاوية بن حكيم، عن ابن أبي عمير، عن أبي الحسن الأزدي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما خفف الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وآله حتى صارت خمس صلوات أوحى الله إليه: يا محمد خمس بخمسين.

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: যখন আল্লাহ তাআলা নবী ﷺ এর ওপর থেকে (নামাজের সংখ্যা) কমিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত করলেন, তখন আল্লাহ তাঁর প্রতি ওহী পাঠালেন: হে মুহাম্মদ! এই পাঁচ ওয়াক্ত পঞ্চাশ ওয়াক্তের সমান।”

الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه خمس
(আদম (আ) তাঁর প্রভুর কাছ থেকে যে শব্দসমূহ পেয়েছিলেন, তা পাঁচটি)
————————————————————————————

5: Hadith 8

حدثنا أبو الحسن علي بن الفضل بن العباس البغدادي قال: قرأت على أحمد بن محمد بن سليمان بن الحارث، قلت: حدثكم محمد بن علي بن خلف العطار قال: حدثنا حسين الأشقر عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله عن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه، قال: سأله بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام فتاب عليه.

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: “আমি নবী ﷺ-কে সেই শব্দগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যা আদম (আ) তাঁর প্রতিপালকের নিকট থেকে গ্রহণ করেছিলেন এবং যার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর তওবা কবুল করেছিলেন।

নবী ﷺ বললেন: তিনি আল্লাহর কাছে মুহাম্মদ, আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসাইন (আলাইহিমুস সালাম)-এর উসিলায় প্রার্থনা করেছিলেন 'আপনি আমার তওবা কবুল করুন'। অতঃপর আল্লাহ তাঁর তওবা কবুল করলেন।"

(গ্রন্থকার বলেন: এই বিষয়ের ওপর আমি যা কিছু বর্ণনা করেছি তা আমি পবিত্র কুরআনের তাফসীরে উল্লেখ করেছি।)

خمس خصال تورث البرص
(পাঁচটি অভ্যাস যা ধবল রোগ সৃষ্টি করে)
————————————————————

5: Hadith 9

حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور رضي الله عنه قال: حدثنا الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا أبو أحمد محمد بن زياد الأزدي، عن أبان بن عثمان الأحمر، عن أبان بن تغلب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خمس خصال تورث البرص: النورة يوم الجمعة ويوم الأربعاء، والتوضؤ والاغتسال بالماء الذي تسخنه الشمس، والأكل على الجنابة، وغشيان المرأة في أيام حيضها، والأكل على الشبع.

ইবনে আব্বাস বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "পাঁচটি কাজ ধবল রোগ সৃষ্টি করে: জুমআ ও বুধবার নূরাহ (লোমনাশক চুন বা পাউডার) ব্যবহার করা। রোদে তপ্ত পানি দিয়ে ওযু বা গোসল করা। জানাবাত (নাপাকি) অবস্থায় কিছু আহার করা। ঋতুস্রাব (হায়েজ) চলাকালীন স্ত্রীর সাথে সহবাস করা। পেট ভরা থাকা অবস্থায় পুনরায় আহার করা।"

قول الصادق (ع) خمس هن كما أقول
(ইমাম সাদিক (আ) বলেন: পাঁচটি বিষয় ঠিক তেমন, যেমনটি আমি বলছি)
————————————————————

5: Hadith 10

حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن أبي علي بن راشد رفعه إلى الصادق عليه السلام أنه قال: خمس هن كما أقول: ليست لبخيل راحة، ولا لحسود لذة، ولا لملوك وفاء، ولا لكذاب مروءة، ولا يسود سفيه.

বর্ণনাকারী মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন, সাদিক (আ) বলেছেন: "পাঁচটি বিষয় ঠিক তেমন, যেমনটি আমি বলছি, কৃপণের কোনো শান্তি নেই, হিংসুক ব্যক্তির জীবনে কোনো স্বাদ (তৃপ্তি) নেই, রাজার মধ্যে কোনো বিশ্বস্ততা নেই, মিথ্যাবাদীর মর্যাদা নেই, নির্বোধ বা মূর্খ ব্যক্তি নেতৃত্ব লাভ করে না।"

خمس من السنن في الرأس وخمس في الجسد

(মাথায় পাঁচটি সুন্নত এবং দেহে পাঁচটি সুন্নত)
————————————————————————————

5: Hadith 11

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن علي بن فضال، عن الحسن بن الجهم قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: خمس من السنن في الرأس وخمس في الجسد، فأما التي في الرأس فالسواك، وأخذ الشارب، وفرق الشعر، والمضمضة، والاستنشاق. وأما التي في الجسد فالختان، وحلق العانة، ونتف الإبطين، وتقليم الأظفار، والاستنجاء.

মূসা ইবন জাফর (আ) বলেন: “মাথায় পাঁচটি সুন্নত এবং দেহে পাঁচটি সুন্নত রয়েছে। মাথারগুলো হলো: মিসওয়াক করা, গোঁফ ছাঁটা, চুলে সিঁথি করা, কুলি করা এবং নাকে পানি দেওয়া। আর দেহেরগুলো হলো: খতনা করা, নাভির নিচের লোম পরিষ্কার করা, বগলের লোম তুলে ফেলা, নখ কাটা এবং পানি ইস্তিঞ্জা করা।”

قول النبي (ص) خمس لا أدعهن حتى الممات
(নবী ﷺ বলেছেন: পাঁচটি কাজ আমি মৃত্যু পর্যন্ত ছাড়ব না)
————————————————————————————

5: Hadith 12

حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن الحسين السعدآبادي، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعاً، عن الحسين بن مصعب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خمس لا أدعهن حتى الممات: الأكل على الحضيض مع العبيد، وركوبي الحمار مؤكدًا، وحلب العنز بيدي، ولبس الصوف، والتسليم على الصبيان لتكون سنة من بعدي.

ইমাম সাদিক (আ) তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “পাঁচটি কাজ আমি মৃত্যু পর্যন্ত ত্যাগ করব না, দাসদের সাথে মাটিতে বসে খাওয়া, জিন ছাড়া গাধায় আরোহন করা, নিজের হাতে ছাগলের দুধ দোহন করা, পশমি কাপড় পরা, এবং শিশুদেরকে সালাম দেওয়া, যাতে এগুলো আমার পরেও সুন্নাহ হিসেবে চালু থাকে।”

5: Hadith 13

حدثنا محمد بن عمر البغدادي الحافظ قال: حدثني أبو القاسم إسحاق بن جعفر بن محمد بن يحيى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب قال: حدثني أبي جعفر بن محمد العلوي قال: حدثني علي بن محمد العلوي المعروف بالمشلل قال: أخبرني سليمان بن محمد القرشي، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه محمد بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خمس لست بتاركين حتى الممات: لباس الصوف، وركوبي الحمار مؤكدًا، وأكلي مع العبيد، وخصفي النعل بيدي، وتسليمي على الصبيان لتكون سنة من بعدي.

মুহাম্মাদ ইবন আলী (আ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: “পাঁচটি কাজ আমি মৃত্যু পর্যন্ত ছাড়ব না, পশমি কাপড় পরা, সাধারণ গদি দিয়ে গাধায় আরোহন করা, দাসদের সাথে বসে খাওয়া, নিজের হাতে জুতা সেলাই করা, এবং শিশুদের সালাম দেওয়া, যাতে এগুলো আমার পর সুন্নাহ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকে।”

الثوم للمسافر في خمسة
(মুসাফিরের পাঁচটি কুলক্ষণ)
————————————————————————

5: Hadith 14

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن بكر بن صالح، عن سليمان الجعفري قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: الثوم في خمسة للمسافر في طريقه: الغراب الناعق عن يمينه، والكلب الناشر لذنبه، والذئب العاوي الذي يعوي في وجه الرجل وهو مقع على ذنبه يعوي ثم يرتفع ثم ينخفض ثلاثاً، والظبي السائح عن يمين إلى شمال، والبومة الصارخة، والمرأة الشمطاء، والأتان العضباء. فمن أوجس في نفسه من ذلك شيئاً فليقل: «اعتصمت بك يا رب من شر ما أجد في نفسي فاعصمني من ذلك».

বর্ণনাকারী বলেন: আমি আবুল হাসান (আ) কে বলতে শুনেছি: “মুসাফিরের পথে পাঁচটি বিষয় কুলক্ষণ বা অপয়া হিসেবে (মানুষের মনে) দেখা দেয়: তার ডান দিক থেকে ডাকতে থাকা কাক। লেজ নাড়ানো কুকুর। মানুষের মুখের সামনে উপুড় হয়ে বসে ডাকতে থাকা নেকড়ে; যে তিনবার উঁচুতে এবং তিনবার নিচুতে ডেকে ওঠে। ডান দিক থেকে বাম দিকে ছুটে যাওয়া হরিণ। চিৎকার করা পেঁচা। লজ্জাহীন বৃদ্ধা নারী এবং কান-কাটা গাধী।”
অতঃপর তিনি বলেন: “যে ব্যক্তি তার মনে এগুলোর কোনোটির কারণে সামান্যতম কুলক্ষণ বা ভীতি (অশুভ কিছুর আশঙ্কা) অনুভব করে, সে যেন বলে:
‘হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার মনে যা অনুভব করছি, তার অনিষ্ট থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি; সুতরাং আপনি আমাকে তা থেকে রক্ষা করুন’”

البكاؤون خمسة
(কান্না করা পাঁচজন)
————————————————————————

5: Hadith 15

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد ابن الحسن الصفار قال : حدثني العباس بن معروف ، عن محمد بن سهل البحراني يرفعه إلى أبي عبد الله قال : البكاؤون خمسة : آدم ، ويعقوب ، ويوسف ، وفاطمة بنت محمد ، و علي بن الحسين ، فأما آدم فبكى على الجنة حتى صار في خديه أمثال الأودية ، وأما يعقوب فبكى على يوسف حتى ذهب بصره ، وحتى قيل له : « تالله تفتو تذكر يوسف حتى تكون حرضاً أو تكون من الهالكين ، و أما يوسف فبكى على يعقوب حتى تأذى به أهل السجن فقالوا له : إما أن تبكي الليل وتسكت بالنهار ، و إما أن تبكي النهار وتسكت بالليل ، فصالحهم على واحد منهما ، أما فاطمة فبكت على رسول الله ﷺ حتى تأذى بها أهل المدينة فقالوا لها : قد آذيتنا بكثرة بكائك ، فكانت تخرج إلى المقابر - مقابر الشهداء - فتبكي حتى تقضي حاجتها ثم تنصرف ، وأما على ابن الحسين فبكي على الحسين عشرين سنة أو أربعين سنة ما وضع بين يديه طعام إلا بكى حتى قال له مولى له : جعلت فداك يا ابن رسول الله إني أخاف عليك أن تكون من الهالكين ، قال : «إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون إني ما أذكر مصرع بني فاطمة إلا خنقتني لذلك عبرة .

বর্ণনাকারী মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন, আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: অত্যধিক ক্রন্দনকারী হলেন পাঁচজন: আদম, ইয়াকুব, ইউসুফ, ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ এবং আলী ইবনুল হুসাইন (আলাইহিমুস সালাম)।
আদম (আ) জান্নাতের বিরহে এত কেঁদেছিলেন যে, তাঁর দুই গালে উপত্যকার মতো দাগ পড়ে গিয়েছিল। ইয়াকুব (আ) ইউসুফের জন্য এত কেঁদেছিলেন যে, তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে গিয়েছিল এবং তাঁকে বলা হয়েছিল: “আল্লাহর শপথ! আপনি তো ইউসুফের স্মরণ থেকে বিরত হবেন না যে পর্যন্ত না আপনি মুমূর্ষু হবেন অথবা মৃত্যুবরণ করবেন।” (কুরআন 12:85)
ইউসুফ (আ) ইয়াকুবের বিরহে এত কেঁদেছিলেন যে, জেলখানার বন্দিরা তাঁর কান্নায় অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল। তারা তাঁকে বলেছিল: “হয় আপনি রাতে কাঁদবেন আর দিনে চুপ থাকবেন, না হয় দিনে কাঁদবেন আর রাতে চুপ থাকবেন।” অতঃপর তিনি তাদের সাথে যেকোনো একটি সময়ের ব্যাপারে সমঝোতা করেছিলেন। ফাতিমা (আ) রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বিরহে এত কেঁদেছিলেন যে, মদিনাবাসীরা অতিষ্ঠ হয়ে তাঁকে বলেছিল: “আপনার অধিক কান্নার কারণে আপনি আমাদের কষ্ট দিচ্ছেন।” অতঃপর তিনি কবরস্থানের দিকে, শহীদদের কবরের দিকে, বেরিয়ে যেতেন এবং নিজের মন ভরে কাঁদতেন, তারপর ফিরে আসতেন।
আর আলী ইবনুল হুসাইন (আ) হুসাইন (আ) এর জন্য বিশ বছর বা চল্লিশ বছর কেঁদেছিলেন। তাঁর সামনে যখনই খাবার রাখা হতো, তখনই তিনি কাঁদতেন। এমনকি তাঁর এক ভৃত্য তাঁকে বলেছিল: “হে আল্লাহর রাসূলের সন্তান! আমি আপনার জন্য উৎসর্গিত হই, আমি আশঙ্কা করছি যে আপনি হয়তো মৃত্যুমুখে পতিত হবেন।” তিনি বললেন: “আমি তো আমার অসহনীয় বেদনা ও দুঃখ শুধু আল্লাহর কাছেই নিবেদন করছি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না। যখনই আমি ফাতিমার সন্তানদের শাহাদাতের স্থানের কথা স্মরণ করি, তখনই কান্নায় আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে।”

الكبائر خمس
(বড় গুনাহ পাঁচটি)
————————————————————————

5: Hadith 16

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا عبد بن الحسن الصفار، عن أيوب بن نوح وإبراهيم بن هاشم جميعاً، عن محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وجدنا في كتاب علي أن الكبائر خمس: الشرك بالله عز وجل، وعقوق الوالدين، وأكل الربا بعد البينة، والفرار من الزحف، والتعرّب بعد الهجرة.

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “আমরা আলী (আ) এর কিতাবে পেয়েছি যে কবিরা গুনাহ পাঁচটি, আল্লাহর সাথে শিরক করা, পিতামাতার অবাধ্যতা, সুস্পষ্ট হওয়ার পরও সুদের গ্রহণ, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা, এবং হিজরতের পর আবার বেদুইন জীবনে ফিরে যাওয়া।”

5: Hadith 17

حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن الكبائر؟ فقال: من خمس، وهن مما أوجب الله عز وجل عليه النار: قال الله عز وجل: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً﴾، وقوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار﴾، وقوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا﴾، ورمي المحصنات الغافلات، وقتل المؤمن متعمداً.

বর্ণনাকারী বলেন: আমি আবু আব্দুল্লাহ (আ) কে বললাম, 'আমাকে কবিরা গুনাহ সম্পর্কে শিক্ষা দিন'। তিনি বললেন: "সেগুলো পাঁচ প্রকার, যা করলে আল্লাহ জাহান্নাম অবধারিত করেছেন।
আল্লাহ তাআলা বলেছেন: 'নিশ্চয়ই যারা ইয়াতিমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে, তারা আসলে তাদের পেটে আগুনই ভক্ষণ করছে; এবং তারা শীঘ্রই প্রজ্বলিত আগুনে প্রবেশ করবে।' (কুরআন 4:10),
তিনি বলেছেন: 'হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা কাফিরদের মুখোমুখি যুদ্ধক্ষেত্রে সম্মুখীন হও, তখন তাদের পিঠ দেখিয়ে পলায়ন করো না।' (কুরআন 8:15),
তিনি বলেছেন: 'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যে অংশ বাকি আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা সত্যিই মুমিন হও।' (কুরআন 2:278),
সচ্চরিত্রা উদাসীন মুমিন নারীদের ওপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া এবং কোনো মুমিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা।"

بعث الله النبي صلى الله عليه وآله بخمسة أسياف
(আল্লাহ তাআলা নবী ﷺ-কে পাঁচটি তরবারি দিয়ে প্রেরণ করেছেন)
————————————————————————————

5: Hadith 18

حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبد الله قال: حدثني القاسم ابن محمد الاصبهاني، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن حروب أمير المؤمنين عليه السلام، وكان السائل من محبينا فقال له أبوعبد الله عليه السلام: إن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وآله بخمسة أسياف ثلاثة منها شاهرة لا تغمد إلى أن تضع الحرب أوزارها، ولن تضع الحرب أوزارها حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس كلهم في ذلك اليوم، فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وسيف منها ملفوف وسيف منها مغمود سله إلى غيرنا وحكمه إلينا. فأما السيوف الثلاثة الشاهرة: فسيف على مشركي العرب، قال الله تبارك وتعالى "فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا (يعني فان آمنوا) وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ..." فهؤلاء لا يقبل منهم إلا [السيف و] القتل أو الدخول في الاسلام وما لهم فيئ، وذراريهم سبي على ما سبى رسول الله صلى الله عليه وآله فانه سبى وعفا، وقبل الفداء. والسيف الثاني على أهل الذمة قال الله عزوجل "وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا" نزلت في أهل الذمة ثم نسخها قوله "قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ." فمن كان منهم في دار الاسلام لم يقبل منه إلا الجزية أو القتل، فإذا قبلوا الجزية على أنفسهم حرم علينا سبيهم، وحرمت أموالهم، وحل لنا مناكحتهم، ومن كان منهم في دار الحرب حل لنا سبيهم وأموالهم ولم يحل لنا نكاحهم، ولم يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الاسلام. وسيف على مشركي العجم يعني الترك والديلم والخزر، قال الله عز وجل في سورة الذين كفروا: "فَإِذا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً..." يعني المفاداة بينهم وبين أهل الاسلام فهولاء لا يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الاسلام، ولا يحل لنا نكاحهم ماداموا في دار الحرب. وأما [السيف] الملفوف فسيف على أهل البغي والتأويل قال الله تبارك وتعالى: "وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ" عز وجل ولما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن فيكم من يقاتل بعدي على التأويل كما قاتلت على التنزيل، قيل: يا رسول الله من هو؟ قال: خاصف النعل يعني أمير المؤمنين عليه السلام وقال عمار بن ياسر: قاتلت تحت هذه الراية مع رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته ثلاثا وهذه [هي والله] الرابعة، والله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا السعفات من هجر لعلمنا أنا على الحق وأنهم على الباطل وكانت السيرة فيهم من أمير المؤمنين ما كان من رسول الله في أهل مكة يوم فتح مكة، فإنه لم يسب لهم ذرية، وقال: من أغلق بابه وألقى سلاحه أو دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وكذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام فيهم يوم البصرة: لا تسبوا لهم ذرية ولا تجهزوا على جريح ولا تتبعوا مدبرا، ومن أغلق بابه وألقى سلاحه فهو آمن. وأما السيف المغمود فالسيف الذي يقام به القصاص قال الله عز وجل "النَّفْسَ بِالنَّفْسِ"

فسله إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا، فهذه السيوف التي بعث الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وآله فمن جحدها أو جحد شيئا [منها أو] من سيرها وأحكامها فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله.

বর্ণনাকারী বলেন: এক ব্যক্তি আবু আব্দুল্লাহ (আ) কে আমিরুল মুমিনীন (আ) এর যুদ্ধসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, এবং সেই প্রশ্নকারী ব্যক্তিটি আমাদের মুহিব্বীনদের একজন ছিলেন। আবু আব্দুল্লাহ (আ) তাকে বললেন: নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ ﷺ কে পাঁচটি তলোয়ারসহ প্রেরণ করেছেন। যার মধ্যে তিনটি তলোয়ার উন্মুক্ত, যা যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত খাপবদ্ধ করা হবে না; আর যুদ্ধ ততক্ষণ শেষ হবে না যতক্ষণ না সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হয়। যখন সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে, সেদিন সমস্ত মানুষ ঈমান আনবে, কিন্তু সেদিন সেই ব্যক্তির ঈমান কোনো উপকারে আসবে না যে আগে ঈমান আনেনি অথবা যে তার ঈমানের মাধ্যমে কোনো কল্যাণ অর্জন করেনি। আর একটি তলোয়ার হলো মোড়ানো, এবং একটি তলোয়ার হলো খাপবদ্ধ যা অন্যদের (নিহতদের উত্তরাধিকারী) দ্বারা পরিচালিত হয় কিন্তু এর বিধান আমাদের হাতে।
উন্মুক্ত তিনটি তলোয়ারের বিবরণ: প্রথম তলোয়ারটি হলো আরবের মুশরিকদের বিরুদ্ধে। আল্লাহ তবারাকা ওয়া তাআলা বলেছেন: “অতঃপর মুশরিকদের যেখানেই পাও হত্যা করো, তাদের বন্দি করো, তাদের অবরোধ করো এবং প্রতিটি ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওত পেতে থাকো; কিন্তু যদি তারা তওবা করে (অর্থাৎ ঈমান আনে), সালাত কায়েম করে এবং জাকাত আদায় করে..." (কুরআন 9:5)। তাদের কাছ থেকে কেবল [তলোয়ার ও] হত্যা অথবা ইসলাম গ্রহণ ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করা হবে না। তাদের কোনো 'ফাই' (বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ) নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ যেভাবে বন্দি করেছিলেন, সে অনুযায়ী তাদের বংশধরদের বন্দি করা বৈধ; তবে তিনি বন্দি করেছিলেন এবং ক্ষমাও করেছিলেন এবং মুক্তিপণ গ্রহণ করেছিলেন।
দ্বিতীয় তলোয়ারটি হলো আহলে কিতাব বা জিম্মিদের বিরুদ্ধে। মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন: “লোকদের সাথে সদালাপ করো” (কুরআন 2:83)। এটি আহলে কিতাবদের বিষয়ে নাজিল হয়েছিল, অতঃপর আল্লাহর এই বাণী দ্বারা তা রহিত হয়ে যায়: “আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি ঈমান আনে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম মনে করে না এবং সত্য দ্বীন অনুসরণ করে না, তাদের সাথে যুদ্ধ করো যতক্ষণ না তারা অবনত হয়ে নিজ হাতে জিজিয়া প্রদান করে” (কুরআন 9: 29)। যারা ইসলামের রাষ্ট্রে (দারুল ইসলাম) বসবাস করে, তাদের কাছ থেকে জিজিয়া অথবা হত্যা ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করা হবে না। তারা যখন নিজেদের জন্য জিজিয়া প্রদান করবে, তখন তাদের বন্দি করা আমাদের জন্য হারাম, তাদের সম্পদ হারাম এবং তাদের (নারীদের) সাথে বিবাহ বৈধ। আর যারা যুদ্ধরত রাষ্ট্রে (দারুল হারব) থাকবে, তাদের বন্দি করা এবং তাদের সম্পদ আমাদের জন্য বৈধ, কিন্তু তাদের বিবাহ করা বৈধ নয় এবং তাদের থেকে হত্যা অথবা ইসলাম গ্রহণ ছাড়া কিছু গ্রহণ করা হবে না।
তৃতীয় তলোয়ারটি হলো অনারব মুশরিকদের বিরুদ্ধে অর্থাৎ তুর্কি, দাইলাম ও খাযারদের বিরুদ্ধে। মহান আল্লাহ তাআলা সূরা ‘আল্লাযিনা কাফারু’ তে (সূরা মুহাম্মাদ) বলেছেন: “অতঃপর যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে মোকাবিলা করো, তখন তাদের গর্দান আঘাত করো। অবশেষে যখন তোমরা তাদের সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করবে, তখন তাদের শক্ত করে বাঁধো। এরপর হয় অনুগ্রহ (বিনা মূল্যে মুক্তি), না হয় মুক্তিপণ...” (কুরআন 47:4)। অর্থাৎ তাদের এবং মুসলমানদের মাঝে মুক্তিপণের বিনিময় হতে পারে। তাদের কাছ থেকেও হত্যা অথবা ইসলাম গ্রহণ ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করা হবে না এবং যতক্ষণ তারা 'দারুল হারব'-এ থাকবে ততক্ষণ তাদের বিবাহ করা আমাদের জন্য বৈধ নয়।
মোড়ানো তলোয়ারটি হলো বিদ্রোহী (আহলুল বাগি) এবং অপব্যাখ্যাকারীদের বিরুদ্ধে। আল্লাহ তবারাকা ওয়া তাআলা বলেছেন: “মুমিনদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অতঃপর যদি তাদের একদল অন্য দলের ওপর সীমালঙ্ঘন করে, তবে তোমরা সেই সীমালঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যতক্ষণ না তারা আল্লাহর আদেশের দিকে ফিরে আসে” (কুরআন 49:9)। যখন এই আয়াতটি নাজিল হয়, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন: “নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে এমন একজন আছে যে আমার পরে (কুরআনের) অপব্যাখ্যার (তাউয়ীল) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যেমনটি আমি (কুরআন) নাজিল হওয়ার (তানজীল) জন্য যুদ্ধ করেছি।” বলা হলো: হে আল্লাহর রাসূল! তিনি কে? তিনি বললেন: “যে জুতা মেরামত করছে” অর্থাৎ আমিরুল মুমিনীন (আ)। আম্মার বিন ইয়াসির (রা) বলেছিলেন: “আমি এই পতাকার তলে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর আহলে বাইতের সাথে তিনবার যুদ্ধ করেছি এবং আল্লাহর শপথ এটি চতুর্থবার। আল্লাহর শপথ! তারা যদি আমাদের আঘাত করতে করতে হিজর এর খেজুর গাছ পর্যন্তও পৌঁছে দেয়, তবুও আমরা জানি যে আমরা সত্যের ওপর আছি এবং তারা বাতিলের ওপর।” এই বিদ্রোহী ও অপব্যাখ্যাকারীদের ব্যাপারে আমিরুল মুমিনীন (আ) এর নীতি ছিল সেরূপ, যেরূপ মক্কা বিজয়ের দিনে মক্কাবাসীদের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নীতি ছিল। তিনি তাদের সন্তানদের বন্দি করেননি এবং বলেছিলেন: “যে ব্যক্তি ঘরের দরজা বন্ধ রাখবে, অস্ত্র ফেলে দেবে অথবা আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ।” আমিরুল মুমিনীন (আ)-ও বসরার দিনে (জামালের যুদ্ধে) তাদের সম্পর্কে বলেছিলেন: “তোমরা তাদের

সন্তানদের বন্দি করো না, আহতদের আঘাত করো না এবং পলায়নরতদের পিছু নিও না; আর যে ঘরের দরজা বন্ধ রাখবে এবং অস্ত্র ফেলে দেবে সে নিরাপদ।”

খাপবদ্ধ তলোয়ারটি হলো সেই তলোয়ার যার মাধ্যমে কিসাস (প্রতিশোধ) কার্যকর করা হয়। মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন: “প্রাণের বদলে প্রাণ” (কুরআন 5:45)। এই তলোয়ারটি নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের জন্য উন্মুক্ত করা হয় কিন্তু এর বিধান বা ফয়সালা আমাদের কাছে।
এগুলোই সেই পাঁচ তলোয়ার যা দিয়ে আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ-কে পাঠিয়েছেন। যে ব্যক্তি এগুলোকে অস্বীকার করবে অথবা এগুলোর কোনো একটি কিংবা এদের কোনো রীতি বা বিধানকে অস্বীকার করবে, সে আল্লাহর পক্ষ থেকে মুহাম্মদের ﷺ প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাকেই অস্বীকার বা কুফরি করল।”

حدود الصداقة خمسة
(বন্ধুত্বের পাঁচটি সীমা)
————————————————————

5: Hadith 19

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله قال : حدثني الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن عبد العزيز بن عمر الواسطي ، عن أبي خالد السجستاني ، عن يزيد بن خالد النيسابوري عن أبي عبد الله قال : الصداقة محدودة ، فمن لم تكن فيه تلك الحدود فلا تنسبه إلى كمال الصداقة ، و من لم يكن فيه شيء من تلك الحدود فلا تنسبه إلى شيء من الصداقة ، أو لها أن يكون سريرته و علانيته لك واحدة ، والثانية أن يرى زينك زينه ، و شينك شينه ، و الثالثة أن لا يغيره مال ولا ولاية . والرابعة أن لا يمنعك شيئاً مما تصل إليه مقدرته ، والخامسة أن لا يسلمك عند النكبات .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “বন্ধুত্বের কিছু নির্দিষ্ট সীমা বা শর্ত রয়েছে। যার মধ্যে এই সীমাগুলো নেই তাকে পূর্ণাঙ্গ বন্ধুর মর্যাদাপত্র দিও না। আর যার মধ্যে এর কোনো একটিও নেই, তাকে বন্ধুত্বের কোনো স্তরেই গণ্য করো না।
প্রথমটি হলো: তার গোপন ও প্রকাশ্য অবস্থা (মন ও আচরণ) তোমার কাছে একই রকম হওয়া।
দ্বিতীয়টি হলো: সে তোমার সৌন্দর্যকে (সফলতা বা গুণ) নিজের সৌন্দর্য মনে করবে এবং তোমার দোষ বা ত্রুটিকে নিজের দোষ মনে করবে।
তৃতীয়টি হলো: সম্পদ বা ক্ষমতা পেয়ে তার আচরণ বদলে না যাওয়া।
চতুর্থটি হলো: তার সামর্থ্যের মধ্যে আছে এমন কোনো সাহায্য থেকে তোমাকে বঞ্চিত না করা।
পঞ্চমটি হলো: বিপদের সময় তোমাকে একাকী ফেলে চলে না যাওয়া।”

المؤمن يتقلب في خمسة من النور
(মুমিন পাঁচ ধরনের নূরের মধ্যে অবস্থান করে)
————————————————————

5: Hadith 20

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي قال : المؤمن يتقلب في خمسة من النور : مدخله نور ، و مخرجه نور ، وعلمه نور ، وكلامه نور ، و منظره يوم القيامة إلى النور .

আলী (আ) বলেছেন: “মুমিন পাঁচটি নূরের মধ্যে আবর্তিত বা বিচরণ করে: তার প্রবেশ (পরিবেশে আসা) নূর। তার বের হওয়া (প্রস্থান) নূর। তার জ্ঞান নূর। তার কথা নূর। কিয়ামতের দিন তার গন্তব্য নূরের দিকে।”

الدعائم التي بني عليها الاسلام خمس
(যে পাঁচ ভিত্তির উপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত)
————————————————————

5: Hadith 21

حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن الحسن بن علي بن يقطين، عن ابن أبي نجران؛ و جعفر بن سليمان ، عن العلاء بن رزين ، عن أبي حمزة الثمالي قال : قال أبو جعفر : بني الاسلام على خمس: إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم شهر رمضان والولاية لنا أهل البيت ، فجعل في أربع منها رخصة ، ولم يجعل في الولاية رخصة من لم يكن له مال لم يكن عليه الزكاة ، و من لم يكن عنده مال فليس عليه حج ، و من كان مريضاً صلى قاعداً و أفطر شهر رمضان . و الولاية صحيحاً كان أو مريضاً أو ذامال أو لا مال له فهي لازمة واجبة .

আবু জাফর (আ) বলেছেন: “ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত: নামাজ কায়েম করা, জাকাত প্রদান করা, বায়তুল্লাহর হজ করা, রমজান মাসের রোজা রাখা এবং আমাদের আহলে বাইতের উইলায়াহ (কর্তৃত্ব)। অতঃপর এর চারটিতে (বিশেষ পরিস্থিতিতে) শিথিলতা বা ছাড় দেওয়া হয়েছে, কিন্তু উইলায়াহর ক্ষেত্রে কোনো ছাড় দেওয়া হয়নি। যার সম্পদ নেই তার ওপর জাকাত নেই; যার নিকট অর্থ নেই তার ওপর হজ নেই; যে ব্যক্তি অসুস্থ সে বসে নামাজ পড়বে এবং রমজান মাসে রোজা ভাঙবে (পরবর্তীতে কাজা করবে)। কিন্তু উইলায়াত, সে সুস্থ হোক বা অসুস্থ, ধনী হোক বা দরিদ্র সবার জন্যই তা অনিবার্য ও আবশ্যক। ”

أسماء مكة خمسة
(মক্কার পাঁচটি নাম)
————————————————————

5: Hadith 22

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله قال : حدثني أحمد ابن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : حدثنا أيمن بن محرز عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله قال : أسماء مكة خمسة : أم القرى ، ومكة وبكة ، والبساسة كانوا إذا ظلموا بها بستهم أي أخرجتهم وأهلكتهم ، وأم رحم كانوا إذا لزموها رحموا .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “মক্কার পাঁচটি নাম আছে, উম্মুল কুরা, মক্কা, বাক্কা, আল-বাস্সাসাহ; যখনই সেখানে কোনো জালেম অন্যায় করত, এই শহর তাকে 'বাস্' করত অর্থাৎ বের করে দিত এবং ধ্বংস করে দিত। উম্মু রাহ্ম (রহমতের আধার); যখন মানুষ সেখানে অবস্থান করত, তারা রহমত প্রাপ্ত হতো।”

فرض الله عز وجل على العباد في اليوم والليلة خمس صلوات
(আল্লাহ দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন)
————————————————————————————

5: Hadith 23

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن القاسم بن محمد الأصبهاني ، عن سليمان بن داود المنقري قال : حدثنا حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله قال : إن الله عز وجل فرض عليكم الصلوات الخمس في أفضل الساعات فعليكم بالدعاء في أدبار الصلوات .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ তাআলা তোমাদের ওপর দিনের শ্রেষ্ঠ সময়গুলোতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন; সুতরাং তোমরা নামাজের শেষাংশে (নামাজের পর) দোয়ার ব্যাপারে যত্নবান হও।”

المستهزئون بالنبي صلى الله عليه وآله خمسة
(নবী ﷺ-কে বিদ্রূপকারী পাঁচ ব্যক্তি)
————————————————————————————

5: Hadith 24

حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه قال : حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان الأحمر رفعه قال : المستهزؤون برسول الله صلى الله عليه وآله خمسة : الوليد بن المغيرة المخزومي ، والعاص بن وائل السهمي ، والأسود بن عبد يغوث الزهري ، والأسود بن المطلب ، والحارث بن الطلاطلة الثقفي .

বর্ণনাকারী মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন: “রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বিদ্রূপকারী ছিল পাঁচজন: আল-ওয়ালিদ বিন আল-মুগীরা আল-মাখযুমি। আল-আস বিন ওয়াইল আস-সাহমি। আল-আসওয়াদ বিন আবদ ইয়াগুস আজ-যুহরি। আল-আসওয়াদ বিন আল-মুত্তালিব। আল-হারিস বিন আল-তালাতিলা আস-সাকাফি।”

5: Hadith 25

حدثنا أحمد بن الحسن القطان، قال: حدثنا أبوالقاسم عبدالرحمن بن محمد الحسني قال: حدثنا أبوالعباس محمد بن علي الخراساني قال: حدثنا أبوسعيد سهل بن صالح العباسي، عن أبيه، وإبراهيم بن عبدالرحمن الايلي قال: حدثنا موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال: حدثني أبي محمد بن علي قال: حدثني أبي علي بن الحسين قال: حدثني أبي الحسين بن علي عليهم السلام: أن أمير المؤمنين عليه السلام قال ليهودي من يهود الشام وأحبارهم فيما أجابه عنه من جواب مسائله، فأما المستهزؤون فقال الله عز وجل له "إنا كفيناك المستهزئين" فقتل الله خمستهم، قد قتل كل واحد منهم بغير قتلة صاحبه في يوم واحد: أما الوليد بن المغيرة فإنه مر بنبل لرجل من بني خزاعة قد راشه في الطريق فأصابته شظية منه فانقطع أكحله حتى أدماه فمات، وهو يقول: قتلني رب محمد. وأما العاص بن وائل السهمي فإنه خرج في حاجة له إلى كداء فتدهده تحته حجر فسقط، فتقطع قطعة قطعة، فمات وهو يقول: قتلني رب محمد.

وأما الاسود بن عبد يغوث فإنه خرج يستقبل ابنه زمعة ومعه غلام له فاستظل بشجرة تحت كداء فأتاه جبرئيل عليه السلام فأخذ رأسه فنطح به الشجرة، فقال لغلامه: امنع هذا عني، فقال: ما أرى أحدا يصنع بك شيئا، إلا نفسك، فقتله وهو يقول: قتلني رب محمد.

قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه: ويقال في خبر آخر في الاسود قول آخر يقال: إن النبي صلى الله عليه وآله كان قد دعا عليه أن يعمى الله بصره وأن يثكله ولده فلما كان في ذلك اليوم جاء حتى صار إلى كداء فأتاه جبرئيل عليه السلام بورقة خضراء فضرب بها وجهه فعمي وبقي حتى أثكله الله عز وجل ولده يوم بدر ثم مات.

وأما الحارث بن الطلاطلة فإنه خرج من بيته في السموم فتحول حبشيا فرجع إلى أهله فقال: أنا الحارث فغضبوا عليه فقتلوه، وهو يقول: قتلني رب محمد.

وأما الاسود بن المطلب فانه أكل حوتا مالحا فأصابه غلبة العطش فلم يزل يشرب الماء حتى انشق بطنه فمات، وهو يقول قتلني رب محمد، كل ذلك في ساعة واحدة، وذلك أنهم كانوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا له: يا محمد، ننتظر بك [إلى] الظهر فإن رجعت عن قولك وإلا قتلناك فدخل النبي صلى الله عليه وآله منزله فأغلق عليه بابه مغتما بقولهم فأتاه جبرئيل عليه السلام ساعته فقال له: يا محمد السلام يقرئك السلام وهو يقول: "فاصدع بما تؤمر" يعني أظهر أمرك لاهل مكة وادع "وأعرض عن المشركين" قال: يا جيرئيل كيف أصنع بالمستهزئين وما أوعدوني؟ قال له: "إنا كفيناك المستهزئين" قال: يا جبرئيل كانوا عندي الساعة بين يدي؟ فقال: قد كفيتهم، فأظهر أمره عند ذلك.

والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة وقد أخرجته بتمامه في آخر الجزء الرابع من كتاب النبوة.

হুসাইন ইবনে আলী (আ) থেকে বর্ণিত: আমিরুল মুমিনীন (আ) শামের ইহুদি পন্ডিতদের (আহবার) একজনের প্রশ্নের জবাবে বিদ্রূপকারীদের সম্পর্কে বলেছিলেন:
মহান আল্লাহ তাঁর (নবী) সম্পর্কে বলেছিলেন: “নিশ্চয়ই আমি আপনার পক্ষ থেকে বিদ্রূপকারীদের জন্য যথেষ্ট।" (কুরআন 15:95)। অতঃপর আল্লাহ তাদের পাঁচজনকেই মৃত্যু দান করেন। তাঁদের প্রত্যেককে একদিনে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে হত্যা করা হয়েছিল:
আল-ওয়ালিদ বিন আল-মুগীরা: সে বনু খুজাআহ গোত্রের এক ব্যক্তির তীরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল যার পালক লাগানো ছিল। তীরের একটি টুকরো তার পায়ে বিঁধল এবং তার ধমনী কেটে রক্তক্ষরণ হতে লাগল। সে এই বলতে বলতে মারা গেল: “মুহাম্মাদের প্রতিপালক আমাকে হত্যা করেছেন।”
আল-আস বিন ওয়াইল আস-সাহমি: সে তার এক প্রয়োজনে ‘কাদা’ নামক স্থানের দিকে বের হয়েছিল। হঠাৎ তার পায়ের নিচের একটি পাথর সরে গেল এবং সে পড়ে গিয়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। সে এই বলতে বলতে মারা গেল: “মুহাম্মদের প্রতিপালক আমাকে হত্যা করেছেন।”
আল-আসওয়াদ বিন আবদ ইয়াগুস: সে তার ছেলে যামআহ-কে এগিয়ে নিতে তার এক গোলামসহ বের হয়েছিল। সে ‘কাদা’র নিচে একটি গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিল। তখন জিবরাঈল (আ) এসে তার মাথা ধরে গাছের সাথে সজোরে আঘাত করলেন। সে তার গোলামকে বলল: “কে আমার থেকে বাধা দাও!” গোলাম বলল: “আমি তো কাউকে দেখছি না যে আপনার সাথে কিছু করছে, আপনি নিজেই নিজের সাথে এটি করছেন।” সে এই বলতে বলতে মারা গেল: “মুহাম্মদের প্রতিপালক আমাকে হত্যা করেছেন।”

(এই কিতাবের লেখক বলেন: আল-আসওয়াদ সম্পর্কে অন্য একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, নবী ﷺ তার বিরুদ্ধে দোয়া করেছিলেন যেন আল্লাহ তাকে অন্ধ করে দেন এবং তার সন্তান হারানোর শোক দেন। সেদিন সে ‘কাদা’র দিকে যাওয়ার সময় জিবরাঈল (আ) একটি সবুজ পাতা দিয়ে তার মুখে আঘাত করেন, ফলে সে অন্ধ হয়ে যায়। এরপর বদরের যুদ্ধে তার সন্তান নিহত হওয়ার শোক পর্যন্ত সে বেঁচে ছিল এবং তারপর মারা যায়।)
আল-হারিস বিন আল-তালাতিলা: সে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে ঘর থেকে বের হয়েছিল। হঠাৎ তার গায়ের রং পরিবর্তন হয়ে হাবশিদের (কৃষ্ণাঙ্গ) মতো হয়ে গেল। সে যখন নিজ পরিবারের কাছে ফিরল, সে বলল: “আমি হারিস।” তারা (তাকে চিনতে না পেরে) তার ওপর রাগান্বিত হলো এবং তাকে হত্যা করল। সে এই বলতে বলতে মারা গেল: “মুহাম্মদের প্রতিপালক আমাকে হত্যা করেছেন।”
আল-আসওয়াদ বিন আল-মুত্তালিব: সে একটি নোনতা মাছ খেয়েছিল। ফলে তার প্রবল তৃষ্ণা পেল। সে পানি পান করতেই থাকল যতক্ষণ না তার পেট ফেটে গেল এবং সে মারা গেল। সে এই বলতে বলতে মারা গেল: “মুহাম্মদের প্রতিপালক আমাকে হত্যা করেছেন।”
এই সবকিছুই এক প্রহরের মধ্যে ঘটেছিল। আর তা ছিল এভাবে যে, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিল: “হে মুহাম্মদ! আমরা জোহর পর্যন্ত তোমার জন্য অপেক্ষা করব; যদি তুমি তোমার কথা থেকে ফিরে না আসো, তবে আমরা তোমাকে হত্যা করব।” নবী ﷺ তাদের কথায় ব্যথিত হয়ে ঘরে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে

দিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে জিবরাঈল (আ) এসে বললেন: “হে মুহাম্মদ! আল্লাহ আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং বলছেন: “সুস্পষ্টভাবে প্রচার করুন যা আপনাকে আদেশ করা হয়েছে' (কুরআন 15:94) অর্থাৎ আপনার কাজ মক্কাবাসীদের কাছে প্রকাশ করুন এবং দাওয়াত দিন ‘এবং মুশরিকদের উপেক্ষা করুন’” নবী ﷺ বললেন: “হে জিবরাঈল! বিদ্রূপকারীরা আমাকে যে হুমকি দিয়েছে, তাদের ব্যাপারে আমি কী করব?” জিবরাঈল (আ) বললেন: “নিশ্চয়ই আমি আপনার পক্ষ থেকে বিদ্রূপকারীদের জন্য যথেষ্ট।” নবী ﷺ বললেন: “হে জিবরাঈল! তারা তো এইমাত্র আমার সামনেই ছিল!” জিবরাঈল (আ) বললেন: “আমি তাদের দিকটি দেখে নিয়েছি।” অতঃপর তিনি (নবী) তাঁর কাজ প্রকাশ করলেন।
[এই কিতাবের লেখক বলেন] হাদিসটি দীর্ঘ, আমি প্রয়োজনীয় অংশটুকু গ্রহণ করেছি এবং আমার ‘কিতাবুন নুবুওয়াত’-এর চতুর্থ খণ্ডের শেষে এটি পূর্ণাঙ্গভাবে উল্লেখ করেছি।

الصلاة على الميت خمس تكبيرات
(জানাজার নামাজে পাঁচ তাকবিরের রহস্য)
————————————————————

5: Hadith 26

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عمر بن عبد الملك الحضرمي، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر قال : قال لي: يا أبا بكر أتدري كم الصلاة على الميت ؟ قلت : لا ، قال : خمس تكبيرات ، أفتدري من أين أخذت الخمس ؟ قلت : لا ، قال : أخذت الخمس من خمس صلوات من كل واحدة تكبيرة .

আবু বকর আল-হাদরামী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আবু জাফর (আ) আমাকে বললেন: “হে আবু বকর! তুমি কি জানো মৃত ব্যক্তির ওপর (জানাজার) নামাজে কয়টি তাকবির দিতে হয়?”
আমি বললাম: না।
তিনি বললেন: “পাঁচটি তাকবির। তুমি কি জানো এই পাঁচটি তাকবির কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে?”
আমি বললাম: না।
তিনি বললেন: “এই পাঁচটি তাকবির নেওয়া হয়েছে (দিনের) পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ থেকে; প্রতিটি নামাজ থেকে একটি করে তাকবির নেওয়া হয়েছে।”

5: Hadith 27

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، و أحمد بن أبي عبد الله جميعاً ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبد الله قال : إن آدم اشتكى فاشتهي فاكهة ، فانطلق هبة الله يطلب له فاكهة ، فاستقبله جبرئيل فقال له : أين تذهب يا هبة الله ؟ فقال : إن آدم يشتكي و إنه اشتهي فاكهة ، قال له : فارجع فان الله عز وجل قد قبض روحه ، قال : فرجع فوجده قد قبضه الله ، ففسلته الملائكة، ثم وضع و أمر هبة الله أن يتقدم و يصلي عليه ، فتقدم و صلى عليه والملائكة خلفه و أوحى الله عز وجل إليه أن يكبر عليه خمساً و أن يسله ، و أن يسوي قبره ، ثم قال : هكذا فاصنعوا بموتاكم .

আবু আব্দুল্লাহ (আ) বলেছেন: “নিশ্চয়ই আদম (আ) অসুস্থ হলেন এবং তিনি ফল খাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলেন। তখন হিবাতুল্লাহ (শীস আ) তাঁর জন্য ফল খুঁজতে বের হলেন। পথিমধ্যে জিবরাঈল (আ) এর সাথে তাঁর দেখা হলো। জিবরাঈল তাকে বললেন: “হে হিবাতুল্লাহ! তুমি কোথায় যাচ্ছ?’

তিনি বললেন: “আদম (আ) অসুস্থ এবং তিনি ফল খেতে চেয়েছেন।”
জিবরাঈল তাঁকে বললেন: “তুমি ফিরে যাও, কারণ আল্লাহ তাঁর রূহ কবজ করেছেন।”
হিবাতুল্লাহ ফিরে এসে দেখলেন যে আল্লাহ তাঁর রূহ কবজ করেছেন। অতঃপর ফেরেশতারা আদম (আ) কে গোসল করালেন। এরপর তাঁকে রাখা হলো এবং হিবাতুল্লাহকে সামনে এগিয়ে গিয়ে জানাজা পড়ানোর আদেশ দেওয়া হলো।
তিনি সামনে দাঁড়ালেন এবং জানাজা পড়ালেন, আর ফেরেশতারা তাঁর পেছনে কাতারবদ্ধ হলেন। মহান আল্লাহ তাঁর প্রতি ওহী পাঠালেন যেন তিনি পাঁচটি তাকবির দেন এবং তাঁকে কবরে নামান ও কবর ভরাট করে দেন।
অতঃপর আল্লাহ বললেন: ‘তোমরা তোমাদের মৃতদের সাথে এভাবেই আচরণ করো।’”

أنواع الخوف خمسة
(ভয়ের প্রকারভেদ পাঁচটি)
————————————————————

خوف ، وخشية ، و وجل ، ورهبة ، وهيبة - فالخوف للعاصين ، والخشية للعالمين والوجل للمخبتين ، والرهبة للعابدين ، والهيبة للعارفين .

أما الخوف فلاجل الذنوب قال الله عز وجل : « ولمن خاف مقام ربه جنتان.

والخشية لأجل رؤية التقصير قال الله عز وجل : « إنما يخشى الله من عباده العلماء ،.

وأما الوجل فلاجل ترك الخدمة قال الله عز وجل : « الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم.

والرهبة الرؤية التقصير قال الله عز وجل : دو يدعوننا رغباً و رهباً .

والهيبة لأجل شهادة الحق عند كشف الأسرار - أسرار العارفين - قال الله عز وجل : « و يحذركم الله نفسه ، يشير إلى هذا المعنى .

و روي عن النبي الله أنه كان إذا صلى سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من الهيبة . حدثنا بذلك أبو [محمد] عبد الله بن حامد رفعه إلى بعض الصالحين.

ভয় বা ভীতির পাঁচটি স্তর রয়েছে: খাওফ, খাশইয়াহ, ওয়াজাল, রাহবাহ এবং হাইবাহ। খাওফ : পাপীদের জন্য। খাশইয়াহ : জ্ঞানীদের জন্য। ওয়াজাল: বিনয়ীদের জন্য। রাহবাহ : ইবাদতকারীদের জন্য। হাইবাহ : মারীফাত অর্জনকারীদের জন্য।খাওফ : এটি মূলত পাপের কারণে হয়। আল্লাহ বলেছেন: “আর যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে, তার জন্য রয়েছে দুটি জান্নাত।” (কুরআন 55:46)
খাশইয়াহ : এটি নিজের ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা দেখার কারণে সৃষ্টি হয়। মহান আল্লাহ বলেছেন: “আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় করে।” (কুরআন 35:28)
ওয়াজাল: এটি সেবায় বা আনুগত্যে কোনো শিথিলতা হওয়ার আশঙ্কায় সৃষ্টি হয়। মহান আল্লাহ বলেছেন: “তারাই মুমিন, যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে প্রকম্পিত (ওয়াজাল) হয়।” (কুরআন 8:2)
রাহবাহ : এটিও নিজের আমলের ঘাটতি বা ত্রুটি অনুধাবন থেকে সৃষ্টি হয়। আল্লাহ বলেছেন: “তারা আমাকে ডাকত আশা ও ভয় নিয়ে।” (কুরআন 21:90)
হাইবাহ : এটি মূলত রহস্য উন্মোচনের সময় (আল্লাহর বড়ত্বের দর্শনে) সত্যের সাক্ষ্য দেওয়ার অনুভূতির নাম। মহান আল্লাহ বলেছেন: “আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর নিজের (সত্তা) সম্পর্কে সতর্ক করছেন।” (কুরআন 3:28) যা মূলত এই অর্থেরই ইঙ্গিত দেয়।

বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ যখন নামাজে দাঁড়াতেন, তখন তাঁর বুক থেকে টগবগ করে ফুটন্ত পাতিলের মতো আওয়াজ শোনা যেত। এটি তাঁর অন্তরে আল্লাহর 'হাইবাহ' বা মহানুভবতার ভয়ের কারণে হতো।
আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ বিন হামিদ এটি মারফু সূত্রে জনৈক সৎ ব্যক্তির (সালেহীন) বরাতে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন।

خمس خصال يحبها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله
(আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল ﷺ যেসব পাঁচটি গুণ পছন্দ করেন)
————————————————————————

5: Hadith 28

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله قال : حدثنا أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبيدة الحذاء ، عن أبي جعفر قال: أتي النبي الله بأساري ، فأمر بقتلهم وخلى رجلا من بينهم ، فقال الرجل : يا نبي الله كيف أطلقت عني من بينهم ؟ فقال : أخبرني جبرئيل عن الله جل جلاله أن فيك خمس خصال يحبها الله ورسوله : الغيرة الشديدة على حرمك ، والسخاء، وحسن الخلق، وصدق اللسان ، والشجاعة ، فلما سمعها الرجل أسلم و حسن إسلامه وقاتل مع رسول الله ﷺ قتالاً شديداً حتى استشهد .

আবু জাফর (আ) বলেন: নবী ﷺ-এর নিকট একদল যুদ্ধবন্দীকে আনা হলো। তিনি তাদের হত্যার (মৃত্যুদণ্ডের) আদেশ দিলেন এবং তাদের মধ্য থেকে একজনকে ছেড়ে দিলেন।
লোকটি বলল: হে আল্লাহর নবী! আপনি তাদের মধ্য থেকে কেবল আমাকে কেন মুক্তি দিলেন?
তিনি বললেন: “জিবরাঈল আমাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তোমার মধ্যে পাঁচটি গুণ রয়েছে যা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ভালোবাসেন: নিজের পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে তীব্র গাইরত। দানশীলতা। উত্তম চরিত্র। সত্যবাদিতা। সাহস বা বীরত্ব।”
লোকটি যখন এ কথা শুনল, সে ইসলাম গ্রহণ করল এবং তার ইসলাম অত্যন্ত সুন্দর হলো। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে থেকে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করল এবং পরিশেষে শহীদ হলো।

لا يجتمع المال إلا بخصال خمس
(পাঁচটি স্বভাব ছাড়া সম্পদ জমা হয় না)
————————————————————————

5: Hadith 29

حدثنا أحمد بن هارون الفامي قال : حدثنا محمد بن جعفر بن بطة قال : حدثنا محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: قال : سمعت الرضا يقول : لا يجتمع المال إلا بخصال خمس : ببخل شديد ، وأمل طويل ، و حرص غالب ، وقطيعة الرحم ، و إيثار الدنيا على الآخرة .

বর্ণনাকারী বলেন, আমি আর-রিদা (আ) বলতে শুনেছি: “পাঁচটি স্বভাব ছাড়া সম্পদ জমা হয় না: তীব্র কৃপণতা। দীর্ঘ আশা। প্রবল লোভ। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা। পরকালের ওপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়া।”

ثواب من حج خمس حجج
(যে ব্যক্তি পাঁচবার হজ করে তার সাওয়াব)

————————————————————————————

5: Hadith 30

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا أحمد بن إدريس قال : حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري قال: حدثنا محمد بن يحيى المعاذي، عن عمر بن خالد الطيالسي ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبد الله : ما لمن حج خمس حجج ؟ فقال : من حج خمس حجج لم يعد به الله أبداً .

বর্ণনাকারী বলেন: আমি আবু আব্দুল্লাহ (আ) কে জিজ্ঞেস করলাম “যে ব্যক্তি পাঁচবার হজ করে তার জন্য কী রয়েছে?”
তিনি বললেন: “যে ব্যক্তি পাঁচবার হজ সম্পন্ন করে, আল্লাহ তাকে আর কখনো শাস্তির দিকে ফিরাবেন না।”

يحتج الله عز وجل يوم القيامة على خمسة
(কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা পাঁচ শ্রেণির মানুষের ওপর প্রমাণ পেশ করবেন)
————————————————————————————

5: Hadith 31

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد عن علي بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر قال : إذا كان يوم القيامة احتج الله عز وجل على خمسة : على الطفل والذي مات بين النبيين والذي أدرك النبي وهو لا يعقل ، والأبله ، والمجنون الذي لا يعقل ، والأصم والأبكم . فكل واحد منهم يحتج على الله عزو جل قال : فيبعث الله عليهم رسولاً فيؤجج لهم ناراً فيقول لهم : ربكم يأمركم أن تثبوا فيها ، فمن وثب فيها كانت عليه برداً وسلاماً ، ومن عصى سيق إلى النار .
قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه : إن قوماً من أصحاب الكلام ينكرون ذلك ، و يقولون : إنه لا يجوز أن يكون في دار الجزاء تكليف ، و دار الجزاء للمؤمنين إنما هي الجنة ، ودار الجزاء للكافرين إنما هي النار ، و إنما يكون هذا التكليف من عند الله عز و جل لهم في غير الجنة والنار ، فلا يكون كلفهم في دار الجزاء ، ثم يسيرهم إلى الدار التي يستحقونها بطاعتهم أو معصيتهم فلا وجه لا نكار ذلك ، ولا قوة إلا بالله .

আবু জাফর (আ) বলেন: যখন কিয়ামত দিবস উপস্থিত হবে, তখন মহান আল্লাহ পাঁচ শ্রেণির মানুষের ওপর প্রমাণ পেশ করবেন (অর্থাৎ তাদের পরীক্ষা নেবেন):
শিশু (যারা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগে মারা গেছে)।
সেই ব্যক্তি যে দুই নবীর মধ্যবর্তী সময়ে (ফাতরাত) মারা গেছে (যখন কোনো শরীয়ত বিদ্যমান ছিল না)।
সেই ব্যক্তি যে নবীকে পেয়েছে কিন্তু তখন তার বোঝার ক্ষমতা ছিল না (বার্ধক্য বা অন্য কারণে)।
নির্বোধ (যাদের বিচারবুদ্ধি অত্যন্ত কম)।
পাগল যার বিবেক কাজ করে না এবং বধির ও বোবা।

তাদের প্রত্যেকেই আল্লাহর কাছে নিজের অপারগতার দলিল পেশ করবে। তখন আল্লাহ তাদের কাছে একজন ফেরেশতা পাঠাবেন এবং একটি আগুন প্রজ্বলিত করবেন। অতঃপর ফেরেশতা তাদের বলবেন: “তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন যে তোমরা এই আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দাও।'
যারা তাতে ঝাঁপ দেবে, তাদের জন্য সেই আগুন শীতল ও শান্তিদায়ক হয়ে যাবে। আর যারা নাফরমানি করবে (ঝাঁপ দেবে না), তাদের জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নেওয়া হবে।”

এই কিতাবের লেখক বলেন: “একদল ইলমে কালাম বিশেষজ্ঞ এই বিষয়টি অস্বীকার করেন। তারা বলেন “প্রতিদান ও শাস্তির স্থানে (দারুল জাযা) কোনো প্রকার দায়িত্ব বা পরীক্ষা থাকা বৈধ নয়। মুমিনদের প্রতিদানের স্থান হলো জান্নাত এবং কাফেরদের জন্য জাহান্নাম।”

মূলত, আল্লাহ তাআলার এই পরীক্ষা বা নির্দেশ জান্নাত বা জাহান্নামের ভেতর হবে না (বরং বিচার চলাকালীন কোনো এক স্থানে হবে)। সুতরাং এটি প্রতিদানের স্থানে পরীক্ষা দেওয়া নয়। এরপর তাদের আনুগত্য বা অবাধ্যতার ভিত্তিতে তারা যে স্থানের যোগ্য, আল্লাহ তাদের সেই স্থানে (জান্নাত বা জাহান্নামে) পাঠিয়ে দেবেন। তাই এই বিষয়টিকে অস্বীকার করার কোনো যুক্তি নেই। আর আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো শক্তি নেই।”

يكره أكل خمسة أشياء من الشاة
(পশুর দেহের পাঁচটি অংশ খাওয়া অপছন্দনীয়)
————————————————————

5: Hadith 32

حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال : حدثنا أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي ، عن أبيه ، عن جده ، عن آبائه ، عن علي قال : إن رسول الله كان يكره أكل خمسة : الطحال ، والقضيب ، والانثيين ، والحياء ، وآذان القلب .

আলী (আ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: “রাসূলুল্লাহ ﷺ (জবাইকৃত পশুর) পাঁচটি জিনিস খাওয়া অপছন্দ করতেন: প্লীহা (Spleen), লিঙ্গ (পৌরুষ অঙ্গ), অণ্ডকোষ। স্ত্রী জননেন্দ্রিয়, হৃদপিণ্ডের কানসদৃশ অংশ (Auricles of the heart)।

خمس خصال من لم تكن فيه واحدة منهن فليس فيه كثير مستمتع
(যার মধ্যে এই পাঁচটির একটি না থাকে, তার মধ্যে পূর্ণ উপভোগ্যতা নেই)
————————————————————

5: Hadith 33

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد قال : حدثني أبو عبد الله الرازي، عن سجادة ، عن درست ، عن أبي خالد السجستاني عن أبي عبد الله قال : خمس خصال من لم تكن فيه خصلة منها فليس فيه كثير مستمتع : أولها الوفاء ، والثانية التدبير ، والثالثة الحياء ، والرابعة حسن الخلق ، والخامسة وهي تجمع هذه الخصال الحرية .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “পাঁচটি বৈশিষ্ট্য এমন রয়েছে যে, যার মধ্যে এর একটিও নেই তার মধ্যে উপভোগ করার মতো তেমন কিছু নেই। প্রথমটি হলো, আনুগত্য বা প্রতিশ্রুতি পালন।দ্বিতীয়টি হলো, বিচক্ষণতা বা সঠিক পরিকল্পনা। তৃতীয়টি হলো, লজ্জা। চতুর্থটি হলো, উত্তম চরিত্র। পঞ্চমটি হলো, স্বাধীনতা বা উদারচিত্ততা যা এই সব গুণাবলীকে একত্রিত করে।”

5: Hadith 34

وقال له : خمس خصال من فقد واحدة منهن لم يزل ناقص العيش ، زائل العقل ، مشغول القلب : فأولها صحة البدن ، والثانية الأمن ، والثالثة السعة في الرزق ، والرابعة الأنيس الموافق . قلت : وما الأنيس الموافق ؟ قال : الزوجة الصالحة ، والولد الصالح ، والخليط الصالح . والخامسة وهي تجمع هذه الخصال الدعة . ،

তিনি আরও বলেন: "পাঁচটি বৈশিষ্ট্য এমন যার একটি হারিয়ে ফেললে মানুষের জীবন অপূর্ণ হয়ে যায়, বুদ্ধি লোপ পায় এবং হৃদয় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকে। প্রথমটি হলো: শারীরিক সুস্থতা। দ্বিতীয়টি হলো: নিরাপত্তা। তৃতীয়টি হলো: পর্যাপ্ত রিজিক। চতুর্থটি হলো: মনমতো সঙ্গী।
বর্ণনাকারী জিজ্ঞেস করলেন: “মনমতো সঙ্গী” কারা? তিনি বললেন: নেককার স্ত্রী, নেককার সন্তান এবং সৎ সঙ্গী বা বন্ধু। পঞ্চমটি হলো: স্বাচ্ছন্দ্য বা প্রশান্তি, যা এই সব গুণাবলীকে একত্রিত করে।”

لا تعاد الصلاة إلا من خمسة
(পাঁচটি বিষয় ছাড়া নামাজ পুনরায় আদায় করতে হয় না)
————————————————————

5: Hadith 35

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله قال : لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور ، و الوقت ، و القبلة ، والركوع ، والسجود . ثم قال : القراءة سنة ، والتشهد سنة ، والتكبير سنة ولا تنقض السنة الفريضة .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “পাঁচটি বিষয় ছাড়া অন্য কোনো কারণে নামাজ পুনরায় পড়তে হয় না: পবিত্রতা, সময়, কিবলা, রুকু এবং সিজদা।”
অতঃপর তিনি বললেন: “কিরাত সুন্নত, তাশাহহুদ সুন্নত এবং তাকবির সুন্নত; আর সুন্নত কখনো ফরজকে বাতিল বা নষ্ট করে না (অর্থাৎ ফরজের ভুল সংশোধনযোগ্য নয়, কিন্তু সুন্নতের ভুল নামাজ বাতিল করে না)।”

لم يقسم بين العباد أقل من خمس خصال
(বান্দাদের মাঝে বণ্টনকৃত সবচেয়ে বিরল পাঁচটি গুণ)
————————————————————

5: Hadith 36

حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله قال : لم يقسم بين العباد أقل من خمس : اليقين و القنوع و الصبر و الشكر و الذي يكمل له هذا كله العقل .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “বান্দাদের মাঝে পাঁচটি গুণের চেয়ে কম আর কিছু বণ্টন করা হয়নি (অর্থাৎ এগুলো অত্যন্ত দুর্লভ): ইয়াকিন (দৃঢ় বিশ্বাস), কানাআত (অল্পে তুষ্টি), সবর (ধৈর্য), শুকর (কৃতজ্ঞতা) এবং যা এই সবগুলোকে পূর্ণতা দেয়, তা হলো আকল (বিবেক-বুদ্ধি)।”

خمسة أشياء ليس لإبليس لعنه الله فيهن حيلة
(পাঁচটি বিষয় আছে যেগুলোতে ইবলিসের কোনো কৌশল চলে না)
————————————————————————

5: Hadith 37

حدثنا أحمد بن هارون القامي رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن جعفر بن بطة قال : حدثنا أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى يرفعه إلى أبي عبد الله أنه قال : قال إبليس: خمسة أشياء ليس لي فيهن حيلة و سائر الناس في قبضتي : من اعتصم بالله عن نية صادقة و اتكل عليه في جميع أموره ، ومن كثر تسبيحه في ليله ونهاره ، ومن رضي لأخيه المؤمن بما يرضاه لنفسه ، ومن لم يجزع على المصيبة حين تصيبه ، ومن رضي بما قسم الله له و لم يهتم لرزقه .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন, “ইবলিস বলেছে: ‘পাঁচটি বিষয়ে আমার কোনো কৌশল বা ক্ষমতা খাটে না, এছাড়া বাকি সব মানুষ আমার কব্জায়: যে ব্যক্তি স্বচ্ছ নিয়তে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চায় এবং তার যাবতীয় কাজে আল্লাহর ওপর ভরসা করে।
যে ব্যক্তি দিনে ও রাতে বেশি বেশি তাসবিহ পাঠ করে।
যে ব্যক্তি তার মুমিন ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।
যে ব্যক্তি তার ওপর আসা বিপদে ভেঙে পড়ে না বা ধৈর্যহারা হয় না।
যে ব্যক্তি আল্লাহ তাকে যা বণ্টন করে দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট থাকে এবং তার রিজিকের চিন্তায় নিজেকে অস্থির করে না।’”

من اتجر فليجتنب خمس خصال
(যে ব্যবসা করে, সে যেন পাঁচটি বিষয় থেকে বেঁচে থাকে)
————————————————————————

5: Hadith 38

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبدالله قال : حدثني إبراهيم بن هاشم ، عن التوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي قال : قال رسول الله ﷺ : من باع واشترى فليجتنب خمس خصال وإلا فلا يبيعن ولا يشترين: الربا ، والحلف ، وكتمان العيب ، والمدح إذا باع ، والذم إذا اشترى .

আলী (আ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “যে ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয় করে, সে যেন পাঁচটি বিষয় থেকে বেঁচে থাকে; অন্যথায় সে যেন ক্রয়-বিক্রয় না করে, সুদ, কসম করা, পণ্যের দোষ গোপন করা, বিক্রয়ের সময় পণ্যের অতিরিক্ত প্রশংসা করা, ক্রয়ের সময় সময় পণ্যের দোষারোপ করা (দাম কমানোর উদ্দেশ্যে)”

خمسة أشياء تفطر الصائم
(পাঁচটি জিনিস রোজা ভঙ্গ করে)
————————————————————————

5: Hadith 39

حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه محمد بن خالد باسناده رفعه إلى أبي عبد الله قال : خمسة أشياء تفطر الصائم : الأكل ، والشرب ، والجماع ، والارتماس في الماء ، والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “পাঁচটি জিনিস রোজা ভঙ্গ করে, আহার করা, পান করা, সহবাস করা, পানিতে ডুব দেওয়া (পুরো মাথা পানিতে নিমজ্জিত করা), আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং ইমামগণের ওপর মিথ্যা আরোপ করা”

قول علي عليه السلام خصصنا بخمسة
(আলী আ. বলেন: আমাদেরকে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য দিয়ে বিশেষ করা হয়েছে)
————————————————————

5: Hadith 40

حدثنا عيد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي الله عنه قال : حدثنا أبو سعيد الحسن بن علي العدوي قال : حدثنا محمد بن خليلان بن علي العباسي قال : حدثنا أبي خليلان ، عن أبيه ، عن جده ، عن آبائه قال : قال علي بن أبي طالب : خصصنا بخمسة بفصاحة ، وصباحة ، وسماحة ، ونجدة ، وحظوة عند النساء :.

আলী ইবন আবী তালিব (আ) বলেন: “আমাদেরকে (আহলুল বাইত) পাঁচটি গুণ দিয়ে বিশেষ করা হয়েছে। বাকপটুতা, সৌন্দর্য, উদারতা, বীরত্ব, নারীদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা”

خمسة خلقوا ناريين
(পাঁচ ধরনের মানুষ আগুন-স্বভাব নিয়ে সৃষ্টি)
————————————————————

5: Hadith 41

حدثنا أبي، ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما قالا : حدثنا محمد بن يحيى العطار ؛ وأحمد بن إدريس جميعاً ، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري باسناده رفعه إلى أبي عبد الله قال : خمسة خلقوا ناريين : الطويل الذاهب ، والقصير القميء ، والأزرق بخضرة ، والزائد ، والناقص .

বর্ণনাকারী মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন, আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “পাঁচ ধরনের মানুষ আগুন-স্বভাব নিয়ে সৃষ্টি। অস্বাভাবিক লম্বা, অস্বাভাবিক খাটো, নীলাভ-সবুজ চোখবিশিষ্ট, অতিরিক্ত অঙ্গবিশিষ্ট এবং ঘাটতিযুক্ত।

خمسة يجتنبون على كل حال
(পাঁচজনের কাছ থেকে সর্বদা দূরে থাকা উচিত)
————————————————————

5: Hadith 42

حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان ، عن درست ، عن أبي إبراهيم قال : قال رسول الله ﷺ : خمسة يجتنبون

على كل حال : المجذوم ، والأبرص ، والمجنون ، وولد الزنا ، والأعرابي .

আবু ইবরাহীম (আ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “পাঁচজনের কাছ থেকে সর্বদা দূরে থাকা উচিত: কুষ্ঠরোগী, শ্বেতী রোগী, পাগল, জারজ সন্তান এবং বেদুইন”

درجات العلم خمسة
(জ্ঞান অর্জনের পাঁচটি ধাপ)
————————————————————

5: Hadith 43

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن جعفر بن محمد بن عبيد الله ، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال : يا رسول الله ما العلم ؟ قال : الانصات ، قال : ثم مه ؟ قال : الاستماع له ، قال : ثم مه ؟ قال : الحفظ له ، قال : ثم مه ؟ قال : العمل به ، قال : ثم مه ؟ قال : ثم نشره .

জাফর বিন মুহাম্মদ (আ) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: “এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল: হে আল্লাহর রাসূল! জ্ঞান কী?
তিনি বললেন: চুপ থাকা।
সে বলল: তারপর কী?
তিনি বললেন: মনোযোগ দিয়ে শোনা।
সে বলল: তারপর কী?
তিনি বললেন: তা সংরক্ষণ বা মুখস্থ করা।
সে বলল: তারপর কী?
তিনি বললেন: সে অনুযায়ী আমল করা।
সে বলল: তারপর কী?
তিনি বললেন: অতঃপর তা প্রচার করা।”

خمس صناعات مكروهة
(পাঁচটি পেশা অপছন্দনীয়)
————————————————————

5: Hadith 44

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن محمد بن عيسى ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر قال : جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال : يا رسول الله قد علمت ابني هذا الكتابة ففي أي شيء أسلمه ؟ قال : أسلمه - لا سلمك الله - ولا تسلمه في خمس : لا تسلمه سبّاء ، ولا صائغاً ، ولا قصاباً ، ولا حناطاً ، ولا نخاساً ، فقال : يا رسول الله وما السبّاء ؟ فقال : الذي يبيع الأكفان ويتمنى موت أمتي ، وللمولود من أمتي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ، وأما الصائغ فإنه يعالج غبن أمتي ، وأما القصاب فإنه يذبح حتى تذهب الرحمة من قلبه ، وأما الحناط فإنه يحتكر الطعام على أمتي ، ولأن يلقى الله

العبد سارقاً أحب إليه من أن يلقاه قد احتكر طعاماً أربعين يوماً ، وأما النخاس فإنه قد أتاني جبرئيل فقال : يا محمد إن شرار أمتك الذين يبيعون الناس .

আবুল হাসান মুসা বিন জাফর (আ) বলেন: “এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল: “হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার এই ছেলেকে লেখা পড়া শিখিয়েছি, এখন তাকে কোন পেশায় নিয়োজিত করব?”
নবী ﷺ বললেন: “তাকে নিয়োগ করো, আল্লাহ তোমার ওপর শান্তি বর্ষণ করুন, তবে পাঁচটি পেশায় তাকে দিও না: তাকে কাফন বিক্রেতা (সাব্বা), স্বর্ণকার, কসাই, খাদ্য মজুতদার এবং দাস বিক্রেতা বানিও না।”
লোকটি জিজ্ঞেস করল: “হে আল্লাহর রাসূল! ‘সাব্বা’ কে?”
তিনি বললেন: সাব্বা হলো যে কাফন বিক্রি করে এবং আমার উম্মতের মৃত্যু কামনা করে। অথচ আমার উম্মতের একটি নবজাতক শিশু আমার নিকট সূর্য যা কিছু ওপর উদিত হয় তার চেয়েও বেশি প্রিয়।
স্বর্ণকার, সে আমার উম্মতের সাথে প্রতারণা বা ঠকানোর কাজে লিপ্ত থাকে।
কসাই, সে পশু জবাই করতে করতে তার অন্তর থেকে দয়া-মায়া বিলুপ্ত হয়ে যায়।
খাদ্য মজুতদার, যে আমার উম্মতের খাদ্যশস্য মজুত করে রাখে (কৃত্রিম সংকট তৈরির জন্য)। অথচ একজন বান্দা চোর হিসেবে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করাও তার জন্য ভালো, চল্লিশ দিন খাবার মজুত করে আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর চেয়ে।
দাস বিক্রেতা, জিবরাঈল আমার নিকট এসে বলেছে, ‘হে মুহাম্মাদ! আপনার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট তারা, যারা মানুষকে (মানুষ কেনাবেচা) বিক্রি করে’”

خمسة لا يعطون من الزكاة
(পাঁচজনকে যাকাত দেওয়া হয় না)
————————————————————

5: Hadith 45

حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد ، عن أبي إسحاق إبراهيم بن هاشم ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت القمي، عن عدة من أصحابنا يرفعونه إلى أبي عبد الله أنه قال: خمسة لا يعطون من الزكاة : الولد ، والوالدان ، والمرأة ، والمملوك لأنه يجبر الرجل على النفقة عليهم.

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “পাঁচ শ্রেণির মানুষকে যাকাত দেওয়া যাবে না। সন্তান, পিতা-মাতা, স্ত্রী, নিজস্ব দাস। কারণ, এই ব্যক্তিদের ভরণপোষণ প্রদান করা ওই ব্যক্তির ওপর বাধ্যতামূলক”

لا يكون جماعة بأقل من خمسة
(পাঁচজনের কমে জামাআত পূর্ণ হয় না)
————————————————————

5: Hadith 46

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد أبي نصر البزنطي ، عن عاصم بن عبد الحميد الحناط ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر قال : لا تكون جماعة بأقل من خمسة .

আবু জাফর (আ) বলেছেন: “পাঁচজনের কম সদস্য নিয়ে জামাত হয় না।”

خمس من فاكهة الجنة في الدنيا
(দুনিয়াতে জান্নাতের পাঁচটি ফল)
————————————————————————————

5: Hadith 47

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أحمد بن سليمان الكوفي ، عن أحمد بن يحيى الطحان ، عمن حدثه عن أبي عبد الله قال : خمس من فاكهة الجنة في الدنيا : الرمان الإمليسي ، والتفاح ، والسفرجل ، والعنب ، والرطب المشان .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “দুনিয়াতে জান্নাতের ফলসমূহের মধ্যে পাঁচটি বিদ্যমান: ইমলিসি ডালিম, আপেল, সফরজল (Quince), আঙুর এবং মুশান খেজুর”

نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن خمسة أشياء
(রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঁচটি বিষয় থেকে নিষেধ করেছেন)
————————————————————————————

5: Hadith 48

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد ؛ وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله قال : قال علي : نهاني رسول الله ﷺ - ولا أقول نهاكم - عن التختم بالذهب ، وعن ثياب القسي ، وعن مياثر الأرجوان ، وعن الملاحف المقعرة ، وعن القراءة وأنا راكع .
قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه : ثياب القسي هي ثياب يؤتى بها من مصر يخالطها الحرير.

আলী (আ) বলেন: “রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে পাঁচটি বিষয় থেকে নিষেধ করেছেন। সোনার আংটি পরিধান করা। 'কাসসি' বস্ত্র (এক প্রকার রেশমি পোশাক) পরিধান করা। বেগুনী বা লাল রঙের গদি ব্যবহার করা। গাঢ় লাল বা জাফরানি রঙের চাদর ব্যবহার করা। এবং রুকু অবস্থায় কিরাত পাঠ করা।”
এই কিতাবের লেখক বলেন, “পোশাকের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, 'কাসসি' হলো এমন এক প্রকার কাপড় যা মিশর থেকে আনা হতো এবং তাতে রেশমের মিশ্রণ থাকত।”

خمسة لم يطلع الله عليها أحدا من خلقه
(পাঁচটি বিষয় আছে, যা আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির কাউকে অবগত করেননি)
————————————————————————————

5: Hadith 49

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي أسامة ، عن أبي عبد الله قال : قال لي أبي : ألا أخبرك بخمسة لم يطلع الله عليها أحداً من خلقه ، قلت : بلى، قال : «إن الله عنده علم الساعة ، وينزل الغيث ، ويعلم ما في الأرحام ، وما تدري نفس ماذا تكسب غداً ، وما تدري نفس بأي أرض تموت ، إن الله عليم خبير».

আবু আসামা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু আবদুল্লাহ (আ) আমাকে বলেছেন: “আমার পিতা আমাকে বলেছেন। আমি কি তোমাকে এমন পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে জানাব না যা আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিজগতের কাউকেও জানাননি? আমি বললাম: অবশ্যই। তিনি বললেন: কিয়ামত কখন হবে সেই জ্ঞান কেবল আল্লাহরই আছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন। মাতৃগর্ভে কী আছে তা তিনিই জানেন। কেউ জানে না আগামীকাল সে কী উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন স্থানে তার মৃত্যু হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সম্যক অবগত।” (কুরআন 31:34)

يعرف كمال دين المسلم بخمس خصال
(পাঁচটি গুণ দ্বারা মুসলিমের দ্বীনের পরিপূর্ণতা চেনা যায়)
————————————————————

5: Hadith 50

حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال : حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن أبي عبد الله قال : كان علي بن الحسين يقول : إن كمال دين المسلم تركه الكلام فيما لا يعنيه ، وقلة المراء ، وحلمه ، وصبره ، وحسن خلقه .

আলী ইবনুল হুসাইন (আ) বলতেন: “একজন মুসলমানের দ্বীনের পূর্ণতা চেনা যায় পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে: অনর্থক কথা বলা ত্যাগ করা। তর্ক-বিতর্ক কম করা। সহনশীলতা। ধৈর্য (সবর) এবং উত্তম চরিত্র।”

ما يجب فيه الخمس خمس
(পাঁচটি বিষয়ের উপর খুমস ওয়াজিব)
————————————————————

5: Hadith 51

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار قال : حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب، عن عمار بن مروان قال : سمعت أبا عبد الله يقول : فيما يخرج من المعادن ، والبحر ، والغنيمة ، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه ، والكنوز ؛ الخمس .

আম্মার বিন মারওয়ান বলেন, আমি আবু আবদুল্লাহ (আ) কে বলতে শুনেছি: “পাঁচটি বিষয়ে ‘খুমস’ দিতে হয়: খনিজ সম্পদ, সমুদ্র থেকে আহরিত সম্পদ, গনীমত, হারাম মিশ্রিত হালাল সম্পদ যার মালিককে শনাক্ত করা সম্ভব নয় এবং গুপ্তধন”

5: Hadith 52

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا عبد الله بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن اليعقوبي ، عن عيسى بن عبد الله العلوي ، عن أبيه ، عن جده ، عن جعفر بن محمد بن علي قال : إن الله الذي لا إله إلا هو لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال .

জাফর ইবন মুহাম্মাদ (আ) বলেন: “নিশ্চয়ই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, যখন আমাদের (আহলুল বাইতের) জন্য সদকা হারাম করলেন, তখন আমাদের জন্য ‘খুমস’ অবতীর্ণ করলেন। সুতরাং সদকা গ্রহণ করা আমাদের জন্য হারাম, খুমস পাওয়া আমাদের জন্য ফরজ এবং সম্মানসূচক উপঢৌকন আমাদের জন্য হালাল।”

5: Hadith 53

حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه قال : حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله قال : الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والغنيمة ، ونسي ابن أبي عمير الخامس .
قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه : أظن الخامس الذي نسيه ابن أبي عمير مالاً يرثه الرجل وهو يعلم أن فيه من الحلال والحرام ، ولا يعرف أصحاب الحرام فيؤديه إليهم ، ولا يعرف الحرام بعينه فيجتنبه ، فيخرج منه الخمس .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “খুমস পাঁচটি জিনিসের ওপর ধার্য করা হয়েছে: গুপ্তধন,খনিজ সম্পদ, ডুব দিয়ে সংগৃহীত সমুদ্রজ সম্পদ, গনীমত এবং বর্ণনাকারী ইবনে আবি উমাইর পঞ্চম বিষয়টি ভুলে গেছেন।”
এই কিতাবের লেখক বলেন : “ইবনে আবি উমাইর যে পঞ্চম বিষয়টি ভুলে গেছেন তা হলো ঐ সম্পদ যা একজন উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে এবং সে জানে যে তাতে হালাল ও হারাম মিশ্রিত আছে, কিন্তু সে হারামের মালিককে চেনে না যাকে তা ফিরিয়ে দেবে, আবার নির্দিষ্টভাবে হারাম মালটিও চিনতে পারছে না যা সে বর্জন করবে; এমতাবস্থায় সেই সম্পদ থেকে খুমস প্রদান করতে হয়”

خمسة أنهار في الأرض كراها جبرئيل عليه السلام برجله
(পৃথিবীর পাঁচটি নদী, যেগুলো জিবরাঈল (আ) তাঁর পা দ্বারা খনন করেছেন)
————————————————————————

5: Hadith 54

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبدالله قال : حدثنا يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله قال : إن جبرئيل كرى برجله خمسة أنهار و لسان الماء يتبعه : الفرات ، والدجلة ، و قيل مصر و مهران ، و نهر بلخ ، فما سقت أو سقي منها فللامام ، والبحر المطيف بالدنيا .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “নিশ্চয়ই জিবরাঈল (আ) তাঁর পা দিয়ে জমিনের পাঁচটি নদী খনন করেছেন এবং পানির ধারা তাঁর অনুগামী হয়েছে: ফুরাত (ইউফ্রেটিস)। দজলা (টাইগ্রিস)। নীল নদ (মিশরের নদী)। মেহরান (সিন্ধু নদ) এবং বলখ্ নদী (অক্সাস/আমু দরিয়া)।
সুতরাং এই নদীগুলো যা কিছুকে সিক্ত করে অথবা এগুলো থেকে যা কিছু সিক্ত হয়, তা ইমামের প্রাপ্য। আর দুনিয়াকে পরিবেষ্টনকারী সমুদ্রও ইমামের প্রাপ্য”

البقرة في الاضحية تجزى عن خمسة لان الذين أمرهم الله عز وجل بذبح البقرة في بنى اسرائيل كانوا خمسة
(কুরবানির ক্ষেত্রে একটি গরু পাঁচ জনের পক্ষ থেকে যথেষ্ট, কারণ বনী ইসরাঈলের মধ্যে আল্লাহ তাআলা যাদেরকে গরু জবেহ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন তারা সংখ্যায় পাঁচজন ছিলেন)
————————————————————————————

5: Hadith 55

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن قال : قلت له : عن كم تجزي البدنة ؟ قال : عن نفس واحدة ، قلت : فالبقرة ؟ قال : تجزي عن خمسة إذا كانوا يأكلون على مائدة واحدة ، قلت : كيف صارت البدنة لا تجزي إلا عن واحد والبقرة تجزي عن خمسة ؟ قال : لأن البدنة لم يكن فيها من العلة ما كان في البقرة إن الذين أمروا قوم موسى بعبادة العجل كانوا خمسة أنفس و كانوا أهل بيت يأكلون على خوان واحد وهم أذينوه وأخوه وابن أخيه وابنته وامرأته وهم الذين ذبحوا البقرة التي أمر الله عز وجل بذبحها .
قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه : جاء هذا الحديث هكذا فأوردته لما فيه من ذكر الخمسة والذي أفتى به في البدنة أنها تجزي عن سبعة وكذلك البقرة تجزي عن سبعة متفرقين وليست هذه الأخبار بمختلفة لأن ما تجزي عن سبعة تجزي عن واحد وتجزي عن خمسة أيضاً وليس في هذا الحديث أن البدنة لا تجزي إلا عن واحد ولا فيه أن البقرة لا تجزي إلا عن خمسة .

বর্ণনাকারী বলেন, আমি আবুল হাসান (আ) কে জিজ্ঞেস করলাম, “একটি উট কতজনের পক্ষ থেকে কুরবানি হিসেবে যথেষ্ট হতে পারে?”
তিনি বললেন: “একজনের পক্ষ থেকে।”
আমি বললাম, “তাহলে একটি গাভী?”
তিনি বললেন: “এটি পাঁচজনের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে, যদি তারা একই দস্তরখানায় একত্রে আহারকারী হয় (অর্থাৎ একই পরিবারের সদস্য)।”
আমি জিজ্ঞেস করলাম, “উট একজনের বেশি কেন হয় না, অথচ গাভী পাঁচজনের পক্ষ থেকে হতে পারে? (এর কারণ কী?)”
তিনি বললেন: “কারণ, উটের ক্ষেত্রে সেই বিশেষ কারণটি নেই যা গাভীর ক্ষেত্রে আছে। মূসা (আ) এর কওমকে যারা বাছুর পূজায় প্ররোচিত করেছিল তারা ছিল পাঁচজন ব্যক্তি এবং তারা একই ঘরের লোক ছিল যারা এক দস্তরখানায় আহার করত। তারা হলো আযিনুহ, তার ভাই মাবযুয়ুহ, তার ভাতিজা, তার কন্যা এবং তার স্ত্রী। এই পাঁচজনই সেই গাভীটি জবেহ করেছিল যেটির আদেশ মহান আল্লাহ তাআলা দিয়েছিলেন।”

[এই কিতাবের লেখক বলেন: এই হাদিসটি এভাবেই বর্ণিত হয়েছে, তাই এতে ‘পাঁচ’ সংখ্যার উল্লেখ থাকায় আমি এটি এখানে অন্তর্ভুক্ত করেছি। তবে কুরবানির পশুর (উট বা গাভী) ব্যাপারে প্রচলিত ফতোয়া হলো এটি সাতজনের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হতে পারে। এমনকি গাভী ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের সাতজনের পক্ষ থেকেও কুরবানি করা যায়। আসলে এই বর্ণনার সাথে প্রচলিত ফতোয়ার কোনো বিরোধ নেই। কারণ যা সাতজনের পক্ষ থেকে হতে পারে, তা তো অবশ্যই একজনের পক্ষ থেকে বা পাঁচজনের পক্ষ থেকেও হতে পারে। আর এই হাদিসে এটি বলা হয়নি যে উট একজনের বেশি 'কখনোই' হবে না, কিংবা গাভী পাঁচজনের বেশি 'কখনোই' হবে না (বরং একটি বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনার প্রেক্ষাপটে পাঁচের উল্লেখ করা হয়েছে)।]

أُعطي النبي صلى الله عليه وآله خمساً لم يُعطها أحد قبله
(নবী ﷺ-কে এমন পাঁচটি বিশেষ জিনিস দেওয়া হয়েছে, যা তাঁর পূর্বে কাউকে দেওয়া হয়নি)
————————————————————————

5: Hadith 56

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ؛ و سعد بن عبد الله جميعاً ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ؛ و أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن محمد بن سنان ، عن زياد بن المنذر أبي الجارود ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : أُعطيت خمساً لم يُعطها أحد قبلي : جُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ، ونُصرت بالرعب ، وأُحل لي المغنم ، وأُعطيت جوامع الكلم ، وأُعطيت الشفاعة .

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “আমাকে পাঁচটি এমন বিষয় দান করা হয়েছে যা আমার পূর্বে আর কাউকে দেওয়া হয়নি: সমগ্র জমিনকে আমার জন্য সিজদাহর স্থান (মসজিদ) এবং পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম (তায়াম্মুমের জন্য) বানানো হয়েছে। আমাকে শত্রুর মনে ভীতি সঞ্চারের মাধ্যমে সাহায্য করা হয়েছে। আমার জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (গনীমত) হালাল করা হয়েছে। আমাকে সংক্ষিপ্ত কিন্তু অর্থবহ বাণী প্রদান করা হয়েছে এবং আমাকে শাফায়াত করার অধিকার দান করা হয়েছে।”

أعلى الله عز وجل نبيه محمداً صلى الله عليه وآله خمساً وأعطى علياً عليه السلام خمساً
(মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী মুহাম্মদ ﷺ-কে পাঁচটি এবং আলী (আ) কে পাঁচটি বিশেষ দান করেছেন)
————————————————————————

5: Hadith 57

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله قال : حدثنا عبدالله بن موسى بن هارون المفتي قال : حدثنا محمد بن عبد الرحمن العرزمي قال: حدثنا المعلى بن هلال ، عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس قال : سمعت رسول الله يقول : أعطاني الله تبارك و تعالى خمساً و أعطى علياً خمساً : أعطاني جوامع الكلم و أعطى علياً جوامع العلم ، وجعلني نبياً وجعله وصياً ، و أعطاني الكوثر ، وأعطاء السلسبيل ، و أعطاني الوحي و أعطاء الالهام ، وأسرى بي إليه وفتح له أبواب السماوات و الحجب حتى نظر إلى ما نظرت إليه ، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة ، وقد أخرجته بتمامه في كتاب المعراج .

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি “আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা আমাকে পাঁচটি জিনিস দান করেছেন এবং আলীকেও পাঁচটি জিনিস দান করেছেন: আমাকে দিয়েছেন 'জাওয়ামিউল কালিম' (সংক্ষিপ্ত কিন্তু ব্যাপক অর্থবহ বাণী) আর আলীকে দিয়েছেন 'জাওয়ামিউল ইলম' (জ্ঞানের পূর্ণতা বা ব্যাপকতা)। আমাকে করেছেন নবী আর তাঁকে করেছেন ওয়াসী (উত্তরাধিকারী)। আমাকে দিয়েছেন কাউসার আর তাঁকে দিয়েছেন সালসাবীল (জান্নাতের বিশেষ প্রস্রবণ)। আমাকে দিয়েছেন ওহী আর তাঁকে দিয়েছেন ইলহাম (ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণা)। আমাকে আমার রবের দিকে মেরাজে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, আর তাঁর জন্য আসমান ও পর্দার সকল দরজা খুলে দেওয়া হয়েছিল, যাতে তিনি তা দেখতে পান যা আমি দেখেছি।”
(লেখক বলেন: হাদিসটি অনেক দীর্ঘ, আমরা প্রয়োজনীয় অংশটুকু গ্রহণ করেছি। আমি এটি পূর্ণাঙ্গভাবে 'কিতাবুল মেরাজ'এ উল্লেখ করেছি)

حق الحياء من الله عز وجل في خمس خصال
(আল্লাহর কাছ থেকে প্রকৃত লজ্জাশীলতা পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে)
————————————————————————————

5: Hadith 58

حدثنا محمد بن علي ما جيلويه رضي الله عنه قال : حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي قال : قال رسول الله ﷺ : استحيوا من الله حق الحياء ، قالوا : و ما نفعل يا رسول الله ؟ قال : فإن كنتم فاعلين فلا يبيتن أحدكم إلا وأجله بين عينيه ، وليحفظ الرأس وما وعى ، والبطن وما حوى ، وليذكر القبر والبلى ، ومن أراد الآخرة فليدع زينة الحياة الدنيا .

আলী (আ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “তোমরা আল্লাহর প্রতি তেমন লজ্জা পোষণ করো যেমনটি করা উচিত (প্রকৃত লজ্জা)।”
সাহাবীরা বললেন: “হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো লজ্জা করি (এখন আমাদের কী করা উচিত)?”
তিনি বললেন: “যদি তোমরা তা করতে চাও, তবে তোমাদের কেউ যেন রাত অতিবাহিত না করে তার মৃত্যুকে চোখের সামনে রাখা ছাড়া। আর সে যেন: মাথা এবং তাতে যা কিছু আছে (মস্তিষ্ক, চোখ, কান, জিহ্বা) তার হেফাজত করে। পেট এবং তাতে যা কিছু জমা হয় (খাদ্য ও প্রবৃত্তি) তার হেফাজত করে।
কবর এবং শরীরের পচে যাওয়াকে স্মরণ করে এবং যে আখেরাত চায়, সে যেন দুনিয়ার চাকচিক্য বর্জন করে।”

شفع الله عز وجل نبيه ﷺ في خمسة
(আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী ﷺ-কে পাঁচজনের ব্যাপারে শাফাআতের অনুমতি দিয়েছেন)
————————————————————————————

5: Hadith 59

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله قال : حدثني أبو عبد الفضل اليماني قال : حدثني الحسن بن جمهور ، عن أبيه ، عن علي بن حديد، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله قال : هبط جبرئيل على رسول الله ﷺ فقال : يا محمد إن الله عز وجل قد شفعك في خمسة: في بطن حملك وهي آمنة بنت وهب بن عبد مناف ، وفي صلب أنز لك وهو عبد الله بن عبد المطلب ، وفي حجر كفلك وهو عبد المطلب بن هاشم ، وفي بيت آواك وهو عبد مناف بن عبد المطلب أبو طالب ، وفي أخ كان لك في الجاهلية ، قيل : يا رسول الله من هذا الأخ ؟ فقال : كان أنسي وكنت أنسه ، وكان سخياً يطعم الطعام .
قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه : اسم هذا الأخ الجلاس بن علقمة .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন, জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট অবতীর্ণ হয়ে বললেন: “হে মুহাম্মাদ! নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ আপনার শাফায়াত পাঁচ ব্যক্তির ক্ষেত্রে কবুল করেছেন:
যেই উদর আপনাকে গর্ভে ধারণ করেছে: তিনি হলেন আমিনা বিনতে ওয়াহাব বিন আবদ মানাফ (নবীজির মাতা)।
যেই পৃষ্ঠদেশ থেকে আপনার জন্ম হয়েছে: তিনি হলেন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব (নবীজির পিতা)।
যেই কোল আপনাকে লালন-পালন করেছে: তিনি হলেন আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশিম (নবীজির দাদা)।
যেই ঘর আপনাকে আশ্রয় দিয়েছে: তিনি হলেন আবদ মানাফ বিন আব্দুল মুত্তালিব অর্থাৎ আবু তালিব (নবীজির চাচা)।
এবং আপনার সেই ভাই, যিনি জাহেলিয়াতের যুগে আপনার বন্ধু ছিলেন।”
জিজ্ঞেস করা হলো: “হে আল্লাহর রাসূল! এই ভাইটি কে?”

তিনি বললেন: “তিনি আমার সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং আমিও তাঁর প্রতি হৃদ্যতা পোষণ করতাম; তিনি অত্যন্ত দানশীল ছিলেন এবং মানুষকে খাবার খাওয়াতেন।”
[এই কিতাবের লেখক বলেন: নবী ﷺ এর সেই ভাইয়ের নাম হলো জুলাস বিন আলকামা।”

قول النبي ﷺ: من يضمن لي خمساً أضمن له الجنة
(যে ব্যক্তি আমার কাছে পাঁচটি বিষয়ের নিশ্চয়তা দেবে, আমি তার জন্য জান্নাতের নিশ্চয়তা দেব)
————————————————————————

5: Hadith 60

حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حامد البلخي قال : حدثنا أبو الفضل العباس بن طاهر بن ظهير - رحمه الله - قال : حدثنا النمر بن الأصبغ بن منصور البغدادي المقيم ببلخ قال : حدثنا موسى بن هلال ، عن هشام بن حسان ، عن الحسن ، عن تميم الداري قال : قال رسول الله ﷺ : من يضمن لي خمساً أضمن له الجنة ، قيل : وما هي يا رسول الله ؟ قال : النصيحة لله عز وجل ، والنصيحة لرسوله ، والنصيحة لكتاب الله ، والنصيحة لدين الله ، والنصيحة لجماعة المسلمين .

তামীম আদ-দারি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “যে ব্যক্তি আমার কাছে পাঁচটি বিষয়ের নিশ্চয়তা দেবে, আমি তার জন্য জান্নাতের নিশ্চয়তা দেব।”
জিজ্ঞেস করা হলো: “হে আল্লাহর রাসূল! সেই বিষয়গুলো কী?”
তিনি বললেন: আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠতা। তাঁর রাসূলের জন্য একনিষ্ঠতা। আল্লাহর কিতাবের (কুরআন) জন্য একনিষ্ঠতা। আল্লাহর দ্বীনের (ইসলাম) জন্য একনিষ্ঠতা। এবং মুসলিম জামাতের জন্য একনিষ্ঠতা।”

قول النبي ﷺ: أُعطيتُ في عليّ خمساً
(নবী ﷺ বলেছেন: আলী (আ) সম্পর্কে নবী ﷺ-কে প্রদত্ত পাঁচটি বিশেষ দান)
————————————————————————

5: Hadith 61

أخبرني أبو العباس الفضل بن الفضل بن العباس الكندي الهمداني فيما أجازه لي بهمذان سنة أربع وخمسين وثلاثمائة قال : حدثنا عبد بن الضحاك ، عن مجالد النبال ، قال : أخبرنا سليمان بن فرخان قال: حدثنا عبد الله بن أبي سليمان بن عبد الرحمن قال : حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال : حدثنا ابن أبي سليمان ، عن عطية ، عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال : أعطيت في علي خمساً : أما يوم القيامة واحدة فيواري عورتي ، وأما الثانية فيقضي ديني ، وأما الثالثة فهو متكئي في طول الموقف ، وأما الرابعة فهو عوني على عقر حوضي ، وأما الخامسة فإني لا أخاف عليه أن يرجع كافراً بعد إيمان ، ولا زانياً بعد إحصان .

আবু সাঈদ খুদরি (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন: “আলী সম্পর্কে আমাকে পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে: কিয়ামতের দিন সে আমার লজ্জাস্থান আবৃত করবে। সে আমার ঋণ পরিশোধ করবে। হাশরের ময়দানের দীর্ঘ অবস্থানে সে হবে আমার হেলান দেওয়ার স্থান। সে আমার হাউজের কিনারায় আমার সাহায্যকারী হবে। আর পঞ্চমটি হলো আমি তাঁর ব্যাপারে এই ভয় করি না যে, সে ঈমান আনার পর পুনরায় কুফরিতে ফিরে যাবে অথবা পবিত্র থাকার পর ব্যভিচারে লিপ্ত হবে।”

طوبى لمن كان فيه خمس خصال
(সুখবর সেই ব্যক্তির জন্য, যার মধ্যে পাঁচটি গুণ রয়েছে)
————————————————————————————

5: Hadith 62

حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال : حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي قال : قال عيسى بن مريم : طوبى لمن كان صمته فكراً ، ونظره عبراً ، وبيته واسعاً ، وبكى على خطيئته ، وسلم الناس من يده ولسانه .

আলী (আ) বলেন, “ঈসা ইবনে মারিয়াম (আ) বলেছেন: সৌভাগ্য সেই ব্যক্তির জন্য যার মধ্যে পাঁচটি গুণ বিদ্যমান: যার নীরবতা হয় চিন্তা ও গবেষণা। যার দৃষ্টিপাত হয় শিক্ষা গ্রহণ। যার নিজ গৃহ যাকে সংকীর্ণ মনে হয় না। যে নিজের ভুল ও পাপের জন্য রোদন করে। এবং যার হাত ও জিহ্বা থেকে অন্য মানুষ নিরাপদ থাকে”

شيعة جعفر بن محمد (ع) من اجتمع فيه خمس خصال
(যার মধ্যে পাঁচটি গুণ একত্রিত হয়েছে, সে-ই জাফর ইবনে মুহাম্মদ (আ)-এর শিয়া)
————————————————————————————

5: Hadith 63

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ابن خالد ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر قال : قال أبو عبد الله : إنما شيعة جعفر من عف بطنه وفرجه ، و اشتد جهاده ، و عمل لخالقه ، ورجاثوابه، و خاف عقابه ، فاذا رأيت أولئك فأولئك شيعة جعفر . وقد أخرجت مارويته في هذا المعنى في كتاب صفات الشيعة.

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “নিশ্চয়ই জাফরের শিয়া কেবল সেই ব্যক্তি যার পেট এবং লজ্জাস্থান পবিত্র। যার জিহাদ দৃঢ়। যে তার সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টির জন্য আমল করে। যে তাঁর পুরস্কারের আশা রাখে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে।
যখন তুমি এমন লোকদের দেখবে, জানবে যে তারাই হলো জাফরের প্রকৃত শিয়া।"
(এই কিতাবের লেখক বলেন: শিয়াদের গুণাবলি সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, আমি তা 'সিফাতুশ শিয়া' কিতাবে বিস্তারিত উল্লেখ করেছি।”

خمسة لا ينامون
(পাঁচ ধরনের মানুষ ঘুমায় না)
————————————————————————————

5: Hadith 64

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عروة ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : خمسة لا ينامون : الهائم بدم يسفكه ، وذو

المال الكثير لا أمين له ، والقائل في الناس الزور والبهتان عن عرض من الدنيا يناله ، والمأخوذ بالمال الكثير ولا مال له ، والمحب حبيباً يتوقع فراقه .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: পাঁচজন ব্যক্তি আছে যারা ঘুমাতে পারে না (শান্তির ঘুম তাদের ভাগ্যে জোটে না): যে ব্যক্তি রক্তপাতের (কাউকে হত্যা করার) ষড়যন্ত্র করে। যে বিপুল সম্পদের অধিকারী যার কোনো বিশ্বস্ত আমানতদার নেই। যে ব্যক্তি দুনিয়ার সামান্য লাভের আশায় মানুষের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও অপবাদ ছড়ায়। যে ব্যক্তি বিপুল ঋণে জর্জরিত অথচ তা পরিশোধ করার মতো সম্পদ তার নেই এবং সেই প্রেমিক যে তার প্রিয়জনের বিচ্ছেদের আশঙ্কা করে।”

في جهنم رحى تطحن خمسة
(জাহান্নামে একটি চাকি আছে যা পাঁচ শ্রেণির মানুষকে পিষে)
————————————————————

5: Hadith 65

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري قال : حدثني هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام أن علياً عليه السلام قال : إن في جهنم رحى تطحن خمساً ، أفلا تسألون ما طحنها ؟ فقيل له : فما طحنها يا أمير المؤمنين ؟ قال : العلماء الفجرة ، والقراء الفسقة ، والجبابرة الظلمة ، والوزراء الخونة ، والعرفاء الكذبة . وإن في النار مدينة يقال لها : الحصينة أفلا تسألوني ما فيها ؟ فقيل : وما فيها يا أمير المؤمنين ؟ فقال : فيها أيدي الناكثين .

আলী (আ) বলেছেন: “নিশ্চয়ই জাহান্নামে একটি চাকি আছে যা পাঁচ শ্রেণির মানুষকে পিষে ফেলে। তোমরা কি জিজ্ঞেস করবে না তারা কারা?”
লোকেরা বলল: হে আমিরুল মু’মিনীন! তারা কারা?
তিনি বললেন: পাপাচারী আলেম, গুনাহগার ক্বারী, অত্যাচারী শাসক, বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী, মিথ্যাবাদী নেতা।
তিনি আরও বললেন: “জাহান্নামে ‘আল-হাসীনা’ নামে একটি নগর আছে। তোমরা কি জানতে চাও সেখানে কী আছে?”
লোকেরা বলল: সেখানে কী আছে?
তিনি বললেন: “সেখানে আছে অঙ্গীকার ভঙ্গকারীদের হাত।”

النهي عن قتل خمسة والأمر بقتل خمسة
(পাঁচটি প্রাণী হত্যা নিষিদ্ধ এবং পাঁচটি হত্যা করার অনুমতি)
————————————————————

5: Hadith 66

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن علي بن محمد القاشاني ، عن أبي أيوب المديني ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام أن رسول الله ﷺ نهى عن قتل خمسة : الصرد ، والهدهد ، والنحلة ، والنملة ، والضفدع ، وأمر بقتل خمسة : الغراب ، والحدأة ، والحية ، والعقرب ، والكلب العقور .

قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه : هذا أمر إطلاق ورخصة لا أمر وجوب وفرض .

আলী (আ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঁচ প্রকার প্রাণীকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন: সারদ পাখি। হুদহুদ পাখি, মৌমাছি, পিঁপড়া এবং ব্যাঙ।
এবং তিনি পাঁচ প্রকার প্রাণীকে (ক্ষতিকর হওয়ার কারণে) হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন: কাক, চিল, সাপ, বিচ্ছু এবং হিংস্র কুকুর।
এই কিতাবের লেখক বলেন: “এই নির্দেশটি মূলত বৈধতা বা অনুমতির অর্থে, এটি কোনো ওয়াজিব বা ফরজ নির্দেশ নয়।”

خمسة ملعونون
(পাঁচ শ্রেণির মানুষ অভিশপ্ত)
————————————————————

5: Hadith 67

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن نصر بن قابوس قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : المنجم ملعون ، والكاهن ملعون ، والساحر ملعون ، والمغنية ملعونة ، ومن آواها وأكل كسبها ملعون . وقال : المنجم كالكاهن ، والكاهن كالساحر ، والساحر كالكافر والكافر في النار ، .
قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه : المنجم الملعون هو الذي يقول بقدم الفلك ، ولا يقول بخالقه عز وجل.

নাসর ইবনে কাবুস বলেন: “আমি আবু আবদুল্লাহ (আ) কে বলতে শুনেছি: “জ্যোতিষী অভিশপ্ত, গণক অভিশপ্ত, জাদুকর অভিশপ্ত, গায়িকা (অশ্লীল) অভিশপ্ত; এবং যে তাকে আশ্রয় দেয় ও তার উপার্জনকে ভক্ষণ করে সেও অভিশপ্ত।”
তিনি আরও বলেন: “জ্যোতিষী হলো গণকের মতো, গণক জাদুকরের মতো, জাদুকর কাফিরের মতো, আর কাফিরের স্থান হলো জাহান্নামে।”
এই কিতাবের লেখক বলেন: অভিশপ্ত জ্যোতিষী সে-ই, যে মনে করে এই মহাবিশ্ব বা নক্ষত্রমণ্ডল অনাদি (অর্থাৎ এর কোনো স্রষ্টা নেই) এবং সে এগুলোর পরিচালক ও স্রষ্টা মহান আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না।”

ما من عمل يوم النحر أفضل من خمس خصال
(কুরবানির দিনে পাঁচটি আমলের চেয়ে উত্তম কোনো আমল নেই)
————————————————————

5: Hadith 68

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن محمد بن أحمد الأيادي ، عن عبد الله بن محمد ، عن عمرو بن شمر ، عن أبان بن محمد ، عن محمد بن علي عليه السلام قال : ما من عمل يوم النحر أفضل من دم مسفوك ، أو مشي في بر الوالدين ، أو ذي رحم قاطع يأخذ عليه بالفضل ويبدؤه بالسلام ، أو رجل أطعم من صالح نسكه ودعا إلى بقيتها جيرانه من اليتامى وأهل المسكنة والمملوك ، وتعاهد الأسراء .

আলী ইবনে মুহাম্মাদ (আ) বলেন: “নহরের দিনে (১০ই জিলহজ) আল্লাহর নিকট এই আমলগুলোর চেয়ে উত্তম আর কিছু নেই: রক্ত প্রবাহিত করা (কোরবানি করা)। পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের উদ্দেশ্যে পথ চলা। বিচ্ছিন্ন

আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা। সেই ব্যক্তি যে তার কোরবানির উত্তম অংশ থেকে মানুষকে আহার করায় এবং বাকি অংশের জন্য প্রতিবেশী এতিম, মিসকিন ও দাসদের আমন্ত্রণ জানায়। এবং বন্দীদের খোঁজখবর নেওয়া।”

خمس خصال من عدمت فيه لم يكن فيه كثير مستمتع
(যার মধ্যে এই পাঁচটি গুণ নেই, তার মধ্যে তেমন কোনো সার্থকতা নেই)
————————————————————

5: Hadith 69

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثني سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إسماعيل بن قتيبة البصري ، عن أبي خالد العجمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : خمس من لم تكن فيه لم يكن فيه كثير مستمتع : الدين ، والعقل ، والأدب ، والحرية ، وحسن الخلق .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: পাঁচটি বিষয় এমন যে, যার মধ্যে এগুলোর অভাব রয়েছে, সার্থক হওয়ার মতো বিশেষ কিছু নেই: দ্বীন, আকল, আদব, স্বাধীনতা এবং উত্তম চরিত্র”

في الديك الأبيض خمس خصال
(সাদা মোরগের মধ্যে পাঁচটি গুণ রয়েছে)
————————————————————

5: Hadith 70

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن حمويه ، عن محمد بن عيسى اليقطيني قال : قال الرضا عليه السلام : في الديك الأبيض خمس خصال من خصال الأنبياء : معرفته بأوقات الصلاة ، والغيرة ، والسخاء ، والشجاعة ، وكثرة الطروقة .

ইমাম আলী আর-রিদা (আ) রিদা আলাইহিস সালাম বলেছেন: “সাদা মোরগের মধ্যে নবীদের পাঁচটি গুণ বিদ্যমান: সালাতের ওয়াক্ত বা সময় সম্পর্কে সচেতনতা, আত্মমর্যাদাবোধ, উদারতা, সাহসিকতা এবং অধিক প্রজনন ক্ষমতা”

خمسة لا يُستجاب لهم
(পাঁচ ধরনের মানুষের দোয়া কবুল হয় না)
————————————————————

5: Hadith 71

حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد بن علي الكوفي ، ومحمد بن الحسين ، عن محمد بن حماد الحارثي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله ﷺ : خمسة لا يُستجاب لهم : رجل جعل الله بيده طلاق امرأته فهي تؤذيه وعنده ما يعطيها ولم يُخلِّ سبيلها ، ورجل أبق مملوكه ثلاث مرات ولم يبعه ، ورجل مرَّ بحائط مائل وهو يُقبل إليه ولم يُسرع المشي حتى سقط عليه ، ورجل أقرض رجلاً مالاً فلم يُشهد عليه ، ورجل جلس في بيته وقال : اللهم ارزقني ولم يطلب .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “পাঁচ ধরনের মানুষের দোয়া কবুল হয় না, এমন ব্যক্তি, যার হাতে স্ত্রীর তালাকের ক্ষমতা আছে, অথচ স্ত্রী তাকে কষ্ট দেয়, তবুও সে তাকে তালাক দেয় না, যদিও তার সে সামর্থ্য আছে।
এমন ব্যক্তি, যার দাস তিনবার পালিয়ে গেছে, তবুও সে তাকে বিক্রি করে না।
এমন ব্যক্তি, যে একটি হেলে পড়া দেয়ালের দিকে যাচ্ছে, কিন্তু দ্রুত সরে না, ফলে দেয়ালটি তার উপর পড়ে।
এমন ব্যক্তি, যে কাউকে ঋণ দেয় কিন্তু কোনো সাক্ষী রাখে না।
এমন ব্যক্তি, যে ঘরে বসে শুধু বলে: “হে আল্লাহ! আমাকে রিযিক দিন” কিন্তু নিজে কোনো চেষ্টা করে না।”

الأمر بتمجيد الله عز وجل في خمس كلمات
(পাঁচটি বাক্যে মহান আল্লাহ তাআলার মহিমা ঘোষণা)
————————————————————

5: Hadith 72

حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد السياري بإسناده رفعه إلى أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين عليه السلام قال : قلت : قولك مجدوا الله في خمس كلمات ما هي ؟ قال :
، إذا قلت : «سبحان الله وبحمده» رفعت الله تبارك وتعالى عما يقول العادلون به
فإذا قلت : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» فهي كلمة الإخلاص التي لا يقولها عبد إلا أعتقه الله من النار إلا المستكبرين ، والجبارين
، ومن قال : «لا حول ولا قوة إلا بالله» فوض الأمر إلى الله عز وجل
ومن قال : «أستغفر الله وأتوب إليه» فليس بمستكبر ولا جبار ، إن المستكبر الذي يصر على الذنب الذي قد غلبه هواه وآثر دنياه على آخرته ،
. ومن قال : «الحمد لله» فقد أدى شكر كل نعمة الله عز وجل عليه

আবু হামজা সুমালি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আলী ইবনুল হুসাইন (আ) কে বললাম: “আপনার সেই কথা ‘আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করো পাঁচটি বাক্যে’ সেই বাক্যগুলো কী?”
তিনি বললেন: যখন তুমি বলো ‘সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি’ (আল্লাহ পবিত্র এবং সকল প্রশংসা তাঁরই), তখন তুমি মহান আল্লাহকে সেই সব গুণ থেকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরো যা তাঁর সাথে অন্যকে অংশীদারকারীরা (মুশরিকরা) আরোপ করে।
যখন বলো ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহ’ (আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি একক এবং তাঁর কোনো শরিক নেই), এটি হলো ইখলাসের (একনিষ্ঠতার) বাণী; কোনো বান্দা এটি পাঠ করলে আল্লাহ তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন। অহঙ্কারী ও জালিম ব্যতীত।
যে ব্যক্তি বলে ‘লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’, সে তার সমস্ত বিষয় মহান আল্লাহর নিকট সোপর্দ (তাওয়াক্কুল) করল।

যে ব্যক্তি বলে 'আস্তাগফিরুল্লাহা ওয়া আতুবু ইলাইহি' (আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁর দিকেই ফিরে যাচ্ছি), সে অহঙ্কারী বা জালিম নয়। নিশ্চয়ই অহঙ্কারী সেই ব্যক্তি, যে নিজের প্রবৃত্তির তাড়নায় পড়ে পাপের ওপর অবিচল থাকে এবং আখেরাতের চেয়ে দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়।
এবং যে ব্যক্তি বলে 'আলহামদুলিল্লাহ' (সকল প্রশংসা আল্লাহর), সে তার ওপর আল্লাহর দেওয়া প্রতিটি নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করল।"

أولو العزم من الرسل خمسة
(উলুল আযম রাসূল পাঁচজন)
——————————————————————————

5: Hadith 73

حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن محمد بن أورمة ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أولو العزم من الرسل خمسة : نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين .

আবু জাফর (আ) বলেছেন: "উলুল আযম রাসূল পাঁচজন। নূহ (আ), ইব্রাহিম (আ), মূসা (আ), ঈসা (আ) এবং মুহাম্মদ ﷺ। (তাঁদের সকলের ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক)।"

خمسة يُنتظر بهم إلى أن يتغيروا
(পাঁচ ধরনের মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে কিছু সময় অপেক্ষা করতে হয়)
——————————————————————————

5: Hadith 74

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : خمسة يُنتظر بهم إلى أن يتغيروا : الغريق ، والمصعوق ، والمبطون ، والمهدوم ، والمدخن ، .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: "পাঁচ প্রকার মৃতদেহের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য পরিবর্তন না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়: ডুবে মারা যাওয়া ব্যক্তি, বজ্রপাতে আক্রান্ত ব্যক্তি, পেটের পীড়ায় মৃত ব্যক্তি, চাপা পড়ে মৃত ব্যক্তি এবং ধোঁয়ায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত ব্যক্তি"

خمسة مساجد بالكوفة ملعونة وخمسة مباركة
(কুফায় পাঁচটি মসজিদ অভিশপ্ত এবং পাঁচটি বরকতময়)
——————————————————————————

5: Hadith 75

حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال : حدثنا أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أبي إسحاق إبراهيم بن هاشم ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عذافر عن أبي حمزة الثمالي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر أنه قال : بالكوفة مساجد ملعونة ومساجد مباركة، فأما المباركة فمسجد غنى والله إن قبلته القاسطه وإن طينته لطيبة ، و لقد بناء رجل مؤمن ولا تذهب الدنيا حتى ينفجر عنده عينان ، و يكون فيهما جنتان ، وأهله ملعونون و هو مسلوب منهم . و مسجد بني ظفر ، ومسجد السهلة ، و مسجد بالخمراء ، و مسجد جعفى . و ليس هو مسجدهم اليوم و يقال : درس . و أما المساجد الملعونة : فمسجد ثقيف ، ومسجد الأشعث ومسجد جرير البجلي ، و مسجد سماك. و مسجد بالخمراء بني على قبر فرعون من الفراعنة .

আবু জাফর (আ) বলেছেন: “কুফায় কিছু অভিশপ্ত মসজিদ আছে এবং কিছু বরকতময় মসজিদ আছে। বরকতময় মসজিদগুলো হলো: মসজিদে গনী: আল্লাহর কসম, এর কিবলা অত্যন্ত সঠিক এবং এর মাটি পবিত্র। এটি একজন মুমিন ব্যক্তি নির্মাণ করেছিলেন। পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার আগে এখান থেকে দুটি ঝরণা প্রবাহিত হবে এবং সেখানে দুটি বাগান তৈরি হবে। তবে এর (বর্তমান) বাসিন্দারা অভিশপ্ত এবং এটি তাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে। মসজিদে বনী জাফর। মসজিদে সাহলা। মসজিদে হামরা। মসজিদে জু’ফী: তবে এটি আজ তাদের মসজিদ হিসেবে নেই এবং বলা হয় যে এটি বিলুপ্ত হয়ে গেছে।
অভিশপ্ত মসজিদগুলো হলো: মসজিদে সাকীফ। মসজিদে আশআস। মসজিদে জারীর আল-বাজালী। মসজিদে সিমাক। হামরা এলাকায় অবস্থিত একটি মসজিদ: যা প্রাচীন যুগের জনৈক ফেরাউনের কবরের ওপর নির্মিত হয়েছে।”

النهي عن الصلاة في خمسة مساجد بالكوفة
(কুফার পাঁচটি মসজিদে নামাজ পড়তে নিষেধাজ্ঞা)
————————————————————————

5: Hadith 76

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب قال : حدثني صفوان بن يحيى ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أمير المؤمنين عليه السلام نهى عن الصلاة في خمسة مساجد بالكوفة : مسجد الأشعث بن قيس الكندي ، ومسجد جرير بن عبد الله البجلي ، ومسجد سماك بن مخرمة ، ومسجد شبث بن ربعي ، ومسجد تيم ، قال : وكان أمير المؤمنين إذا نظر إلى مسجدهم قال : هذه بقعة تيم ، ومعناه أنهم قعدوا عنه لا يصلون معه عداوة له وبغضاً ، لعنهم الله .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “নিশ্চয়ই আমিরুল মুমিনীন (আ) কুফার পাঁচটি মসজিদে নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন: আশআস বিন কায়েস আল-কিন্দির মসজিদ। জারির বিন আব্দুল্লাহ আল-বাজালির মসজিদ। সিমাক বিন মাখরামার মসজিদ। শাবাস বিন রাবঈ-এর মসজিদ এবং তাইম গোত্রের মসজিদ।
তিনি আরও বলেন: আমিরুল মুমিনীন (আ) যখন তাদের (তাইম গোত্রের) মসজিদের দিকে তাকাতেন, তখন বলতেন ‘এটি তাইমদের ভূখণ্ড’। এর অর্থ হলো, তারা ইমামের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষবশত তাঁর সাথে নামাজ পড়তে আসত না (পৃথক হয়ে থাকত)। আল্লাহ তাদের ওপর লানত করুন।”

خمسة يجب عليهم التمام في السفر
(পাঁচজনের জন্য সফরে নামাজ পূর্ণ পড়া বাধ্যতামূলক)
————————————————————————

5: Hadith 77

حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال : حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي قال : حدثنا أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه محمد بن خالد ، عن محمد بن أبي عمير يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : خمسة يتمون في سفر كانوا أو في حضر : المكاري ، والكري ، والاشتقان وهو البريد ، والراعي ، والملاح لأنه عملهم .

বর্ণনাকারী মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “পাঁচ প্রকার ব্যক্তি সফরে থাকুক বা বাড়িতে সর্বদাই পূর্ণ নামাজ আদায় করবে: মাকারি (পশু বা বাহন ভাড়া দাতা), কারি (পণ্য বা বাহন নিয়ে যাতায়াতকারী শ্রমিক), ইশতিকান (ডাকবাহক)। রাখাল (যে পশু চরাতে দূরে যায়) এবং নাবিক।
কারণ এগুলোই তাদের পেশা (অর্থাৎ সফরই তাদের স্থায়ী কাজ)”

للرجل أن يرى من المرأة التي ليست له بمحرم خمسة أشياء
(যে নারী মাহরাম নয়, তার মধ্যে পাঁচটি অঙ্গ দেখা বৈধ)
————————————————————

5: Hadith 78

حدثنا عبيد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : ما للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن لها بمحرم ؟ قال : الوجه ، والكفين ، والقدمين .

আবু আবদুল্লাহ (আ) এর জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: “আমি ইমামকে জিজ্ঞেস করলাম একজন পুরুষের জন্য এমন নারীর কোন অঙ্গগুলো দেখা বৈধ যার সাথে তার কোনো মাহরাম সম্পর্ক নেই (অর্থাৎ গায়রে মাহরাম)?
তিনি বললেন: মুখমণ্ডল। উভয় হাতের কব্জি (দুইটি) এবং উভয় পায়ের পাতা (দুইটি)।”
(দ্রষ্টব্য: মুখমণ্ডল ১টি, হাত ২টি এবং পা ২টি। সব মিলিয়ে এই পাঁচটি অঙ্গের কথা এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে)”

تُفتح أبواب السماء في خمسة مواقيت
(পাঁচ সময়ে আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয়)
————————————————————

5: Hadith 79

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله قال : حدثني أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير و محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حدثني أبي ، عن جدي ، عن آبائه أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : تفتح أبواب السماء في خمسة مواقيت : عند نزول الغيث ، وعند الزحف ، وعند الأذان ، وعند قراءة القرآن ، ومع زوال الشمس ، وعند طلوع الفجر .

আমিরুল মু’মিনীন আলী (আ) বলেছেন: “পাঁচটি সময়ে আসমানের দ্বারসমূহ খুলে দেওয়া হয় (অর্থাৎ দোয়া কবুল হয়): বৃষ্টি বর্ষণের সময়। জিহাদের ময়দানে (শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার সময়)। আযানের সময়। কুরআন তিলাওয়াতের সময়। সূর্য ঢলে পড়ার সময় এবং ফজরের উদয়ের সময়।”

(দ্রষ্টব্য: মূল পাঠে জাওয়াল ও ফজর মিলিয়ে পাঁচটি সময়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে)

الجنة تشتاق إلى خمسة
(জান্নাত পাঁচজনের জন্য আকাঙ্ক্ষা করে)
————————————————————————

5: Hadith 80

حدثنا القاضي محمد بن عمر بن محمد بن سالم بن البراء الحافظ البغدادي رضي الله عنه قال : حدثنا الحسن بن عبد الله بن محمد بن علي بن العباس الرازي قال : حدثني أبي قال : حدثني سيدي علي بن موسى الرضا ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين ، عن أبيه الحسين بن علي ، عن علي عليه السلام قال : قال النبي ﷺ : الجنة تشتاق إليك وإلى عمار وإلى سلمان وأبي ذر والمقداد .
আলী (আ) থেকে বর্ণিত: নবী ﷺ বলেছেন: “হে আলী! জান্নাত তোমার জন্য আকাঙ্ক্ষা করে এবং (আরও আকাঙ্ক্ষা করে) আম্মার (বিন ইয়াসির), সালমান (ফারসি), আবু যর (গিফারি) ও মিকদাদ (বিন আসওয়াদ)-এর জন্য”

خمس يُطلقن على كل حال
(পাঁচ ধরনের নারীকে সব অবস্থায় তালাক দেওয়া বৈধ)
————————————————————————

5: Hadith 81

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : خمس يُطلقن على كل حال : الحامل ، والتي قد يئست من المحيض ، والتي لم يدخل بها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تبلغ المحيض .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “পাঁচ প্রকার নারী আছে যাদের যেকোনো অবস্থায় তালাক দেওয়া যায়: গর্ভবতী নারী। সেই নারী যার ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গেছে (মেনোপজ)। যার সাথে এখনো বাসর সম্পন্ন হয়নি। যার স্বামী তার থেকে দূরে অবস্থান করছে। এবং সেই নাবালিকা যার এখনো ঋতুস্রাব শুরু হয়নি।”
(দ্রষ্টব্য: সাধারণ তালাকের ক্ষেত্রে স্ত্রীর পবিত্রতার কাল (তুহর) শর্ত থাকে, কিন্তু এই পাঁচ ক্ষেত্রে সেই সময় গণনার নিয়ম ভিন্ন)

علامات خروج القائم عليه السلام خمس
(কায়িম (আ) এর আবির্ভাবের পাঁচটি আলামত)
————————————————————————

5: Hadith 82

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن حكيم ، عن ميمون البان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : خمس قبل قيام القائم : خروج اليماني ، والسفياني ، والمنادي ينادي من السماء ، وخسف البيداء ، وقتل النفس الزكية .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “কায়িম (আ)-এর পূর্বে পাঁচটি আলামত রয়েছে: ইয়ামানি-র উত্থান। সুফিয়ানি-র উত্থান। আকাশ থেকে এক ঘোষকের ঘোষণা। বাইদা প্রান্তরে ভূমিধস এবং নফসে জাকিয়াহ (পবিত্র আত্মা) কে হত্যা।”

ليس بين خمس من النساء وبين أزواجهن ملاعنة
(পাঁচ ধরনের নারীর ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে লি'আন নেই)
————————————————————

5: Hadith 83

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله قال : حدثني أحمد وعبد الله ابنا محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن علي بن داود اليعقوبي ، عن سليمان بن حفص البصري ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده أن علياً عليه السلام قال : ليس بين خمس من النساء وبين أزواجهن ملاعنة : اليهودية تكون تحت المسلم ، والنصرانية ، والأمة تكونان تحت الحر فيقذفهما ، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها ، والمجلود في القذف ، لأن الله عز وجل يقول : «ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً» ، والخرساء ليس بينها وبين زوجها ملاعنة إنما اللعان باللسان .
আলী (আ) বলেন: পাঁচ প্রকার নারীর সাথে তাদের স্বামীদের কোনো লি'আন (পারস্পরিক অভিশাপের মাধ্যমে বিচার) হবে না: ইহুদি নারী, যে মুসলিম পুরুষের বিবাহবন্ধনে আছে।
খ্রিস্টান নারী, যে মুসলিম পুরুষের বিবাহবন্ধনে আছে।
দাসী, যে স্বাধীন পুরুষের অধীনে আছে এবং স্বামী তার ওপর (ব্যভিচারের) অপবাদ দেয়।
স্বাধীন নারী, যে দাসের বিবাহবন্ধনে আছে এবং সেই দাস স্বামী তার ওপর অপবাদ দেয়।
এবং পাপের সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যে জনসমক্ষে দোররা (বেত্রাঘাত) খেয়েছে, কারণ আল্লাহ বলেছেন: ‘তোমরা কখনোই তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না’ (কুরআন 24:4)
এবং বাকপ্রতিবন্ধী নারী, তার ও তার স্বামীর মাঝে লি'আন নেই, কারণ লি'আন কেবল জিহ্বার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।”

الكلمات التي ابتلى ابراهيم ربه بهن فاتمهن خمس
(যে ‘কথাগুলো’ দিয়ে ইবরাহিম (আ)-কে তার রব পরীক্ষা করেছিলেন, এবং তিনি সেগুলো পূর্ণভাবে সম্পন্ন করেছিলেন সেগুলো পাঁচটি)
————————————————————

5: Hadith 84

حدثنا علي بن أحمد بن موسى رضي الله عنه قال: حدثنا حمزة بن القاسم العلوي العباسي قال: حدثنا جعفر بن محمد بن مالك الكوفي الفزاري قال: حدثنا محمد بن الحسين بن زيد الزيات قال: حدثنا محمد بن زياد الازدي، عن المفضل ابن عمر، عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: "وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ" ما هذه الكلمات؟
قال: هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه وهو أنه قال: يارب أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين الا تبت علي، فتاب الله عليه إنه هو التواب الرحيم.

فقلت له: يا ابن رسول الله فما يعني عز وجل بقوله "فَأَتَمَّهُنَّ"؟

قال: يعني فأتمهن إلى القائم عليه السلام اثني عشر إماما تسعة من ولد الحسين.

قال المفضل: فقلت له: يا ابن رسول الله فأخبرني عن قول الله عز وجل: "وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ".

قال: يعني بذلك الامامة جعلها الله في عقب الحسين إلى يوم القيامة.

قال: فقلت له: يا ابن رسول الله فكيف صارت الامامة في ولد الحسين دون ولد الحسن عليهما السلام، وهما جميعا ولدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسبطاه وسيدا شباب أهل الجنة؟

فقال عليه السلام: إن موسى وهارون كانا نبيين مرسلين أخوين فجعل الله النبوة في صلب هارون دون صلب موسى، ولم يكن لاحد أن يقول: لم فعل الله ذلك، وإن الامامة خلافة [من] الله عز وجل ليس لاحد أن يقول: لم جعلها الله في صلب الحسين دون صلب الحسن، لان الله هو الحكيم في أفعاله، لا يسئل عما يفعل وهم يسألون.

ولقول الله تبارك وتعالى "وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ" وجه آخر وما ذكرناه أصله والابتلاء على ضربين أحدهما يستحيل على الله تعالى ذكره، والآخر جائز، فاما ما يستحيل فهو أن يختبره ليعلم ما تكشف الايام عنه، وهذا ما لا يصح له لانه عز وجل علام الغيوب، والضرب الآخر من الابتلاء أن يبتليه حتى يصبر فيما يبتليه به فيكون ما يعطيه من العطاء على سبيل الاستحقاق، ولينظر إليه الناظر فيقتدي به، فيعلم من حكمة الله عز وجل أنه لم يكل أسباب الامامة إلا إلى الكافي المستقل، الذي كشفت الايام عنه بخبره، فاما الكلمات فمنها ما ذكرناه، ومنها اليقين وذلك قول الله عز وجل: "وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنْ الْمُوقِنِينَ" ومنها المعرفة بقدم باريه وتوحيده وتنزيهه عن التشبيه حين نظر إلى الكوكب، والقمر والشمس فاستدل بأفول كل واحد منها على حدثه وبحدثه على محدثه، ثم علمه عليه السلام بأن الحكم بالنجوم خطأ في قوله عز وجل: "فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ" وإنما قيده الله سبحانه بالنظرة الواحدة لان النظرة الواحدة لا توجب الخطأ إلا بعد النظرة الثانية بدلالة قول النبي صلى الله عليه وآله لما قال لامير المؤمنين عليه السلام: "يا علي أول النظرة لك، والثانية عليك لا لك"، ومنها الشجاعة وقد كشفت الايام والاصنام عنه بدلالة قوله عز وجل: "إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ, قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ, قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ, قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنْ اللاَّعِبِينَ, قَالَ بَل رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنْ الشَّاهِدِينَ, وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ, فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلاَّ كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ".

ومقاومة الرجل الواحد ألوفا من أعداء الله عز وجل تمام الشجاعة، ثم الحلم مضمن معناه في قوله عز وجل: "إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ" ثم السخاء وبيانه في حديث ضيف إبراهيم المكرمين، ثم العزلة عن أهل البيت والعشيرة مضمن معناه في قوله: "وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلاَّ أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا" والامر بالمعروف والنهي عن المنكر بيان ذلك في قوله عز وجل: "يَاأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لاَ يَسْمَعُ وَلاَ يُبْصِرُ وَلاَ يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، يَاأَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنْ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا، يَاأَبَتِ لاَ تَعْبُدْ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا، يَاأَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنْ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا" ودفع السيئة بالحسنة، وذلك لما قال له أبوه: "اراغب أنت عن آلهتي ياإبراهيم لئن لم تنته لارجمنك واهجرني مليا" فقال في جواب أبيه "سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا" والتوكل بيان ذلك في قوله: "الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ, وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ, وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ".

ثم الحكم والانتماء إلى الصالحين في قوله: "رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين" يعني بالصالحين الذين لا يحكمون إلا بحكم الله عز وجل، ولا يحكمون بالآراء والمقائيس حتى يشهد له من يكون بعده من الحجج بالصدق بيان ذلك في قوله:"وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآخِرِينَ" أراد به هذه الامة الفاضلة فأجابه الله وجعل له ولغيره من أنبيائه لسان صدق في الآخرين، وهو علي بن أبي طالب عليه السلام وذلك قوله عز وجل:"وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا".

والمحنة في النفس حين جعل في المنجنيق وقذف به في النار، ثم المحنة في الولد حين امر بذبح ابنه إسماعيل، ثم المحنة بالاهل حين خلص الله عز وجل حرمته من عزازة القبطي المذكور في هذه القصة، ثم الصبر على سوء خلق سارة، ثم استقصار النفس في الطاعة في قوله:"ولا تخزني يوم يبعثون" ثم النزاهة في قوله عز وجل: "مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلاَ نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ" ثم الجمع لاشراط الكلمات في قوله: قُلْ "إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ." فقد جمع في قوله "مَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" جميع أشراط الطاعات كلها حتى لا تعزب عنه عازبة ولا تغيب عن معانيها غائبة. ثم استجابة الله دعوته حين قال: "رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى" وهذه آية متشابهة معناها أنه سأل عن الكيفية والكيفية من فعل الله عز وجل متى لم يعلمها العالم لم يلحقه عيب، ولا

عرض في توحيده نقص، فقال الله عز وجل: "أَوَلَمْ تُؤْمِنْ؟ قَالَ بَلَى" هذا شرط عامة من آمن به متى سئل واحد منهم "أَوَلَمْ تُؤْمِنْ" وجب أن يقول: بلى، كما قال إبراهيم، ولما قال الله عز وجل لجميع أرواح بني آدم: "أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى" قال: أول من قال بلى محمد صلى الله عليه وآله فصار بسبقه إلى "بلى" سيد الاولين والآخرين، وأفضل النبيين والمرسلين.فمن لم يجب عن هذه المسألة بجواب إبراهيم فقد رغب عن ملته، قال الله عز وجل: "وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ" ثم اصطفاء الله عزوجل إياه في الدنيا ثم شهادته له في العاقبة أنه من الصالحين في قوله عز وجل: وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ." والصالحون هم النبي والائمة صلوات الله عليهم أجمعين الاخذون عن اله عز وجل أمره ونهية والملتمسون للصلاح من عنده والمجتنبون للرأي والقياس في دينه في قوله: "إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ" ثم اقتداء من بعده من الانبياء عليهم السلام به في قوله عز وجل: "وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ" وفي قوله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله، "ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ" وفي قوله عز وجل: "مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ" وأشراط كلمات الامام مأخوذة مما تحتاج إليه الامة من جهته من مصالح الدنيا والآخرة.

وقول إبراهيم عليه السلام: "وَمِنْ ذُرِّيَّتِي" "من" حرف تبعيض ليعلم أن من الذرية من يستحق الامامة، ومنهم من لا يستحق الامامة، هذا من جملة المسلمين، وذلك أنه يستحيل أن يدعو إبراهيم بالامامة للكافر أو للمسلم الذي ليس بمعصوم، فصح أن باب التبعيض وقع على خواص المؤمنين والخواص إنما صاروا خواصا بالبعد عن الكفر، ثم من اجتنب الكبائر صار من جملة الخواص أخص، ثم المعصوم هو الخاص الاخص ولو كان للتخصيص صورة أربى عليه لجعل ذلك من أوصاف الامام قد سمى الله عز وجل عيسى من ذرية إبراهيم وكان ابن ابنته من بعده، ولما صح أن ابن البنت ذرية ودعا إبراهيم لذريته بالامامة وجب على محمد صلى الله عليه وآله الاقتداء به في وضع الامامة في المعصومين من ذريته حذو النعل بالنعل بعد ما أوحى الله عز وجل إليه وحكم عليه بقوله "ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ" ولو خالف ذلك لكان داخلا في قوله عز وجل: "وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ" جل نبي الله عن ذلك.

وقال الله عز وجل: "إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا" وأمير المؤمنين عليه السلام أبوذرية النبي صلى الله عليه وآله ووضع لامامية فيه وضعها في ذريته المعصومين.

وقوله عز وجل: "لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ" عني به أن الامامة لا تصلح لمن قد عبد صنما أو وثنا أو أشرك بالله طرفة عين وإن أسلم بعد ذلك والظلم وضع الشئ في غير موضعه.

وأعظم الظلم الشرك قال الله عز وجل: "إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ" وكذلك لا تصلح الامامة لمن قد ارتكب من المحارم شيئا صغيرا كان أو كبيرا وإن تاب منه بعد ذلك، وكذلك لا يقم الحد من في جنبه حد فاذا لا يكون الامام إلا معصوما ولا تعلم عصمته إلا بنص الله عز وجل عليه على لسان نبيه صلى الله عليه وآله لان العصمة ليست في ظاهر الخلقة فترى كالسواد والبياض وما أشبه ذلك وهي مغيبة لا تعرف إلا بتعريف علام الغيوب عز وجل.

মুফাদ্দাল ইবন উমার , আস সাদিক জাফর ইবন মুহাম্মাদ (আ) থেকে বর্ণনা করেন: আমি তাঁকে (ইমামকে) মহান আল্লাহর বাণী: “আর যখন ইব্রাহিমকে তাঁর পালনকর্তা কয়েকটি কথা (কালেমা) দ্বারা পরীক্ষা করলেন” (কুরআন 2:124) এই কালেমাগুলো কী, সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম।

তিনি বললেন: “এগুলো সেই কালেমা যা আদম তাঁর পালনকর্তার কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন এবং যার মাধ্যমে তাঁর তাওবা কবুল হয়েছিল। আর তা হলো এই যে, তিনি বলেছিলেন: ‘হে পালনকর্তা, আমি আপনার কাছে মুহাম্মদ, আলী, ফাতিমা, হাসান এবং হুসাইনের উসিলায় প্রার্থনা করছি যে, আপনি আমার তাওবা কবুল করুন।’ অতঃপর আল্লাহ তাঁর তাওবা কবুল করলেন, নিশ্চয়ই তিনি পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালু।”

আমি তাঁকে বললাম: “হে আল্লাহর রাসূলের সন্তান, তবে মহান আল্লাহর বাণী ‘অতঃপর তিনি সেগুলো পূর্ণ করলেন (ফা-আতাম্মাহুন্না)’ (কুরআন 2:124) এর অর্থ কী?"

তিনি বললেন: “এর অর্থ হলো, তিনি সেগুলোকে কায়িম (আ) পর্যন্ত বারোজন ইমামের মাধ্যমে পূর্ণ করলেন, যাঁদের মধ্যে নয়জন হলেন হুসাইন (আ) এর বংশধর।”

মুফাদ্দাল বলেন: আমি তাঁকে বললাম: “হে আল্লাহর রাসূলের সন্তান, তবে মহান আল্লাহর বাণী: ‘আর তিনি এটাকে তাঁর সন্তানদের মধ্যে একটি চিরস্থায়ী বাণী হিসেবে রেখে গেছেন’ (কুরআন 2:124) এ সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন।"

তিনি বললেন: “এর দ্বারা তিনি ইমামতকে বুঝিয়েছেন, যা আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত হুসাইনের বংশধরদের মধ্যে নির্ধারণ করেছেন।”

মুফাদ্দাল বলেন: আমি তাঁকে বললাম: “হে আল্লাহর রাসূলের সন্তান, ইমামত হাসান এবং হুসাইন, উভয়ের বংশধরের পরিবর্তে কেবল হুসাইনের বংশধরদের মধ্যে কীভাবে হলো? অথচ তাঁরা উভয়েই আল্লাহর রাসূল (সা) এর সন্তান, তাঁর দুই দৌহিত্র এবং জান্নাতের যুবকদের সর্দার?”
অতঃপর তিনি (আ) বললেন: “নিশ্চয়ই মুসা এবং হারুন উভয়ই প্রেরিত নবী ও দুই ভাই ছিলেন, কিন্তু আল্লাহ নবুওয়াতকে মুসার বংশধরের পরিবর্তে হারুনের বংশধরের মধ্যে নির্ধারণ করেছিলেন। আর কারও জন্য এটা বলার অধিকার ছিল না যে কেন আল্লাহ এমনটি করলেন? তেমনিভাবে ইমামত হলো মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে খিলাফত, কারও জন্য এটা বলার অধিকার নেই যে কেন আল্লাহ একে হাসানের বংশধরের পরিবর্তে হুসাইনের বংশধরের মধ্যে রাখলেন। কারণ আল্লাহ তাঁর কাজে প্রজ্ঞাবান, তিনি যা করেন সে সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করা যায় না, বরং তাদেরকেই (সৃষ্টিকে) প্রশ্ন করা হবে।”

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার বাণী “আর যখন ইব্রাহিমকে তাঁর পালনকর্তা কয়েকটি কথা (কালেমা) দ্বারা পরীক্ষা করলেন, অতঃপর তিনি সেগুলো পূর্ণ করলেন”(কুরআন 2:124) এর আরেকটি দিক রয়েছে, আর আমরা যা উল্লেখ করেছি তা হলো এর মূল ভিত্তি।
পরীক্ষা বা 'ابتلاء' (ইবতিলা) দুই প্রকার: এর একটি আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্রে অসম্ভব, আর অন্যটি সম্ভব। যা অসম্ভব তা হলো আল্লাহ কাউকে এই উদ্দেশ্যে পরীক্ষা করবেন যাতে দিন অতিবাহিত হওয়ার পর যা প্রকাশ পাবে তা তিনি জানতে পারেন; এটি আল্লাহর ক্ষেত্রে সঠিক নয়, কারণ মহান আল্লাহ গায়েব বা অদৃশ্য সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত। আর পরীক্ষার অন্য প্রকারটি হলো আল্লাহ তাঁকে পরীক্ষা করবেন যেন তিনি পরীক্ষায় ধৈর্য ধারণ করেন, ফলে আল্লাহ তাঁকে যা দান করবেন তা যেন যোগ্যতার ভিত্তিতে হয় এবং দর্শক যেন তাঁর দিকে তাকিয়ে তাঁকে অনুসরণ করতে পারে। এতে করে আল্লাহর হিকমত বা প্রজ্ঞা থেকে এটি জানা যায় যে, তিনি ইমামতের কারণসমূহ কেবল এমন ব্যক্তির ওপরই ন্যস্ত করেন যিনি যথেষ্ট ও স্বাধীন (যোগ্য), যাঁর সংবাদ দিন অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে প্রকাশ পেয়েছে।
আর 'কালেমা' বা কথাগুলোর মধ্যে যা আমরা উল্লেখ করেছি তা তো আছেই, এছাড়াও রয়েছে: ইয়াকিন (দৃঢ় বিশ্বাস): যা মহান আল্লাহর এই বাণীর অন্তর্ভুক্ত: “আর এভাবেই আমি ইব্রাহিমকে আসমান ও যমীনের রাজত্ব দেখাতাম যেন তিনি দৃঢ় বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হন।” (কুরআন 6:75)
সৃষ্টিকর্তার অনাদিত্ব ও একত্ববাদের পরিচয় এবং সাদৃশ্য থেকে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করা: যখন তিনি নক্ষত্র, চাঁদ ও সূর্য দেখলেন এবং সেগুলোর অস্ত যাওয়া থেকে সেগুলোর নশ্বরতার প্রমাণ পেলেন এবং নশ্বরতা থেকে একজন অবিনশ্বর স্রষ্টার প্রমাণ পেলেন।
নক্ষত্রের মাধ্যমে ভাগ্য গণনা বা হুকুম প্রদান যে ভুল, তা জানা: মহান আল্লাহর এই বাণীতে: “অতঃপর তিনি নক্ষত্ররাজির দিকে একবার দৃষ্টিপাত করলেন এবং বললেন: আমি অসুস্থ।” (কুরআন 37:88-89) আল্লাহ সুবহানাহু একে 'একবার দৃষ্টিপাত' দ্বারা সীমাবদ্ধ করেছেন, কারণ একবারের দৃষ্টিপাত ভুল বা পাপ সাব্যস্ত করে না যতক্ষণ না দ্বিতীয়বার দৃষ্টিপাত করা হয়। এর প্রমাণ নবী (সা) এর সেই বাণী যখন তিনি আমিরুল মুমিনীন (আ)-কে বলেছিলেন: “হে আলী, প্রথম দৃষ্টি তোমার জন্য (ক্ষমার যোগ্য), কিন্তু দ্বিতীয় দৃষ্টি তোমার বিরুদ্ধে (পাপ), তা তোমার পক্ষে নয়।”
সাহস ও বীরত্ব: যা মূর্তিপূজারীদের মোকাবিলায় প্রকাশ পেয়েছে, যার প্রমাণ মহান আল্লাহর এই বাণী: “যখন তিনি তাঁর পিতা ও সম্প্রদায়কে বললেন: এই মূর্তিগুলো কী যাদের তোমরা পূজারি হয়ে বসে আছো? তারা বলল: আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের এদের পূজা করতে দেখেছি। তিনি বললেন: তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষেরা তো স্পষ্ট গোমরাহিতে লিপ্ত আছো। তারা বলল: তুমি কি আমাদের কাছে সত্য নিয়ে এসেছ নাকি তুমি তামাশা করছ? তিনি বললেন: বরং তোমাদের পালনকর্তাই আসমান ও যমীনের পালনকর্তা, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন এবং আমি তোমাদের সামনে এ বিষয়ে অন্যতম সাক্ষী। আর আল্লাহর কসম! তোমরা পিঠ ফিরিয়ে চলে যাওয়ার পর আমি তোমাদের মূর্তিগুলোর বিরুদ্ধে অবশ্যই কৌশল অবলম্বন করব। অতঃপর তিনি বড়টি ছাড়া সবগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন যেন তারা তার (বড়টির) দিকে ফিরে আসে।” (কুরআন 21: 52-58)

আর একাকী একজন মানুষের পক্ষে আল্লাহর হাজার হাজার শত্রুর মোকাবিলা করা হলো বীরত্বের পূর্ণতা। এরপর তাঁর সহনশীলতা (হিলম), যার অর্থ নিহিত রয়েছে মহান আল্লাহর এই বাণীতে: “নিশ্চয়ই ইব্রাহিম অত্যন্ত সহনশীল, কোমল হৃদয় ও আল্লাহ-অভিমুখী।” (কুরআন 11:75) এরপর তাঁর উদারতা, যার বর্ণনা রয়েছে ইব্রাহিমের সম্মানিত মেহমানদের হাদিসে। এরপর পরিবার ও আত্মীয়-স্বজন থেকে বিচ্ছিন্নতা (হিজরত/নির্জনতা), যার অর্থ নিহিত রয়েছে তাঁর এই উক্তিতে: “আমি তোমাদের থেকে এবং তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের উপাসনা করো তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাচ্ছি; আমি কেবল আমার পালনকর্তাকেই ডাকব, আশা করি আমার পালনকর্তাকে ডেকে আমি বঞ্চিত হব না।” (কুরআন 19:48)
এরপর সতকাজে আদেশ ও অসতকাজে নিষেধ, যার বর্ণনা রয়েছে মহান আল্লাহর এই বাণীতে: “হে আমার পিতা! কেন আপনি এমন কিছুর ইবাদত করেন যা শোনে না, দেখে না এবং আপনার কোনো কাজেই আসে না? হে আমার

পিতা! আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে যা আপনার কাছে আসেনি, সুতরাং আমার অনুসরণ করুন, আমি আপনাকে সরল পথ দেখাব। হে আমার পিতা! শয়তানের দাসত্ব করবেন না; নিশ্চয়ই শয়তান পরম দয়াময় (আল্লাহর) অবাধ্য। হে আমার পিতা! আমি আশঙ্কা করছি যে, পরম দয়াময় আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো আজাব আপনাকে স্পর্শ করবে, ফলে আপনি শয়তানের বন্ধু হয়ে যাবেন।" (কুরআন 19:42-45)
এবং মন্দের বিপরীতে ভালো আচরণ করা; আর তা হলো যখন তাঁর পিতা তাঁকে বলেছিল: "হে ইব্রাহিম! তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে বিমুখ হচ্ছ? যদি তুমি ক্ষান্ত না হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করব; তুমি দীর্ঘ সময়ের জন্য আমার কাছ থেকে দূরে চলে যাও।" (কুরআন 19:46) জবাবে তিনি তাঁর পিতাকে বলেছিলেন: "আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, আমি আমার পালনকর্তার কাছে আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব; নিশ্চয়ই তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান।"(কুরআন 19:47)
এরপর তাওয়াক্কুল (আল্লাহর ওপর ভরসা), যার বর্ণনা রয়েছে তাঁর এই উক্তিতে: "যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনিই আমাকে পথপ্রদর্শন করেন। আর যিনি আমাকে আহার দান করেন ও পান করান। এবং যখন আমি রোগাক্রান্ত হই, তখন তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন। আর যিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর আমাকে পুনর্জীবিত করবেন। এবং যাঁর কাছে আমি আশা করি যে, তিনি বিচার দিবসে আমার ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দেবেন।" (কুরআন 26: 78-82)
এরপর প্রজ্ঞা (হিকমত) এবং সৎকর্মশীলদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া, যা তাঁর এই বাণীতে রয়েছে: "হে আমার পালনকর্তা! আমাকে প্রজ্ঞা দান করুন এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করুন।" (কুরআন 26: 83) এখানে 'সৎকর্মশীল' বলতে তাঁদের বোঝানো হয়েছে যাঁরা আল্লাহর হুকুম ছাড়া অন্য কোনো ফয়সালা করেন না এবং নিজেদের মতামত (রায়) বা কিয়াসের ভিত্তিতে বিচার করেন না; যতক্ষণ না তাঁর পরবর্তী দলিল বা হুজ্জাতগণ তাঁর সত্যতার সাক্ষ্য দেন। এর বর্ণনা রয়েছে তাঁর এই বাণীতে: "আর আমার জন্য পরবর্তীদের মধ্যে সত্যভাষী জিহ্বা দান করুন।" (কুরআন 26: 84) এর মাধ্যমে তিনি এই শ্রেষ্ঠ উম্মতকে উদ্দেশ্য করেছেন। আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করেছেন এবং তাঁর ও অন্যান্য নবীদের জন্য পরবর্তীদের মাঝে 'লিসানে সিদক' (সত্যের জবান) রেখেছেন, আর তিনি হলেন আলী বিন আবি তালিব (আ)। মহান আল্লাহর সেই বাণীটি হলো: "আর আমি তাদের জন্য আলীকে সত্যের জবান বানিয়েছি।" (কুরআন 19: 58)

এরপর নিজের জানের ওপর পরীক্ষা যখন তাঁকে মানজানিক (পাথর ছোঁড়ার যন্ত্র)-এ রাখা হলো এবং আগুনে নিক্ষেপ করা হলো; এরপর সন্তানের ওপর পরীক্ষা যখন তাঁকে তাঁর পুত্র ইসমাইলকে জবেহ করার আদেশ দেওয়া হলো; এরপর পরিবারের ওপর পরীক্ষা, যখন মহান আল্লাহ তাঁর সম্মানকে এই গল্পে বর্ণিত কিবতি (মিশরীয়) প্রতাপশালী থেকে রক্ষা করেছিলেন; এরপর সারাহ-এর মেজাজের ওপর ধৈর্য ধারণ; এরপর ইবাদতের ক্ষেত্রে নিজের অক্ষমতা স্বীকার করা, আল্লাহর এই বাণীতে: "আর যেদিন তারা পুনরুত্থিত হবে, সেদিন আমাকে লাঞ্ছিত করবেন না।" কুরআন 26: 87
এরপর চারিত্রিক নিষ্কলঙ্কতা, মহান আল্লাহর এই বাণীতে: "ইব্রাহিম ইহুদি ছিলেন না এবং নাসারাও ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।" (কুরআন 3: 67)
এরপর সমস্ত কালেমার শর্তসমূহকে একত্রিত করা আল্লাহর এই বাণীতে: "বলুন, নিশ্চয়ই আমার নামাজ, আমার কোরবানি, আমার জীবন ও আমার মরণ জগতসমূহের পালনকর্তা আল্লাহরই জন্য। তাঁর কোনো শরিক নেই এবং আমি এরই জন্য আদিষ্ট হয়েছি এবং আমিই প্রথম মুসলিম।" (কুরআন 6:162-163) তিনি তাঁর এই উক্তি "আমার জীবন ও আমার মরণ জগতসমূহের পালনকর্তা আল্লাহরই জন্য" (কুরআন 6:162) এর মাঝে আনুগত্যের সমস্ত শর্তসমূহকে এমনভাবে একত্রিত করেছেন যে, এর থেকে কোনো কিছুই বাদ পড়েনি এবং এর অর্থের বাইরে কোনো কিছু গোপন থাকেনি।
এরপর আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর দোয়ার সাড়া প্রদান, যখন তিনি বলেছিলেন: "হে আমার পালনকর্তা! আমাকে দেখান আপনি কীভাবে মৃতকে জীবিত করেন।" (কুরআন 2:260) এটি একটি 'মুতাশাবিহ' (রূপক) আয়াত, যার অর্থ হলো তিনি প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি (কিফিয়াত) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আর পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া আল্লাহর কাজ; কোনো আলেম বা জ্ঞানী ব্যক্তি যদি তা না জানেন, তবে তাতে তাঁর কোনো দোষ হয় না এবং তাঁর তৌহিদ বা একত্ববাদে কোনো ঘাটতি তৈরি হয় না।
অতঃপর মহান আল্লাহ বললেন: "তুমি কি বিশ্বাস করো না? তিনি বললেন: অবশ্যই করি ।"(কুরআন 2:260) এটি মুমিনদের জন্য একটি সাধারণ শর্ত, যখনই তাদের কাউকে জিজ্ঞাসা করা হবে: "তুমি কি বিশ্বাস করো না?" তখনই তার ওপর ওয়াজিব বা আবশ্যক হলো 'বালা' (অবশ্যই করি) বলা, যেমনটি ইব্রাহিম বলেছিলেন। ঠিক যেমন আল্লাহ যখন বনী আদমের সমস্ত রুহকে বলেছিলেন: "আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই? তারা বলেছিল: অবশ্যই (বালা)।"(কুরআন 7:172) বর্ণিত আছে যে, সর্বপ্রথম যিনি 'বালা' বলেছিলেন তিনি হলেন মুহাম্মদ (সা.)। এই 'বালা' বলার ক্ষেত্রে অগ্রগামী হওয়ার কারণেই তিনি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের সর্দার এবং নবী ও রাসূলদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হয়েছেন।

সুতরাং যে ব্যক্তি এই প্রশ্নের উত্তরে ইব্রাহিমের মতো উত্তর দেবে না, সে তাঁর আদর্শ (মিল্লাত) থেকে বিমুখ হলো। মহান আল্লাহ বলেছেন: "আর ইব্রাহিমের আদর্শ থেকে কে বিমুখ হয় সে ব্যক্তি ছাড়া যে নিজেকে নির্বোধ বানিয়েছে?" (কুরআন 2:130) এরপর দুনিয়াতে মহান আল্লাহ কর্তৃক তাঁকে মনোনীত করা এবং আখিরাতে তিনি যে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবেন, সে বিষয়ে আল্লাহর সাক্ষ্য প্রদান, যা মহান আল্লাহর এই বাণীতে রয়েছে: "আর আমি অবশ্যই তাকে দুনিয়াতে মনোনীত করেছি এবং আখিরাতেও সে অবশ্যই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত।" (কুরআন 2:130) আর সৎকর্মশীল (সালিহীন) হলেন নবী এবং ইমামগণ (তাঁদের সকলের ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক), যাঁরা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর আদেশ ও নিষেধ গ্রহণ করেন, তাঁর নিকট থেকেই সংশোধন (সালাহ) কামনা করেন এবং দীনের বিষয়ে নিজস্ব মতামত (রায়) ও কিয়াস বর্জন করেন; যা আল্লাহর এই বাণীতে রয়েছে: "যখন তাঁর পালনকর্তা তাঁকে বললেন: অনুগত হও (ইসলাম গ্রহণ করো), তিনি বললেন: আমি জগতসমূহের পালনকর্তার অনুগত হলাম।" (কুরআন 2:131) এরপর তাঁর পরবর্তী নবীগণের (আ) তাঁকে অনুসরণ করা, যা মহান আল্লাহর এই বাণীতে রয়েছে: "আর ইব্রাহিম ও ইয়াকুব তাঁদের সন্তানদের এই নির্দেশই দিয়েছিলেন যে, হে আমার সন্তানেরা! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য এই দীনকে মনোনীত করেছেন, সুতরাং তোমরা মুসলিম (আত্মসমর্পকারী) না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।" (কুরআন 2:132) এবং তাঁর নবী (সা)-এর প্রতি মহান আল্লাহর এই বাণীতে: "অতঃপর আমি আপনার প্রতি ওহী পাঠিয়েছি যে, আপনি একনিষ্ঠ ইব্রাহিমের আদর্শ অনুসরণ করুন এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।" (কুরআন 16:123) এবং মহান আল্লাহর এই বাণীতে: "তোমাদের পিতা ইব্রাহিমের আদর্শ; তিনিই ইতিপূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন মুসলিম।" (কুরআন 22:78) আর ইমামের 'কালেমা' বা গুণাবলির শর্তসমূহ নেওয়া হয়েছে সেই সব বিষয় থেকে যা উম্মতের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে তাঁর পক্ষ থেকে প্রয়োজন হয়।

এবং ইব্রাহিম (আ) এর উক্তি: "এবং আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও।" (কুরআন 2:124) এখানে 'মিন' (من) বর্ণটি আংশিকত্ব (তবইয) বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে, যাতে এটি জানা যায় যে, বংশধরদের মধ্যে কেউ ইমামতের যোগ্য হবে, আবার কেউ ইমামতের যোগ্য হবে না; আর এটি সাধারণ মুসলিমদের মধ্য থেকে। কারণ, এটি অসম্ভব যে ইব্রাহিম (আ) কোনো কাফিরের জন্য অথবা এমন কোনো মুসলিমের জন্য ইমামতের দোয়া করবেন যে মাসুম নয়। সুতরাং এটি স্পষ্ট যে, এই আংশিকত্বের বিষয়টি মুমিনদের মধ্যে যারা 'খাস' বা বিশিষ্ট, তাদের ওপর বর্তায়। আর বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বিশিষ্ট হয়েছেন কুফর থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে; এরপর যারা কবিরা গুনাহ বর্জন করেছেন তারা বিশিষ্টদের মধ্যে আরও বিশিষ্ট হয়েছেন; আর যিনি 'মাসুম' বা নিষ্পাপ, তিনিই হলেন সেই বিশেষের চেয়েও অতি বিশেষ। যদি এই বিশেষত্বের ঊর্ধ্বে আরও কোনো স্তর থাকত, তবে তাকেই ইমামের বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য করা হতো। মহান আল্লাহ ঈসা (আ)-কে ইব্রাহিমের বংশধর হিসেবে নামকরণ করেছেন, অথচ তিনি ছিলেন তাঁর কন্যার পুত্র। যেহেতু এটি প্রমাণিত যে কন্যার সন্তানও বংশধর (যুররিয়াত) এবং ইব্রাহিম তাঁর বংশধরদের জন্য ইমামতের দোয়া করেছেন, সেহেতু মুহাম্মদ (সা)-এর ওপরও এটি আবশ্যক ছিল যে, তিনি তাঁর নিজের বংশধরের মধ্য থেকে মাসুমদের মাঝে ইমামত ন্যস্ত করার ক্ষেত্রে ইব্রাহিমের হুবহু অনুসরণ করবেন। এটি তখনই হয়েছে যখন মহান আল্লাহ তাঁর প্রতি ওহী পাঠিয়েছেন এবং তাঁর ওপর এই হুকুম অবধারিত করেছেন যে: "অতঃপর আমি আপনার প্রতি ওহী পাঠিয়েছি যে, আপনি একনিষ্ঠ ইব্রাহিমের আদর্শ অনুসরণ করুন এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।" (কুরআন 16:123) যদি তিনি এর অন্যথা করতেন, তবে তিনি মহান আল্লাহর এই বাণীর অন্তর্ভুক্ত হতেন “আর ইব্রাহিমের আদর্শ থেকে কে বিমুখ হয় সে ব্যক্তি ছাড়া যে নিজেকে নির্বোধ বানিয়েছে?" (কুরআন 2:130) আল্লাহর নবী এমন কাজ থেকে অনেক ঊর্ধ্বে।

এবং মহান আল্লাহ বলেছেন: "মানুষের মধ্যে তারা ইব্রাহিমের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ যারা তাঁর অনুসরণ করেছে, আর এই নবী এবং যারা ঈমান এনেছে।" (কুরআন 3:68) আর আমিরুল মুমিনীন (আ) হলেন নবীর (সা) বংশধরদের পিতা; এবং তাঁর মাঝে ইমামত ন্যস্ত করা মানেই হলো তাঁর মাসুম বংশধরদের মাঝে তা ন্যস্ত করা।

আর মহান আল্লাহর বাণী: "আমার প্রতিশ্রুতি (ইমামত) জালেমদের নিকট পৌঁছাবে না"(কুরআন 2:124) এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, ইমামত এমন কোনো ব্যক্তির জন্য সঠিক নয় যে কখনো কোনো মূর্তির পূজা করেছে বা প্রতিমার উপাসনা করেছে অথবা চোখের পলকের জন্যও আল্লাহর সাথে শরিক (শিরক) করেছে, যদিও সে পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করে থাকে। আর 'জুলুম' হলো কোনো বস্তুকে তার অযোগ্য স্থানে রাখা।

সবচেয়ে বড় জুলুম হলো শিরক; মহান আল্লাহ বলেছেন: "নিশ্চয়ই শিরক হলো চরম জুলুম।"(কুরআন 31:13) অনুরূপভাবে ইমামত এমন ব্যক্তির জন্যও সঠিক নয় যে কখনো কোনো হারামে লিপ্ত হয়েছে, তা ছোট হোক বা বড়, যদিও সে পরবর্তীতে তা থেকে তাওবা করে থাকে। তদ্রূপ, যাঁর ওপর কোনো দণ্ডবিধি (হদ) পাওনা রয়েছে, তিনি অন্য কারোর ওপর দণ্ডবিধি কার্যকর করতে পারেন না। অতএব, ইমাম 'মাসুম' হওয়া ছাড়া অন্য কিছু হতে পারেন না। আর তাঁর এই ইসমত বা নিষ্পাপত্ব আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর নবীর (সা) জবানে স্পষ্ট ঘোষণা (নস) ছাড়া জানা সম্ভব নয়। কারণ ইসমত কোনো বাহ্যিক আকৃতি বা রঙ নয় যে কালো বা সাদার মতো দেখা যাবে; বরং এটি একটি গোপন বিষয় যা গায়েব বা অদৃশ্য সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত মহান আল্লাহর পরিচয় করিয়ে দেওয়া ছাড়া চেনা যায় না।”

كتب أمير المؤمنين عليه السلام إلى عماله بخمس خصال
(আমিরুল মুমিনীন (আ) কর্তৃক গভর্নরদের প্রতি পাঁচটি নির্দেশনা)
——————————————————————————

5: Hadith 85

حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال : حدثنا عبد بن يحيى العطار قال : حدثني سهل بن زياد الآدمي ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن إبراهيم النوفلي رفعه إلى جعفر بن محمد أنه ذكر عن آبائه أن أمير المؤمنين عليه السلام كتب إلى عماله : ادقوا أقلامكم ، وقاربوا بين سطوركم ، واحذفوا عني فضولكم ، واقصدوا قصد المعاني ، وإياكم والإكثار ، فإن أموال المسلمين لا تحتمل الإضرار .

মারফু সূত্রে জাফর ইবন মুহাম্মাদ (আ) তাঁর পূর্বপুরুষদের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আমিরুল মুমিনীন (আ.) তাঁর গভর্নরদের নিকট নিম্নোক্ত নির্দেশনাবলী লিখে পাঠাতেন: “তোমাদের কলমের নিবগুলো চিকন করো (যাতে কালি সাশ্রয় হয়) তোমাদের লেখার লাইনগুলো ঘন করো (যাতে কাগজ সাশ্রয় হয়)। আমার কাছে প্রেরিত চিঠিপত্র থেকে অপ্রয়োজনীয় কথা বাদ দাও। সরাসরি মূল বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখো এবং অতিরিক্ত কথা বলা বা লেখা থেকে বিরত থাকো।
কেননা, মুসলিমদের জাতীয় সম্পদ (বাইতুল মাল) কোনো অপচয় বা ক্ষতি সহ্য করতে পারে না।”

خمس من الفطرة
(ফিতরাতের পাঁচটি বিষয়)
——————————————————————————

5: Hadith 86

حدثنا أبو أحمد محمد بن جعفر البندار قال : حدثنا جعفر بن محمد بن نوح قال : حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حماد من أهل قومس قال : حدثنا أبو عبد الحسن علي بن الحلواني قال : حدثنا بشر بن عمر قال : حدثنا مالك بن أنس ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : خمس من الفطرة : تقليم الأظفار ، وقص الشارب ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ، والاختتان .

আবু হুরায়রা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “পাঁচটি বিষয় ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত: নখ কাটা। গোঁফ ছাঁটা (খাটো করা)। বগলের লোম উপড়ে ফেলা (পরিষ্কার করা)। নাভির নিচের লোম পরিষ্কার করা এবং খতনা করা।”

خمس مناقب لأمير المؤمنين عليه السلام
(আমিরুল মু’মিনীন আলী (আ)-এর পাঁচটি ফজিলত)
——————————————————————————

5: Hadith 87

حدثنا أبو عبد الله الحسين بن أحمد الأسترآبادي العدل قال: أخبرنا جدي قال: حدثنا محمد بن أحمد الجرجاني قال: حدثنا إسماعيل بن أبان قال: حدثنا زافر بن سليمان، عن إسرائيل، عن عبيد الله بن شريك العامري، عن الحارث بن ثعلبة قال: قلت لسعد: أشهدت شيئاً من مناقب علي؟ قال: نعم، شهدت له أربع مناقب، والخامسة قد شهدتها، لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم: بعث رسول الله ﷺ أبا بكر ببراءة، ثم أرسل علياً فأخذها منه، فرجع أبو بكر فقال: يا رسول الله، أنزل في شيء؟ قال: لا، إلا أنه لا يبلغ عني إلا رجل مني. وسدّ رسول الله ﷺ أبواباً كانت في المسجد، وترك باب علي، فقالوا: سددت الأبواب وتركت بابه؟ فقال: ما أنا سددتها ولا أنا تركته. وبعث رسول الله ﷺ عمر بن الخطاب ورجلاً آخر إلى خيبر فرجعا منهزمين، فقال النبي ﷺ: لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فدعا علياً فأعطاه الراية فلم يرجع حتى فتح الله له. والرابعة يوم غدير خم، أخذ رسول الله ﷺ بيد علي فرفعها حتى رأى بياض آباطهما، فقال: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: فمن كنت مولاه فعلي مولاه. والخامسة خلفه رسول الله ﷺ في أهله، ثم لحق به، فقال له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي.

হারিস বিন সা’লাবা বলেন: আমি সাদ (বিন আবি ওয়াক্কাস) কে বললাম: আপনি কি আলীর কোনো ফযিলত বা গুণের প্রত্যক্ষদর্শী হয়েছেন? তিনি বললেন: হ্যাঁ, আমি তাঁর চারটি গুণের প্রত্যক্ষদর্শী হয়েছি এবং পঞ্চমটিরও সাক্ষী হয়েছি। এগুলোর মধ্যে কেবল একটির অধিকারী হওয়াও আমার কাছে লাল উটের (তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সম্পদ) মালিক হওয়ার চেয়ে বেশি প্রিয়:
রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকরকে 'সূরা বারাআত' (সুরা তওবা) দিয়ে পাঠালেন, এরপর তিনি আলীকে পাঠালেন এবং তাঁর কাছ থেকে সেটি গ্রহণ করতে বললেন। আবু বকর ফিরে এসে বললেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার ব্যাপারে কি কিছু নাযিল হয়েছে? তিনি বললেন: না, তবে আমার পক্ষ থেকে আমি নিজে অথবা এমন একজন ব্যক্তি ছাড়া কেউ পৌঁছাবে না যে আমার অন্তর্ভুক্ত।
রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদের দিকের (অন্যান্যদের) সকল দরজা বন্ধ করে দিলেন এবং আলীর দরজাটি খোলা রাখলেন। লোকেরা বলল: আপনি সকল দরজা বন্ধ করে দিলেন আর তাঁর দরজাটি রেখে দিলেন? তিনি বললেন: আমি নিজে তা বন্ধ করিনি এবং আমি নিজে তা রেখে দেইনি (বরং আল্লাহর নির্দেশে হয়েছে)।রাসূলুল্লাহ ﷺ ওমর বিন খাত্তাব এবং অন্য একজনকে খায়বারে পাঠালেন, তারা পরাজিত হয়ে ফিরে এলেন। তখন নবী ﷺ বললেন: আগামীকাল আমি এমন এক ব্যক্তির হাতে পতাকা দেব যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও তাকে ভালোবাসেন। অতঃপর তিনি আলীকে ডাকলেন এবং তাঁকে পতাকা দিলেন; এরপর আল্লাহ তাঁকে বিজয় দান না করা পর্যন্ত তিনি ফিরে আসেননি।
চতুর্থটি হলো গাদীরে খুমের দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আলীর হাত ধরলেন এবং তা এত উঁচুতে তুললেন যে তাঁদের বগলের শুভ্রতা দেখা যাচ্ছিল। এরপর তিনি বললেন: আমি কি তোমাদের জানের চেয়েও তোমাদের অধিক নিকটবর্তী (উত্তম) নই? তারা বলল: অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন: আমি যার মাওলা (অভিভাবক/বন্ধু), আলীও তার মাওলা।
আর পঞ্চমটি হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে তাঁর পরিবারে স্থলাভিষিক্ত করে (যুদ্ধে) গেলেন। এরপর তিনি (আলী) তাঁর সাথে গিয়ে মিলিত হলেন। তখন নবী ﷺ তাঁকে বললেন: তুমি আমার কাছে ঠিক তেমনি যেমন মুসার কাছে হারুন ছিলেন; তবে আমার পরে আর কোনো নবী নেই।”

خمسة أشياء يجب الأخذ فيها على القاضي بظاهر الحكم
(পাঁচটি ক্ষেত্রে বিচারকের জন্য বাহ্যিক প্রমাণের ভিত্তিতে রায় দেওয়া আবশ্যক)
————————————————————————————

5: Hadith 88

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي جعفر المقرئ بإسناده رفعه إلى أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه قال : قال أمير المؤمنين : خمسة أشياء يجب على القاضي

الأخذ فيها بظاهر الحكم : الولاية ، والمناكح ، والمواريث ، والذبايح ، والشهادات ، إذا كان ظاهر الشهود مأموناً جازت شهادتهم ولا يسأل عن باطنهم.

আমিরুল মুমিনীন (আ) বলেছেন: “পাঁচটি বিষয় এমন যেখানে বিচারকের জন্য বাহ্যিক প্রমাণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া আবশ্যক: ওয়ালায়েত বা শাসনকর্তৃত্ব (অর্থাৎ কেউ যদি বৈধভাবে দায়িত্বে থাকে)। বিবাহ বা দাম্পত্য বিষয়। উত্তরাধিকার বা মিরাস। জবেহকৃত পশু। এবং সাক্ষ্য প্রদান।
যদি সাক্ষীদের বাহ্যিক অবস্থা বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য হয়, তবে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা বৈধ; তাদের অন্তরের গোপন বিষয় সম্পর্কে অনুসন্ধান করার প্রয়োজন নেই।”

السباق الخمسة
(পাঁচজন অগ্রগামী)
————————————————————

5: Hadith 89

أخبرني محمد بن علي بن إسماعيل قال : حدثنا البجيري قال : حدثنا محمد بن حرب الواسطي قال : حدثني يزيد بن هارون ، عن أبي شيبة قال : حدثنا رجل من همدان ، عن أبيه قال : قال علي بن أبي طالب : السباق خمسة : فأنا سابق العرب ، و سلمان سابق فارس ، و صهيب سابق الروم ، و بلال سابق الحبش ، و خباب سابق النبط.

আলী বিন আবি তালিব (আ) বলেছেন: “অগ্রগামী বা প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী (সাবিকুন) হলেন পাঁচজন: আমি (আলী) হলাম আরবদের মধ্যে অগ্রগামী সালমান (ফারসি) হলেন পারস্যবাসীদের মধ্যে অগ্রগামী। সুহাইব (রুমি) হলেন রোমানদের মধ্যে অগ্রগামী। বিলাল (হাবশি) হলেন আবিসিনীয় বা হাবশাবাসীদের মধ্যে অগ্রগামী। এবং খাব্বাব হলেন নবতীদের (প্রাচীন মেসোপটেমীয় জাতি) মধ্যে অগ্রগামী।”

سنن عبد المطلب في الجاهلية خمس سنن أجراها الله عز وجل في الاسلام
(জাহেলিয়াত যুগে আব্দুল মুত্তালিবের প্রবর্তিত পাঁচটি রীতি যা ইসলামে বহাল রাখা হয়েছে)
————————————————————

5: Hadith 90

حدثنا محمد بن علي بن الشاه قال : حدثنا أبو حامد قال : حدثنا أبو يزيد قال : حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي ، عن أبيه قال : حدثنا أنس بن محمد أبو مالك ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب عليه السلام عن النبي الله أنه قال في وصيته له : يا علي إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الاسلام ، حرم نساء الآباء على الأبناء فأنزل الله عز وجل ، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ، ووجد كنزاً فأخرج منه الخمس و تصدق به ، فأنزل الله عز وجل : « و اعلموا أن ما غنمتم من شيء فأنَّ الله خمسه » ولما حفر زمزم سماها سقاية الحاج ، فأنزل الله « أجعلتم سقاية الحاج و عمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر » وسن في القتل مائة من الابل فأجرى الله عز وجل ذلك في الاسلام ، و لم يكن للطواف عدد عند قريش فسن فيهم عبد المطلب سبعة أشواط ، فأجرى الله ذلك في الإسلام . يا علي إن عبد المطلب كان لا يستقسم بالأزلام ، و لا يعبد الأصنام ، و لا يأكل ما ذبح على النصب ، ويقول : أنا على دين أبي إبراهيم.

আলী ইবন আবী তালিব (আ) থেকে বর্ণিত: নবী ﷺ আলীকে প্রদত্ত তাঁর এক ওসিয়তনামায় বলেন: “হে আলী! আব্দুল মুত্তালিব জাহেলিয়াত যুগে পাঁচটি রীতি প্রবর্তন করেছিলেন, যা মহান আল্লাহ ইসলামেও চালু রেখেছেন:

পিতার স্ত্রীকে পুত্রের জন্য হারাম করা: তিনি পিতার মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীকে বিয়ে করা পুত্রের জন্য নিষিদ্ধ করেছিলেন। পরবর্তীতে আল্লাহ নাযিল করলেন 'তোমাদের পিতারা যেসব নারীকে বিয়ে করেছে তোমরা তাদের বিয়ে করো না' (কুরআন 4:22)
খুমস বা এক-পঞ্চমাংশ দান: তিনি একবার একটি গুপ্তধন পেয়েছিলেন এবং সেখান থেকে এক-পঞ্চমাংশ (খুমস) বের করে তা সদকা করেছিলেন। পরবর্তীতে আল্লাহ নাযিল করলেন 'জেনে রেখো, তোমরা যা কিছু গনিমত হিসেবে পাও তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর জন্য...' (কুরআন 8:41)
জমজম কূপ খনন ও হাজীদের পানি পান করানো: তিনি যখন জমজম কূপ পুনঃখনন করেন, তখন এর নাম দেন 'সাকায়াতুল হাজ্জ' (হাজীদের পানি পান করানো)। পরবর্তীতে আল্লাহ নাযিল করলেন 'তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানো ও মসজিদে হারাম আবাদ করাকে সেই ব্যক্তির সমান মনে করো যে আল্লাহ ও পরকালের ওপর ঈমান এনেছে?' (কুরআন 9:19)
হত্যার দিআত (রক্তপণ): তিনি কোনো ব্যক্তি হত্যার রক্তপণ হিসেবে ১০০টি উট নির্ধারণ করেছিলেন। আল্লাহ ইসলামেও এই বিধানটি বহাল রেখেছেন।
তওয়াফের সংখ্যা নির্ধারণ: কুরাইশদের কাছে কাবার তওয়াফের কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা ছিল না। আব্দুল মুত্তালিব তাদের মধ্যে সাতবার তওয়াফের রীতি চালু করেন। আল্লাহ ইসলামেও তা জারি রেখেছেন।
হে আলী! আব্দুল মুত্তালিব কখনোই ভাগ্যনির্ধারক তীরের মাধ্যমে ভাগ্য পরীক্ষা করতেন না, মূর্তিপূজা করতেন না এবং মূর্তির বেদীতে বলি দেওয়া পশুর গোশত খেতেন না। তিনি বলতেন: 'আমি আমার পিতা ইব্রাহিমের দ্বীনের ওপর অটল আছি।'"

لاوليمة الافي خمس
(ওয়ালিমা (ভোজ) শুধু পাঁচ অবস্থায়)
————————————————————————————

5: Hadith 91

حدثنا محمد بن علي ما جيلويه رضي الله عنه قال : حدثني عمي محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن سجادة العابد واسمه الحسن بن علي ابن أبي عثمان ، عن موسى بن بكر قال : قال أبو الحسن الأول : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : لا وليمة إلا في خمس : في عرس أوخرس أو عذار ، أو وكار أو ركاز، فأما العرس فالتزويج ، والخرس النفاس بالولد ، والعذار الختان ، والوكار الرجل يشتري الدار ، والركاز الذي يقدم من مكة .

আবুল হাসান আল আওয়াল (আ) থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন "ওলিমা (ভোজ/দাওয়াত) শুধু পাঁচটি অবস্থায় বৈধ : বিয়ে উপলক্ষে, সন্তান জন্ম উপলক্ষে, খৎনা, নতুন বাড়ি কেনা এবং মক্কা থেকে আগমন।"
বিয়েকে বলা হয় 'উরস', সন্তান জন্মের সময়ের ভোজকে বলা হয় 'খুরস', খৎনার সময়ের ভোজকে বলা হয় 'আযার', বাড়ি কেনার সময়ের ভোজকে বলা হয় 'ওকার', আর মক্কা থেকে আগমনের সময়ের ভোজকে বলা হয় 'রীকাজ'।"

5: Hadith 92

حدثنا محمد بن علي بن الشاه قال : حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسين قال : حدثنا أبو يزيد أحمد بن خالد الخالدي قال : حدثنا محمد بن أحمد بن صالحالتميمي، عن أبيه قال : حدثنا أنس بن محمد أبو مالك ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب له عن النبي ﷺ أنه قال في وصيته له : يا علي لاوليمة إلا في خمس : في عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز . والعرس التزويج ، والخرس النفاس بالولد ، والعذار الختان ، والوكار في شراء الدار ، والركاز الذي يقدم من مكة .

قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه : يقال للطعام الذي يدعا إليه الناس عند بناء الدار أو شرائها : الوكيرة ، والوكار منه ، ويقال للطعام الذي يتخذ للقادم من السفر : النقيعة ، والركاز الغنيمة كأنه يريد أن في اتخاذ الطعام للقدوم من مكة غنيمة لصاحبه من الثواب الجزيل . ومنه قول النبي : « الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة».

আলী ইবন আবী তালিব (আ) থেকে বর্ণিত: নবী ﷺ তাঁর ওসিয়তে বলেন “হে আলী! ওয়ালিমা (ভোজ) শুধু পাঁচ অবস্থায় বৈধ: বিয়ে উপলক্ষে, সন্তান জন্ম উপলক্ষে, খৎনা, নতুন বাড়ি কেনা এবং মক্কা থেকে আগমন।”
বিয়েকে বলা হয় ‘উরস’, সন্তান জন্মের সময়ের ভোজকে বলা হয় ‘খুরস’, খৎনার সময়ের ভোজকে বলা হয় ‘আযার’, বাড়ি কেনার সময়ের ভোজকে বলা হয় ‘ওকার’, আর মক্কা থেকে আগমনের সময়ের ভোজকে বলা হয় ‘রীকাজ’।”

[এই কিতাবের লেখক বলেন: যে খাদ্যের জন্য মানুষকে ঘর নির্মাণ বা ঘর কেনার সময় দাওয়াত দেওয়া হয়, তাকে বলা হয় “ওকিরা (الوكيرة)”, এবং এর সাথে সম্পর্কিত শব্দ হলো “ওকার (الوكار)”। আর যে খাদ্য সফর থেকে আগত ব্যক্তির জন্য প্রস্তুত করা হয়, তাকে বলা হয় “নাকী‘আ (النقيعة)”। আর “রীকাজ (الركاز)” শব্দের অর্থ হলো গনীমত বা অর্জিত সম্পদ; যেন এর মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হচ্ছে যে, মক্কা থেকে আগত ব্যক্তির জন্য খাদ্য প্রস্তুত করা তার জন্য বিশাল সাওয়াবের এক ধরনের গনীমত। এরই একটি উদাহরণ হলো নবী (সা) এর বাণী: “শীতকালে রোযা রাখা হলো এক শীতল গনীমত (অর্থাৎ সহজ ও লাভজনক সাওয়াব)”]

سأل رسول الله (ص) ربه عز و جل في على (ع) خمس خصال
(আলী (আ.)-এর জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাঁচটি বৈশিষ্ট্য প্রার্থনা)
————————————————————————————

5: Hadith 93

حدثنا أبو منصور أحمد بن إبراهيم بن بكر قال : حدثنا زيد بن محمد البغدادي قال : حدثنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد الطائي قال : حدثني أبي قال : حدثني علي بن موسى الرضا ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : يا علي سألت ربي فيك خمس خصال فأعطاني ، أما أو لها فسألت ربي أن أكون أول من تنشق عنه الأرض و أنفض التراب عن رأسي و أنت معي ، فأعطاني . و أما الثانية فسألت ربي أن يقفني عند كفة الميزان وأنت معي ، فأعطاني . و أما الثالثة فسألت ربي أن يجعلك في القيامة صاحب لوائي ، فأعطاني . وأما الرابعة فسألت ربي أن يسقى أمتي من حوضي بيدك ، فأعطاني . و أما الخامسة فسألت ربي أن يجعلك قائد أمتي إلى الجنة ، فأعطاني . فالحمد لله الذي من علي بذلك .

আলী (আ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “হে আলী! আমি আমার রবের কাছে তোমার ব্যাপারে পাঁচটি বিষয় প্রার্থনা করেছিলাম এবং তিনি আমাকে তা দান করেছেন:
প্রথমত: আমি প্রার্থনা করেছিলাম যেন (কিয়ামতের দিন) আমিই প্রথম ব্যক্তি হই যার কবর উন্মুক্ত হবে এবং আমি যখন মাথা থেকে মাটি ঝাড়তে ঝাড়তে উঠব, তখন তুমি যেন আমার সাথে থাকো। আল্লাহ আমাকে তা দান করেছেন।
দ্বিতীয়ত: আমি প্রার্থনা করেছিলাম যেন আল্লাহ আমাকে (আমলনামার) মিজানের কাছে দাঁড় করান এবং তুমি যেন তখন আমার সাথে থাকো। আল্লাহ আমাকে তাও দান করেছেন।
তৃতীয়ত: আমি প্রার্থনা করেছিলাম যেন কিয়ামতের দিন আল্লাহ তোমাকে আমার পতাকাবাহী (সাহিবু লিওয়াই) বানান। আল্লাহ আমাকে তা দান করেছেন।
চতুর্থত: আমি প্রার্থনা করেছিলাম যেন আল্লাহ আমার উম্মতকে তোমার হাতের মাধ্যমে আমার ‘হাউয’ (হাউযে কাওসার) থেকে পানি পান করান। আল্লাহ আমাকে তা দান করেছেন।

পঞ্চমত: আমি প্রার্থনা করেছিলাম যেন আল্লাহ তোমাকে জান্নাতের দিকে আমার উম্মতের পথপ্রদর্শক ও নেতা বানান। আল্লাহ আমাকে তাও দান করেছেন।
অতএব, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে এগুলোর মাধ্যমে ধন্য করেছেন।”

5: Hadith 94

حدثنا الحسين بن إبراهيم بن ناتانة ، والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب ؛ وأحمد بن زياد بن جعفر الهمداني : وعلي بن عبد الله الوراق رضي الله عنهم قالوا : حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن ياسر الخادم قال : حدثنا علي بن موسى الرضا ، عن أبيه موسى بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن محمد ، عن أبيه محمد ابن علي ، عن أبيه علي بن الحسين ، عن أبيه الحسين بن علي ، عن أبيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله الله : يا علي إني سألت ربي عز وجل فيك خمس خصال فأعطاني ، أما أولها فاني سألته أن تنشق الأرض عني فأنفض التراب عن رأسي و أنت معي ، فأعطاني . و أما الثانية فاني سألته أن يقفني عند كفة الميزان وأنت معي ، فأعطاني . و أما الثالثة فسألت ربي عز و جل أن يجعلك حامل لوائي و هو لواء الله الأكبر ، عليه مكتوب (المفلحون الفائزون بالجنة) ، فأعطاني . و أما الرابعة فاني سألته أن يسقى أمتي من حوضي بيدك ، فأعطاني . وأما الخامسة فإني سألته أن يجعلك قائد أمني إلى الجنة ، فأعطاني . والحمد لله الذي من علي به.

আলী ইবন আবী তালিব (আ) থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন “হে আলী! আমি আমার রবের কাছে তোমার ব্যাপারে পাঁচটি বিষয় প্রার্থনা করেছিলাম এবং তিনি আমাকে তা দান করেছেন:
প্রথমত: আমি প্রার্থনা করেছিলাম যেন (কিয়ামতের দিন) যখন আমার কবর উন্মুক্ত হবে এবং আমি আমার মাথা থেকে মাটি ঝাড়তে থাকব, তখন তুমি যেন আমার সাথে থাকো। আল্লাহ আমাকে তা দান করেছেন।
দ্বিতীয়ত: আমি প্রার্থনা করেছিলাম যেন আল্লাহ আমাকে (আমলনামার) মিজানের পাল্লার কাছে দাঁড় করান এবং তুমি যেন তখন আমার সাথে থাকো। আল্লাহ আমাকে তাও দান করেছেন।
৩. তৃতীয়ত: আমি প্রার্থনা করেছিলাম যেন কিয়ামতের দিন আল্লাহ তোমাকে আমার পতাকাবাহী (হামিলু লিওয়াই) বানান; আর তা হলো ‘আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ পতাকা’ (লওয়াউল্লাহিল আকবার)। সেই পতাকার ওপর লেখা থাকবে: ‘সফলকামীরাই জান্নাত লাভকারী’ (المفلحون هم الفائزون بالجنة)। আল্লাহ আমাকে তা দান করেছেন।
চতুর্থত: আমি প্রার্থনা করেছিলাম যেন আল্লাহ আমার উম্মতকে তোমার হাতের মাধ্যমে আমার ‘হাউয’(হাউযে কাওসার) থেকে পানি পান করান। আল্লাহ আমাকে তা দান করেছেন।
পঞ্চমত: আমি প্রার্থনা করেছিলাম যেন আল্লাহ তোমাকে জান্নাতের দিকে আমার উম্মতের পথপ্রদর্শক ও নেতা বানান। আল্লাহ আমাকে তাও দান করেছেন।
অতএব, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে এগুলোর মাধ্যমে ধন্য করেছেন।”

خمسة لورحل الناس فيهن ما قدروا على مثلهن
(পাঁচটি কথা, মানুষ যতই দূরে সফর করুক না কেন, এর মতো কিছু পাবে না)
————————————————————————————

5: Hadith 95

حدثنا أبو منصور أحمد بن إبراهيم قال : حدثنا زيد بن محمد البغدادي قال : حدثنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد الطائي قال : حدثنا أبي قال : حدثنا على ابن موسى الرضا ، عن أبيه موسى بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن محمد ، عن آبائه قال : قال على الله : خمس لو رحلتم فيهن ما قدرتم على مثلهن : لا يخاف عبد إلا ذنبه ، و لا يرجو إلا ربه عز وجل ، ولا يستحيي الجاهل إذا سئل

عما لا يعلم أن يتعلم، ولا يستحيي أحدكم ، إذا سئل عما لا يعلم أن يقول : لا أعلم ، و الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ولا إيمان لمن لا صبر له .

আলী (আ) বলেছেন: “এমন পাঁচটি বিষয় রয়েছে, যদি তোমরা এগুলোর সন্ধানে দূর-দূরান্তে সফর করো, তবুও তোমরা এগুলোর সমতুল্য আর কিছুই পাবে না:
কোনো বান্দা যেন তার পাপ ব্যতীত অন্য কিছুকে ভয় না পায়।
কোনো বান্দা যেন তার রব ব্যতীত অন্য কারো কাছে আশা না রাখে।
কোনো অজ্ঞ ব্যক্তির জন্য এটা অনুচিত যে, সে কোনো বিষয়ে না জানলে তা শিখতে লজ্জা পাবে।
তোমাদের মধ্যে কাউকে যদি এমন কিছু জিজ্ঞেস করা হয় যা সে জানে না, তবে 'আমি জানি না' বলতে যেন সে লজ্জা না পায়।
এবং ধৈর্য বা সবর; ঈমানের ক্ষেত্রে সবরের স্থান ঠিক তেমনই, শরীরের সাথে মাথার সম্পর্ক যেমন। যার সবর নেই, তার ঈমানও নেই।”

5: Hadith 96

حدثنا الحسن بن محمد السكوني بالكوفة قال : حدثنا محمد بن عبدالله الحضرمي قال : حدثنا سعيد بن عمر و الأشعثي قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن السري ، عن الشعبي قال : قال علي : خذوا عني كلمات لو ركبتم المطى فأنضيتموها لم تصيبوا مثلهن : ألا لا يرجو أحد إلا ربه ، ولا يخافن إلا ذنبه ، ولا يستحيى [العالم] إذا لم يعلم أن يتعلم ، و لا يستحيي إذا سئل عما لا يعلم أن يقول : الله أعلم ، و اعلموا أن الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد ولا خير في جسد لا رأس له .
আলী (আ) বলেছেন: “এমন পাঁচটি বিষয় রয়েছে, যদি তোমরা এগুলোর সন্ধানে দূর-দূরান্তে সফর করো, তবুও তোমরা এগুলোর সমতুল্য আর কিছুই পাবে না (অর্থাৎ এগুলোই শ্রেষ্ঠ সম্পদ):
পাপের ভয়: কোনো বান্দারই উচিত নয় কেবল তার নিজের পাপ ছাড়া অন্য কিছুকে ভয় পাওয়া।
রবের প্রতি আশা: কোনো বান্দারই উচিত নয় কেবল তার রব (আল্লাহ) ছাড়া অন্য কারো কাছে কোনো আশা রাখা।
জানার আগ্রহ: কোনো অজ্ঞ ব্যক্তির জন্য এটা উচিত নয় যে, সে কোনো বিষয়ে না জানলে তা শিখতে লজ্জা পাবে।
অজ্ঞতা স্বীকারের সাহস: তোমাদের মধ্যে কাউকে যদি এমন কিছু জিজ্ঞেস করা হয় যা সে জানে না, তবে ‘আমি জানি না’ বলতে যেন সে লজ্জা না পায়।
সবর বা ধৈর্য: ঈমানের ক্ষেত্রে সবরের স্থান ঠিক তেমনই, শরীরের কাছে মাথার স্থান যেমন। যার সবর নেই, তার ঈমানও নেই।”

في يوم الجمعة خمس خصال
(জুমার দিনের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য)
————————————————————————

5: Hadith 97

حدثنا أبو محمد عبدوس بن علي بن العباس الجرجاني بسمرقند ، قال : حدثنا أبو القاسم أحمد بن محمد بن إسحاق المعروف بابن الشغال قال : حدثنا الحارث ابن محمد بن أبي أسامة قال : حدثني يحيى بن أبي بكير قال : حدثنا زهير بن محمد ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن أبي لبابة بن عبد المنذر قال : قال رسول الله الله إن يوم الجمعة سيد الأيام ، وأعظم عند الله عز وجل من يوم الأضحى ويوم الفطر ، فيه خمس خصال : خلق الله عز و جل فيه آدم ، و أهبط الله

فيه آدم إلى الأرض ، و فيه توفى الله آدم ، وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئاً إلا آتاه ، ما لم يسأل حراماً ، وما من ملك مقرب ، ولاسماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بر ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة أن تقوم فيه الساعة .

আবু লুবাবা ইবনে আবদুল মুনজির থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “নিশ্চয়ই জুমার দিন হলো সকল দিনের সরদার এবং এটি আল্লাহর নিকট ঈদুল আজহা ও ঈদুল ফিতরের দিনের চেয়েও বেশি মর্যাদাপূর্ণ। এই দিনে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে:
এই দিনে আল্লাহ তাআলা আদম (আ)-কে সৃষ্টি করেছেন। এই দিনে আল্লাহ তাআলা আদম (আ)-কে পৃথিবীতে নামিয়ে দিয়েছেন। এই দিনে আল্লাহ তাআলা আদম (আ) এর জান কবজ করেছেন। এই দিনে এমন একটি সময় (মুহূর্ত) আছে, যখন কোনো বান্দা আল্লাহর কাছে যা-ই চায়, আল্লাহ তাকে তা-ই দান করেন, যদি না সে কোনো হারাম জিনিসের প্রার্থনা করে। এবং এই দিনেই কিয়ামত সংঘটিত হবে। এমন কোনো নিকটবর্তী ফেরেশতা, আকাশ, পৃথিবী, বাতাস, পাহাড়, স্থলভাগ বা সমুদ্র নেই যারা জুমার দিনকে ভয় করে না।”

كراهة التزويج بخمس
(পাঁচ ধরনের নারীকে বিবাহ করতে অনুৎসাহিত করা)
————————————————————

5: Hadith 98

حدثنا أبو الحسن محمد بن عمرو البصري قال : حدثنا أبو الحسن علي ابن الحسن بن البندار التميمي الطبري بأسفراييين في الجامع قال : حدثنا أبو نصر محمد بن يوسف الطوسي بطبران قال : حدثنا أبي قال : حدثنا على بن خشرم المروزي قال : حدثنا الفضل بن موسى السيناني المروزي قال : قال أبو حنيفة النعمان ابن ثابت أفيدك حديثاً طريفاً لم تسمع أطرف منه ، قال : فقلت : نعم ، قال أبو حنيفة : أخبرني حماد بن أبي سليمان ، عن إبراهيم النخعي ، عن عبد الله ابن بحينة عن زيد ابن ثابت قال : قال لي رسول الله الله : يازيد تزوجت ؟ قال : قلت : لا ، قال : تزوج تستعف مع عفتك ، ولا تزوجن خمساً ، قال زيد : من هن يا رسول الله ؟ فقال رسول الله الله : لا تزوجن شهبرة و لا لهبرة ولا نهبرة ولا هيدرة و لا لفوتاً . فقال زيد يا رسول الله : ما عرفت مما قلت شيئاً ، و إني بأمرهن لجاهل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ألستم عرباً ! أما الشهيرة فالزرقاء البذية ، وأما اللهبرة فالطويلة المهزولة ، وأما النهبرة فالقصيرة الدميمة ، وأما الهيدرة فالعجوز المدبرة ، وأما اللفوت فذات الولد من غيرك .

যাইদ ইবনে সাবিত বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন: “হে যাইদ! তুমি কি বিবাহ করেছ?” আমি বললাম: “না।” তিনি বললেন: “বিবাহ করো, তবে তোমার পবিত্রতার সাথে আরও পবিত্রতা যুক্ত করো। আর খবরদার! পাঁচ প্রকার নারীকে বিবাহ করো না।”
যাইদ জিজ্ঞাসা করলেন: “হে আল্লাহর রাসূল! তারা কারা?” রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: “তুমি শাহবারা, লাহবারা, নাহবারা, হায়দারা এবং লাফুত-কে বিবাহ করো না।”
যাইদ বললেন: “হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যা বললেন তার কিছুই আমি বুঝতে পারিনি এবং আমি এদের সম্পর্কে কিছুই জানি না।” তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: “তোমরা কি আরব নও?
শাহবারা: যে নারী নীল নয়না এবং যার মুখ খুব খারাপ (কটুভাষী)।
লাহবারা: যে নারী অত্যন্ত দীর্ঘকায় কিন্তু অত্যধিক কৃশকায় বা জীর্ণশীর্ণ।
নাহবারা: যে নারী খর্বকায় (বেঁটে) এবং কুৎসিত চেহারার।
হায়দারা: যে নারী বৃদ্ধা এবং যার যৌবন গত হয়েছে।
লাফুত: যার আগের পক্ষের সন্তান আছে।”

خيار العباد الذين يفعلون خمس خصال
(সর্বোত্তম বান্দারা, যাদের মধ্যে পাঁচটি গুণ থাকে)
————————————————————————

5: Hadith 99

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد ابن الحسن الصفار قال : حدثنا أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن إسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة ، عن سليمان بن جعفر النخعي ، عن محمد بن مسلم ، و غيره ، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر قال : سئل رسول الله ﷺ عن خيار العباد ، فقال : الذين إذا أحسنوا استبشروا ، وإذا أساؤوا استغفروا ، وإذا أعطوا شكروا ، و إذا ابتلوا صبروا ، و إذا غضبوا غفروا .

আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন আলী আল-বাকির (আ) থেকে বর্ণিত:" রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে শ্রেষ্ঠ বান্দাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, শ্রেষ্ঠ বান্দা তারা যারা: যদি ভালো কাজ করে, তবে আনন্দিত হয়।যদি কোনো মন্দ কাজ করে ফেলে, তবে ক্ষমা প্রার্থনা করে। যদি তাদের কিছু দান করা হয়, তবে শুকরিয়া আদায় করে। যদি বিপদে পতিত হয়, তবে ধৈর্য ধারণ করে। যদি রাগান্বিত হয়, তবে ক্ষমা করে দেয়।"

في القول الحسن خمس خصال
(সুন্দর কথার পাঁচটি গুণ)
————————————————————————

5: Hadith 100

حدثنا يحيى بن زيد بن العباس بن الوليد البزاز بالكوفة قال: حدثنا عمي علي بن العباس ، قال : حدثنا إبراهيم بن بشر بن خالد العبدي قال : حدثنا عمرو بن خالد قال : حدثنا أبو حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين قال : القول الحسن يثري المال ، وينمي الرزق ، وينسأ في الأجل ، ويحبب إلى الأهل ، ويدخل الجنة .

আলী ইবনুল হুসাইন (আ) বলেছেন: "উত্তম কথা পাঁচটি উপকার বয়ে আনে: সম্পদ বৃদ্ধি করে। রিজিক প্রসারিত করে। আয়ু বৃদ্ধি করে। পরিবারের নিকট প্রিয় করে তোলে এবং জান্নাতে প্রবেশ করায়।"

اعطيت امة محمد (ص) في شهر رمضان خمساً لم يعطهن امة نبي قبله
(রমজান মাসে উম্মতে মুহাম্মাদী (সা) কে পাঁচটি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদান করা হয়েছে যা পূর্ববর্তী কোনো উম্মত পায়নি)
————————————————————————

5: Hadith 101

حدثنا أبو الحسن محمد بن عمرو البصري قال : حدثنا أبو الفضل أحمد ابن محمد بن حمدون النسائي بها ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله الأزدي ببغداد ، و كان ثقة قال : حدثنا الحسن بن عبد الوهاب بن عطاء قال : حدثنا هشيم ، عن أبي الحواري زيد العمي ، عن أبي نضرة ، عن جابر بن عبد الله ، عن النبي ﷺ قال أعطيت أمتي في شهر رمضان خمساً لم يعطهن أمة نبي قبلي : أما

واحدة فاذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله عز وجل إليهم و من نظر الله إليه لم يعد به أبداً ، و أما الثانية فإن خلوف أفواههم حين يمسون عند الله عز وجل أطيب من ريح المسك . و أما الثالثة فإن الملائكة يستغفرون لهم في ليلهم و نهارهم . و أما الرابعة فإن الله عز وجل يأمر جنته أن استغفري و تزيني لعبادي ، فيوشك أن يذهب عنهم نصب الدنيا و أذاها و يصيروا إلى جنتي و كرامتي . و أما الخامسة فاذا كان آخر ليلة غفر لهم جميعاً . فقال رجل : في ليلة القدر يا رسول الله ؟ فقال : ألم تر إلى العمال إذا فرغوا من أعمالهم وفوا .

জাবির ইবন আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “আমার উম্মতকে রমজান মাসে এমন পাঁচটি বস্তু দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্ববর্তী কোনো নবীকেও দেওয়া হয়নি:
প্রথমটি হলো: রমজানের প্রথম রাতে আল্লাহ তাআলা তাদের (মুমিনদের) দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকান। আর আল্লাহ যাঁর দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকান, তাকে কখনও আযাব দেবেন না।
দ্বিতীয়টি হলো: ইফতারের সময় তাদের মুখের ঘ্রাণ আল্লাহর কাছে মিশক আম্বরের চেয়েও অধিক সুগন্ধযুক্ত মনে হয়।
তৃতীয়টি হলো: ফেরেশতারা তাদের জন্য দিন-রাত ক্ষমা প্রার্থনা (ইস্তিগফার) করতে থাকে।
চতুর্থটি হলো: আল্লাহ তাআলা তাঁর জান্নাতকে আদেশ করে ‘তুমি আমার বান্দাদের জন্য সুসজ্জিত হও এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো।’ শীঘ্রই দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট ও ক্লান্তি থেকে মুক্তি পেয়ে তারা আমার জান্নাত ও সম্মানের দিকে ফিরে আসবে।
পঞ্চমটি হলো: রমজানের শেষ রাতে আল্লাহ তাদের সকলকে ক্ষমা করে দেন।
এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন: “হে আল্লাহর রাসূল! এটি কি শবে কদরের রাতের কথা বলছেন?” তিনি বললেন: “না, তুমি কি দেখনি শ্রমিকরা যখন তাদের কাজ শেষ করে, তখনই তাদের পূর্ণ মজুরি দিয়ে দেওয়া হয়?”

يفر يوم القيامة خمسة من خمسة
(কিয়ামতের দিন পাঁচ ব্যক্তি পাঁচজন থেকে পালাবে)
——————————————————————————

5: Hadith 102

حدثنا أبو الحسن محمد بن عمرو بن علي بن عبد الله البصري بايلاق قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن جبلة الواعظ قال : حدثنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد الطائي قال : حدثنا أبي : قال : حدثنا علي بن موسى الرضا قال : حدثنا موسى بن جعفر قال : حدثنا جعفر بن محمد قال : حدثنا محمد بن علي قال : حدثنا علي بن الحسين قال : حدثنا الحسين بن علي عليهم السلام قال : كان علي بن أبي طالب بالكوفة في الجامع إذ قام إليه رجل من أهل الشام فسأله عن مسائل فكان فيما سأله أن قال : أخبرني عن قول الله عز وجل : « يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته و بنيه » ، من هم ؟ فقال له : قابيل يفر من هابيل ، والذي يفر من أمه موسى ، والذي يفر من أبيه إبراهيم ، والذي يفر من صاحبته لوط ، والذي يفر من ابنه نوح ، يفر من ابنه كنعان .
قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه : إنما يفر موسى من أمه خشية أن يكون قصر فيما وجب عليه من حقها ، وإبراهيم إنما يفر من الأب المربي المشرك لا من الأب الوالد و هو تارخ .

হুসাইন ইবনে আলী (আ) বলেন: আলী ইবনে আবি তালিব (আ) যখন কুফার জামে মসজিদে ছিলেন, তখন সিরিয়ার এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে তাঁকে কিছু বিষয়ে প্রশ্ন করেন। তার একটি প্রশ্ন ছিল, আল্লাহর এই বাণীর মর্ম কী: “সেদিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভাই, তার মাতা, তার পিতা, তার স্ত্রী ও তার সন্তানদের কাছ থেকে।” (কুরআন 80:34-36) তারা কারা?
উত্তরে আলী (আ.) বললেন: কাবিল পালাবে তার ভাই হাবিল থেকে। মূসা (আ) পালাবেন তাঁর মায়ের কাছ থেকে। ইব্রাহিম (আ) পালাবেন তাঁর পিতার কাছ থেকে। লুত (আ) পালাবেন তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে। নূহ (আ) পালাবেন তাঁর পুত্র কিনান থেকে।”

এই কিতাবের লেখক বলেন: মূসা (আ) তাঁর মায়ের কাছ থেকে এই ভয়ে পালাবেন যে, মায়ের প্রতি তাঁর যে হক বা দায়িত্ব ছিল, তাতে কোনো অবহেলা হয়েছে কি না। ইব্রাহিম (আ) তিনি পালাবেন তাঁর সেই পিতার কাছ থেকে যিনি তাকে লালন-পালন করেছিলেন এবং মুশরিক ছিলেন (আযর), তাঁর আসল জন্মদাতা পিতা থেকে নয়। কারণ নবীদের জন্মদাতা পিতাগণ কখনো মুশরিক ছিলেন না। নূহ ও লুত (আ) পালাবেন কারণ তাঁদের স্ত্রী ও সন্তান আল্লাহর অবাধ্য ছিল।”

خمسة من الانبياء عليهم السلام تكلموا بالعربية
(পাঁচজন নবী আরবি ভাষায় কথা বলতেন)
————————————————————

5: Hadith 103

حدثنا أبو الحسن محمد بن عمر و البصري قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الواعظ قال : حدثنا أبو القاسم الطائي قال : حدثنا أبي قال: حدثنا علي بن موسى الرضا عن آبائه ، عن الحسين بن علي قال : كان علي بن أبي طالب بالكوفة في الجامع إذ قام إليه رجل من أهل الشام فسأله عن مسائل فكان فيما سأله أن قال له : أخبرني عن خمسة من الأنبياء تكلموا بالعربية فقال : هود وصالح وشعيب وإسماعيل و محمد صلوات الله عليهم أجمعين .

হুসাইন ইবনে আলী (আ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আলী ইবনে আবি তালিব (আ) যখন কুফার জামে মসজিদে ছিলেন, তখন সিরিয়ার এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে তাঁকে কিছু বিষয়ে প্রশ্ন করেন। তার একটি প্রশ্ন ছিল “আমাকে এমন পাঁচজন নবীর নাম বলুন যাঁরা আরবি ভাষায় কথা বলতেন।” উত্তরে আলী (আ) বললেন: হুদ (আ), সালেহ (আ), শুআইব (আ), ইসমাইল (আ)
এবং মুহাম্মদ ﷺ। আল্লাহ তাদের সকলের ওপর দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন।”

خمسة من شر خلق الله عز وجل
(আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে পাঁচজন নিকৃষ্ট ব্যক্তি)
————————————————————

5: Hadith 104

حدثنا علي بن محمد بن موسى الدقاق رضي الله عنه قال : حدثنا أحمد ابن يحيى بن زكريا القطان قال : حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب قال : حدثني نصير بن عبيد قال : حدثنا نصر بن مزاحم المنقري قال : حدثني يحيى بن يعلى، عن يحيى بن سلمة بن كهيل ، عن أبيه ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن أبي حرب ابن أبي الأسود ، عن رجل من أهل الشام ، عن أبيه قال : سمعت النبي ﷺ يقول: من شر خلق الله خمسة : إبليس ، و ابن آدم الذي قتل أخاه ، و فرعون ذو الأوتاد ، ورجل من بني إسرائيل ردهم عن دينهم ، ورجل من هذه الأمة يبايع على كفر عند باب لد ، قال : ثم قال : إني لما رأيت معاوية يبايع عند باب لد ، ذكرت قول رسول الله ﷺ فلحقت بعلي فكنت معه .

জনৈক সিরীয় ব্যক্তি তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্টতম হলো পাঁচজন: ইবলিস।
আদম (আ)-এর সেই পুত্র যে তার ভাইকে হত্যা করেছিল। ফেরাউন। বনী ইসরাঈলের সেই ব্যক্তি যে তাদেরকে তাদের দ্বীন থেকে বিচ্যুত করেছিল। এই উম্মতের সেই ব্যক্তি যাকে ‘বাব-এ-লুদ’ এ কুফরির ওপর বায়আত করানো হবে।”

বর্ণনাকারী বলেন: “পরবর্তীতে আমি যখন দেখলাম যে, মুয়াবিয়া ‘বাব-এ-লুদ'-এ বায়আত গ্রহণ করছে, তখন আমার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সেই বাণীর কথা মনে পড়ে গেল। এরপর আমি আলীর (আ) সাথে যুক্ত হলাম এবং তাঁরই পক্ষাবলম্বন করলাম।”

ষষ্ঠ অধ্যায়: ছয় বিষয় সম্পর্কিত অধ্যায় (باب الستة)

في هذه الأمة ست خصال
(এই উম্মতের মধ্যে ছয়টি বৈশিষ্ট্য)
————————————————————————

6: Hadith 1

حدثنا محمد بن علي بن الشاه أبو الحسين الفقيه بمر والرون ، قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرزاق أبو إسحاق الأنطاكي قال : حدثنا يحيى بن المستفاد قال : حدثنا يزيد بن سلمة النميري قال : حدثنا عيسى بن يونس ، عن زكريا بن أبي زائدة عن زائدة ، عن زاذان ، عن زر بن حبيش قال : سمعت محمد بن الحنفية رضي الله عنه يقول : فيناست خصال لم تكن في أحد ممن كان قبلنا ، ولا تكون في أحد بعدنا : منا محمد سيد المرسلين وعلى سيد الوصيين ، وحمزة سيد الشهداء ، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ، و جعفر بن أبي طالب المزين بالجناحين يطير بهما في الجنة حيث يشاء و مهدي هذه الأمة الذي يصلي خلفه عيسى بن مريم عليه السلام .

বর্ণনাকারী বলেন আমি মুহাম্মাদ ইবন হানাফিয়্যাহকে বলতে শুনেছি: “আমাদের মধ্যে এমন ছয়টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা আমাদের পূর্ববর্তী কারো মধ্যে ছিল না এবং আমাদের পরবর্তী কারো মধ্যেও থাকবে না: আমাদের মধ্য থেকেই হলেন মুহাম্মাদ (সা), যিনি সকল রাসুলদের সর্দার। আলী (আ), যিনি সকল ওয়াসীদের সর্দার। হামজা (রা), যিনি সকল শহীদদের সর্দার। হাসান (আ) ও হুসাইন (আ), যারা জান্নাতের যুবকদের সর্দার। জাফর বিন আবি তালিব, যাকে দুটি ডানা দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে, যা দিয়ে তিনি জান্নাতে যেখানে খুশি উড়ে বেড়ান। এবং এই উম্মতের মাহদী, যার পেছনে ঈসা ইবনে মারিয়াম (আ) নামাজ আদায় করবেন।”

في الزنا ست خصال
(যিনার ক্ষেত্রে ছয়টি বৈশিষ্ট্য/পরিণতি)
————————————————————————

6: Hadith 2

أخبرنا أبو العباس الفضل بن الفضل الكندي بهمدان منصر في من الحج قال : أخبرنا أبو الحسن أحمد بن سعيد الدمشقي قال : حدثنا هشام بن عمار قال : حدثنا مسلمة بن علي ، عن الأعمش ، عن شقيق ، عن حذيفة بن اليمان قال : قال رسول الله ﷺ : يا معشر المسلمين إياكم والزنا فان فيه ست خصال ، ثلاث في الدنيا و ثلاث في الآخرة ، فأما التي في الدنيا فانه يذهب بالبهاء ، و يورث الفقر ، و ينقص العمر ، وأما التي في الآخرة فانه يوجب سخط الرب و سوء الحساب والخلود في النار . ثم قال النبي ﷺ : « سولت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم و في العذاب هم خالدون ».

হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “হে মুসলিম জাতি! তোমরা জিনা থেকে বেঁচে থাকো। কারণ এতে ছয়টি বৈশিষ্ট্য (পরিণাম) রয়েছে; যার তিনটি দুনিয়াতে এবং তিনটি আখেরাতে প্রকাশ পায়।
দুনিয়ার তিনটি হলো: এটি চেহারার উজ্জ্বলতা বা লাবণ্য কেড়ে নেয়। এটি দারিদ্র্য ডেকে আনে। এটি আয়ু কমিয়ে দেয়।

আখেরাতের তিনটি হলো: এটি রবের ক্রোধের কারণ হয়। এটি হিসাব-নিকাশকে কঠিন ও মন্দ করে দেয়।এটি জাহান্নামে চিরকাল অবস্থানের কারণ হয়।
এরপর নবী ﷺ পাঠ করলেন: '...তাদের প্রবৃত্তি তাদের জন্য মন্দ কাজকে শোভনীয় করেছে, যার ফলে আল্লাহ তাদের ওপর রাগান্বিত হয়েছেন এবং তারা আজাব বা শাস্তির মধ্যে চিরকাল অবস্থান করবে।' (কুরআন 5:80)"

6: Hadith 3

حدثنا محمد بن علي بن الشاه قال : حدثنا أبو حامد قال : حدثنا أبويزيد قال : حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي ، عن أبيه قال : حدثنا أنس بن محمد أبو مالك عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب عن النبي ﷺ أنه قال في وصيته له : يا علي في الزنا ست خصال : ثلاث منها في الدنيا و ثلاث في الآخرة ، فأما التي في الدنيا فيذهب بالبهاء ، ويعجل الفناء ، ويقطع الرزق وأما التي في الآخرة فسوء الحساب ، وسخط الرحمن ، والخلود في النار .

আলী বিন আবি তালিব (আ) থেকে বর্ণিত: নবী ﷺ ইমাম আলীকে দেওয়া তাঁর ওসিয়তে বলেছেন: "হে আলী! জিনার মধ্যে ছয়টি খাসলত বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে; যার তিনটি দুনিয়াতে এবং তিনটি আখেরাতে প্রকাশ পায়। দুনিয়াতে যে তিনটি প্রকাশ পায়: এটি (চেহারার) উজ্জ্বলতা ও সৌন্দর্য কেড়ে নেয়। এটি মানুষের ধ্বংস বা মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে। এটি রিজিক বা জীবিকা ছিন্ন (সংকুচিত) করে দেয়। আখেরাতে যে তিনটি প্রকাশ পায়: হিসাব-নিকাশের কঠোরতা ও মন্দাবস্থা। রহমানের ক্রোধ। এবং জাহান্নামের আগুনে চিরস্থায়ী বসবাস।"

6: Hadith 4

حدثنا محمد بن علي ما جيلويه رضي الله عنه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن ابن فضال ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الزاني ست خصال ، ثلاث في الدنيا : وثلاث في الآخرة ، فأما التي في الدنيا فإنه يذهب بنور الوجه ، ويورث الفقر ، ويعجل الفناء ، وأما التي في الآخرة فسخط الرب جل جلاله ، وسوء الحساب ، والخلود في النار .

আবু আবদুল্লাহ (আ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "জিনাকারীর ছয়টি পরিণতি রয়েছে; তিনটি দুনিয়াতে এবং তিনটি আখেরাতে।
দুনিয়াতে যা প্রকাশ পায়: এটি চেহারার নূর কেড়ে নেয়। এটি দারিদ্র্য ডেকে আনে। এটি ধ্বংস বা মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে।
আখেরাতে যা প্রকাশ পায়: মহান রবের ক্রোধ।হিসাবের কঠোরতা বা মন্দাবস্থা। জাহান্নামের আগুনে চিরস্থায়ী বসবাস"

قول النبي ﷺ تقبلوا لي بست خصال أتقبل لكم بالجنة
(নবী ﷺ এর বাণী: 'তোমরা আমার জন্য ছয়টি বিষয়ের দায়িত্ব নাও, আমি তোমাদের জান্নাতের জামিন হব')
————————————————————————————

6: Hadith 5

حدثنا أبو العباس محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي الله عنه قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن بهلول القاضي في داره بمدينة السلام قال : حدثنا علي بن يزيد الصدائي ، عن أبي شيبة ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ﷺ : تقبلوا لي بست أتقبل لكم بالجنة : إذا حدثتم فلا تكذبوا ، وإذا وعدتم فلا تخلفوا ، وإذا ائتمنتم فلا تخونوا ، وغضوا أبصاركم ، واحفظوا فروجكم ، وكفوا أيديكم وألسنتكم .

আনাস বিন মালিক বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা আমার কাছে ছয়টি জিনিসের প্রতিশ্রুতি দাও, আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি: যখন কথা বলবে, মিথ্যা বলবে না। যখন প্রতিশ্রুতি দেবে, তা ভঙ্গ করবে না। যখন তোমাদের কাছে আমানত রাখা হবে, তাতে খিয়ানত করবে না। তোমাদের দৃষ্টিকে অবনমিত রাখবে (সংযত রাখবে)। তোমাদের লজ্জাস্থান হেফজত করবে এবং তোমাদের হাত ও জিহ্বাকে (অন্যায় থেকে) বিরত রাখবে।”

ست خصال من فعلهن دخل الجنة
(যে ছয়টি কাজ করলে জান্নাতে প্রবেশ করা যায়)
————————————————————

6: Hadith 6

حدثنا أبو أحمد محمد بن جعفر البندار قال : حدثنا أبو العباس محمد بن محمد بن جمهور الحمادي الحبال قال : حدثنا أبو علي صالح بن محمد البغدادي ببخارى قال : حدثنا عمرو بن عثمان بن كثير بن دينار الحمصي قال : حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن شرحبيل بن مسلم ومحمد بن زياد قالا : سمعنا أبا أمامة يقول : سمعت رسول الله ﷺ يقول : أيها الناس إنه لا نبي بعدي ، ولا أمة بعدكم ، ألافاعبدوا ربكم ، وصلوا خمسكم ، وصوموا شهركم ، وحجوا بيت ربكم ، وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم ، و أطيعوا ولاة أمركم تدخلوا جنة ربكم .

আবু উমামা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি: “হে লোকসকল! নিশ্চয়ই আমার পরে আর কোনো নবী নেই এবং তোমাদের পরে আর কোনো উম্মত নেই। সাবধান! তোমরা তোমাদের রবের ইবাদত করো। তোমাদের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করো। তোমাদের রমজান মাসের রোজা রাখো। তোমাদের রবের ঘরের (কাবা) হজ করো। সন্তুষ্ট চিত্তে তোমাদের সম্পদের জাকাত প্রদান করো। এবং তোমাদের কর্তৃপক্ষের (ন্যায়সংগত) আনুগত্য করো।
(এগুলো করলে) তোমরা তোমাদের রবের জান্নাতে প্রবেশ করবে।”

ستة من الأنبياء عليهم السلام لكل واحد منهم اسمان
(ছয়জন নবীর দুটি করে নাম রয়েছে)
————————————————————

6: Hadith 7

حدثنا أبو الحسن محمد بن عمرو بن علي بن عبد الله البصري قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن جبلة الواعظ قال : حدثنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي قال : حدثنا أبي قال : حدثنا علي بن موسى الرضا قال : حدثنا موسى بن جعفر قال : حدثنا جعفر بن محمد قال : حدثنا محمد بن علي قال : حدثنا علي بن الحسين قال : حدثنا الحسين بن علي قال : كان علي بن أبي طالب بالكوفة في الجامع إذ قام إليه رجل من أهل الشام فسأله عن مسائل ، فكان فيما سأله أن قال

: أخبرني عن ستة من الأنبياء لهم اسمان ؟ فقال : يوشع بن نون وهو ذو الكفل ، ويعقوب وهو إسرائيل ، والخضر وهو حلقيا ، ويونس وهو ذو النون ، وعيسى وهو المسيح، ومحمد وهو أحمد صلوات الله عليهم أجمعين .

হুসাইন ইবনে আলী (আ) থেকে বর্ণিত: আলী ইবনে আবি তালিব (আ) যখন কুফার জামে মসজিদে ছিলেন, তখন সিরিয়ার অধিবাসী এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে কিছু প্রশ্ন করেন। তার প্রশ্নগুলোর মধ্যে একটি ছিল: "আমাকে এমন ছয়জন নবী সম্পর্কে জানান যাঁদের দুটি করে নাম রয়েছে?"
তিনি উত্তরে বললেন: ইউশা বিন নূন, যাঁর অপর নাম যুল কিফল। ইয়াকুব, যাঁর অপর নাম ইসরাঈল।খিজির, যাঁর অপর নাম হিলকিয়া। ইউনুস, যাঁর অপর নাম যুন-নূন। ঈসা, যাঁর অপর নাম মসীহ। এবং মুহাম্মাদ, যাঁর অপর নাম আহমদ।"
(তাঁদের সবার ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক)

ستة لم يركضوا في رحم
(যে ছয়টি সৃষ্টির কোনো মাতৃগর্ভে জন্ম হয়নি)
————————————————————————

6: Hadith 8

حدثنا أبو الحسن محمد بن عمرو بن علي البصري قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن جبلة الواعظ قال : حدثنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي قال : حدثنا أبي قال : حدثنا علي بن موسى الرضا قال : حدثنا موسى بن جعفر قال : حدثنا جعفر بن محمد قال : حدثنا محمد بن علي قال : حدثنا علي بن الحسين قال : حدثنا الحسين بن علي قال : كان علي بن أبي طالب بالكوفة في الجامع إذ قام إليه رجل من أهل الشام فسأله عن مسائل فكان فيما سأله أن قال له : أخبرني عن ستة لم يركضوا في رحم ؟ فقال : آدم و حواء ، و كبش إبراهيم ، و عصا موسى ، و ناقة صالح ، والخفاش الذي عمله عيسى بن مريم فطار بإذن الله عز و جل.

হুসাইন ইবনে আলী (আ) থেকে বর্ণিত: আলী ইবনে আবি তালিব (আ) যখন কুফার জামে মসজিদে ছিলেন, তখন সিরিয়ার এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন: "আমাকে এমন ছয়টি সৃষ্টি সম্পর্কে জানান যারা কোনো গর্ভাশয়ে জন্মলাভ করেনি?"
তিনি উত্তরে বললেন: আদম (আ) [যাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে]। হাওয়া (আ.) [যাকে আদমের পাঁজর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে]। ইব্রাহিম (আ)-এর দুম্বা [যা ইসমাইল (আ)-এর পরিবর্তে জান্নাত থেকে পাঠানো হয়েছিল]। মুসা (আ)-এর লাঠি [যা অলৌকিকভাবে অজগরে রূপান্তরিত হতো]। সালেহ (আ)-এর উষ্ট্রী [যা পাহাড়ের ভেতর থেকে নির্গত হয়েছিল]। ঈসা (আ)-এর তৈরি বাদুড় [যাকে তিনি মাটি দিয়ে তৈরি করেছিলেন এবং আল্লাহর নির্দেশে সেটি প্রাণ পেয়ে উড়ে গিয়েছিল]।

ست خصال ينتفع بها المؤمن بعد موته
(মৃত্যুর পরও মুমিন যে ছয়টি কাজের দ্বারা উপকৃত হয়)
————————————————————————

6: Hadith 9

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله قال : حدثنا محمد بن عيسى بن عبيد ، عن محمد بن شعيب الصيرفي ، عن الهيثم أبي كهمس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ست خصال ينتفع بها المؤمن بعد موته : ولد صالح يستغفر له ، ومصحف يقرء فيه ، و قليب يحفره ، و غرس يغرسه ، و صدقة ماء يجريه ، و سنة حسنة يؤخذ بها بعده .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “ছয়টি কাজ বা বৈশিষ্ট্য এমন রয়েছে, যার দ্বারা একজন মুমিন মৃত্যুর পরেও উপকৃত হয়:
সৎ সন্তান: যে তার (পিতার) জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।মুসহাফ (কুরআন): যা সে রেখে যায় এবং তা পাঠ করা হয়।
কূপ : যা সে খনন করে যায় (মানুষের ব্যবহারের জন্য)।
বৃক্ষরোপণ: যা সে রোপণ করে যায়।
প্রবহমান সদকা: যা সে জারি করে যায়।
উত্তম আদর্শ: যা সে চালু করে যায় এবং তার মৃত্যুর পর মানুষ তা অনুসরণ করে।”

ست كلمات مكتوبة على باب الجنة
(জান্নাতের দরজায় লেখা ছয়টি বাক্য)
————————————————————

6: Hadith 10

حدثنا أبو علي الحسن بن علي بن محمد بن عمرو العطار ببلخ ، و كان جده علي بن عمرو صاحب علي بن محمد العسكري وهو الذي خرج على يده لعن فارس بن حاتم بن ما هويه قال : حدثنا سليمان بن أيوب المطلبي قال : حدثنا محمد بن محمد المصري قال : حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله ﷺ : أدخلت الجنة فرأيت على بابها مكتوباً بالذهب : لا إله إلا الله ، محمد حبيب الله ، علي ولي الله ، فاطمة أمة الله ، الحسن والحسين صفوة الله ، على مبغضيهم لعنة الله .

আলী বিন আবি তালিব (আ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হলো, তখন আমি জান্নাতের দরজায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত দেখলাম: আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ)। মুহাম্মাদ আল্লাহর হাবিব বা প্রিয়তম (মুহাম্মাদুন হাবিবুল্লাহ)। আলী আল্লাহর ওয়ালী (আলীউন ওলীয়ুল্লাহ)। ফাতিমা আল্লাহর বান্দী (ফাতিমাতু আমাতুল্লাহ)। হাসান ও হুসাইন আল্লাহর মনোনীত (আল-হাসানু ওয়াল হুসাইনু সাফওয়াতুল্লাহ)। তাদের বিদ্বেষ পোষণকারীদের ওপর আল্লাহর লানত (আলা মুবগিদীয়িহিম লানাতুল্লাহ)।”

ست خصال من المروءة
(মনুষ্যত্বের ছয়টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে)
————————————————————

6: Hadith 11

حدثنا أبو منصور أحمد بن إبراهيم بن بكر الخوزي قال : حدثنا عبد بن زيد بن محمد البغدادي قال : حدثنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر بن سليمان الطائي بالبصرة قال : حدثني أبي قال : حدثني أبو الحسن علي بن موسى الرضا ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله ﷺ : ست من المروءة : ثلاث منها في الحضر ، و ثلاث منها في السفر ، فأما

التي في الحضر : فتلاوة كتاب الله عز و جل ، و عمارة مساجد الله ، واتخاذ الاخوان في الله عز و جل ، و أما التي في السفر : فبذل الزاد ، وحسن الخلق ، و المزاح في غير المعاصي .

আলী ইবনে আবি তালিব (আ) বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “মনুষ্যত্বের ছয়টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে; যার তিনটি আবাসে (নিজ এলাকায় থাকা অবস্থায়) এবং তিনটি সফরে (ভ্রমণ অবস্থায়)।
আবাসে থাকাকালীন তিনটি হলো: মহান আল্লাহর কিতাব (কুরআন) তিলাওয়াত করা। আল্লাহর মসজিদসমূহ আবাদ করা (যাতায়াত ও রক্ষণাবেক্ষণ)।আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দ্বীনি ভাই বা বন্ধু গ্রহণ করা।
সফরকালীন তিনটি হলো: নিজের পাথেয় বা খাদ্য অন্যের সাথে ভাগ করে নেওয়া (উদারতা)। সচ্চরিত্রতা বা উত্তম আচরণ বজায় রাখা। পাপাচার নয় এমন বিষয়ে কৌতুক বা হাস্যরস করা (সাথীদের আনন্দ করা)”

يقسم الخمس ستة أسهم
(খুমসকে ছয়টি ভাগে ভাগ করা সম্পর্কিত)
————————————————————

6: Hadith 12

حدثنا محمد بن علي ما جيلويه رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي العباس ، عن زكريا بن مالك الجعفي ، عن أبي عبد الله أنه سأله عن قول الله عز وجل : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول و لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ، قال : أما خمس الله عز وجل فللرسول يضعه حيث يشاء ، و أما خمس الرسول فلا قاربه ، و خمس ذوي القربى فهم أقرباؤه ، و اليتامى يتامى أهل بيته ، فجعل هذه الأربعة الأسهم فيهم ، و أما المساكين وأبناء السبيل فقد علمت أنا لا نأكل الصدقة ، ولا تحل لنا فهي للمساكين وأبناء السبيل .

জাকারিয়া বিন মালিক আল-জু'ফি থেকে বর্ণিত, তিনি আবু আবদুল্লাহ (আ)-কে মহান আল্লাহর এই বাণী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন: “আর জেনে রেখো যে, তোমরা যা কিছু গণিমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বা অর্জিত মুনাফা) হিসেবে লাভ করো, তার এক-পঞ্চমাংশ (খুমস) আল্লাহর জন্য, রাসূলের জন্য, নিকটাত্মীয়দের জন্য, এতিমদের জন্য, মিসকিনদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য।” (কুরআন 8:41)
তিনি উত্তরে বললেন: আল্লাহর অংশ: এটি রাসূলের ﷺ প্রাপ্য, তিনি তা যেখানে ইচ্ছা ব্যয় করবেন।রাসূলের অংশ: এটি তাঁর নিকটাত্মীয়দের জন্য।
নিকটাত্মীয়দের অংশ: এটিও রাসূলের নিকটাত্মীয় বা বংশধরদের জন্য।
এতিমদের অংশ: এটি কেবল নবী পরিবারের এতিমদের জন্য।
সুতরাং আল্লাহ এই চারটি অংশ তাঁদের মধ্যেই নির্ধারণ করেছেন।
মিসকিন ও মুসাফিরদের অংশ: তুমি তো জানো যে আমরা (নবী পরিবার) সাধারণ সদকা (যাকাত) গ্রহণ করি না এবং তা আমাদের জন্য হালালও নয়। তাই (খুমসের এই অংশের) মিসকিন ও মুসাফির বলতে আহলে বাইতের মিসকিন ও মুসাফিরদেরই বোঝানো হয়েছে।”

ستة أشياء ليس للعباد فيها صنع
(ছয়টি বিষয় রয়েছে যাতে বান্দার কোনো হাত নেই)
————————————————————

6: Hadith 13

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن أبي عبد الله الأصبهاني ، عن درست ، عمن ذكره عن أبي عبد الله قال : ستة أشياء ليس للعباد فيها صنع : المعرفة ، والجهل ، والرضا ، والغضب ، والنوم ، واليقظة .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “ছয়টি বিষয় এমন রয়েছে যাতে বান্দাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ বা ক্ষমতা নেই: জ্ঞান, অজ্ঞতা, সন্তুষ্টি, ক্রোধ, নিদ্রা এবং জাগরণ”

ان الله عز وجل يعذب ستة بست خصال
(আল্লাহ ছয় শ্রেণির মানুষকে ছয়টি কারণে শাস্তি দেবেন)
————————————————————

6: Hadith 14

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن أسلم الجبلي بإسناده يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال : إن الله عز وجل يعذب ستة بستة : العرب بالعصبية ، والدهاقنة بالكبر ، والأمراء بالجور ، والفقهاء بالحسد ، والتجار بالخيانة ، وأهل الرستاق بالجهل .

আমীরুল মুমিনীন (আ) বলেন: “নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ ছয়টি শ্রেণিকে ছয়টি কারণে শাস্তি প্রদান করবেন: আরবদেরকে, তাদের গোত্রীয় গোঁড়ামির কারণে।অভিজাতদের, তাদের অহংকারের কারণে।শাসকদেরকে, তাদের জুলুমের কারণে। পণ্ডিতদেরকে, তাদের হিংসার কারণে। ব্যবসায়ীদেরকে, প্রতারণার কারণে। গ্রাম্য মানুষদেরকে, তাদের অজ্ঞতার কারণে।”

ست خصال لا تكون في المؤمن
(মুমিনের মধ্যে ছয়টি বৈশিষ্ট্য থাকে না)
————————————————————

6: Hadith 15

حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان بن عثمان ، عن الحارث بن المغيرة النضري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : ستة لا تكون في المؤمن : العسر ، والنكد ، واللجاجة ، والكذب ، والحسد ، والبغي .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “ছয়টি বৈশিষ্ট্য মুমিনের মধ্যে থাকতে পারে না: কঠোরতা, অসভ্যতা, একগুঁয়েমি, মিথ্যাচার, হিংসা এবং সীমা লঙ্ঘন।”

ستة لا يسلم عليهم
(ছয় শ্রেণির মানুষকে সালাম দেওয়া যায় না)
————————————————————————————

6: Hadith 16

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن بنان بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه قال : ستة لا يسلم عليهم : اليهودي ، والنصراني ، والمجوسي ، والرجل على غائطه ، وعلى موائد الخمر ، وعلى الشاعر الذي يقذف المحصنات ، وعلى المتفكهين بسب الأمهات .

জাফর ইবন মুহাম্মাদ (আ) তাঁর পূর্বপুরুষদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন: “ছয় শ্রেণির মানুষকে সালাম দেওয়া যাবে না: ইহুদি, খ্রিস্টান, মাজুসি, মলমূত্র ত্যাগরত অবস্থায় থাকা ব্যক্তি, মদের আসরে বসা ব্যক্তি এবং সেই কবি, যে সচ্চরিত্রা নারীদের নামে অপবাদ দেয় (কুরুচিপূর্ণ কবিতা লেখে) এবং যারা মা-বোন তুলে গালিগালাজ করে আনন্দ পায়।”

ست عجيبات
(ছয়টি আশ্চর্য বিষয়)
————————————————————————————

6: Hadith 17

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن إسحاق الضحاك ، عن منذر الجوان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال سلمان رحمة الله عليه : عجبت بست : ثلاث أضحكتني و ثلاث أبكتني ، فأما التي أبكتني : ففراق الأحبة محمد و حزبه ، و هول المطلع ، والوقوف بين يدي الله عز وجل ، و أما التي أضحكتني : فطالب الدنيا والموت يطلبه ، و غافل وليس بمغفول عنه ، و ضاحك ملء فيه لا يدري أرضي الله أم سخط .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: সালমান (রা) বলেছেন: “আমি ছয়টি বিষয়ে আশ্চর্যান্বিত হই; যার তিনটি আমাকে কাঁদায় এবং তিনটি আমাকে হাসায়।
যে তিনটি বিষয় আমাকে কাঁদায়: মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর দল (আহলে বাইত) থেকে বিচ্ছন্ন হওয়া। মৃত্যুর সময়কার ভয়াবহতা এবং মহান আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হওয়া।
যে তিনটি বিষয় আমাকে হাসায়: সেই ব্যক্তি যে দুনিয়ার পেছনে ছুটছে, অথচ মৃত্যু তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সেই উদাসীন ব্যক্তি (যে আল্লাহর কথা ভুলে আছে), অথচ আল্লাহ তাকে ভুলে যাননি। সেই ব্যক্তি যে অট্টহাসি হাসে, অথচ সে জানে না আল্লাহ তার ওপর সন্তুষ্ট নাকি অসন্তুষ্ট।”

النهي عن قتل ستة
(ছয়টি প্রাণী হত্যা করতে নিষেধ)
————————————————————————————

6: Hadith 18

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن الحسين بن زياد ، عن داود بن كثير الرقي قال : بينما نحن قعود عند أبي عبد الله عليه السلام إذ مر بنا رجل بيده خطاف مذبوح ، فوثب إليه أبو عبد الله عليه السلام حتى أخذه من يده ، ثم دحى به الأرض ، ثم قال : أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم ؟ لقد أخبرني أبي ، عن جدي أن رسول الله ﷺ نهى عن قتل ستة : النحلة ، والنملة ، والضفدع ، والصرد ، والهدهد ، والخطاف . فأما النحلة فإنها تأكل طيباً وتضع طيباً و هي التي أوحى الله عز وجل إليها ، ليست من الجن ولا من الإنس ، و أما النملة فإنهم قحطوا على عهد سليمان بن داود عليهما السلام فخرجوا يستسقون فإذا هم بنملة قائمة على رجليها ، مادة يدها إلى السماء و هي تقول : اللهم أنا خلق من خلقك ، لا غنى بنا عن فضلك ، فارزقنا من عندك ، ولا تؤاخذنا بذنوب سفهاء ولد آدم ، فقال لهم سليمان : ارجعوا إلى منازلكم فإن الله تبارك وتعالى قد سقاكم بدعاء غيركم ، و أما الضفدع فإنه لما أضرمت النار على إبراهيم شكت هوام الأرض إلى الله عز وجل و استأذنته أن تصب عليها الماء ، فلم يأذن الله عز وجل لشيء منها إلا الضفدع فاحترق منه الثلثان و بقي منه الثلث ، و أما الهدهد فإنه كان دليل سليمان عليه السلام إلى ملك بلقيس ، وأما الصرد فإنه كان دليل آدم من بلاد سرانديب إلى بلاد جدة شهراً ، وأما الخطاف ، فإن دورانه في السماء أسفاً لما فعل بأهل بيت محمد ﷺ وتسبيحه قراءة الحمد لله رب العالمين ، ألا ترونه وهو يقول : ولا الضالين .

দাউদ বিন কাসীর আল-রিক্কী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদিন আমরা আবু আবদুল্লাহ (আ)-এর কাছে বসে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি একটি জবাই করা ‘খাত্তাফ’ (আবাবিল বা চাতক জাতীয় পাখি) হাতে নিয়ে আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। আবু আবদুল্লাহ (আ) দ্রুত তার দিকে এগিয়ে গিয়ে সেটি তার হাত থেকে নিলেন এবং মাটিতে ছুড়ে ফেললেন।
অতঃপর তিনি বললেন: “তোমাদের পণ্ডিতরা কি তোমাদের এমনটি করতে বলেছে? আমার পিতা তাঁর দাদার সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ছয়টি প্রাণীকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন:
মৌমাছি: কারণ সে পবিত্র জিনিস খায় এবং পবিত্র জিনিসই দান করে। আর এটি সেই সৃষ্টি যাকে মহান আল্লাহ ওহী করেছেন, যা জিন বা মানুষের অন্তর্ভুক্ত নয়।
পিপীলিকা: কারণ সুলাইমান ইবনে দাউদ (আ) এর সময় একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। লোকেরা বৃষ্টির প্রার্থনায় বের হলো। তখন তারা দেখতে পেল একটি পিপীলিকা তার দুপায়ে দাঁড়িয়ে আকাশ পানে হাত তুলে বলছে: ‘হে আল্লাহ! আমরা আপনার সৃষ্টির মাঝে অতি নগণ্য সৃষ্টি; আপনার অনুগ্রহ ছাড়া আমাদের কোনো গতি নেই। আমাদের আপনার পক্ষ থেকে রিজিক দান করুন এবং আদম সন্তানদের নির্বোধদের পাপের কারণে আমাদের পাকড়াও করবেন না।’ তখন সুলাইমান (আ) লোকদের বললেন: ‘তোমরা ফিরে যাও, অন্য এক সৃষ্টির দোয়ার বরকতে আল্লাহ তোমাদের বৃষ্টি দান করেছেন।’
ব্যাঙ: যখন ইব্রাহিম (আ)-কে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তখন পৃথিবীর কীট-পতঙ্গরা আল্লাহর কাছে আরজি জানাল এবং আগুনের ওপর পানি ঢালার অনুমতি চাইল। আল্লাহ ব্যাঙ ছাড়া আর কাউকে অনুমতি দেননি। তার শরীরের দুই-তৃতীয়াংশ পুড়ে গিয়েছিল এবং এক-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট ছিল।
হুদহুদ: কারণ সে রানি বিলকিসের রাজত্বের দিকে সুলাইমান (আ)-এর বার্তাবাহক ছিল।
সুরদ: কারণ সে আদম (আ)-কে সারান্দীব থেকে জেদ্দা অভিমুখে এক মাস পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিল।
খাত্তাফ (আবাবিল/চাতক): আকাশে তার অবিরাম উড্ডয়ন ও বিচরণ হলো মুহাম্মাদ ﷺ-এর আহলে বাইতের ওপর করা জুলুমের প্রতি দুঃখ প্রকাশ। আর তার তাসবিহ হলো ‘আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামিন’ পাঠ করা। তোমরা কি তাকে লক্ষ্য করো না যখন সে (কিচিরমিচির স্বরে) বলে: ‘ওয়ালাদ দ---ল্লীন?’”

ست خصال كرهها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله والأوصياء من ولده وأتباعهم عليهم السلام
(ছয়টি বিষয় যা আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ, তাঁর ওসিয়াগণ ও তাদের অনুসারীদের জন্য অপছন্দ করেছেন)
————————————————————————

6: Hadith 19

حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن إبراهيم ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله ﷺ : إن الله عز وجل كره لي ست خصال وكرههن للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي : العبث في الصلاة ، والرفث في الصوم ، والمن بعد الصدقة ، وإتيان المسجد جنباً ، والتطلع في الدور ، والضحك بين القبور .

আবু আবদুল্লাহ (আ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ আমার জন্য ছয়টি বিষয় অপছন্দ করেছেন এবং আমার বংশধরদের মধ্য থেকে যারা ওয়াসী এবং তাঁদের পরবর্তী অনুসারীদের জন্যও সেগুলো অপছন্দ করেছেন: নামাজের মধ্যে অনর্থক কাজ করা (খুশু-খুযু ব্যাহত করা)। রোজা অবস্থায় অশ্লীল কথা বা আচরণ করা। সদকা করার পর খোটা দেওয়া। জুনুবি (নাপাক) অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা। অনধিকারবশত অন্যের ঘরের ভেতর উঁকি দেওয়া এবং কবরস্থানের মাঝে অট্টহাসি হাসা।”

المحمدية السمحة ست خصال
(সহজ-সরল মুহাম্মদী দ্বীনের ছয়টি বৈশিষ্ট্য)
————————————————————

6: Hadith 20

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد ، عن سهل بن زياد الادمي ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر ، عن يونس بن ظبيان قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : يا يونس اتقوا الله و آمنوا برسوله ، قال : قلت : آمنا بالله و برسوله ، فقال : المحمدية السمحة إقامة الصلاة ، و إيتاء الزكاة ، و صيام شهر رمضان ، و حج البيت الحرام ، و الطاعة للإمام ، و أداء حقوق المؤمن ، فإن من حبس حق المؤمن أقامه الله يوم القيامة خمسمائة عام على رجليه حتى يسيل من عرقه أودية ، ثم ينادي مناد من عند الله جل جلاله : هذا الظالم الذي حبس عن الله حقه ، قال : فيوبخ أربعين عاماً ثم يؤمر به إلى نار جهنم .

ইউনুস ইবনে জুবিয়ান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আবু আবদুল্লাহ (আ) আমাকে বললেন: “হে ইউনুস!আল্লাহকে ভয় করো এবং তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনো।” আমি বললাম: “আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান এনেছি।” তখন তিনি বললেন: “মুহাম্মাদী আদর্শ হলো এই ছয়টি কাজ: নামাজ কায়েম করা। জাকাত প্রদান করা। রমজান মাসের রোজা রাখা। বাইতুল্লাহর (কাবা) হজ করা। ইমামের আনুগত্য করা এবং মুমিনের হক বা অধিকার আদায় করা।
নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি কোনো মুমিনের হক আটকে রাখবে (আদায় করবে না), কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে পাঁচশ বছর দাঁড়িয়ে রাখবেন, এমনকি তার ঘাম উপত্যকার মতো প্রবাহিত হবে। অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করবেন: ‘এই সেই জালেম যে আল্লাহর হক আটকে রেখেছিল।’ তাকে চল্লিশ বছর তিরস্কার করা হবে এবং এরপর জাহান্নামের আগুনের দিকে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে।”

ستة لا ينجبون
(ছয় শ্রেণির লোক সন্তান জন্মদানে সক্ষম হয় না)
————————————————————

6: Hadith 21

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال : حدثني أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن سعيد بن جناح يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : ستة لا ينجبون : السندي ، والزنجي ، والتركي ، والكردي ، والخوزي ، ونبك الري .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “ছয়টি (গোষ্ঠী বা অঞ্চলের মানুষ) সাধারণত সন্তান (সুসন্তান) জন্ম দেয় না: সিন্দী, জাঞ্জি, তুর্কি, কুর্দি, খুজি এবং রাই অঞ্চলের নীবক সম্প্রদায়।”

لا بأس بالعزل في ستة وجوه
(ছয় অবস্থায় আযল বা সহবাসে বীর্যস্খলন বাইরে করা দোষের নয়)
——————————————————————

6: Hadith 22

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده ، عن يعقوب الجعفري قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : لا بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة التي أيقنت أنها لا تلد ، والمسنة ، والمرأة السليطة ، والبذيئة ، والمرأة التي لا ترضع ولدها ، والأمة .

ইয়াকুব আল-জাফরি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আবুল হাসান (আ)-কে বলতে শুনেছি: “ছয়টি ক্ষেত্রে আজল (সহবাসের সময় বীর্য বাইরে ফেলা) করাতে কোনো অসুবিধা নেই: সেই নারী যার সন্তান হবে না বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। অতি বৃদ্ধা নারী। সেই নারী যে অত্যন্ত কর্কশভাষী। অশ্লীল ভাষিণী নারী। সেই নারী যে তার সন্তানকে দুধ পান করাতে অস্বীকার করে এবং দাসী।”

الحكرة في ستة أشياء
(ছয়টি জিনিসে মজুদদারি বা কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা হয়)
——————————————————————

6: Hadith 23

حدثنا حمزة بن محمد بن أحمد العلوي رضي الله عنه قال : أخبرني علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام قال : قال رسول الله ﷺ : الحكرة في ستة أشياء : في الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والسمن ، والزيت .

আলী (আ) বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “ছয়টি জিনিসে মজুদদারি হয় গম, যব, খেজুর, কিশমিশ, ঘি এবং তেল।”

التعوذ من ست خصال
(ছয়টি বিষয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা)
——————————————————————

6: Hadith 24

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن علي بن معبد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله ﷺ يتعوذ في كل يوم من ست خصال : من الشك ، والشرك ، والحمية ، والغضب ، والبغي ، والحسد .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতিদিন ছয়টি বিষয় থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন: সন্দেহ, শিরক, গোঁড়ামি, ক্রোধ, সীমালঙ্ঘন এবং হিংসা।”

ستة أشياء من السحت
(ছয়টি বস্তু হারাম উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত)
————————————————————

6: Hadith 25

حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام قال : السحت ثمن الميتة ، و ثمن الكلب ، و ثمن الخمر ، و مهر البغي ، والرشوة في الحكم ، وأجرة الكاهن .

আলী (আ) বলেন: “হারাম উপার্জন হলো: মৃত পশুর মূল্য, কুকুরের মূল্য, মদের মূল্য, ব্যভিচারিণীর মোহর, বিচারে ঘুষ গ্রহণ। গণক বা জাদুকরের পারিশ্রমিক।”

ستة أشياء من السحت
(হারাম উপার্জনের বিভিন্ন প্রকার)
————————————————————

6: Hadith 26

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن عمار بن مروان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : السحت أنواع كثيرة ، منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة ، ومنها أجور القضاة ، وأجور الفواجر ، و ثمن الخمر ، والنبيذ المسكر ، والربا بعد البينة ، فأما الرشا يا عمار في الأحكام فإن ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেছেন: “হারাম উপার্জন অনেক প্রকারের হয়ে থাকে। তার মধ্যে রয়েছে:জালেম শাসকদের অধীনে কাজ করে অর্জিত অর্থ, বিচারকদের বেতন। পাপাচারী বা ব্যভিচারীদের পারিশ্রমিক। মদ ও নেশাজাতীয় পানীয়র মূল্য। স্পষ্ট প্রমাণের পরও সুদের কারবার করা”
হে আম্মার! আর বিচারের ক্ষেত্রে ঘুষ গ্রহণ করা হলো মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরি করার শামিল।”

اول ما عصى الله تبارك وتعالى به ست خصال
(ছয়টি বিষয়ের মাধ্যমে সর্বপ্রথম আল্লাহর অবাধ্যতা করা হয়)
————————————————————————

6: Hadith 27

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله ﷺ : أول ما عصى الله تبارك و تعالى بست خصال : حب الدنيا ، وحب الرئاسة ، وحب الطعام ، وحب النساء ، وحب النوم ، وحب الراحة .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “সর্বপ্রথম ছয়টি কারণে মহান আল্লাহর অবাধ্যতা করা হয়েছে: দুনিয়াপ্রীতি। নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা। ভোজনবিলাস। নারীপ্রীতি, নিদ্রাপ্রীতি এবং আয়েশপ্রীতি।”

للدابة على صاحبها ست خصال
(বাহনের ওপর মালিকের ছয়টি দায়িত্ব)
————————————————————————

6: Hadith 28

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله ﷺ : للدابة على صاحبها ست خصال : يبدء بعلقها إذا نزل ، و يعرض عليها الماء إذا مر به ، ولا يضرب وجهها ، فإنها تسبح بحمد ربها ، ولا يقف على ظهرها إلا في سبيل الله عز وجل ، ولا يحملها فوق طاقتها ، ولا يكلفها من المشي إلا ما تطيق .

আলী ইবনে আবী তালিব (আ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “বাহনের ওপর তার মালিকের ছয়টি অধিকার রয়েছে। নামার সময় তাকে খাদ্য দিতে হবে, পথিমধ্যে পানি দেখলে পান করাতে হবে, তার মুখে আঘাত করা যাবে না। কারণ সে তার রবের প্রশংসা করে তাসবীহ পাঠ করে, তার পিঠে শুধু আল্লাহর পথে (জিহাদ) দাঁড়াবে, তাকে তার সামর্থ্যের বাইরে বোঝা চাপানো যাবে না, এবং তাকে তার ক্ষমতার বেশি চলার জন্য বাধ্য করা যাবে না।”

ستة لا ينبغي أن يسلم عليهم وستة لا ينبغي لهم أن يأموا وستة أشياء في هذه الأمة من أخلاق قوم لوط
(যাদেরকে সালাম দেওয়া উচিত নয়, যারা ইমামতি করার যোগ্য নয় এবং উম্মতের মধ্যে লূত (আঃ)-এর কওমের কিছু স্বভাব)
————————————————————————

6: Hadith 29

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة قال : سمعت علياً عليه السلام يقول : ستة لا ينبغي أن يسلم عليهم ، و ستة لا ينبغي

لهم أن يأموا ، وستة في هذه الأمة من أخلاق قوم لوط : فأما الذين لا ينبغي أن يسلم عليهم : فاليهود ، والنصارى ، وأصحاب النرد والشطرنج ، وأصحاب الخبر، والبربط والطنبور ، والمتفكهون بسب الأمهات ، والشعراء . وأما الذين لا ينبغي أن يأموا من الناس فولد الزنا ، والمرتد ، والأعرابي بعد الهجرة ، وشارب الخمر والمحدود ، والأغلف . وأما التي من أخلاق قوم لوط فالجلاهق وهو البندق والحذف ، ومضغ الملك ، وإرخاء الإزار خيلاء ، وحل الأزرار من القباء والقميص .

আসবাহ ইবনে নুবাতাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আলী (আ) কে বলতে শুনেছি “ছয় শ্রেণির মানুষকে সালাম দেওয়া উচিত নয়, ছয় শ্রেণির মানুষ ইমামতি করার যোগ্য নয় এবং উম্মতের মধ্যে লূত (আ)-এর কওমের ছয়টি স্বভাব রয়েছে।”
যাদেরকে সালাম দেওয়া উচিত নয়: ইহুদি, খ্রিস্টান, পাশা ও দাবা খেলায় আসক্ত, মাদক/আসক্তিপূর্ণ কাজে লিপ্ত লোক, বাদ্যযন্ত্র (বিরবিত ও তানবুর) বাজনাকারী, মা-বোন তুলে গালিগালাজকারী এবং কুরুচীপূর্ণ কবি।
যারা ইমামতি করার যোগ্য নয়: জারজ সন্তান, মুরতাদ, হিজরতের পর বেদুঈন হয়ে যাওয়া ব্যক্তি, মদ্যপানকারী ও হদ (শাস্তি) প্রাপ্ত ব্যক্তি এবং খৎনা না করা ব্যক্তি।
কওমে লুতের স্বভাবসমূহ: পাথর নিক্ষেপ করা, গুটি নিক্ষেপ করা, গালে খাবার চিবানো, অহংকার করে ইজার ঝুলিয়ে চলা এবং জামার বোতাম খুলে রাখা।

تفسير كلمات من أصل الهجاء
(বর্ণমালার মূল থেকে শব্দসমূহের ব্যাখ্যা)
————————————————————

6: Hadith 30

حدثنا محمد بن علي ما جيلويه رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ؛ و أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن أسباط ، عن الحسين بن زيد قال : حدثني محمد بن سالم رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال : قال عثمان بن عفان : يا رسول الله ما تفسير أبجد فقال رسول الله ﷺ : تعلموا تفسير أبجد فإن فيه الأعاجيب كلها ، ويل لعالم جهل تفسيره .
قال : يا رسول الله ما تفسير أبجد ؟ قال : أما الألف فآلاء الله ، حرف من أسمائه ، وأما الباء فبهجة الله ، وأما الجيم فجنة الله وجمال الله وجلال الله ، وأما الدال فدين الله ، وأما الهاء فهاء الهاوية فويل لمن هوى في النار ، وأما الواو فويل لأهل النار ، وأما الزاي فزاوية في جهنم نعوذ بالله مما في الزاوية يعني زوايا جهنم .
وأما حطي فالحاء حطوط الخطايا عن المستغفرين في ليلة القدر وما نزل به جبريل مع الملائكة إلى مطلع الفجر ، وأما الطاء فطوبى لهم وحسن مآب وهي شجرة غرسها الله بيده ونفخ فيها من روحه ، وأما الياء فيد الله فوق خلقه سبحانه وتعالى عما يشركون ، وأما كلمن فالكاف كلام الله لا تبديل لكلمات الله ولن تجد من دونه ملتحداً ، وأما اللام فإلمام أهل الجنة بينهم في الزيارة والتحية والسلام وتلاوم أهل النار فيما بينهم ، وأما الميم فملك الله الذي لا يزول ودوام الله الذي لا يفنى ، وأما النون فنون والقلم وما يسطرون ، فالقلم من نور وكتاب من نور في لوح محفوظ ، وأما سعفص فالصاد صاع بصاع يعني الجزاء بالجزاء كما تدين تدان ، وأما قرشت يعني قرشهم فحشرهم ونشرهم إلى يوم القيامة فقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون .
و قد أخرجت ما رويته في هذا المعنى في تفسير حروف المعجم من كتاب معاني الأخبار .

আমীরুল মুমিনীন আলী (আ) থেকে বর্ণিত, উসমান ইবনে আফফান রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন: “হে আল্লাহর রাসূল! ‘আবজাদ’ (أبجد)-এর ব্যাখ্যা কী?” রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: “তোমরা আবজাদের ব্যাখ্যা শেখো; কারণ এর মধ্যে সমস্ত বিস্ময়কর বিষয় নিহিত রয়েছে। দুর্ভোগ সেই আলেমের জন্য, যে এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে অজ্ঞ।” অতঃপর তিনি এর ব্যাখ্যা প্রদান করলেন:
أبجد (আবজাদ):

আলিফ (أ): আল্লাহর নেয়ামতসমূহ (আলা-আল্লাহ); এটি তাঁর নামসমূহের একটি বর্ণ।
বা (ب): আল্লাহর মহিমা ও উজ্জ্বলতা (বাহজাতুল্লাহ)
জিম (ج): আল্লাহর জান্নাত, সৌন্দর্য (জামাল) এবং মহিমা (জালাল)।
দাল (د): আল্লাহর দ্বীন (জীবনব্যবস্থা)।

هوز (হাওয়াজ):
হা (هـ): 'হাউয়িয়া' বা জাহান্নামের অতল গহ্বর। দুর্ভোগ তার জন্য, যে সেই আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে।
ওয়াও (و): জাহান্নামীদের জন্য দুর্ভোগ (ওয়াইল)।
যা (ز): জাহান্নামের কোণ বা বিশেষ প্রকোষ্ঠ (যাউয়িয়াহ)। আমরা জাহান্নামের সেই প্রকোষ্ঠের ভয়াবহতা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই।

حطي (হুত্তি):
হা (ح): শবে কদরে ক্ষমাপ্রার্থনাকারীদের গুনাহ মোচন (হুতুতুল খাতায়া) যা ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত জিবরাঈল (আ) ফেরেশতাদের নিয়ে অবতীর্ণ হন।
ত- (ط): জান্নাতবাসীদের জন্য কল্যাণ (তূবা)। এটি জান্নাতের একটি গাছ যা মহান আল্লাহ স্বহস্তে রোপণ করেছেন এবং তাতে রুহ ফুঁকে দিয়েছেন। এর ডালপালা জান্নাতের প্রাচীরের বাইরে থেকেও দেখা যায় এবং তাতে অলঙ্কার ও ফল ঝুলে থাকে।
ইয়া (ي): আল্লাহর হাত (ক্ষমতা), যা তাঁর সৃষ্টির ঊর্ধ্বে। তিনি তাদের শিরক থেকে অতি পবিত্র।

كلمن (কালামান):
কাফ (ك): আল্লাহর বাণী (কালামুল্লাহ); তাঁর বাণীর কোনো পরিবর্তন নেই।
লাম (ل): জান্নাতবাসীদের পারস্পরিক সাক্ষাৎ ও সালাম বিনিময় এবং জাহান্নামীদের একে অপরের প্রতি নিন্দা ও তিরস্কার (তালাউম)।
মিম (م): আল্লাহর অবিনশ্বর রাজত্ব (মুলক) এবং তাঁর চিরস্থায়ী অস্তিত্ব (দাওয়াম)।
নুন (ن): 'নূন ওয়াল ক্বালাম' (কসম কলমের)। সেই কলম ও কিতাব নূরের তৈরি যা লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত এবং নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতারা যার সাক্ষী।
سعفص (সা'ফাস):
সদ (ص): যা বপন করবে, তা-ই কাটবে (সা' বি-সা')। অর্থাৎ যেমন কর্ম, তেমন ফল। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি জুলুম করতে চান না।

قرشت (কারাশাত):
ক্বাফ, রা, শিন, তা: এর অর্থ হলো কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষকে একত্রিত করা (হাশর) এবং পুনরুত্থিত করা (নাশর)। অতঃপর সত্য ও ন্যায়ের সাথে তাদের বিচার করা হবে এবং কারো প্রতি জুলুম করা হবে না।

[এই কিতাবের লেখক বলেন: এবং এই বিষয়ে আমি যা বর্ণনা করেছি, তা আমি 'মাআ'নি আল-আখবার' কিতাবের বর্ণমালার অক্ষরসমূহের ব্যাখ্যা অংশে উল্লেখ করেছি)।"]

المجنون من فيه ست خصال
(যার মধ্যে ছয়টি গুণ থাকে, সেই প্রকৃত অর্থে "পাগল")
————————————————————————————

6: Hadith 31

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله قال : حدثني إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن الحسن الفارسي ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن محمد بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال : مر رسول الله ﷺ على جماعة فقال : على ما اجتمعتم ؟ قالوا : يا رسول الله هذا مجنون يصرع ، فاجتمعنا عليه ، فقال : ليس هذا بمجنون ولكنه المبتلى ، ثم قال : ألا أخبركم بالمجنون حق المجنون ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : إن المجنون حق المجنون المتبختر في مشيته ، الناظر في عطفيه ، المحرك جنبيه بمنكبيه ، يتمنى على الله جنته وهو يعصيه ، الذي لا يؤمن شره ولا يرجى خيره فذلك المجنون وهذا المبتلى .

আলী ইবনে আবী তালিব (আ) বলেন: একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি জনসমাবেশের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমরা কেন এখানে জড়ো হয়েছ?”
লোকেরা উত্তর দিল, “হে আল্লাহর রাসূল! এই ব্যক্তিটি একজন পাগল, সে মৃগী রোগীর মতো আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে যায়, তাই আমরা তাকে দেখতে জড়ো হয়েছি।”
তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: “এ পাগল নয়, বরং সে এক বিপদে আক্রান্ত ব্যক্তি।”
অতঃপর তিনি বললেন: “আমি কি তোমাদের প্রকৃত পাগলের পরিচয় দেব না?”
লোকেরা বলল, “অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল!”
তিনি বললেন: “প্রকৃত পাগল হলো সেই ব্যক্তি: যে দম্ভভরে পথ চলে। যে (অহংকারবশত) বারবার নিজের দুই কাঁধের দিকে তাকায়। যে চলার সময় নিজের দুই পাশ দুলিয়ে চলে। যে আল্লাহর অবাধ্যতা করা সত্ত্বেও তাঁর কাছে জান্নাতের আকাঙ্ক্ষা করে। যার অনিষ্ট থেকে মানুষ নিরাপদ থাকে না। যার কাছ থেকে কেউ কোনো কল্যাণের আশা করে না।
মূলত এই ব্যক্তিই হলো প্রকৃত পাগল; আর ওই ব্যক্তি সে কেবল অসুস্থতায় (পরীক্ষায়) আক্রান্ত।।”

من السنة التوجه في ست صلوات
(ছয়টি নামাজে তাওয়াজ্জুহ করা সুন্নত)
————————————————————————

6: Hadith 32

قال أبي رضي الله عنه في رسالته : إن من السنة التوجه في ست صلوات وهي أول ركعة من صلاة الليل، والمفردة من الوتر، وأول ركعتي الزوال، وأول ركعة من ركعتي الإحرام، وأول ركعة من نوافل المغرب، وأول ركعة من الفريضة .

আমার পিতা (রহ.) তাঁর চিঠিতে লিখেছেন যে, নিশ্চয়ই ছয়টি নামাজের ‘তাওয়াজ্জুহ’ করা সুন্নত। সেগুলো হলো: তাহাজ্জুদ নামাজের প্রথম রাকাত। বিতর নামাজের একক (শেষ) রাকাত। জাওয়াল বা দ্বিপ্রহরের পরবর্তী নামাজের প্রথম দুই রাকাত। এহরামের দুই রাকাত নামাজের প্রথম রাকাত। মাগরিবের নফল নামাজের প্রথম রাকাত। (যেকোনো) ফরজ নামাজের প্রথম রাকাত।”

ينزع عن الشهيد ستة أشياء ويترك عليه ما سوى ذلك

(শহীদের দেহ থেকে ছয়টি জিনিস খুলে ফেলা হয়, বাকি সব রেখে দেওয়া হয়)
————————————————————————————

6: Hadith 33

حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال : حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام قال : ينزع عن الشهيد الفرو ، والخف ، والقلنسوة ، والعمامة ، والمنطقة ، والسراويل إلا أن يكون أصابه دم فيترك، ولا يترك عليه شيء معقود الأحل .

আলী (আ) বলেন: “শহীদের এই ছয়টি বস্তু খুলে নেওয়া হয় এবং বাকি সবকিছু তার সাথেই রাখা হয়: পশমি বা চামড়ার পোশাক (ফারওয়া)। মোজা (খুফ), টুপি, আমামাহ, কোমরবন্ধনী (মিনতাক্বাহ), পায়জামা। যদি না তাতে রক্ত লেগে থাকে; যদি রক্ত লেগে থাকে তবে তা আর খোলা হবে না।
এছাড়া গিরো দেওয়া বা বাঁধনযুক্ত কোনো পোশাক তার শরীরে রাখা হবে না”

الناس على ست فرق
(মানুষ ছয় প্রকারের)
————————————————————————————

6: Hadith 34

حدثنا محمد بن علي ما جيلويه رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد ، عن سهل بن زياد ، عن الحسين بن سعيد الأهوازي ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الناس على ست فرق : مستضعف ، ومؤلف ، ومرجئ ، ومعترف بذنبه ، وناصب ، ومؤمن .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “মানুষ ছয় প্রকার, মুস্তাদ’আফ (অসহায় বা যাদের কাছে সত্যের বার্তা সঠিকভাবে পৌঁছায়নি), মুআল্লাফ (যাদের অন্তর ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করা হচ্ছে), মুরজা (যাদের ফয়সালা আল্লাহর মর্জির ওপর স্থগিত), মু’তারিফ বি-যামবিহি (যারা নিজের গুনাহ স্বীকার করে), নাসিব (আহলে বাইতের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী) এবং মুমিন (প্রকৃত বিশ্বাসী)।”

من أحب رجلاً فليجتنب معه خصال ست
(যে ব্যক্তি কাউকে ভালোবাসে, তার সাথে ছয়টি আচরণ এড়িয়ে চলা উচিত)
————————————————————————————

6: Hadith 35

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن الحسن بن علي بن عثمان ، عن أحمد بن نوح ، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال الحارث الأعور لأمير المؤمنين عليه السلام : يا أمير

المؤمنين أنا والله أحبك ، فقال له : يا حارث أما إذا أحببتني فلا تخاصمني ، ولا تلاعبني ، ولا تجاريني ، ولا تمازحني ، ولا تواضعني ، ولا ترافعني .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: আল-হারিস আল-আওয়ার আমিরুল মুমিনিন আলী (আ)-কে বললেন: “হে আমিরুল মুমিনিন! আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি আপনাকে ভালোবাসি।”
তিনি তাকে বললেন: “হে হারিস! যেহেতু তুমি আমাকে ভালোবাসো, তাই আমার সাথে এই ছয়টি বিষয় পরিহার করবে: আমার সাথে বিবাদে লিপ্ত হবে না। আমার সাথে চাতুরতা করবে না। আমার সাথে প্রতিযোগিতায় নামবে না। আমার সাথে (অশোভন) কৌতুক করবে না। আমার সাথে অতিরিক্ত অনুগত্য প্রকাশ করো না এবং আমার উপর নিজেকে উঁচু করো না।””

اهبط الله عز وجل إلى ابراهيم عليه السلام خاتما فيه ستة احرف
(ইব্রাহিম (আ)-এর কাছে নাযিল হওয়া ছয় বাক্যের আংটির বর্ণনা)
——————————————————————————

6: Hadith 36

حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد بن إدريس، عن محمد ابن أحمد، عن عبد الله بن أحمد، عن محمد بن علي الصيرفي، عن الحسين بن خالد، قال: قلت لابي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: ما كان نقش خاتم آدم؟ فقال: "لا إله إلا الله، محمد رسول الله" هبط به آدم معه من الجنة، وإن نوحا عليه السلام بما ركب السفينة أوحى الله عز وجل إليه يا نوح إن خفت الغرق فهللني الفا، ثم سلني النجاة انجك من الغرق ومن آمن معك. قال: فلما استوى نوح ومن معه في السفينة [و] عصفت عليهم الريح فلم يأمن نوح من الغرق فأعجلته الريح فلم يدرك أن يهلل ألفا، فقال بالسريانية: هلوليا ألفا ألفا يا ماريا أتقن، قال: فاستوى القلس واستمرت السفينة. فقال نوح عليه السلام: إن كلاما نجاني الله به من الغرق لحقيق أن لا يفارقني، فنقش في خاتمه "لا إله إلا الله ألف مرة يا رب أصلحني". وكان نقش خاتم سليمان بن داود عليهما السلام "سبحان من ألجم الجن بكلماته" وإن إبراهيم عليه السلام لما وضع في المنجنيق غضب جبرئيل عليه السلام، فأوحى الله عز وجل إليه يا جبرئيل ما يغضبك، قال: يا رب إبراهيم خليلك ليس على وجه الارض أحد يعبدك غيره سلطت عليه عدوك وعدوه، فأوحى الله إليه اسكت، فانما يعجل العبد الذي هو مثلك يخاف الفوت. فأما أنا فهو عبد آخذه إذا شئت، قال: فطابت نفس جبرئيل ثم التفت إلى إبراهيم عليه السلام فقال: هل لك من حاجة؟ فقال: أما إليك فلا، فأهبط الله عز وجل عندها خاتما فيه ستة أحرف "لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فوضت أمري إلى الله، أسندت ظهري إلى الله، حسبي الله" قال: فأوحى الله عز وجل إليه بأن تختم بهذا الخاتم فاني أجعل النار عليك بردا وسلاما.

হুসাইন বিন খালিদ বলেন: আমি আবুল হাসান মুসা বিন জাফর (আ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আদম (আ)-এর আংটির নকশা কী ছিল?
তিনি বললেন: “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ”। আদম (আ) এটি জান্নাত থেকে নিজের সাথে নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আর নূহ (আ) যখন নৌকায় আরোহণ করলেন, তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রতি ওহী পাঠালেন যে, ‘হে নূহ! যদি তুমি ডুবে যাওয়ার ভয় করো তবে আমার এক হাজার বার তহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) পাঠ করো, অতঃপর আমার কাছে নাজাত প্রার্থনা করো; আমি তোমাকে এবং তোমার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদের নিমজ্জন থেকে রক্ষা করব।’
বর্ণনাকারী বলেন: যখন নূহ (আ) ও তাঁর সাথীরা নৌকায় স্থির হলেন এবং প্রবল বাতাস বইতে শুরু করল, তখন নূহ (আ) ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে নিরাপদ বোধ করলেন না। বাতাসের প্রচণ্ডতায় তিনি এক হাজার বার তহলীল পূর্ণ করার সুযোগ পেলেন না, তাই তিনি সিরিয়াক ভাষায় বললেন: “হেলুলিয়া আলফান আলফান ইয়া মারিয়া আতকান” (অর্থাৎ: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হাজার হাজার বার, হে প্রভু আমাকে রক্ষা করুন)। এতে নৌকার দড়ি বা পাল স্থির হলো এবং নৌকা চলতে শুরু করল। তখন নূহ (আ) বললেন: ‘যে বাক্যের মাধ্যমে আল্লাহ আমাকে ডুবে যাওয়া থেকে বাঁচালেন, তা আমার থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়াই উচিত।’ তাই তিনি নিজের আংটিতে খোদাই করলেন: “লা

ইলাহা ইল্লাল্লাহু আলফা মাররাতিন ইয়া রাব্বি আসলিহনি” (আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই হাজার বার, হে আমার রব, আমাকে সংশোধন করে দিন)
আর সুলাইমান বিন দাউদ (আলাইহিমাস সালাম)-এর আংটির নকশা ছিল: “সুবহানা মান আলজামা আল-জিন্না বি-কালিমাতিহি” (পবিত্র সেই সত্তা যিনি স্বীয় কালামের মাধ্যমে জিনদের বশীভূত করেছেন)।
আর ইব্রাহিম (আ)-কে যখন মিনজানিক (অগ্নি নিক্ষেপক যন্ত্র)-এ রাখা হলো, তখন জিবরাঈল (আ) ক্রুদ্ধ হলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রতি ওহী পাঠালেন: ‘হে জিবরাঈল! কিসে তোমাকে ক্রুদ্ধ করল?’ জিবরাঈল বললেন: ‘হে আমার রব! ইব্রাহিম আপনার খলিল (বন্ধু), জমিনে তিনি ছাড়া আপনার ইবাদত করার মতো আর কেউ নেই; অথচ আপনি তাঁর ওপর আপনার ও তাঁর শত্রুকে ক্ষমতা দিয়েছেন!’ আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রতি ওহী পাঠালেন: ‘চুপ থাকো! কেবল সেই বান্দাই তাড়াহুড়ো করে যে তোমার মতো সুযোগ হারানোর ভয় পায়। আর আমি (আল্লাহ), তিনি তো আমারই বান্দা, আমি যখন চাইব তাকে পাকড়াও করতে পারব।’
এতে জিবরাঈল (আ) শান্ত হলেন। অতঃপর তিনি ইব্রাহিম (আ)-এর দিকে তাকিয়ে বললেন: ‘আপনার কি কোনো প্রয়োজন আছে?’ ইব্রাহিম (আ) বললেন: ‘তোমার কাছে নয়।’ ঠিক সেই মুহূর্তে আল্লাহ তায়ালা একটি আংটি অবতীর্ণ করলেন যাতে ছয়টি বাক্য ছিল: “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” (আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই), “মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ” (মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল), “লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ” (আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো পরিবর্তন ও শক্তি নেই), “ফাউয়্যাযতু আমরি ইলাল্লাহ” (আমি আমার কাজ আল্লাহর নিকট সোপর্দ করলাম), “আসনাদতু যাহরি ইলাল্লাহ” (আমি আল্লাহর ওপর ভরসা করলাম), “হাসবিয়াল্লাহ” (আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট)। রাবী বলেন: তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রতি ওহী পাঠালেন যে, এই আংটিটি পরিধান করো; তবে আমি আগুনকে তোমার জন্য শীতল ও শান্তিদায়ক করে দেব।”

أعفى الله عز وجل الشيعة من ست خصال
(আল্লাহ তাআলা শিয়াদের ছয়টি বিষয় থেকে নিরাপদ রেখেছেন)
————————————————————————

6: Hadith 37

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار قال : حدثنا أبو سعيد الآدمي ، عن أحمد بن محمد السياري ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الله عز وجل أعفى شيعتنا من ست خصال : من الجنون ، والجذام ، والبرص ، والأبنة ، وأن يولد له من زنا ، وأن يسأل الناس بكفه .

আবু আবদুল্লাহ (আ) বলেন: “নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ আমাদের শিয়াদের ছয়টি বিষয় থেকে মুক্তি রেখেছেন: পাগলামি, কুষ্ঠরোগ, শ্বেতী রোগ, পুরুষে পুরুষে কুকর্ম, জারজ হিসেবে জন্মগ্রহণ করা, মানুষের কাছে হাত পেতে ভিক্ষা করা।”

6: Hadith 38

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن زرعة بن محمد الحضرمي ؛ و محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ألا إن شيعتنا قد أعاذهم الله عز وجل من ست : من أن يطمعوا طمع الغراب ، أو يهروا هرير الكلاب ، أو ينكحوا في أدبارهم ، أو يلدوا من الزنا ، أو يولد لهم من الزنا ، أو يتصدقوا على الأبواب .

মুফাদ্দাল ইবন উমর বলেন: আবু আব্দুল্লাহ (আ)-কে বলতে শুনেছেন: “জেনে রেখো! মহান আল্লাহ আমাদের শিয়াদের ছয়টি বিষয় থেকে আশ্রয় দান করেছেন: কাকের মতো অতি-লোভী, কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করা, পায়ুকামে (বিকৃত যৌনাচারে) লিপ্ত হওয়া, জারজ সন্তান হিসেবে জন্ম নেয়া, জারজ সন্তান জন্ম দেওয়া এবং তারা যেন দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে ভিক্ষা করা।”

خاصم أمير المؤمنين عليه السلام الناس بست خصال فخصمهم
(আমিরুল মুমিনিন আলী (আঃ) ছয়টি গুণের মাধ্যমে সকলের ওপর প্রাধান্য লাভ করেন)
————————————————————————————

6: Hadith 39

حدثنا محمد بن أحمد بن الحسين بن يوسف البغدادي قال : حدثنا أحمد بن الفضل الأهوازي قال : حدثنا بكر بن أحمد القصري قال : حدثنا زيد بن موسى قال : حدثني أبي موسى بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن محمد ، عن أبيه محمد بن علي ، عن أبيه علي بن الحسين ، عن أبيه الحسين بن علي ، عن أبيه علي بن أبي طالب عليه السلام قال : خرج أبو بكر و عمر و عثمان وطلحة والزبير و سعد وعبد الرحمن بن عوف و غير واحد من الصحابة يطلبون النبي ﷺ في بيت أم سلمة ، فوجدوني على الباب جالساً فسألوني عنه ، فقلت : يخرج الساعة ، فلم يلبث أن خرج و ضرب بيده على ظهري فقال : يا ابن أبي طالب فإنك تخاصم الناس بعدي بست خصال فتخصمهم ، ليست في قريش منها شيء : إنك أولهم إيماناً بالله ، وأقومهم بأمر الله عز وجل ، وأوفاهم بعهد الله ، وأرأفهم بالرعية ، وأعلمهم بالقضية ، وأقسمهم بالسوية ، وأفضلهم عند الله عز وجل .
حدثنا محمد بن أحمد البغدادي قال : حدثنا أحمد بن الفضل الأهوازي قال : حدثنا بكر بن أحمد القصري قال : حدثنا أبو أحمد جعفر بن محمد بن عبد الله بن موسى قال : حدثنا أبي قال : حدثنا أبي موسى ، عن أبيه جعفر بن محمد وساق الحديث بإسناده مثله .

আলী ইবনে আবী তালিব (আ) বলেন: আবু বকর, উমর, উসমান, তালহা, যুবাইর, সাদ, আবদুর রহমান বিন আউফ এবং সাহাবীদের আরও অনেকে উম্মে সালামা (রা) এর ঘরে নবী ﷺ-কে খুঁজতে বের হলেন। তাঁরা আমাকে দরজায় বসা অবস্থায় পেলেন এবং তাঁর সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বললাম: তিনি এখনই বের হবেন। এরপর তিনি বের হতে দেরি করেননি এবং আমার পিঠে হাত দিয়ে চাপড়ে বললেন: “হে আবু তালিবের পুত্র! আমার পরে তুমি ছয়টি গুণের কারণে মানুষের সাথে বিতর্ক (দলিল পেশ) করবে এবং তাদের ওপর জয়ী হবে, যা কুরাইশদের কারও মধ্যে নেই: তুমি তাদের মধ্যে আল্লাহতে প্রথম বিশ্বাসী, আল্লাহর নির্দেশের ওপর তাদের মধ্যে সবচেয়ে সুদৃঢ়, আল্লাহর অঙ্গীকারের প্রতি তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অনুগত, জনগণের প্রতি তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দয়ালু, বিচারকার্যে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী, (সম্পদ) বন্টনের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সমতা বজায়কারী এবং আল্লাহর নিকট তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শ্রেষ্ঠ।”

মুহাম্মদ বিন আহমাদ আল-বাগদাদী আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আহমাদ বিন আল-ফজল আল-আহওয়াজী আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: বকর বিন আহমাদ আল-কাসরী আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আবু আহমাদ জাফর বিন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন মুসা আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমার পিতা আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমার পিতা মুসা তাঁর পিতা জাফর বিন মুহাম্মদ থেকে একই সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

(ছয় শ্রেণির মানুষের দোয়া কবুল হয় না)
————————————————————————————

6: Hadith 40

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح ، عن الربيع بن محمد المسلي ، عن عبد الأعلى ، عن نوف قال : بت ليلة عند أمير المؤمنين علي عليه السلام فكان يصلي الليل كله ، ويخرج ساعة بعد ساعة فينظر إلى السماء ويتلو القرآن .

قال : فمر بي بعد هدوء من الليل فقال : يا نوف أراقد أنت أم رامق ؟ قلت : بل رامق أرفقك ببصري يا أمير المؤمنين ، قال : يا نوف طوبى للزاهدين في الدنيا والراغبين في الآخرة ، أولئك الذين اتخذوا الأرض بساطاً ، وترابها فراشاً ، وماءها طيباً ، والقرآن دثاراً ، والدعاء شعاراً ، وقرضوا من الدنيا تقريضاً على منهاج عيسى بن مريم .

إن الله عز وجل أوحى إلى عيسى بن مريم : قل للملأ من بني إسرائيل : لا يدخلوا بيتاً من بيوتي إلا بقلوب طاهرة ، وأبصار خاشعة ، وأكف نقية ، وقل لهم : اعلموا أني غير مستجيب لأحد منكم دعوة ولأحد من خلقي قبله مظلمة .

يا نوف إياك أن تكون عشاراً أو شاعراً ، أو شرطياً ، أو عريفاً ، أو صاحب عرطبة وهي الطنبور ، أو صاحب كوبة وهو الطبل ، فإن نبي الله ﷺ خرج ذات ليلة فنظر إلى السماء فقال : إنها الساعة التي لا ترد فيها دعوة إلا دعوة عريف ، أو دعوة شاعر ، أو دعوة عاشر ، أو شرطي ، أو صاحب عرطبة ، أو صاحب كوبة .

নাওফ বলেন: আমি এক রাতে আমিরুল মুমিনীন আলী (আ) এর নিকট কাটালাম। তিনি সারা রাত নামাজ পড়ছিলেন এবং কিছুক্ষণ পরপর বাইরে বের হয়ে আকাশের দিকে তাকাচ্ছিলেন ও কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন।
তিনি বলেন: রাতের এক শান্ত প্রহরে তিনি আমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন: “হে নাওফ! তুমি কি ঘুমান্ত নাকি জাগ্রত? আমি বললাম: বরং জাগ্রত হে আমিরুল মুমিনীন, আমি আমার দৃষ্টি দিয়ে আপনাকে অনুসরণ করছি।”
তিনি বললেন: “হে নাওফ! ধন্য সেই বিরাগীরা (দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত) যারা পরকালের প্রতি অনুরাগী। তারাই তো মাটিকে পাটি, এর ধূলিকে বিছানা, এর পানিকে সুগন্ধি, কুরআনকে পোশাক এবং দোয়াকে নিজেদের গায়ের ভূষণ (চিহ্ন) করে নিয়েছে। আর তারা ঈসা ইবনে মারিয়ামের পথ অনুসরণ করে দুনিয়াকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করেছে।”
নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ ঈসা ইবনে মারিয়ামের প্রতি ওহি নাজিল করেছিলেন: ‘বনী ইসরায়েলের প্রধানদের বলে দাও, তারা যেন পবিত্র হৃদয়, অবনত দৃষ্টি ও পরিচ্ছন্ন হাত ব্যতীত আমার ঘরসমূহের (মসজিদ) কোনোটিতে প্রবেশ না করে। আর তাদের বলে দাও: জেনে রেখো, তোমাদের মধ্য থেকে এমন কারো দোয়ায় আমি সাড়া দেব না, যার ওপর আমার সৃষ্টির কোনো একজনের পাওনা রয়েছে।’
হে নাওফ! সাবধান, তুমি কখনো কর সংগ্রাহক, কবি, পুলিশ, প্রহরীর প্রধান, সারতাবা অর্থাৎ তনপুরা বাদক অথবা কুবাহ অর্থাৎ তবলা বাদক হয়ো না। কারণ আল্লাহর নবী ﷺ এক রাতে বের হয়ে আকাশের দিকে তাকালেন এবং বললেন: “এটি এমন এক মুহূর্ত যখন কারো দোয়া ফিরিয়ে দেওয়া হয় না; কেবল প্রহরী প্রধান, কবি, কর সংগ্রাহক, পুলিশ, সারতাবা বাদক ও কুবাহ বাদকের দোয়া ছাড়া।”’

ستة ملعونون
(ছয় শ্রেণির লোক অভিশপ্ত)
————————————————————————————

6: Hadith 41

حدثنا حمزة بن محمد بن أحمد العلوي رضي الله عنه قال : حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني قال : حدثنا يحيى بن الحسن بن جعفر ، قال : حدثنا محمد بن ميمون الخزاز قال : حدثنا عبد الله بن ميمون ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين عليه السلام قال : قال رسول الله ﷺ : ستة لعنهم الله وكل نبي مجاب : الزائد في كتاب الله ، والمكذب بقدر الله ، والتارك لسنتي ، والمستحل من عترتي ما حرم الله ، والمتسلط بالجبروت ليذل من أعزه الله ويعز من أذله الله ، والمستأثر بفيء المسلمين المستحل له .

আলী ইবন হুসাইন (আ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "ছয় শ্রেণির মানুষকে আল্লাহ অভিশাপ দিয়েছেন এবং প্রত্যেক নবীও তাদের অভিশাপ দিয়েছেন: যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবে সংযোজন করে। যে ব্যক্তি আল্লাহর তাকদির বা ভাগ্যকে অস্বীকার করে। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাহ বর্জন করে। যে ব্যক্তি আমার পরিবার ও বংশধরদের ব্যাপারে আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা হালাল বা বৈধ মনে করে। যে ব্যক্তি জোরপূর্বক ক্ষমতা দখল করে, যাতে আল্লাহ যাকে সম্মান দিয়েছেন তাকে লাঞ্ছিত করতে পারে এবং আল্লাহ যাকে লাঞ্ছিত করেছেন তাকে সম্মানিত করতে পারে। যে ব্যক্তি মুসলমানদের যৌথ সম্পদ (ফাই) একচেটিয়া ভোগ করে এবং নিজের জন্য তা বৈধ মনে করে।""

كمال الرجل بست خصال
(ছয়টি গুণে মানুষের পূর্ণতা অর্জিত হয়)
————————————————————

6: Hadith 42

حدثنا أحمد بن إبراهيم بن الوليد السلمي قال : حدثنا أبو الفضل محمد بن أحمد الكاتب النيسابوري بإسناده يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : كمال الرجل بست خصال بأصغريه ، وأكبريه ، وهيئتيه : فأما أصغراه فقلبه ولسانه ، إن قاتل قاتل بجنان ، وإن تكلم تكلم ببيان ، وأما أكبراه فعقله وهمته ، وأما هيئتاه فما له وجماله .

বর্ণনাকারী মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন: আমিরুল মুমিনীন (আ) বলেন:বি"একজন মানুষের পূর্ণতা বা কামিলিয়াত ছয়টি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল; তার ক্ষুদ্রতম দুটি অঙ্গ, বৃহত্তম দুটি গুণ এবং তার বাহ্যিক ও আর্থিক দুটি অবস্থা। ক্ষুদ্রতম অঙ্গ দুটি হলো: তার অন্তর ও জিহ্বা। যদি সে লড়াই করে তবে সাহস ও দৃঢ় অন্তরে লড়বে, আর যদি কথা বলে তবে তা স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ভাষায় বলবে।
বৃহত্তম গুণ দুটি হলো: তার বিবেক এবং তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা হিম্মত।
বাহ্যিক ও আর্থিক অবস্থা দুটি হলো: তার সম্পদ এবং তার সৌন্দর্য।"

الناس على ست طبقات
(মানুষ ছয় শ্রেণির)
————————————————————

6: Hadith 43

حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن جعفر بن بطة قال : حدثنا أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه يرفعه إلى زرارة بن أوفى قال : دخلت على علي بن الحسين عليه السلام فقال : يا زرارة الناس في زماننا على ست طبقات : أسد ، وذئب ، وثعلب ، وكلب ، وخنزير ، وشاة . فأما الأسد فملوك الدنيا يحب كل واحد منهم أن يغلب ولا يغلب . وأما الذئب فتجاركم ينمون إذا اشتروا ، ويمدحون إذا باعوا . وأما الثعلب فهؤلاء الذين يأكلون بأديانهم ، ولا يكون في قلوبهم ما يصفون بألسنتهم . وأما الكلب فيهر على الناس بلسانه ، ويكرمه الناس من شر لسانه . وأما الخنزير فهؤلاء المخنثون وأشباههم ، لا يدعون إلى فاحشة إلا أجابوا . وأما الشاة فالمؤمنون الذين تجز شعورهم ، ويؤكل لحومهم ، ويكسر عظمهم ، فكيف تصنع الشاة بين أسد وذئب وثعلب وكلب وخنزير .

যুরারাহ ইবনে আওফা বলেন: আমি আলী ইবনুল হুসাইন (আ)-এর নিকট প্রবেশ করলাম। তখন তিনি বললেন: “হে যুরারাহ! আমাদের বর্তমান সময়ের মানুষ ছয়টি শ্রেণিতে বিভক্ত; তারা হলো: সিংহ, নেকড়ে, শেয়াল, কুকুর, শূকর এবং ভেড়া। সিংহ হলো দুনিয়ার রাজন্যবর্গ বা শাসকগোষ্ঠী। তাদের প্রত্যেকেই চায় অন্যের ওপর বিজয়ী হতে, কিন্তু নিজে কখনো পরাজিত হতে চায় না। নেকড়ে হলো তোমাদের ব্যবসায়ীরা। তারা যখন কোনো কিছু কেনে তখন তার খুঁত ধরে (যাতে দাম কমানো যায়), আর যখন বিক্রি করে তখন তার মিথ্যা প্রশংসা করে (যাতে বেশি দাম পাওয়া যায়)। শেয়াল হলো ওই সব লোক যারা ধর্মের দোহাই দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। তারা মুখে যা বলে, তাদের অন্তরে তার লেশমাত্র থাকে না। কুকুর হলো যে নিজের জিহ্বা দিয়ে মানুষের ওপর ঘেউ ঘেউ করে। আর মানুষ তাকে সম্মান করে কেবল তার জিহ্বার অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য। শূকর হলো ওই সব বিকৃত রুচির কুরুচিপূর্ণ মানুষ, যাদেরকে কোনো অশ্লীলতার দিকে ডাকলেই তারা তাতে সাড়া দেয়। ভেড়া হলো মুমিন বা বিশ্বাসী দল। যাদের পশম ছাঁটা হয়, মাংস খাওয়া হয় এবং হাড় ভেঙে ফেলা হয় (অর্থাৎ তারা সর্বদা শোষিত ও নির্যাতিত)।
এখন ভেবে দেখো, সিংহ, নেকড়ে, শিয়াল, কুকুর আর শূকরের পালের মাঝে একটি ভেড়া কীভাবে টিকে থাকবে?”